নিষদে পুরুষবোধিনী শ্রুতিতে মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী দুর্গাশক্তির উল্লেখ আছে। তাহার পর অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দুর্গাপূজার ইতিহাসই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ ইতিহাসটি এইরূপ——

"একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দকে বলিতেছেন, দুর্গা আদিভূতা নারায়ণী শক্তি। আমার ঐ শক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী। আমার ঐ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মাদি দেবতা সকল বিশ্বসংসার জয় করেন। ঐ শক্তি হইতেই এই সংসারের উৎপত্তি। আমি জগতের সংহারের নিমিত্ত দেবদেব মহাদেবকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছি। আমার ঐ শক্তি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শক্তি ও লজ্জাস্বরূপিণী। উনিই গোলোকে রাধিকা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ও কৈলাসে সতী এবং হিমালয়ে পার্ব্বতী। উনিই সরস্বতী ও সাবিত্রী। বহ্নিতে দাহিকা শক্তি, ভাস্করে প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শৈত্যশক্তি, শস্যে প্রসূতিশক্তি, ধরণীতে ধারণাশক্তি, ব্রাহ্মণে ব্রহ্মণ্যশক্তি, দেবগণে দেবশক্তি, তপস্বীতে তপস্যাশক্তি, সকলই উনি। আমার ঐ শক্তি গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের মুক্তিরূপা, এবং সাংসারিকের মায়া। আমার ভক্তের মধ্যে উনিই ভক্তিদেবীরূপে বিরাজিতা। রাজার রাজলক্ষ্মী, বণিকের লভ্যরূপা, সংসারসাগরোত্তরণে দুস্তরতারিণী বেদরূপা, শাস্ত্রে ব্যাখ্যারূপিণী, সাধুগণে সদ্বুদ্ধিরূপা, মেধাবীতে মেধাস্বরূপা, দাতৃগণে দানরূপা, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে বিপ্রভক্তিরূপা, সাধ্বী স্ত্রীতে পতিভক্তিরূপা, সকলই ঐ শক্তি। এক কথায় আমার দুর্গাশক্তি সর্ব্বশক্তিস্বরূপা।"

দুর্গাশক্তির পূজা-প্রকাশ-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে——

"গোলোকে বৃন্দাবনমধ্যে শ্রীরাসমণ্ডলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দুর্গাশক্তির প্রথম পূজাপ্রকাশ হয়। পরে ব্রহ্মা মধুকৈটভভয়ে উহাঁর পূজা করেন। তদনন্তর ত্রিপুরাসুরের নিধনার্থ মহাদেব উহাঁর পূজা করেন। দুর্ব্বাসার শাপে ভ্রষ্টলক্ষ্মী পুরন্দর চতুর্থ পূজাকারী। পঞ্চমে নিশুম্ভ-শুম্ভ-মথনে দেবমানব সকলে মিলিয়া উহাঁর পূজা করেন। ঐ পূজাতেই বর্ত্তমান মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। ঐ আবির্ভাবে দেবী সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিত হইয়াই প্রকাশিত হন। পরিশেষে সুরথনামে নরপতি কোন নদীতীরে তাঁহার ধ্যানোক্ত প্রতিমা নির্ম্মাণ ও পূজা করেন।"

পায়। ভক্তিপূজা ব্যতিরেকে উপাসনাই অসিদ্ধ। যিনি কোন দিন উপাসনা অমরজী অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার লাভের নিমিত্ত স্থিরচিত্তে অন্ততঃ একবার

সাধারণ

হিন্দু-সুহৃদ।

১ম ভাগ] সন ১৩০০ কার্ত্তিক [১ম খণ্ড।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব শব্দে শারদীয় দুর্গোৎসবই বোধিত হয়। যদিও বাসন্তী-পূজা ও শারদীয়া পূজা বস্তুতঃ একরূপই, কালগত ভেদ পরিত্যাগ করিলে, পূজাগত ঐক্যই লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব শব্দে বাসন্তী পূজা বুঝায় না। শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব শব্দ শারদীয়া পূজাতেই রূঢ় হইয়াছে, বলিলেও অসঙ্গত হয় না। শরৎকালে আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আর্য্যসন্তানের বিশেষতঃ বঙ্গবাসী আর্য্যসন্তানের একটি মহান্ উৎসব। সত্য বটে, আর্য্যজাতি ধর্ম্ম-প্রাণ, আর্য্যসন্তানের গৃহে গৃহে প্রতিদিনই কোন না কোন অর্চ্চা উপাসিত হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের দুর্গোৎসবের ন্যায় মহান্ উৎসব আর কোন অর্চ্চনাতেই দেখা যায় না। আবাল-বৃদ্ধ বঙ্গবাসীই উক্ত উৎসবে আপনাদিগকে উৎসবান্বিত বোধ করিয়া থাকেন। যদিও উহার অন্য কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উক্ত উৎসবের শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার পূজাই যে সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাহা নিশ্চয়। আর্য্যের শাস্ত্রে আর্য্যের গৃহে যত প্রকার প্রতিমাপূজা প্রচলিত আছে, দুর্গাপ্রতিমাই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান। এরূপ ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশ অন্য কোন প্রতিমাতেই দেখা যায় না। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দুর্গাপূজাকে হিন্দুর সর্ব্ববিধ পূজার সারসঙ্কলন বলিলেও বলা যায়। দুর্গাপূজা বৈদিকের মহাযজ্ঞ। উহা তান্ত্রি-কের তান্ত্রিকী মহতী ক্রিয়া। দুর্গাপূজায় বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড [illegible] পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

.ণ লিখিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাধিপতি রাবণরাজার সংহারের নিমিত্ত পুরীর রণাঙ্গণেই ভগবতী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কুলতিলক বাল্মীকির রচিত সংস্কৃত রামায়ণে উহার কোনই উল্লেখ দেখা না। বাল্মীকিরামায়ণে উক্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত না হইলেও কৃত্তিবাস পণ্ডি- বর্ণনাকে একেবারে অমূলক বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, লিকাপুরাণ ও বৃহন্নন্দীকেশ্বর নামক প্রসিদ্ধ উপপুরাণদ্বয়েই উহার উল্লেখ ছ। প্রচলিত-দুর্গাপূজাপদ্ধতি-মধ্যেও উক্ত মতের পরিপোষক নিম্ন- খিত শ্লোক কয়েকটি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্।
শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি
বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্য-
স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥"

দুষ্ট দশাননের বধসাধনার্থ অকালে শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্রের নিয়োগানু- গারে পিতামহ ব্রহ্মা তোমার বোধন করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও দানব- ণ কর্ত্তৃক অপহৃত নিজ স্বর্গরাজ্য লাভের নিমিত্ত ঐরূপে তোমার বোধন ও র্চ্চন করিয়াছিলেন। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীরামচন্দ্র ও দেব- রাজের ন্যায় আমার শত্রুসংহারে সামর্থ্য প্রদান কর।

এতদ্দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন অনুমান করা যাইতে পারে। তবে এমন একটি প্রধান ঘটনা যে বাল্মীকিরামায়ণে কি নিমিত্ত উপেক্ষিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা সুকঠিন। অনেকে ঐ বিষয়টি কল্পা- ন্তরীয় বলিয়াই উহার সমাধান করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ উহাকে "জগণের কল্পনা বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না।

নিষদে পুরুষবোধিনী শ্রুতিতে মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী দুর্গাশক্তির উল্লেখ আছে, তাহার পর অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দুর্গাপূজার ইতিহাসই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ ইতিহাসটি এইরূপ——

"একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দকে বলিতেছেন, দুর্গা আদিভূতা নারায়ণী শক্তি। আমার ঐ শক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী। আমার ঐ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মাদি দেবতা সকল বিশ্বসংসার জয় করেন। ঐ শক্তি হইতেই এই সংসারের উৎপত্তি। আমি জগতের সংহারের নিমিত্ত দেবদেব মহাদেবকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছি। আমার ঐ শক্তি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শক্তি ও লজ্জাস্বরূপিণী। উনিই গোলোকে রাধিকা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ও কৈলাসে সতী এবং হিমালয়ে পার্ব্বতী। উনিই সরস্বতী ও সাবিত্রী। বহ্নিতে দাহিকা শক্তি, ভাস্করে প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শৈত্যশক্তি, শস্যে প্রসূতিশক্তি, ধরণীতে ধারণাশক্তি, ব্রাহ্মণে ব্রহ্মণ্যশক্তি, দেবগণে দেবশক্তি, তপস্বীতে তপস্যাশক্তি, সকলই উনি। আমার ঐ শক্তি গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের মুক্তিরূপা, এবং সাংসারিকের মায়া। আমার ভক্তের মধ্যে উনিই ভক্তিদেবীরূপে বিরাজিতা। রাজার রাজলক্ষ্মী, বণিকের লভ্যরূপা, সংসারসাগরোত্তরণে দুস্তরতারিণী বেদরূপা, শাস্ত্রে ব্যাখ্যারূপিণী, সাধুগণে সদ্বুদ্ধিরূপা, মেধাবীতে মেধাস্বরূপা, দাতৃগণে দানরূপা, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে বিপ্রভক্তিরূপা, সাধ্বী স্ত্রীতে পতিভক্তিরূপা, সকলই ঐ শক্তি। এক কথায় আমার দুর্গাশক্তি সর্ব্বশক্তিস্বরূপা।"

দুর্গাশক্তির পূজা-প্রকাশ-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে——

"গোলোকে বৃন্দাবনমধ্যে শ্রীরাসমণ্ডলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দুর্গাশক্তির প্রথম পূজাপ্রকাশ হয়। পরে ব্রহ্মা মধুকৈটভভয়ে উহাঁর পূজা করেন। তদনন্তর ত্রিপুরাসুরের নিধনার্থ মহাদেব উহাঁর পূজা করেন। দুর্ব্বাসার শাপে ভ্রষ্টলক্ষ্মী পুরন্দর চতুর্থ পূজাকারী। পঞ্চমে নিশুম্ভ-শুম্ভ-মথনে দেবমানব সকলে মিলিয়া উহাঁর পূজা করেন। ঐ পূজাতেই বর্ত্তমান মূর্ত্তির [আবি]র্ভাব হয়। ঐ আবির্ভাবে দেবী সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিত হইয়াই প্রকাশিত [হন]। পরিশেষে স্থরথনামে নরপতি কোন নদীতীরে তাঁহার ধ্যানোক্ত [প্রতি]মা নির্ম্মাণ ও পূজা করেন।"

ও ’বে পবিব্যক্ত হয়। একরূপ সাম্য ও সামঞ্জস্য পৃথিবীর প্রচলিত আর কোন উপাসনাতেই দৃষ্ট হয় না। এই উপাসনাতে সকলেই সমান অধিকারী। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে আচণ্ডাল সকলেই দুর্গোৎসবের অধিকারী। ম্লেচ্ছাদিরও দুর্গোৎসবে অধিকার শ্রবণ করা যায়।

“ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।
এবং নানাম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ॥
স্বয়ং বাপ্যন্যতো বাপি পূজয়েৎ পূজয়েত বা।
অর্চ্চকস্য তপোযোগাৎ অর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি॥’

শব্দকল্পদ্রুমধৃত পুবাণ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এবং ম্লেচ্ছাদি ও দস্যু প্রভৃতিও ঐ শক্তির পূজা করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বযংই তাঁহার অর্চ্চনা কবেন, কেহ বা অন্য দ্বারাও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অর্চ্চনাকারীর তপোযোগ, অর্চ্চনার উৎকর্ষ ও প্রতিমার গঠন অনুসারেই দেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাধকের যদি তপোযোগ থাকে, অর্চ্চনা যদি অনন্যভক্তি সহকারেই হয়, এবং প্রতিমা যদি ধ্যানোক্ত প্রকারেই সুগঠিত হয়, তবে উহার ফল অবশ্যম্ভাবী।

দুর্গাশক্তি কামধেনুস্বরূপিণী। তাঁহার নিকট কোন অর্থীকেই বিমুখ হইতে হয় না। যিনি যে কোন কামনায় তাঁহার পূজা করুন না, তিনি নিজের কামনার অনুরূপ ফলই লাভ করিয়া থাকেন। ঘৃণিত নরহন্তা দস্যু হইতে মুক্তিকাম সাধু পর্য্যন্ত যে কোন ব্যক্তি যে কোন কামনা করিয়া দেবীর আরাধনা করেন, তিনি দেবীর নিকট সেইরূপ ফললাভে পরিতৃপ্ত হয়েন। দেবী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ-ফল-প্রদানে অভিমুখ থাকেন।

দুর্গাপূজা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে ত্রিবিধ। জপযজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা যে অর্চ্চনা, তাহাকেই সাত্ত্বিকী পূজা বলা যায়। বেদোক্ত দেবীসূক্ত ও পুরাণাদিতে উক্ত দেবীমাহাত্ম্যাদির পাঠের নামই জপ। অগ্নি হোমের নাম যজ্ঞ। সামিষ নৈবেদ্যাদি ও বলিদানাদি দ্বারা অর্চ্চনই র পূজা। ঐ রাজসী পূজাতে সুরাদিও প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং উহাতে বহ্নি

প্রবৃত্তিশালী সর্ব্ববিধ মনুষ্যই দুর্গাপূজার অধিকারী। এবং দেবীও ঐ সকল অর্চ্চকের ভাবানুসারেই আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগের পূজাগ্রহণ এবং তদনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

দুর্গোৎসব বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়ই। যিনি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী, তিনি যদি মানস সত্বেও অসামর্থ্য প্রযুক্ত বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তিরহিত হয়েন, তাঁহাকে তজ্জন্য ক্ষুব্ধ হইতে হইবে না। কারণ, পরমকারুণিক বেদশাস্ত্র তাঁহার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য মহাযজ্ঞ দুর্গাপূজার প্রচার করিয়াছেন। এক দুর্গার্চ্চনই সর্ব্বযজ্ঞের ফলপ্রদানে প্রস্তুত রহিয়াছেন। যিনি জ্ঞানকাণ্ডের দৃঢ়প্রযত্ন সেবক, এই দুর্গোৎসব তাঁহার জন্যও অপ্রস্তুত নহেন। এক দুর্গোৎসবেই সকল জ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। আবার যিনি ভক্তিপথের পথিক, এই দুর্গোৎসব তাঁহার পক্ষেও বিমুখ থাকেন না। তিনি কামনারহিত হইয়া ভক্তিদার্ঢ্যের নিমিত্ত ইহাঁরই অর্চ্চনায় ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

এই দুর্গোৎসবে নিখিল উপাসকসম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। দুর্গাদেবী বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানশক্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি। ইনি ব্রহ্মজ্ঞানীর মায়াশক্তি; ভাগবতের যোগমায়া। ইনি হৈরণ্যগর্ভের সৃষ্টিশক্তি; মায়াবাদীর অবিদ্যা। ইনি জ্ঞানীর বিদ্যাশক্তি; বৈদিকের সাবিত্রী। ইনি শাক্তের শক্তি; শৈবের শিবানী। ইনি সৌরের ভাস্করীশক্তি; গাণপত্যের গণেশজননী। ইনি বৈষ্ণবের বৈষ্ণবীশক্তি; কৃষ্ণভক্তের ভক্তিরূপা। শাক্ত-বৈষ্ণবের বদ্ধমূল বৈরভাবের ইহাঁতেই ভঞ্জন হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ ইহাঁকেই মন্ত্রবাজ্যাধিষ্ঠাত্রী অপ্রাকৃতা গোলোকবিহারিণী যোগমায়া বলিয়া থাকেন। ইহাঁর আশ্রয়েই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বলীলাললামভূতা রাসলীলা সম্পাদিত হইয়া থাকে। বৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী রাধাই স্বীয় অংশে দুর্গারূপে বিরাজিতা। তবে যে কোন কোন বৈষ্ণবত্বাভিমানী ইহাঁর অর্চ্চনায় শ্রদ্ধারহিত হয়েন, তাঁহাদিগের গোপাঙ্গণাগণের কাত্যায়নীর র্চনের অনভিজ্ঞতাই তাহার একমাত্র কারণ।

ক্তিপূজা ব্যতিরেকে উপাসনাই অসিদ্ধ। যিনি কোন দিন উপাসনা মভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার লাভের নিমিত্ত স্থিরচিত্তে অন্ততঃ একবার

করা যাইতে পারে না। অনাদি-ভগবদ্বহির্মুখ জীব সকল শ্রীভগবানকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত একমাত্র শক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। শক্তিই তাঁহাদিগের পতন নিবারণের ও উন্নতির অদ্বিতীয় আশ্রয়। সত্য বটে, তাঁহারা শক্তিতেই বিধৃত রহিয়াছেন, এবং শক্তিই তাঁহাদিগকে শক্তিমানের সহিত সংযোজিত করিয়াই রাখিয়াছেন, তথাপি উহার স্ফূর্ত্তি ভিন্ন—শক্তির চরণে শরণাগতি ভিন্ন—তৎসাম্মুখ্য ভিন্ন তিনি কখন শক্তিমানের চরণসমীপে উপনীত হইতে পারেন না। এই নিমিত্তই অনাদিপ্রবৃত্ত বেদাদি শাস্ত্র সকল এবং তদর্থনির্ণায়ক মহাপুরাণ সকল শক্তিপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ঐ শক্তি অপ্রাকৃত গোলোকধামে শ্রীরাধারূপে বিরাজিত। শ্রীরাধার স্বরূপ পতিত, ক্ষুদ্র জীবে অগম্য। অগম্য বলিয়াই তিনি আবার মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী শ্রীদুর্গারূপে জীবের উপকারার্থ প্রকাশ পাইয়াছেন। ভগবান মন্ত্রমূর্ত্তি। মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীর সমর্চ্চন ব্যতিরেকে সিদ্ধই হইতে পারে না। এই নিমিত্তই আর্য্য উপাসকসম্প্রদায় মধ্যে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী মন্ত্রময়ী দীক্ষার প্রচলন হইয়াছে। শব্দব্রহ্ম মন্ত্রাত্মক শব্দ দ্বারাই আভিমুখ্য প্রাপ্ত হয়েন এবং সেবকের আত্মাতে স্ফূর্ত্তিলাভ করেন। মন্ত্রাত্মক শব্দের অচিন্ত্য প্রভাব। উহা নিখিল যোগাঙ্গের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ; উহা জ্ঞানযোগের চরম সীমা। উহাই ভক্তির একমাত্র আশ্রয়। এবং উহা চরমোন্নতির অদ্বিতীয় সোপান। এইত গেল উপাসনাতত্ত্বের সূক্ষ্ম কথা। এই তত্ত্বের অপর একটী স্থূল রূপও আছে।

উপাসনার ঐ নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ম্মলবুদ্ধি ভক্তজনেরই সুবেদ্য। স্থূলদৃষ্টি সাধকের জন্য ঐ শক্তির প্রতিমাও সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। উক্ত আবির্ভাব আবার অধিকারী ভেদে ভিন্নই হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই শক্তির অনন্তরূপ। শক্তি ইন্দ্রিয়রূপা ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সূর্য্যাদিরূপা; ইনি মূলপ্রকৃতিরূপা; ইনি সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপা; ইনি আধাররূপা; ইনি জ্যোৎস্নারূপা; ইনি চন্দ্ররূপা; ইনি কল্যাণরূপা; ইনি লক্ষ্মীরূপা; ইনি দুর্গতারিণী দুর্গারূপা; ইনি অতিসৌম্যরূপা; ইনি যোগরূপা; ইনি নি রূপা; ইনি ক্ষুধারূপা; ইনি ছায়ারূপা, ইনি শক্তিরূপা; ইনি তৃষ্ণা ইনি ক্ষান্তিরূপা; ইনি জাতিরূপা; ইনি লজ্জারূপা; ইনি শান্তিরূপা

ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারস্বরা
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মন্ত্রাত্মিকা স্থি

*　　*　　*　　*

শক্রাদি দেবগণ বলিয়াছিলেন—

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেব মহর্ষি পূজ্যাং
ভক্ত্যা ন তাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥

*　　*　　*　　*

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

দুর্গাপ্রতিমা একটি প্রতিমা নহে; উহা সর্ব্বপ্রতিমার সমষ্টি। উ
সমগ্র বিশ্বের মূর্ত্তিই প্রতিফলিত হইয়াছে। উহাতে বিশ্বপতির আভ
যে পতিত হয় নাই, এমন নহে। হিন্দুর দুর্গোৎসবে দুর্গাপ্রতিমায় ব্র
বিষ্ণু-মহেশ্বরের সহিত ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম প্রভৃতি সক
সেবাই পূজিত হয়েন। দুর্গামূর্ত্তিতে সায়ুধ, সশক্তি, সবাহন সকল দেবত
পূজা হইয়া থাকে। অতএব এক দুর্গাপূজাই বিশ্বের পূজা। বিশ্বের পূ
ভিন্ন বিশ্বশক্তির পূজা ভিন্ন বিশ্বপতির পূজাই অসিদ্ধ। তবে যে ভক্তিশা
অন্যদেবতার—একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন দেবতান্তরের পূজার বিশেষতঃ বহু
য়াসসাধ্য দুর্গাপূজাদির নিষেধ শ্রবণ করা যায়, সেই সকল নিষেধ শাস্ত্রে
অধিকারী বিবেচনাতেই প্রবৃত্তি জানিতে হইবে। অর্থাৎ যাঁহারা শ্রী
বানে অনন্যমমতা স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, ঐ সকল নিষেধবাক্য তাঁহা
জন্যই বুঝিতে হইবে। ঐ নিষেধ কর্ম্মাসক্ত সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে স
হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন,

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচ

সাধারণ

ারের সম্ভাবনা ত দূরের কথা, অপকারই ঘটিবে। যিনি
া তাঁহাকে সেইরূপ উপদেশ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই
ভক্তরূপে উত্তম অধিকারী শ্রীদুর্গোৎসব করিবেন না, তাহা
র পক্ষে তামসাদি বৈধ দুর্গোৎসবই নিষিদ্ধ। মন্ত্রবাজাধিষ্ঠাত্রী
ার একান্ত আরাধ্য। আজ মন্ত্রাত্মক শব্দের আশ্রয় ব্যতি-
শ্বর উপাসনাই সম্ভব হয় না। যাঁহা হইতে বাক্য সকল মনের
ত্ত হয়, সেই অগম্য পুরুষ অচিন্ত্য মন্ত্রশক্তি ভিন্ন কি অন্য কোন
াক্ষাৎকৃত হইতে পারেন। যিনি পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারাভিলাষী
বশ্যই মন্ত্রাত্মিকা শক্তিদ্বারা মন্ত্রমূর্ত্তি—অপ্রাকৃত শব্দমূর্ত্তি শ্রীভগবানের
করিবেন। ঐ মন্ত্র সকল নামাত্মক। নাম ও নামী অভিন্ন পদার্থ।
বা মন্ত্র সমস্ত নিগমবল্লীর অদ্বিতীয় সৎফল। শ্রীদুর্গাদেবী উহার
ত্রী শক্তি। সুতরাং তাঁহার আরাধনা ভিন্ন পরমেশ্বরের উপাসনাই
পারে না।

পরলোক।

(১)

উপক্রমণিকা।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি
ন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি॥"

আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেই নিখিল ভূতের উৎপত্তি—আনন্দস্বরূপ
ব্রহ্মের আশ্রয়েই ইহারা জীবন ধারণ করিতেছে—অন্তে ঐ আনন্দস্বরূপ
ব্রহ্মেই নিখিল ভূত আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। ঐ আনন্দ ভূমা ব্রহ্মানন্দ।
আনন্দের সহিত অন্য কোন আনন্দের তুলনা হয় না।

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি

মাত্র প্রাপ্ত হইয়াই জীবসকল জীবন ধারণ

অন্তর।

আনন্দলাভের নিমিত্তই নিখিল জীবের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানবের প্রবৃত্তি ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইতেই সমুদিত হয়। মানব বিবেক সমন্বিত। ঐ বিবেকবলে তিনি নিজের ইষ্ট বলিয়া অনুমিত বিষয় স প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু অন্য জীবের প্রবৃত্তি সংস্কারজন্যা। তাহাদি বেকশক্তি নাই; সুতরাং তাহারা কেবল জন্মান্তরীয় সংস্কার হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সকল জীবই সুখের জন্য আজীবন চেষ্টা ব তেছে। তাহাদিগের ঐ সুখও আসিতেছে এবং যাইতেছে। জীবের অ বের শেষ নাই—সুখেরও পরিসমাপ্তি নাই। নানাবিধ অভাবে যখন তা দিগের শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে তখন তাহারা সেই অব হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত কতই উপায় অবলম্বন করিতেছে, এবং যতক্ষ ঐ উপায়ের চেষ্টায় চেষ্টিত থাকিতেছে, ততক্ষণ ভাবী মুহূর্ত্তের সুখের আশা উপস্থিত ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়াই বিবেচনা করিতেছে না। তাহাদিগের তাদৃ প্রকৃতি হইতে সমুদিতা জীবিতস্ফূর্ত্তিই তাহাদিগের আনন্দ। কিন্তু ঐ স্ফূ কীদৃশী? উহা ঘোরতর পরিশ্রম ও তজ্জনিত ভীষণ অবসাদের অন্তরালে অ স্থিত। ঐ স্ফূর্ত্তি—ঐ তৃপ্তি অচিরস্থায়িনী। এইত বিষয়সুখ এবং ইহ উদ্দেশেই জীবনব্যাপিনী চেষ্টা। ইহা লইয়াই সাধারণ জীব জীবন যা করিতেছে। মনুষ্য কেবল এই সুখেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। ষ্যের আত্মা যাহার জন্য লালায়িত, তাহা অন্য একপ্রকার আনন্দ, উহা ক্ষণবিধ্বংসী বিষয়ানন্দ নহে, উহা ভূমা ব্রহ্মানন্দ। উহা ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য জীবনের ক্ষণবিলাসিনী স্ফূর্ত্তি নহে, উহা অনন্ত জীবনের অনন্ত স্ফূর্ত্তি। তদুভয়ে মহদন্তর।

যিনি উক্ত ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের উপর আপনার আনন্দের ভিত্তি স্থাপন করে তাঁহার জ্ঞানে ক্ষণস্থায়ী জীবনই স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে—এবং তাহারই উ তাঁহার সমস্ত জীবনের সুখ নির্ভর করে। কিন্তু দূরদর্শী পরলোকবিশ্ব ভগবদ্‌ভক্তের নির্ম্মল জ্ঞানে বিশ্বের মূলভাব স্ফূর্ত্তি পায়; ভূমা ব্রহ্মা স্ফূর্ত্তি পায়। তাঁহার আত্মাতে কেবল ক্ষণিক মর্ত্ত্য জীবনমাত্র নহে, ? অনন্ত অমরজীবন স্ফূর্ত্তি পায়—তাই তিনি বলেন,

ন ভূমা পুরুষ তিনিই সুখ, অল্পে ক্ষুদ্রে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, ভূমাকে
ঃ অভিলাষী হও।

মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি জীবনেব জীবন প্রাণেব প্রাণ আত্মার আত্মা মহান্
। সহিত যোগযুক্ত হইয়া মনুষ্যজন্মেব সার্থকতা লাভ কবেন। ক্ষুদ্
ুা পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত—প্রেমানুগত হইলে, তাঁহা হইতে যে
। আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, জীব সমস্ত বিষয়ানন্দের সহিত তাহাতেই
জীবন নিমগ্ন থাকে। পক্ষান্তরে—

"ন সম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তলোভেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥"— কঠোপনিষদ।

বালকসদৃশ অবিবেকী পুরুষেব জ্ঞানে ভূমা পুরুষ স্ফূর্ত্তি লাভ করেন না।
ময়বিদূষিতচিত্ত ঐ সকল প্রমাদী, প্রতিনিয়ত লোক সকলকে লোকান্তরিত
তে দেখিয়াও তাহাব প্রতি আস্থাবান্ হযেন না। তাঁহারা এই লোক
তে অতিরিক্ত লোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ও কর্ত্তৃত্বাভিমানে অভিমানী
া পুনঃপুনঃ যমের বশ্যতা স্বীকার করিযা থাকেন।

কূটতর্কপ্রিয নাস্তিক সকল শত শত অপ্রত্যক্ষ বিষয় স্বীকার করিতে
ারেন। কিন্তু যে একমাত্র পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস ভিন্ন মানবজীবনের
ান জটিল প্রশ্নেরই মীমাংসা হয না, সেই পবলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে
'হাদিগেব কত যে ক্লেশ হয, তাহা বলিযা শেষ করা যায় না। কি ঈশ্বরের
স্তিত্ব, কি ধর্ম্ম, কি পাপপুণ্য, কি সুখদুঃখ, কি জন্মমৃত্যু—সকলই পরলোকের
স্তিত্বের উপব নির্ভর করিতেছে। যাঁহাবা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস
বিতে নিতান্ত অনিচ্ছু, তাঁহারা একবাব ভাবিয়া দেখুন দেখি, এই অতি
দ্র মানবজীবন অতীব অকিঞ্চিৎকর কি না? যদি পরলোক না থাকে,
' পরলোকে সুখের আশা না থাকে, তবে এই জীবনব্যাপী ক্লেশভোগের
কতা কোথায়? বাজাই হউন্ বা প্রজাই হউন্, জ্ঞানী হউন্ বা
ানই হউন, ধনী হউন বা নির্ধনই হউন, বিদ্বান্

ক্লেশ সহ্য করা কি ভবিষ্যৎ সুখের আশায় নহে? যাহার হৃদয়ে ভবিষ্যতের আশা বদ্ধমূল না থাকে, সে ব্যক্তি কখনই এই ভীষণক্লেশকর জীবনভার বহন করিতে পারে না, কোন না কোন উপায়ে জীবনত্যাগে বাধ্য হইয়া থাকে। এই বিচিত্র-রচনাময় সংসার কি কখন এরূপ অযোগ্য—অসম্পূর্ণ হইতে পারে, মানবের অন্তরের আশা মুকুলিত অবস্থাতেই শুষ্ক হইবে, তাহার আর বিকাশই হইবে না! এ সংসারের সকল বস্তুরই যদি বিকাশ থাকে, তবে মানবের অন্তর্নিহিত আশামুকুলেরও অবশ্যই বিকাশ আছে। তাহা কখনই অকালমৃত্যুতে বিনষ্ট হইয়া যাইবে না। এই দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ বিলয় প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু মানবের আশা—জীবের আশা—যাহা সকল আশার মূলাধার, তাহা কখনই অকালে কালকবলে কবলিত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইবে না, এককালে মিথ্যা হইয়া যাইবে না। উহা নিশ্চয়ই মৃত্যুর পরও বর্ত্তমান থাকিবে।

সত্য বটে, পরলোকের তত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। সত্য বটে, পরলোকের গূঢ়তম রহস্যের উদ্ভেদ মানবের সাধ্যাতীত। কিন্তু সেই নিমিত্ত পরলোকের চিন্তা হইতে এককালে বিরত থাকা অথবা তদ্বিষয়ের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করাও যুক্তিযুক্ত নহে। পরলোকচিন্তা হইতে বিরতিই সকল অধর্ম্মের মূল। উহাই পাপপ্রবাহের উৎপত্তিস্থান। ইতিহাসের আলোচনায় দেখা যায়, আজ পর্য্যন্ত এই সংসারে যে কিছু পাপাচরণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, একমাত্র পরলোকচিন্তা হইতে নিবৃত্তিই উহার মূলকারণ। এই কারণেই সাধু সকল পরলোকের সমাচার দ্বারাই লোক সকলকে সৎপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, করুণাময়ী প্রকৃতিও মানবকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তৎসম্বন্ধে এক অত্যাশ্চর্য্য কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি যত কেন কঠিনহৃদয় হউন না, পরের দুঃখে যিনি যত কেন উল্লসিত হউন না, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে কাতর হয়েন না, এমন কঠোরপ্রাণ প্রাণীই দৃষ্ট হয় না। আত্মীয়বিচ্ছেদে তাঁহাকে জীবনমধ্যে অন্ততঃ একবারও বাধ্য হইয়া পরকালের—পরলোকের চিন্তায় চিন্তিত হইতেই হইবে। তখন তিনি কাতর হইয়া দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘোরতিমিরাবৃত পরকালপথে প্রবলবেগে ধাবিত হইবেনই হইবেন। তিনি পদে পদে পদস্খলিত হইয়া শত শত বিঘ্নবাধায় উৎপীড়িত হইয়া গন্তব্য পথ অনুসরণীয় পথ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তখন মৃত্যুকে জীবনের শেষ সীমা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কখনই তাঁহার সামর্থ্য হইবে না।

যাঁহার যাদৃশী ভাবনা তাঁহার সিদ্ধিও তাদৃশী। তিনি ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই ঐ দুর্ভেদ্য রহস্যমধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিবেন। ক্রমে উহা যে তিনি বুঝিতেও পারিবেন, তাহা আমরা বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারি না। এক্ষণে দেখিতে হইবে, ঐ মৃত্যু কি ? এবং পরলোকই বা কাহাকে বলে ? (ক্রমশঃ।)

বেদ ও তদুক্ত যোগত্রয়।

"ধর্ম্মজিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥"

মনুঃ।

বেদ মূলতঃ এক হইয়াও ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই ভাগচতুষ্টয়ে প্রবিভক্ত। তন্মধ্যে যজুর্বেদ আবার শুক্লযজুঃ ও কৃষ্ণযজুঃ, এই ভাগদ্বয়ে বিভক্ত আছে।

এক একটি বেদে তিনটি করিয়া অংশ দেখা যায়। উক্ত অংশত্রয় যথা—মন্ত্রভাগ, ব্রাহ্মণভাগ ও উপনিষদভাগ। বেদের পরিশিষ্টভাগ অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শেষভাগের নামই উপনিষদ। সমুদায়ে ১০৮ খানি উপনিষদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়াই বেদ। বেদের মন্ত্রভাগের অপর নাম সংহিতা। যাহাতে উক্ত মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা আছে, তাহারই নাম ব্রাহ্মণ। "ব্রাহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানম্।" পাণিনিঃ। উক্ত কয়েকটি অংশ ভিন্ন আরণ্যক নামে বেদের আরও একটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট। ব্রাহ্মণসকলের যে অংশে উদাহরণের সহিত মন্ত্র সমূহের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহারই নাম আরণ্যক। আরণ্যক সর্ব্বশুদ্ধ ৬টি। ঋগ্বেদের ২টি, সামবেদের ২টি ও যজুর্বেদের ২টি। অথর্ব্ববেদের কোন আরণ্যক দেখা যায় না। অরণ্যে আলোচিত হওয়াতেই উহার আরণ্যক আখ্যা।

এই বিপুল অবনীমণ্ডলে বিভিন্ন দ্বীপ সমূহে এবং বিভিন্ন দেশ সকলে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থনিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিত সম্প্রদায় অস্মদ্দেশীয় বেদশাস্ত্রকেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলভূত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। যদিও স্বস্ব-ধর্ম্মাভিমান-গ্রাহ-গৃহীত হইয়া কোন কোন

ব্যক্তি বেদের মূলভূতত্ত্বে বিবাদ উত্থাপন করেন, করুন। তাঁহাদিগের ঐ অমূলক বিবাদ সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয়। সমদর্শী বিদ্বৎসমাজে যখন বেদের মৌলিকত্বে মতের অনৈক্য দেখা যায় না, তখন ঐ সকল অসমদর্শী পক্ষপাতীর কথায় আস্থাই করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাউক, বেদশাস্ত্রকে নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বলিয়া আদর করিবার কারণ কি? কেবল প্রাচীনত্বই ঐ আদরের কারণ, অথবা বেদে এমন কোন বিষয় আছে, যে কারণে বেদশাস্ত্র সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বলিয়া বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হইতেছে? আমাদিগের বোধ হয়, শেষোক্ত কারণেই বেদের সমধিক সমাদর। বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়াই যে বেদের সমাদর তাহা নহে; পরন্তু সকল ধর্ম্মেরই মূলতত্ত্ব একমাত্র বেদেই নিহিত আছে। অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রে যদিও ঐ সকল তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ সকল তত্ত্ব বেদে যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, পৃথিবীর প্রচলিত অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই ঐগুলি সেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। বিশেষতঃ ঐসকল মূলতত্ত্বের একত্র সুসমাবেশ বেদ ভিন্ন আর কোন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ, এই তিনটি যোগই সকল ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব। বেদে ঐ তিনটি তত্ত্বই সম্যক্ সমালোচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ তিনটি তত্ত্ব লইয়াই বেদ। সমগ্র বেদশাস্ত্র মন্থন করিলে, ক্ষীরোদমথনে অমৃতের ন্যায় ঐ তিনটি তত্ত্বই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানযোগ এবং উপাসনাকাণ্ডে ভক্তিযোগ বর্ণিত হইয়াছে।

বেদশাস্ত্র কল্পতরুস্বরূপ। কল্পতরুর নিকট যেরূপ কোন অর্থীকেই বিমুখ হইতে হয় না, বেদের নিকট তদ্রূপ কোন ধর্ম্মার্থীকেই বিমুখ হইতে হয় না। বেদ কর্ম্মীর জন্য কর্ম্ম, জ্ঞানীর জন্য জ্ঞান ও ভক্তের জন্য উপাসনার উপদেশ করিতেছেন। যিনি কর্ম্মফলপ্রার্থী তাঁহার জন্য কর্ম্মযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। যিনি জ্ঞানফলপ্রার্থী তাঁহার জন্য জ্ঞানযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। যিনি ভক্তি-ফলপ্রার্থী তাঁহার জন্য ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার যিনি প্রবৃত্তিনিষ্ঠ সকামকর্ম্মী তাঁহার জন্য কাম্যকর্ম্ম এবং যিনি নিবৃত্তিনিষ্ঠ নিষ্কাম মুমুর্ক্ষু তাঁহার জন্য কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ যুগপৎ উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব বেদকল্পতরুর নিকট কাহাকেও বিমুখ হইয়া যাইতে হইবে না। বেদ, স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পিতার ন্যায়, সমদুঃখসুখ সুহৃদের

ন্যায়, মানবের মঙ্গল সংসাধনে সতত সমুদ্যত রহিয়াছেন। এই নিমিত্তই বেদ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ।

বেদের উপদেশ সকল অধিকারি-বিবেচনায় প্রবৃত্ত। যিনি যেরূপ অধিকারী, বেদ তাঁহার জন্য সেইরূপ উপদেশই প্রচার করিতেছেন। যিনি কর্ম্মপরায়ণ হইলেন, যিনি নিজের আদি, মধ্য ও অবসানে কর্ম্মই দেখিতে লাগিলেন, বেদ তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্মমার্গ উপদেশ করিলেন। যিনি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, যিনি কর্ম্ম-সমূহের অনিত্যত্ব ভাবিয়া কর্ম্মকে তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া জ্ঞানচর্চ্চায় আসক্ত হইলেন, বেদ তাঁহার জন্য জ্ঞানমার্গের উপদেশ করিলেন। আর যিনি তাহারও অকিঞ্চিৎকরত্ব বোধে ভজনানুগত হইলেন, বেদ, তাঁহার জন্য ভক্তিমার্গের উপদেশ করিলেন। যিনি আত্মনির্ভরতা প্রযুক্ত কর্ত্তৃত্বাভিমানে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন, যিনি পুরুষকারকেই পুরুষার্থের একমাত্র সাধন বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তিনি নিরন্তর কর্ম্মই করিবেন। কর্ম্ম ভিন্ন তাঁহার চিত্তের স্বাস্থ্য ঘটিতে পারে না, অতএব কর্ম্মই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং বেদও তাঁহার জন্য বহুবিধ কর্ম্মের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ কর্ম্মী সকল আবার নিজের অপেক্ষাকৃত দূরদর্শিত্ব ও অদূরদর্শিত্ব অনুসারে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শী, যাঁহারা ঐহিক সুখসাধনের নিমিত্তই ব্যস্ত; ঐহিক সুখই যাহাদিগের পুরুষার্থ, যাঁহারা ঐহিক সুখে বিমূঢ় হইয়া পরলোকের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, বেদ তাঁহাদিগেরও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এবং বৈদিক তত্ত্বে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত ইহলোকে ফলসাধক যক্ষরাক্ষসাদি ও ভূতপ্রেতপিশাচাদির সাধনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। তাঁহারা ঐহিক ফলকামনায় যথাবিধি ভূতাদির উপাসনায় উপযুক্ত ফল পাইতে লাগিলেন। এদিকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ক্রমশঃ তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের চিত্তশোধনে প্রবৃত্ত হইল। যখন চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে শুদ্ধ হইল, তখন ভূতাদির উপাসনায় অকিঞ্চিৎকরতার ধারণার সহিত তাঁহাকে উচ্চতর অধিকার প্রদান করিতে লাগিল। কর্ম্মীর মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত দূরদর্শী হইয়া পরলোকে আস্থাসম্পন্ন হইলেন, তাঁহারা ভূত-প্রেতাদির উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ঐ সকল যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠানে কৃত-

কার্য্য হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ সুখই প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা ইহলোকে ধন, ধান্য ও আরোগ্যাদি লাভ করিয়া জীবনকাল অতিবাহন করিতে লাগিলেন এবং পরকালেও স্বর্গাদিভোগে সুখানুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু উক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মৃদুভাবে তাঁহাদিগের মধ্যেও নিজ প্রভাব সঞ্চারিত করিতে লাগিল। তাঁহারাও ক্রমে কি ঐহিক কি পারত্রিক উভয়বিধ সুখেরই অচিরস্থায়িত্ব দর্শনে, উচ্চ অধিকারে প্রবিষ্ট হইবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদিগের চিত্তশুদ্ধির সহিত তাঁহাদিগের কর্ম্মও বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ঐ কর্ম্ম যখন অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ পর্য্যন্তও অচির-স্থায়ী বোধ করাইতে লাগিল, ঐ কর্ম্মী তখন কর্ম্মযোগী হইয়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের জন্য পরমাত্মসেবী হইলেন। তিনি তখন প্রকৃতির অতীত ক্রিয়া-বান্ পুরুষের মর্য্যাদা অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে পরমাত্মধামের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। এইরূপে কর্ম্ম যখন সম্যক্ বিশুদ্ধি লাভ করিয়া নিষ্কাম আখ্যা প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত হইল, যখন ঐ কর্ম্ম আর কর্ম্মই রহিল না, যখন উহা ভক্তিতেই আত্মসমর্পণ করিল, তখন ঐ কর্ম্মযোগী ভগবানের ঐশ্বর্য্যময় ধামে ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তির চরণসেবায় চরিতার্থ হইলেন। ইহাই বৈদিক কার্য্যযোগের সারতত্ত্ব।

জ্ঞানযোগীর সম্বন্ধেও ঐরূপই। জ্ঞানযোগী প্রারম্ভ হইতেই প্রকৃতি-সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চিত্ত, তাঁহার অনুশীলন প্রথম হইতেই প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতিসংসর্গ হইতে বিমুক্তিলাভের জন্যই তাঁহার চেষ্টা। তাঁহার তাদৃশী চেষ্টার ফলও তদ্রূপ। তিনি সর্ব্ববিষয়েই উদ্যমরহিত, পুরুষকারের প্রতি লক্ষ্যমাত্র নাই। তিনি নিজের ঐহিক ও মানসিক চেষ্টাকে প্রকৃতিতে এবং আত্মাকে জ্ঞানময় ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ব্রহ্ম ব্যাপক বস্তু। জীবাত্মা উহার অংশ মাত্র। অংশ প্রথম হইতেই অংশীতে অবস্থিত থাকিলেও আত্মকর্ত্তৃত্বানুধ্যানে প্রকৃতি-পটে সমাচ্ছাদিত থাকাতে আত্মাতে ঐ অংশাংশিভাব এ পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। এক্ষণে সাধকের ব্রহ্মে আত্মসমর্পণে আত্মকর্ত্তৃত্বানুধ্যানের বিলোপবশতঃ প্রকৃতিপটের অন্তর্ধানে অণুচৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা বিভুচৈতন্য ব্রহ্মেই সংস্থিত হইল। বিম্বভূত ক্ষুদ্র জীব ব্রহ্মসাগরে বিলীন হইয়া আত্ম-

বিস্মৃত হইল। তাঁহার অস্তিত্ব ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিলীন হইয়া গেল। ইহাই জ্ঞানযোগের শেষ সীমা।

তারপর ভক্তিযোগ। ইহা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগ ও শেষোক্ত জ্ঞানযোগের সারভাগ। কর্ম্ম যেরূপে ভক্তিরূপে পরিণত হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞান কিরূপে ভক্তিত্ব লাভ করে, তাহাই বলা হইতেছে।

জ্ঞান দ্বিবিধ ;—বিদ্যা বা পরোক্ষ ও বেদন বা অপরোক্ষ। জীবাত্মতত্ত্ব জ্ঞানের নাম বিদ্যা এবং জীবতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের নাম বেদন। উহার অপরপর্য্যায়ই ভক্তি। জ্ঞানীর জ্ঞান তাঁহার বিদ্যা, তাঁহাকে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্ররূপে আত্মতত্ত্ব জানাইয়া দেয়। জ্ঞানী আপনাকে বৃহৎ ব্রহ্মের নিকট ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্ররূপে অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহার নিজের এই ক্ষুদ্রত্বানুভবের সহিত অপরিহার্য্যভাবে সংলগ্ন যে অতি বৃহত্ত্বের অতি মহত্ত্বের ধারণা সমুদিত হয়, তাহাই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান। বস্তুতঃ ঐ ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার আত্মজ্ঞান হইতে অতি দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। ব্রহ্মবস্তু তখন তাঁহার ক্ষুদ্র আত্মজ্ঞানে দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয়রূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে। এইরূপে জ্ঞানী উপাসনামার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। এমন কি, ক্রমে তিনি উপাসনার প্রযোজনীয়তা পর্য্যন্তও হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হয়েন। তখন তিনি বিপুল ব্রহ্মৈশ্বর্য্যে ভয়ঙ্কর ব্রহ্মতেজে বিভ্রান্ত ও নিমীলিত-দৃষ্টি হইয়া অতলস্পর্শ ব্রহ্ম-জ্ঞানসাগরে তরঙ্গরূপী ক্ষুদ্র জীবাত্মাকে বিলীন করিয়া ফেলেন। তাঁহার আত্মজ্ঞান পর্য্যন্তও ঐ ব্রহ্মজ্ঞানে বিলয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐ জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান যখন তাঁহার করায়ত্ত হয়, যখন তিনি ব্রহ্মবস্তুকে অতি সমীপবর্ত্তী আত্মাংশী বলিয়া অনুভব করিতে থাকেন, যখন বিপুল ব্রহ্মতেজে বিভ্রান্ত না হইয়া তন্মধ্যে সুবিমল কমনীয় কান্তি সন্দর্শন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার ঐ ব্রহ্মে মমতা আত্মীয়তা সংস্থাপিত হয়। তিনি তখন ঐ ব্রহ্ম পদার্থকে উপাস্য বিবেচনায় তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিতে থাকেন। ঐ চেষ্টাই তাঁহার উপাসনা—উহাই তাঁহার ভক্তি। ঐ ভক্তি ক্রমে পরিপক্ক হইয়া প্রেমাকার ধারণ করে। প্রেমিকের নির্ম্মল জ্ঞানে ঐ বিপুল ব্রহ্ম পরমাত্মীয় পিতামাতার ন্যায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুরুর ন্যায় প্রভুর ন্যায় অভিন্ন হৃদয় সুহৃদের ন্যায় স্নেহাস্পদ সন্তানের ন্যায় এবং একাত্মা পতির ন্যায় পরিলক্ষিত হয়েন। সুতরাং ভক্তিই জ্ঞানের শেষ সীমা। উপাসনাই বেদের চরম লক্ষ্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

অন্বয়।—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব সমবেতাঃ (সন্তঃ) কিম অকুর্ব্বত ? ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন (জিজ্ঞাসা করিলেন), সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে (ধর্ম্মভূমি) কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী (যুদ্ধাভিলাষী) মদীয়গণ (দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ) এবং পাণ্ডবগণ (যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুর পুত্রগণ) সমবেত হইয়া কি করিল ? ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—জন্মান্ধ অতএব প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং বাহ্যদৃষ্টির অভাবে কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার সন্দর্শনে অসমর্থ হইয়া ব্যাসপ্রসাদে লব্ধ দিব্য দৃষ্টি, সমীপবর্ত্তী সঞ্জয় নামক স্বীয় অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সঞ্জয়! তুমি স্বভাবতঃ রাগদ্বেষাদি জয় করিয়াছ, অতএব তোমার প্রিয় বা অপ্রিয় বিচার পূর্ব্বক ছলনার সম্ভাবনা নাই, যাহা সত্য ঘটিয়াছে, তাহাই আমার নিকট বর্ণন কর; আমি প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। পাণ্ডুর তনয়গণ পরম ধার্ম্মিক। আমার পুত্রগণ বাল্যকালাবধি তাহাদিগের প্রতি কতই অত্যাচার করিয়াছে। পরিশেষে তাহারা মৎপুত্রগণ কর্ত্তৃক কপট পাশায় পরাজিত ও ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া অরণ্যে ও অজ্ঞাতবাসে যে কতই কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু তথাপি তাহারা বৈরনির্য্যাতনে অভিলাষী না হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও ধার্ম্মিকপ্রবর, নীতিশাস্ত্রবিশারদ বিদুর দ্বারা পাঁচটিমাত্র গ্রাম যাচ্ঞা করিয়াছিল। তখন দুর্য্যোধন সদর্পে বলিয়াছিল, "তিলার্দ্ধং যবখণ্ডভাগং সূচাগ্রে বিদ্যতে মহী। বিনা যুদ্ধং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥" আমি বিনা যুদ্ধে সূচাগ্রপরিমিত ভূমিখণ্ডও প্রদান করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। আমিও তখন মমতান্ধ হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আত্মীয়বুদ্ধিরহিত হইয়া দুর্য্যোধনের মতেই একপ্রকার অনুমোদন করিয়াছিলাম। এবং দুর্য্যোধনের ঐ শেষ কথা

শুনিয়া যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাই অনুমান করিয়াছিলাম। ঐরূপ স্থির-নিশ্চয় সত্ত্বেও আজ আমার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া পড়িয়াছে। সংশয়াকুল হইয়াছি, বলিয়াই বলিতেছি, সঞ্জয়। কি ঘটিল, তাহাই বল। আমার নিজ পুত্র দুর্য্যোধনাদি ও ভ্রাতুষ্পুত্র যুধিষ্ঠিরাদি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া পরে কি করিল, তাহাই বল। যদিও উহারা যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানমাহাত্ম্যে উহাদের সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হওয়াও অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ আমার পুত্রগণ যে ভীষ্মদ্রোণাদির বলে বলীয়ান্ হইয়া যাহাদিগের সাহসে সাহসী হইয়া যুদ্ধকেই শ্রেয়স্কর ভাবিয়াছে, সেই ভীষ্মদ্রোণাদিরও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বড় বিচিত্র নহে। আবার পাণ্ডব-পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য চিন্তা করিলেও চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া পড়ে। এই সকল ভাবিয়াই বলিতেছি, তাহারা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিল, শীঘ্র তাহাই বল্। এপর্য্যন্ত যদি বিশেষ কিছু না ঘটিয়া থাকে, তবে তাহার নিমিত্ত উপায়ান্তরও অবলম্বিত হইতে পারে।

বস্তুতঃ গীতার ঐ প্রথম শ্লোকটিতে ধৃতরাষ্ট্রের সংশয়াকুলতাই ব্যক্ত হইয়াছে। দেশ, কাল ও পাত্রই ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তস্থ সংশয়ের ও তাদৃশ প্রশ্নের মূল। শ্লোকস্থিত প্রত্যেক পদই উক্ত দেশ-কাল-পাত্রসমুত্থ সংশয় ও তদাত্মক প্রশ্ন পরিব্যক্ত করিয়া দিতেছে। কুরুবল ও পাণ্ডববল যে স্থানে সমবেত হইয়াছেন, ঐ স্থানটি পরম পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে অধার্ম্মিকের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং স্বভাবতঃ ধার্ম্মিকের রাগদ্বেষাদির অপগমে উক্ত বুদ্ধির পরিবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। ফলতঃ এই কারণে উক্ত স্থানের মাহাত্ম্য যখনই ধৃতরাষ্ট্রের স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়, তখনই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি ও যুদ্ধে প্রবৃত্তি এই দুইটি কোটি এই দুইটি বিরুদ্ধ পক্ষ তাঁহার বুদ্ধিকে বিমোহিত করিয়া ফেলে। উভয় পক্ষই লাভালাভমিশ্রিত। কারণ, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যে ভীষ্ম-দ্রোণাদির বলে সাহসী হইয়া যুদ্ধই শ্রেয়স্কর ভাবিয়াছে, স্থানমাহাত্ম্যে তাহার বৈপরীত্যও অসম্ভব নহে। শৈশবে পিতৃহীন পাণ্ডুর পুত্রগণের প্রতি ভীষ্ম-দ্রোণাদির একটি স্বাভাবিক স্নেহই আছে। দুর্য্যোধনের যত্নে ঐ স্নেহ ভস্মাবৃত অনলের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। সম্প্রতি স্থানমাহাত্ম্যরূপ সমীরণের সাহায্যে ঐ আবরণ উন্মুক্ত হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। যদি ইহাই ঘটিয়া থাকে, যদি ভীষ্মদ্রোণাদি পাণ্ডবপক্ষপাতীই হইয়া থাকেন, যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া বিজয়াশা পরিত্যাগ করিয়া থাকে, এই

ভাবনাতেই ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তকে সংশয়াকুল করিয়া তুলিয়াছে। আবার যদি এরূপও না ঘটিয়া থাকে, উভয়পক্ষের সন্ধিসঙ্ঘটনও অসম্ভব নহে। কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে তাঁহার পুত্রগণের যদি ধর্ম্মবুদ্ধিরই উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহারা সন্ধিও করিতে পারে। ইহাও সংশয়ের অন্যতম কারণ। ধৃতরাষ্ট্রের এই আন্তরিক অভিপ্রায়, কুরুক্ষেত্রের বিশেষণীভূত ধর্ম্মক্ষেত্রপদ ও পাণ্ডবপদ দ্বারাই সূচিত হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্র ঘোর বিষয়ান্ধ—পুত্রমমতান্ধ। সেই অন্ধতা বশতঃ তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কা করিতেছেন। অত্যন্ত মমতাপ্রযুক্ত আত্মীয়ের অমঙ্গলাশঙ্কা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। সেই আশঙ্কাতেই তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আবার ঐ মমতান্ধতা বশতঃই তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারশূন্য হইয়া কিসে পুত্রের লাভ হইবে, তাহা ভাবিয়াই আকুল হইয়াছেন। এই নিমিত্তই পরম আত্মীয় পাণ্ডবগণকে অনাত্মীয় ভাবিয়া কেবল নিজ পুত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া 'মামকাঃ' শব্দের প্রয়োগ করিয়া ফেলিলেন। এবং পাণ্ডবগণকে 'পাণ্ডবাঃ' এইরূপ পৃথক্ শব্দ দ্বারাই নির্দ্দেশ করিলেন। আরও কেবল বর্ত্তমান ভাবিয়াই ধৃতরাষ্ট্র ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না, তিনি ইতিমধ্যে ভবিষ্যৎও ভাবিতেছিলেন। ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিলেন বলিয়াই বর্ত্তমানের ক্রিয়ার প্রয়োগ না করিয়া 'অকুর্ব্বত' এই অতীতকালের ক্রিয়া প্রয়োগ করিলেন। অর্থাৎ স্থান-মাহাত্ম্যে যদি তাঁহার পুত্রগণ বিবিধোপায়লব্ধ রাজ্য মুহূর্ত্তমধ্যে করভ্রষ্ট করিয়া থাকে, তাহা হইলেইত তাঁহার ঘোর বিপদ। তবে যদি এখন পর্য্যন্ত তাহারা ভীত হইয়া যুদ্ধসঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহার অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়াই ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'তাহারা কি করিল?' 'সমবেতাঃ' ও 'যুযুৎসবঃ', এই দুইটি পদও ধৃতরাষ্ট্রের উক্ত রূপ অভিপ্রায়েরই পোষকতা করিতেছে। এতদিন কুরুপাণ্ডবকুল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া নিজ নিজ রাগদ্বেষাদির পরিপোষণ করিতেছিল। এক্ষণে সকলে একত্র সমবেত; লজ্জা ও ভয়াদির উদ্রেকেরই বিশেষ সম্ভাবনা। তাহারা এখন পর্য্যন্তও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, যুদ্ধাভিলাষে সমবেতমাত্র। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও অনেকে অনেক সময়ে সন্ধি করিয়া থাকে, যুদ্ধাভিলাষীর সন্ধিসঙ্ঘটন আর বিচিত্র কি। এই পর্য্যন্তই ধৃতরাষ্ট্রের বাহ্য অভিপ্রেত। তাঁহার আভ্যন্তরিক গূঢ় অভিপ্রায়টি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিতেছিলেন, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে

সমবেত পাণ্ডবগণই ধর্ম্মবুদ্ধি বশতঃ স্বজন ও গুরু প্রভৃতির হিংসায় বিমুখ ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। তাহা হইলে, বিপৎসঙ্কুল সংগ্রাম ব্যতিরেকেই তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইল। অথবা পূর্ব্বে যে কারণে সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, যদি তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহারা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে কুরুদিগের প্রবল পক্ষ প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়প্রযুক্ত পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে ত তাঁহার পুত্রগণ নির্ব্বিবাদে অভিলষিত রাজ্যসুখভোগে সফলমনোরথ হইল।

এই মুখ্য অভিপ্রায় ব্যতীত শ্লোকটিতে ধৃতরাষ্ট্রের আরও একটি গৌণ অভিপ্রায় সূচিত হইয়াছে। সেটি এই,—একে পাণ্ডবগণ ধার্ম্মিক, তাহারা পূর্ব্বে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, এখন তাহাদিগের সুখের সময় আসিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মক্ষেত্রাদির আনুকূল্যও পাইয়াছে, অতএব দৈববলে বলীয়ান্ *পাণ্ডবপক্ষেই বিজয়ের সম্ভাবনা; সুতরাং এ অবস্থায় যুদ্ধ হইতে সন্ধিই* বাঞ্ছনীয়। সেই বাঞ্ছনীয় সন্ধি সিদ্ধ হইয়াছে কি না, এই সংশয়েই ধৃতরাষ্ট্রের ঐরূপ প্রশ্ন।

উক্ত অভিপ্রায় ভিন্ন শ্লোকটিতে ঈশ্বরাভিপ্রেত একটি নিগূঢ় ভাবও দেখা যায়। সেটি এইরূপ,—কুরুক্ষেত্রটি ধর্ম্মক্ষেত্র। ক্ষেত্রমধ্যে ধান্যাদি শস্য সকলের সহিত তৃণাদিও উৎপন্ন হয়। কৃষকবর্গ লোকোপকারার্থ ধান্যকেই রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তৃণাদি উৎপাটন করিয়া ফেলেন। ঐ ক্ষেত্রটি পবিত্র ধর্ম্মময় ক্ষেত্র। যুধিষ্ঠিরাদি ধার্ম্মিক পুরুষগণ ঐ ক্ষেত্রের ধান্যাদি শস্য। দুর্য্যোধনাদি অধার্ম্মিক কুল উহার তৃণাদি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃষক এবং তৎকৃতসাহায্যই জলসেচন সেতুবন্ধ প্রভৃতি। যুধিষ্ঠিরাদি ঐ ক্ষেত্রে রক্ষিত হইবেন এবং দুর্য্যোধনাদি উহা হইতে অবশ্য উন্মূলিত হইবেন। শব্দশ্লেষদ্বারা এই প্রকৃতার্থই বোধিত হইতেছে।

দেখ ভুল না।

কলিকাতার পূর্ব্বাংশে শ্যামবাজারের পুল পার হইয়া কিয়দ্দূর যাইলে রাস্তার বামদিকে অতি সুন্দর কবিকল্পনাবাঞ্ছিত এক বৃক্ষবাটীকা দেখা যায়। ঐ স্থানে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যাইয়া বসিলে হৃদয়ে অতি পবিত্র ভাবের উদয় হয়। অট্টালিকার রম্য দৃশ্য, সরোবরের স্বচ্ছ সলিল, সতত-চঞ্চল ক্ষুদ্র মৎস্যগণের

সুখে ক্রীড়া—চতুর্দ্দিকের নির্জ্জনতা—বৃক্ষলতা সকলের হরিদ্বর্ণ দৃশ্য ও পুষ্প-সম্পত্তি, এবং সন্ধ্যাগমে জগতের শান্ত ভাব ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে আবির্ভাব হয়। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সুরম্য বৃক্ষবাটীকাটি ছিল না। এই স্থানে বিস্তর দুঃখী জনের বসতি ছিল; পরে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি উক্ত ভূমিসম্পত্তি ক্রয় করিয়া উহাতে এই সুন্দর উদ্যান ও তন্মধ্যে একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করিলেন। ধনিগণের কোন বিষয়ে ইচ্ছা হইলে বিলম্ব সহে না—বিবেচনাও সর্ব্বদা থাকে না। আদালত হইতে হুকুম আনাইয়া, হুকুম উপলক্ষ মাত্র করিয়া বিস্তর দুঃখীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ স্থান হইতে উঠিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। তৎপরে এই উদ্যানবাটীর ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। সঙ্গতিহীন জনের জীব-স্থান-ভেদী দুঃখ ও তাহা-দিগের চক্ষের জল ধন-গর্ব্বে গর্ব্বিত ব্যক্তিরা কিরূপে জানিতে পারিবে বা অনুমান করিবে? ক্রমে উদ্যান প্রস্তুত হইল, পুষ্করিণী খাদিত হইল, অট্টা-লিকা নির্ম্মিত হইল। শুভদিন দেখিয়া উদ্যানস্বামী স্ত্রী, দুইটী পুত্র ও একটী পুত্রবধূ লইয়া সুখে গৃহে প্রবেশ করিলেন, নহবৎ বাজিল, নৃত্যাদি হইল—বাবু সুখে সংসার পাতিলেন। একবৎসর কাল যাইতে না যাইতে একদিবস তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটী—বয়স প্রায় ১৪।১৫ বৎসর—ঝিলে ডুবিয়া মরিয়া ছিল। যে দিন মরিয়া ছিল সে দিন কেহ জানিতে পারে নাই—অনুসন্ধান চারিদিকে বিস্তর রূপ হইয়াছিল, কিন্তু ঝিল কেহ লক্ষ্য করে নাই। পর দিবস ভাসিয়া উঠিলে, একজন দাসী প্রথমে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইল। সহসা অট্টালিকার সহাস্য মূর্ত্তি মলিন হইল—রোদন-ধ্বনিতে বাটী পূরিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! বাবুর পুত্র ঝিলে ডুবিয়া মরিয়াছে—এত দাস দাসী—এত যত্ন ও স্নেহ করিবার লোক থাকিতে সকলেই চক্ষুঃশূন্য হইল? এ কি নিয়তি না কর্ম্মফল? মৃত ছেলেটীর সৌন্দর্য্য বা উহার গুণের বিষয় এস্থলে বলা নিষ্ঠুরতা;—এই জন্য এই মাত্র কেবল বলা হইল যে, ছেলেটী দেখিতে অতি সুশ্রী ছিল এবং উহার দয়া এতদূর ছিল যে পার্শ্বের দুঃখী লোকেরা উহার জন্য যথার্থই কাঁদিয়াছিল, সুতরাং সকলেই বুঝিতে পারেন, উহার পিতা মাতার পক্ষে এই সময় কি শোকের হইয়াছিল, কিন্তু কি অশ্রুজল, কি ধন বা লোক-বল—কিছুতেই প্রাণবায়ু আনিতে পারে না।

পরিচয়।

বাবু একজন বঙ্গদেশীয় লোক, জাতিতে কায়স্থ। তৈলের ব্যবসাতে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিযাছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা ভালরূপ হয নাই বটে, কিন্তু বিষয-বুদ্ধি উঁহার সুন্দররূপ ছিল—যে বুদ্ধিতে মনুষ্যকে স্বার্থপর করে—যাহাতে ধনবান্ করে—যাহাতে মমতাশূন্য করে, তাহাই তাঁহার ছিল। যাহাতে মনুষ্যকে হৃদযবান্ করে—যাহাতে তাঁহাকে পরদুঃখে ব্যথিত করে—যাহাতে দযার উদ্ভাবন করে—যাহাতে পরকাল, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি, ও পৃথিবীর বিষয ত্যাগ করিযা অসীম ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎকর্ত্তার পরিচয় দেয়, সে বুদ্ধি অনেক স্থলে বিদ্যা উপার্জ্জনের ফল—তাহা তাঁহাতে ছিল না। বাবু বাটী মেরামতে কত ইট কাট আবশ্যক হইবে, তাহা বিশেষ রূপ বুঝিয়া বলিতে পারিতেন, স্ত্রী কিরূপ বস্ত্র-অলঙ্কারে সুন্দর শোভা পাইবেন, তাহা বুঝিতে পারিতেন, এবৎসর তৈল ধরিযা রাখিলে, চালানিতে কত লাভ হইতে পারে, তাহা অনেক সময়ে ঠিক আন্দাজ করিবার ক্ষমতা ছিল—না থাকিলে, এত টাকা কিরূপে অল্পকালে উপার্জ্জন করিলেন? কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে, তিনি অন্য কোন উপাদানে অবস্থিতি করিবেন কি না, এই কথার প্রসঙ্গ হইলে, তিনি হাসিতেন ও বলিতেন, 'ও বুঝা যায না'। বৈষ্ণব ধর্ম্মে তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন—সামাজিক নিয়মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, গুরু আসিলে, বিশেষ সম্মান করিতেন, তিলক ধরিতেন এবং গুরুর আদেশমত হরিনামও করিতেন; কিন্তু 'হরিনাম' জিহ্বা ও অধরে থাকিত, উহার জগৎপবিত্রতা-গুণ ও স্বর্গীয়-অমৃত-লাঞ্ছিত মধুরতা তাঁহার হৃদযে প্রবেশ করিত না; কেন না, তাহা হইলে, তিনি কোন্ হৃদযে দুঃখী লোকদিগকে সময় না দিয়া, অনেকের ক্ষতিপূরণ না করিয়া, স্বার্থে অন্ধ হইয়া স্থানভ্রষ্ট করিলেন? তাহাদিগের সকরুণ রোদনধ্বনিতে তিনি কর্ণপাত করেন নাই; সুতরাং এ নিদারুণ সময়ে শ্রীহরির দযা তিনি কি প্রকারে আশা করেন? ধার্ম্মিক বা সাধু-হৃদয় লোকদিগের বিপদের সময়ে, দুঃখের সময়ে ধর্ম্ম অনেক সাহায্য করে, বিশেষ, বল ও আশা দান করে—সে বল সে আশা বাবুর পাইবার সম্ভাবনা ছিল না—এই দুঃখের সময় তাঁহার পক্ষে ঘোরতিমিরময়ী রজনীস্বরূপ—কল্য বা পর দিবস চন্দ্র উঠিতে পারে—তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। তিনি শোকসাগরে ডুবিলেন—জন্মের মত ডুবিলেন। তৈলের জালা সকল, অর্থের সাহস দিতে পারে, কিন্তু উহারা আর কিছু দিতে পারে না।

বাবুর নাম 'শ্রীলোকনাথ দত্ত।' বিশেষ ধনবান্ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'দত্ত মহাশয়' বলিয়া খ্যাত ছিলেন—তাঁহার অনুগত পোষ্য, আত্মীয় লোকেরা তাঁহাকে দত্ত মহাশয় বলিয়া ডাকিত—তাহারা জানিত না, 'মহাশয়' শব্দের অর্থ কি—জানিলে এ শব্দ প্রয়োগ করিত না। কলিকাতায় 'মহাশয়' শব্দ এইরূপ ব্যবহৃত হয়,—সুতরাং 'দত্ত মহাশয' শব্দে তিনি পবিচিত ছিলেন; তিনিও জানিতেন না, 'মহাশয়' প্রয়োগে কিরূপ উচ্চ হইযাছিলেন—তবে এই মাত্র বুঝিতেন, তাঁহাকে সকলে সম্মান করিতেছে।

তাঁহার গৃহিনী—আহা এইক্ষণে পুত্রশোকে সন্তপ্তা—তাঁহাব বিষয় কিছু বলিতে চাহি না—তিনি বিশেষ সুন্দবী ছিলেন এবং লোকে যেরূপ বলে, তাঁহা হইতেই দত্ত মহাশয়েব সৌভাগ্যের আবম্ভ হইয়াছিল। তবে তাঁহার পুত্রবধূটী জ্ঞানভূষণে বিশেষ ভূষিতা ছিলেন। তাঁহার বয়ক্রম এই সময়ে ১৭।১৮ বৎসর। তিনি এই অল্প বয়সে বহুবিধ ধর্ম্ম পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার স্বামী বুদ্ধিমান্ ও বেশ লেখাপড়া জানিতেন, তিনি ইংরাজী গ্রন্থে যেসকল সদুপদেশ পাইতেন তিনি তাঁহাব স্ত্রীকে বলিতেন। পুত্রটীর নাম 'যুবরাজ' ও পুত্রবধূটীর নাম 'হরি-প্রিয়া' ছিল। কোন কোন নামে কোন কোন লোক বিশেষ শোভা পায, হবিপ্রিয়া নামের সার্থকতা হরি-প্রিয়াব হইযাছিল। তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—দীক্ষার পর-অবধি তাঁহাব ধর্ম্মপুস্তক পাঠে বিশেষ অনুবাগ হয। তবে তিনি কি অন্য অন্য পুস্তক পড়িতেন না—তাহা নয়। যৌবনে অনুবাগের বিষয়ও পড়িতেন, সুসজ্জাও করিতেন, তবে ঐ সকল ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী ছিল। তিনি পূর্ব্বোক্ত বয়সে প্রথম ঘব করিতে আসেন। পরে এখানে, এই উদ্যান বাটীতে যখন আসেন তখন তাঁহার বযস ষোড়শ বৎসর। তিনি আসিয়া অনেক দুঃখের কথা শুনেন, অর্থাৎ যে সকল দুঃখী ব্যক্তি সহসা এই-স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া অতি কষ্টে নিকটবর্ত্তী-স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদিগের কষ্টের কথা শুনিতেন। একদা তিনি স্বামীকে ডাকিযা, নিজের অর্থাৎ পিতৃদত্ত কোন অলঙ্কার বেচিয়া দুঃখিগণকে দিতে বলেন। তাঁহাব স্বামী উহা বেচিয়া আড়াইশত টাকা পান। সেই টাকা তিনি বারো-জনকে সমান ভাগ কবিয়া দেন। গরীবেরা তাঁহাকে বা উহাদিগের অদৃশ্য উপকারিণীকে আশীর্ব্বাদ করে। এই মহামূল্য ধন তিনি ষোড়শ বর্ষে উপার্জ্জন করেন। তাঁহার স্বামীও এই ধনের কিয়দংশ ভাগ পান।

যে দিন হরিপ্রিয়ার ঠাকুরপোর মৃত্যু হয়, সেই দিন তিনি শোকের সময় ঈশ্বরের বিচার উপলব্ধি করেন। অপর কাহাকে তিনি এই বিষয় বলেন নাই; তবে স্বামীকে যথাসময়ে নির্জ্জনে পাইয়া সকরুণ বাক্যে সজল নয়নে দুইটী কথা প্রতিশ্রুত করিয়া লইয়া ছিলেন—সে কথা, 'ধর্ম্ম-পথ ভুল না, শ্রীহরিনাম ভুল না।' তিনি পূর্ব্বে হরি-প্রিয়ার সহিতদীক্ষিত হইয়াছিলেন—কিন্তু এইবার এই জ্বলন্ত সময়ে এই জ্বলন্ত বাক্যে যেন তিনি পুনঃ দীক্ষিত হইলেন; তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সরলহৃদয়া স্ত্রীর অভিপ্রায় কি, তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি যেন শত দীপে জ্বলিয়া উঠিল। জীবন ও সৌভাগ্যের অনিত্যতা, অর্থের অসারতা, প্রভুত্বের অলীকতা, বিষয়বুদ্ধির ক্ষুদ্রতা, দয়া ও শ্রীহরিনামের নিত্যতা তিনি যুগপৎ দেখিতে লাগিলেন। দারুণ শোকের সময়—তিনি কোন কথা বলিলেন না, কেন না তাহার অবকাশ নাই; তিনিই এখন পিতা-মাতার একমাত্র অবলম্বন ও তাঁহাদিগের সান্ত্বনা করিবার একমাত্র উপায়; তিনি সেই কর্ত্তব্য পথে গমন করিলেন। পুত্রশোক শান্ত হইবার নহে; বিশেষ বিষয়ী লোকের পক্ষে। উহাদিগের আর ভিন্ন অবলম্বন নাই;—এই আমার স্ত্রী, এই আমার পুত্র, এই আমার ধন, এই আমার সমস্ত! এখন 'লোকনাথ' সেই পুত্র-হারা হইয়াছেন এবং পুত্রটী বিশেষ সুন্দর ও সদ্‌গুণযুক্ত ছিল; তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহারই মৃত্যু হইয়াছে।

হরিপ্রিয়া যে তাঁহার স্বামীকে প্রতিশ্রুত করাইযাছিলেন তাঁহার অভিপ্রায় কি? এবং প্রতিশ্রুত বাক্যের বা অর্থ কি? হরিপ্রিয়া দেখিলেন যে, দুঃখী-লোকদিগের বিশেষ মনস্তাপ দিবার ফল এই। তাহাদিগের দুঃখ অর্থাভাব নিবন্ধন, সুতরাং চিরস্থায়ী নহে, ক্রমশঃ উপার্জ্জন করিলে, সেই অভাব যাইবে; কিন্তু মনস্তাপ দিবার এই ফল, স্থায়ী দুঃখ। জীবন থাকিতে এইদুঃখ হইতে নিস্তার পাইবার পথ নাই। সময়ে হরিপ্রিয়ার শ্বশুর ঠাকুরের মৃত্যু হইতে পারে এবং তাঁহার স্বামী ধনসম্পত্তির অধিপতি হইতে পারেন। মৃত্যু না হইলেও বিষয়কর্ম্মের ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হইতে পারে, তখন অনেক লোকের সহিত তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে। মনুষ্য স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। উহাকে ছয় রিপুর আশঙ্কায় সর্ব্বদা থাকিতে হয়। দমন করিতে গেলেও এক এক জনের সৈন্য-সামন্ত অনেক, বলও অনেক; সুতরাং আপনার ও পরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অনেক, এই নিমিত্ত তিনি স্বামীকে দয়ার পথ অবলম্বন করিতে বলিলেন—দয়া ও ধর্ম্ম এক কথা—এবং সেই দয়ার পথ

দেখাইয়া দিবার একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণনাম। এইক্ষণে সেই শ্রীকৃষ্ণনাম কি? শ্রীকৃষ্ণ নাম একটী বাক্য নহে। এই নাম, সেই মহাপুরুষ জগৎপিতার সমষ্টিগত গুণের ধারণা হৃদয়ে হইলে, হৃদয় হইতে স্বতঃই উচ্ছলিত প্রেমময় বাক্য—নেত্রবারিবিন্দু সহিত আসিয়া যখন উচ্চারিত হয়, তখনই হরিনাম করা হয়। যে মহাপুরুষ এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জীবমণ্ডলীকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। আমরা মোহবশতঃ সেই মঙ্গলময়ী কেন্দ্রাভিকর্ষণীশক্তিকে অতিক্রম করিয়া সময়ে সময়ে ভিন্ন পাপপথে স্বার্থপথে যাই বটে, কিন্তু শক্তি বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। কিছু দিন পরে, কিছু কাল পরে, মোহনী মোহশক্তি ক্ষীণ হইলে আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ নাম করি। আবার সেই শ্রীপাদপদ্মে লুটাইয়া পড়ি। সমস্ত জীবের আত্মাই শ্রীরাধিকা; কখন মানময়ী হইয়া কখন যৌবনমদে গর্ব্বিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয়নিকুঞ্জে আসিতে দেন না। কতই কটু কথা কহেন। কতমত প্রতিজ্ঞাই করেন যে জীবন থাকিতে আর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয়ে আসিতে দিব না—নিকুঞ্জে আসিতে দিবনা—সে নামও শ্রবণ করিব না। গতযৌবনা প্রেমাকাঙ্ক্ষী শ্রীবৃন্দারূপ বুদ্ধি আসিয়া সময়ে সময়ে বুঝান বটে কিন্তু মান ও গর্ব্ব অস্তমিত না হইলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আসিবেন কেন? ক্রমে বিরহ দুঃখ সমুপস্থিত হয; শ্রীকৃষ্ণের অভাবরূপ বিচ্ছেদ সর্পিণী আসিযা জ্বালা দেয়। তখন আবার সেই প্রেমময়ী বুদ্ধি শ্রীবৃন্দার পায়ে পড়িতে হয। তখন কখন, তরঙ্গময়ী কৃষ্ণবর্ণা জীবনরূপ যমুনাতটে বসিয়া সেইরূপ ধ্যান করিতে হয়, কখন বা হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া শান্তিরূপ তমালতলে যাইয়া বসিতে হয়। ঈশ্বরহীন জীবাত্মা আর কৃষ্ণবিরহে আলুথালু—লাবণ্যহীনা পাগলিনী শ্রীরাধিকা একই চিত্র। প্রথমে আত্মগ্লানি পরে কামনার ঐকান্তিক তৎপরে ভক্তির আধিক্যতা আসিয়া আত্মায় উপস্থিত হইলে বিশাখা ললিতাদি সখী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনিতে যান।

(ক্রমশঃ)——শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

ত্রিতত্ত্ব।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১স্কং ২অং ১১ শ্লোক)

ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সকল ধর্ম্মকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। কিন্তু ধর্ম্ম তত্ত্ব

হইতে পারে না। যাহা সত্য, যাহাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাই তত্ত্ব। ধর্ম্মীপদার্থে ভ্রম ঘটে না; ধর্ম্মেই ভ্রমের সম্ভাবনা, অতএব ধর্ম্মীই তত্ত্ব; ধর্ম্ম তত্ত্ব নহে। এই নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানী সকল অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন। এতদ্দ্বারা ক্ষণিকবিজ্ঞানপক্ষও ব্যাবৃত্ত হইল। যাহা নিত্য, যাহা সদা একরূপ, সেই অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্বশব্দের বাচ্য। যাহা অনিত্য, যাহা ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, সেই ক্ষণিক বিজ্ঞান তত্ত্ব হইতে পারে না। স্বয়ং সিদ্ধ তাদৃশ ও অতাদৃশ তত্ত্বান্তরের অভাব প্রযুক্ত এবং স্বীয় শক্তি সকলই ঐ তত্ত্বের একমাত্র সহায় বলিয়া ও ঐ পরমাশ্রয় তত্ত্ব ব্যতিরেকে শক্তি সকলের অসিদ্ধত্ব ঘটে বলিয়া ঐতত্ত্বকে অদ্বিতীয় তত্ত্ব বলা হয়। এতদ্দ্বারা ঐ তত্ত্বের নিত্যত্বও পরিব্যক্ত হইতেছে। পরম পুরুষার্থের দ্যোতক বলিয়াই উক্ত অদ্বয় জ্ঞানের নাম তত্ত্ব। ঐ তত্ত্বকে অদ্বয় বলাতে উক্ত তত্ত্বের অখণ্ডত্বও বোধিত হইতেছে। ঐ নিত্য সত্য, অনন্য, পরমাশ্রয়, অখণ্ড অদ্বয়, জ্ঞানরূপ, সুখস্বরূপ তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এইরূপে ত্রিধা শব্দিত হইয়া থাকে।

ঐ ত্রিধাশব্দিত অদ্বয় তত্ত্ব বস্তুতঃ পরমরহস্যভূত। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রই ঐ ত্রিধা শব্দিত অদ্বয় তত্ত্বের গূঢ় রহস্যের উদ্ভেদচেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও উহা অনুদ্ভিন্ন অবস্থাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। এই পবিত্র ত্রিতত্ত্বের গুরুগম্ভীরতার পরিমাণ করিতে কে পারে? পরমেশ্বরের ঐ ত্রিতত্ত্বের সুগভীর তল কে স্পর্শ করিতে পারে! কিন্তু চেষ্টার বিরতি নাই, যত্নের ত্রুটি হইতেছে না; উদ্যমেরও অভাব দেখিতেছি না। ঐ ত্রিতত্ত্ব বিশ্বসাহিত্যের গুপ্ততম ভাণ্ডার। কি দর্শনশাস্ত্র কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি কবিত্ব যাহা কিছু এই পৃথিবীর প্রাচীন বা নব্য সম্প্রদায়ের সাধুপরমহংসগণের মুনিঋষিগণের বা আপামর-সাধারণের উন্নতিসাধন করিয়াছে বা করিতেছে, ঐ ত্রিতত্ত্বতত্ত্বই তাহার একমাত্র উপকরণ। ধর্ম্মের যদি কিছু উচ্চতত্ত্ব থাকে, তাহা ঐ ত্রিতত্ত্ব ত্রিধা শব্দিত অদ্বয় তত্ত্ব। উহাই ধর্ম্মরাজ্যের শেষ সীমা। উহাই ধর্ম্মের চরম আশ্রয়। উহাই জ্ঞানের চরম অবলম্বন। উহাই তত্ত্বচিন্তার সার চিন্তা!!!

ঐ ত্রিধাশব্দিত অদ্বয় তত্ত্ব ত্রিধা শব্দিত হইয়াও এক—অদ্বিতীয়। উহা অদ্বিতীয় হইয়াও ত্রিধা বিভাত। আমরা যখন ঐ ত্রিধা বিভাত অদ্বয় তত্ত্বের চিন্তায় প্রবৃত্ত হই, তখনই আমাদিগের অসামর্থ্য অজ্ঞতা জন্য অনধিকার আমাদিগকে ঐ পবিত্র উদ্যম হইতে বিনিবর্ত্তিত করে, ঐ অদ্বয় তত্ত্বের ব্যাপকত্ব

—পরমমহত্ত্ব আমাদিগকে মোহব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। উহার উচ্চতা ও গভীরতায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি নিমগ্ন হইয়া যায়। তবে কি আমরা ঐ পবিত্র চিন্তা পরিবর্জ্জন করিব ?—না। কে যেন বলিয়া দিতেছে, না, ঐ চিন্তা পরিবর্জ্জন করিও না। কে যেন আমাদিগের অন্তরস্থ হইয়া অব্যক্ত গভীর নাদে হৃদয়কন্দর নিনাদিত করিয়া বলিতেছে—অগ্রসর হও। ঐ পবিত্র চিন্তা কি নিমিত্ত পরিহার করিবে ? বস্তুত ঐ চিন্তা পরিত্যাগের কোনই কারণ নাই। আমরা আপনাদিগের অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছি না। আমরা এই বিষয়ে অনাপ্ত দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতেছি না। আমাদিগের আন্তরিক দৈন্য ও লোলতাই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। আমাদিগের অন্তরের সহজ ও সরল বিশ্বাস, যে কেহ অকপট সরল হৃদয়ে দীনতা সহকারে পরম আগ্রহের সহিত উক্ত চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই ঐ ত্রিতত্ত্বের উজ্জ্বল আলোকে সর্ব্ববিধ অন্ধকারের অপগমে উল্লসিত হইবেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই ত্রিধা শব্দিত অদ্বয় তত্ত্ব আমরা আমাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদির মধ্য দিয়া আহ্নিক ও উপাসনার শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই। ঐ জ্ঞান আমাদিগের সহজ জ্ঞান—আত্মার সহিত বিজড়িত। উপাসনাতে উহার উদ্ভাবন দেখিতে পাই।

যখন মানব প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে করিতে মনে মনে চিন্তা করেন—

"অহং ব্রহ্মো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥"

'আমি ব্রহ্মেরই অংশভূত, আমিই ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে অভিন্ন, আমি শোক-মোহের অতীত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্ত জীব।

তখন তাঁহার অন্তরে কি ব্রহ্মভাব স্ফুরিত হয় না। যখন তিনি—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

"পরমাত্মন্! ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানিলেও তাহাতে আমার প্রবৃত্তি

হইতেছে না, এবং অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানিলেও আমার তাহা হইতে নিবৃত্তি হইতেছে না। হৃষীকেশ, আপনি আমার হৃদয়কন্দরে অবস্থিত হইয়া আমাকে যে ভাবে পরিচালিত করিতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি।"

এইরূপ ভাবিয়া পরমাত্মাতেই যোগযুক্ত হইতেছেন, তখন তাঁহাতে কি পরমাত্মার ধারণা হইতেছে না। আর যখন তিনি—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥"

এইরূপ বলিয়াই ভগবানে আত্মপ্রীতি সংস্থাপন করিতেছেন, তখন তাঁহার অন্তরের অন্ধকার কি ভগবানের নির্ম্মল সুশীতল কান্তিতে বিদূরিত হইতেছে না বা সাধককে চিরশান্তির সহিত স্বকীয় পরমানন্দ প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাকে ত্রিতাপনাশের সহিত নিত্য সুখের আশায় সমুৎসাহিত করিতেছেন না।

আমিই ব্রহ্ম আমিই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। ইহাই সত্য এতদ্ভিন্ন সকলই মিথ্যা। জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয় বস্তু অসিদ্ধ। জ্ঞানস্বরূপ আমার অস্তিত্বেই জ্ঞেয় বিশ্বের অস্তিত্ব। আমাকে আশ্রয় করিয়াই সত্যস্বরূপ আমাকে অবলম্বন করিয়াই এই অসত্যভূত বিশ্বসংসার প্রতিভাত হইতেছে। পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার আমারই কল্পনাবিজৃম্ভিত। নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ আপনা হইতেই স্বপ্নদৃষ্ট সংসারের সৃষ্টি করেন, আমিও সেইরূপে আমাতেই এই সংসারের বিচিত্র সংসারের সৃষ্টি করিয়াছি। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ যেরূপ নিজের জাগ্রদবস্থা বিস্মৃত হইয়া স্বরচিত স্বপ্নময় সংসারে মোহিত হয়েন আমিও তদ্রূপ স্বস্বরূপের আমার জ্ঞানময় শুদ্ধ স্বরূপের স্মৃতির অপগমে নিজমায়া নির্ম্মিত এই সংসারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। নিদ্রাভঙ্গে যেরূপ ঐ স্বপ্ন রচিত সংসারও থাকে না, আমারও তদ্রূপ ঐ মায়ামোহের অপগমে এই মিথ্যাভূত প্রতিভাসিক সংসার থাকিবে না, আমি তখন স্বস্বরূপ অনুভব করিতে থাকিব। তখন জানিতে পারিব যে, "আমি ব্রহ্মই; আমি অন্য নহি; আমি আপনাকে যেরূপ ভাবিতেছি আমি তাহা নহি; আমি শোক মোহের অতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম; তদতিরিক্ত রূপে প্রতিভাত এই

সংসার আমারই মায়া দ্বারা কল্পিত।" আমিই ব্রহ্ম; আমার জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান যাঁহার আছে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। আর যাঁহার তাহা নাই তিনিই অজ্ঞ। বেদোক্ত 'সোঽহং' জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের মূলমন্ত্র এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই অনেকানেক আর্য্যঋষি ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃও এই ব্রহ্মজ্ঞান মানব-কল্পনার শেষসীমা। যে কল্পনা আমা হইতে উত্থিত হইয়াছিল তাহা যদি আমাকে আশ্রয় করিয়াই নিবৃত্ত হইল, তদপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয়, আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে! ঐ কল্পনা যখন আমাতে প্রথম অঙ্কুরিত হইল তখন আমি অতি ক্ষুদ্র মানবনামধারী জীবমাত্র; কিন্তু উহা যখন প্রাকৃতিক ব্যূহভেদ করিয়া লক্ষ্যে বিশ্রান্ত হইল, তখন আর আমি ক্ষুদ্রজীব মানব নহি। তখন আমি এই মায়াময় বিপুল বিশ্বরাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর। তখন সকলই আমার করায়ত্ত—আজ্ঞাবহ। তখন সকলই আমার কল্পনারই অন্তর্গত তখন ইন্দ্রিয়ের অগোচর সুক্ষুদ্র পরমাণু হইতে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্তই আমার জ্ঞানের অধীন। তখন মদতিরিক্ত কিছুই নাই; সকলই আমি। তখন 'সোঽহম্'।

এই 'সোঽহং' মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য, এই 'সোঽহং' জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আর্য্যসন্তানগণ ত্রিতাপতাপিত আর্য্য মহাজনগণ ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ গুরুর চরণে শরণাগত হইয়া শমদমাদি সাধন সম্পত্তি লাভে যত্নপরায়ণ হইতেন। ক্রমে অভ্যাস সুদৃঢ় হইলে, সংসারে বিরাগী হইয়া 'সোঽহং' মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন। নিরন্তর অনন্যমনে উহারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। 'সোঽহং' মন্ত্রের অচিন্ত্য প্রভাব। উহা নিজ সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্মভাব প্রকাশ না করিয়া কখনই নিবৃত্ত হইত না। উহা ক্ষুদ্র সাধকের অস্তিত্বকে বিপুল ব্রহ্মাস্তিত্বে বিলীন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিত না। অতএব 'সোঽহং' মন্ত্রের সাধক মাত্রই অন্তে বিপুল ব্রহ্মাস্তিত্বে বিলীন হইয়া যাইবে। ধন্য আর্য্যের সোঽহং মন্ত্র! ধন্য তাঁহার কল্পনা! ধন্য তাঁহার অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান।

যে সংসারবন্ধন জীব স্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা কোটিকল্পেও ছেদন করিতে পারিলেন না, নিরন্তর অনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ ভোগে যাহার ক্ষয় হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তরই হইতে থাকে, এক 'সোঽহং' জ্ঞানেই তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলই ব্রহ্মের নিজের মায়া দ্বারা কল্পিত, এইরূপ জ্ঞান, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, দেবগণেরও দুর্বিজ্ঞেয় এই বিশ্বসংসার আমারই মায়া-কল্পিত, আমি ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের

স্থায় প্রতিভাত হইতেছি, এইরূপ জ্ঞানেই কর্ম্মপাশের কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদে মুক্তি হইয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ হয় না, কেবল আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিলেই 'সোঽহং' জ্ঞান হইলেই মোক্ষ লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

কাঁদি কেন ?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা ; সঙ্কীর্ত্তনের উপক্রমেই আমার মত পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইতে চলিল। চক্ষে জল আসিল। ভাবিলাম, 'কাঁদি কেন'? এখনত গান আরম্ভ হয় নাই, সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা এখনও আমার হৃদয়ে নিজ প্রভাব সম্যক বিস্তার করিতে পারে নাই ; কেবল বাজানাতেই মন মোহিত হইল, চক্ষে জল আসিল কেন ?

আমি নিজেই বেশ জানি, যে আমাতে ভক্তির কণামাত্রও নাই, গুণের লেশ মাত্রও নাই। কপটতাময় আমার জীবন। তবে ভাবুকালি দেখাইয়া, সংকীর্ত্তনে মিশিয়া 'কাঁদিকেন ?

যথার্থই আমি ভক্তি কাহাকে বলে তাহা জানিনা, এজন্মে বা কত জন্ম পরে জানিব তাহাও জানি না। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম যতদূর, ভক্তি ও প্রেম হইতে আমার মনও ততদূর ; তবে আমার মত অধমের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল কিসে, আমি হেন হীন, আমিও সময়ে সময়ে সংকীর্ত্তনে বা হরিবাসরে ভক্ত ও ভাবুকের পার্শ্বে স্থান পাই ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিতে পাই না এবং ইহা অপেক্ষা জগদীশ্বরের মহিমা আর কিছুতে প্রকাশ হয় কি না তাহাও বলিতে পারি না। অন্যে ইহাতে আশ্চর্য্য হউন বা না হউন, কিন্তু আমি ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারি না 'নিতাই গৌর' নামে যে কত শক্তি তাহা আমাতেই বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইতে পারে। হরি নামে শক্তি না থাকিলে আমার মত ভেক হৃদয় সেই নামের মধুরতায় আকৃষ্ট হয় কেন ? হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে কেন ? আহা, যথার্থ ভাবুকেরা নাম আস্বাদন করিয়া না জানি কত আনন্দ পান, এই ভাবিয়া আপনি আমার চক্ষে জল আসে। প্রভু ! আমার কি এমন ভাগ্য হবে না যে তোমার নামের শক্তি উপলব্ধি করিয়া পূর্ণানন্দ অনুভব করিব ? তোমার দয়াল অবতারের

দোহাই, তোমার পতিত পাবন নামের দোহাই, একদিন যেন মনের আনন্দে হা গৌরাঙ্গ! হা নিতাই! বলিয়া ডাকিতে পারি।

কখনও মনে হয়, সেত বেশীদিনের কথা নয়, এইরূপে ভক্তমণ্ডলী মধ্যে স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত সহিত শ্রীবাস ভবনে প্রকট অবস্থায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন, এইরূপে ভক্তবৃন্দ পূর্ণাবতার শ্রীশচীনন্দনকে সম্মুখে করিয়া অপার আনন্দে মৃদঙ্গ করতাল ও শিঙ্গার ধ্বনিতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন। আজ সেই খোল বাজিতেছে, সেই করতাল বাজিতেছে, সেইত শিঙ্গার ধ্বনি শুনিতেছি আবার সেইত ভক্তবৃন্দ উপস্থিত কিন্তু আমার প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের হৃদয়, জীবনের জীবন শ্রীশচীনন্দন কই? তাঁহাকেত দেখিতে পাই না। কই সেই শ্রীগৌরাঙ্গ কই? সেই দয়াল নিতাই কই, কই সেই সীতানাথ কই? বুঝি তাঁহারা প্রত্যেক ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন, নতুবা ভক্তগণ নিমীলিত নেত্রে অবস্থান করিতেছেন কেন? আমিও চক্ষু মুদ্রিত করিলাম কিন্তু আমার হৃদয় শূন্য। একি শ্রীহরি! নিশ্চয়ই তুমি আমার কাছে আছ, নিশ্চয়ই তুমি আমায় ডাকিতেছ, নতুবা আমার চিত্ত তোমাতে সময়ে সময়ে ধাবিত হয় কেন? কাছে থাকিয়া, এমন ক'রে আসিতে বলিয়া দেখা দিতে চাহনা কেন? এ তোমার, কেমন রীতি? দেখ, তোমার অদর্শনে, আমাব চক্ষু. জড় হইলেও. অশ্রুত্যাগ করিতেছে।

গৌরহরি! কত নাজানি তোমার দয়া, এই ঘোর কলিতে সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ প্রচার করিয়া আমার মত কোটী পাষণ্ডেরও মন গলাইতেছ। আহ্নিক করি বা সন্ধ্যা বন্দনাদিকরি, যোগ বা যাগ করি, কিছুতেই মনের চাঞ্চল্য নিবৃত্তি হয়না কিন্তু প্রভু! তোমাব কি নামেব মহিমা, যতক্ষণ তোমার নাম সংকীর্ত্তনে থাকি ততক্ষণ কেবল আমাকে ভুলিতে পারি। আমাকে ভুলিযা তোমাকে যেদিন জানিব সেইদিন মনুষ্য জন্ম সফল হইবে। প্রকাশানন্দ মিলনে তুমি মূর্খের শাসনে কহিয়াছ।

"মূর্খ তুমি! নাহি তব বেদান্তাধিকার;
কৃষ্ণনাম জপ সদা এই মন্ত্র সার।
কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন;
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম ;
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥”

তোমার এমন মধুমাখা আশাবাক্য না থাকিলে জীব কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিত না। জীব সহজেই নিজের ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়, কিন্তু তোমার নাম সত্য, নাম কখনও স্বীয় ধর্ম্ম ভুলে না, যে তোমার নাম লইবে নামের প্রভাবে সে তোঁমার চরণে স্থানপাইবে। সঙ্কীর্ত্তনে বসিলে এই সকল ভাবের উদয় হয় এবং তখনই বিদ্যুতালোকের ন্যায় জ্ঞান হয় যে এত সহজ উপায় থাকিতেও হেলায় আমরা কি বস্তুই হারাইতেছি। একথা যখন মনে উদয় হয় তখন আমার ন্যায় পাষণ্ডেরও চক্ষে জল আইসে।

এস ভাই, আজ সকলে মিলিয়া হরিধ্বনি করিয়া নিতাই গৌর সীতানাথের নামে জয় দিই। কেননা “আমাদের নিতাই চৈতন্য বিনা গতি নাই।„ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন।

“এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ,
প্রেমের কারণ ভক্তি করয়ে প্রকাশ।
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার,
স্বেদ, কম্প.পুলকাদি, গদ্গদ অশ্রুধার।
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন,
এক কৃষ্ণ নাম ফলে পাই এত ধন।
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার,
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার।
তবে জানি অপরাধ, তাহাতে প্রচুর,
কৃষ্ণ নাম বীজ তাঁহা না করে অঙ্কুর।
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার,
নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার,
তাঁরে না ভজিলে কভু নাহিক নিস্তার।”

জয় শ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের জয়।

হিন্দু-সুহৃদ।

১ম ভাগ] সন ১৩০০ অগ্রহায়ণ [২য় খণ্ড।

উপাসনা।

জীব যাহার সাহায্যে উপাস্য পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়েন, তাহারই নাম উপাসনা। ভক্তি উহার অপরপর্য্যায়। ভক্তির অর্থ ভজন বা সেবা। যাঁহার সেবা করিতে হইবে, তিনি যদি দূরস্থ হয়েন, তবে তাঁহার সেবা হইতে পারে না। সেব্য ও সেবকের পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধের প্রয়োজন। ভক্তিই ঐ সম্বন্ধের ঘটক। অতএব ভক্তি ও উপাসনা একই। ঐ ভক্তি জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি। যাহা অস্বাভাবিকী তাহা ভক্তি হইতে পারে না। ভক্তি বা উপাসনা স্বভাবতঃ সাধনভূয়সী। ঐ সকল সাধন, কর্ম্ম এবং জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রবণাদি সাধন সকল কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে অনতিরিক্ত। শ্রবণাদি কর্ম্মের অন্তর্গত এবং স্মরণ জ্ঞানেরই প্রকার বিশেষ। ঐ সকল সাধন আবার ভক্তি হইতে ভিন্ন ও নহে। উহারা ভক্তিরই অঙ্গ। উহারা ভক্তি হইয়াও ভক্তির সাধন। ভক্তিই সাধ্য; ভক্তিই সাধন। ভক্তির সাধন ভক্তিই। সাধনভক্তি সাধ্যভক্তির পূর্ব্বাবস্থা এবং সাধ্যভক্তি সাধন-ভক্তির পরাবস্থা মাত্র। সাধনভক্তিই পরিপাক দশায় সাধ্যভক্তির আকারে প্রকাশ পাইয়া সাধ্য সংজ্ঞা ধারণ করে। শ্রবণাদি সাধনভক্তি সকলের অবস্থাত্রয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত অবস্থা তিনটি যথা, সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা।

এইরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান, ভক্তিমধ্যে গণনীয় হইলেও, আমরা আপাততঃ যাহাকে কর্ম্ম বলি বা যাহাকে জ্ঞান বলিয়া বোধ করিয়া থাকি, সেই কর্ম্ম ও সেই জ্ঞান, ভক্তিস্বরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, ঐ সকল কর্ম্ম বা জ্ঞান স্বাভাবিক নহে; পরন্তু উহারা অস্বাভাবিক। ঐ সকল কর্ম্ম কৃতিসাধ্য এবং ঐ সকল জ্ঞান আহার্য্য। যাহা কৃতিসাধ্য বা যাহা আহার্য্য তাহার মূলে কৃত্রিমতা রহিয়াছে। কি ঐহিক কি পারত্রিক উভয়বিধ সকাম কর্ম্মই প্রযত্নসাপেক্ষ। যাহা প্রযত্নসাপেক্ষ তাহাই কৃত্রিম। ঐরূপ কি জীবাত্মজ্ঞান কি ব্রহ্মজ্ঞান উভয়বিধ জ্ঞানই অবিদ্যামূলক। যাহা অবিদ্যা-

মূলক তাহাই আহার্য্য। উক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের মূলেই চেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যদিও ভক্ত্যঙ্গীভূত কর্ম্ম এবং জ্ঞানের মূলেও অনুশীলনের অবস্থান পরিদৃষ্ট হয় এবং ঐ অনুশীলনও চেষ্টারই নামান্তর; কিন্তু ভক্ত্যঙ্গীভূত কর্ম্ম ও জ্ঞানের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী অনুশীলন, এবং সাধারণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের কারণভূত চেষ্টার পার্থক্য অবশ্যস্বীকার্য্য। সাধারণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় ইষ্টসাধনতাজ্ঞানজন্যা প্রবৃত্তি অপরিহার্য্যা। কিন্তু ভক্ত্যঙ্গীভূত কর্ম্ম ও জ্ঞানের মূলে তাদৃশী প্রবৃত্তির নামগন্ধও অনুমান করা যায় না। ঐ চেষ্টা নিবৃত্তি হইতেই সমুদিত হইয়া থাকে। ভুক্তি-মুক্তির মূলে প্রবৃত্তি এবং ভক্তির মূলে নিবৃত্তি।

ভুক্তি ও মুক্তি স্বার্থপ্রণোদিতা; ভক্তি পরার্থপ্রণোদিতা। ভোগ ও মোক্ষ নিজের প্রীতির জন্য; ভজন বা উপাসনা ভজনীয় বা উপাস্যের প্রীতির নিমিত্ত। যিনি কখন নিজের সুখকে তুচ্ছ করিতে পারেন নাই, যিনি কখন নিজের তুষ্টিকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, যিনি কোন দিন আত্মসুখ বা আত্মতৃপ্তিকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই, তিনি কখনই ভক্তিরও অধিকারী হইতে পারিবেন না। ভক্তের সর্ব্বত্রই নৈরপেক্ষ্য। তিনি আত্মসুখে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহার উপাস্যেই অনুরাগ। তিনি উপাস্য ভিন্ন সর্ব্ববিষয়েই বিরাগী। যাঁহার কর্ম্মমাত্রই আত্মকর্ত্তৃত্বাপেক্ষী, যাঁহার জ্ঞানমাত্রই প্রকৃতিসম্বন্ধবিশিষ্ট, তিনি কি কখন আত্মবিস্মৃত অপ্রাকৃত-ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

সত্য বটে, আত্মকর্ত্তৃত্ববুদ্ধি মানবের প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবেই জড়িত রহিয়াছে; সত্য বটে, মানব নিজ প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বের চিন্তায় একান্ত অক্ষম; মানব স্বভাবতঃ অবিদ্যাবিমোহিত, দেহাত্মবুদ্ধিতে পরিনিষ্ঠিত ও প্রকৃতির অধীন, ইহা সত্য; তিনি নিজ প্রকৃতির বহির্ভাগে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অসমর্থ, ইহাও সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে নিজের পুরুষার্থ বিস্মৃত হইয়া কিছুই করিতে পারেন না, তাহা কে বলিয়া দিল! তিনি যে কখনই তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার বহির্ভাগে কার্য্য করিতে পারিবেন না, তাহাই বা তাঁহাকে কে বলিয়া দিল! পরমেশ্বর কি তাঁহাকে বিবিধ মানবীয় গুণে বিভূষিত করিয়া মানবজাতির অধিকার সর্ব্বতোভাবে প্রদান করিয়া বিশেষ উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন! জীবমাত্রের আনুকূল্য বিধানার্থই যাঁহার সৃষ্ট্যাদি কার্য্য, যিনি

বিষযভোগের নিমিত্ত, উন্নতির নিমিত্ত, উৎকৃষ্ট লোকে গতির নিমিত্ত ও সর্ব্ববিধ কল্পনায় বিনিবৃত্তির নিমিত্ত মানবজাতিকে তদুপযোগী বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ প্রদান করিয়াছেন, মানবকে অবিদ্যাবিমূঢ় অবস্থায় ঈদৃশ সীমাবদ্ধ অবস্থায় অবস্থাপিত রাখা কি কখন তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে! মানবের হৃদয়ে ভক্তিবৃত্তির প্রদানই তাঁহার সদাশযতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

মানব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। তিনি কখনই আত্মচেষ্টায় নিজের বলবত্তম বহির্মুখ স্বভাবের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারেন না। তিনি যতই কেন ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন না, তিনি যত কেন ব্রততপস্যাদি সাধন করুন না, তিনি যত কেন শমদমাদি সাধন-সম্পত্তিতে সমৃদ্ধ হউন না, তিনি যত কেন আসনপ্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসে নিপুণতা লাভ করুন না, তাঁহার বলবান স্বভাব অবসর-সুযোগে বলপ্রকাশে বিমুখ থাকিবে না। সে ছিদ্র পাইলেই সকল সাধনকেই পরাজয় করিয়া স্বরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেই করিবে। যজ্ঞাদি সাধন সকল অদৃঢ় জীর্ণ তরীস্বরূপ। তদাশ্রয়ে ভীষণ তরঙ্গাকুল দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার আশাই করা যায় না। বৈরাগ্য এবং জ্ঞানও তদ্বিষয়ে অধিক আশা প্রদান করে না। বৈরাগ্য এবং জ্ঞানরূপ বাহুবলে কখনই দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায় না। উহা মানবকে অসহায় অবস্থায় নিমগ্ন করিবেই করিবে। মানবের জ্ঞান-বৈরাগ্য-বলে ব্রহ্মনির্ব্বাণই উহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শুষ্কজ্ঞান ও শুষ্কবৈরাগ্য তাঁহার পশুসাধারণ পাশববৃত্তি সকলকে অভ্যাস দ্বারা মিথ্যাময় করিলেও তদবস্থায় তাঁহার আত্মমিথ্যাত্বও অপরিহার্য্য। তিনি নিজ জ্ঞানদ্বারা ও বৈরাগ্যদ্বারা বিশ্বসংসারের মিথ্যাত্ব-ভাবনার সহিত নিজের মিথ্যাত্ব স্থির করিয়া বিপুল ব্রহ্মজ্ঞানসাগরে আত্মহারা হইলেন, আত্মস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন, তিনি শূন্যচিন্তায় নিজেও শূন্য হইয়া গেলেন, তাঁহার নিজের অস্তিত্বও শূন্য হইয়া গেল, এই পর্য্যন্তই লাভ। আর যদি ততদূর উত্থিত হইতে না পারিলেন, নিরন্তর ভীষণ ভব তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে থাকিলেন, আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিলেন, তাঁহার কি লাভ হইল? কিছুই নহে। পুনঃ পুনঃ এই ভীষণ সংসারেই আবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন। উক্ত খণ্ডিত অসম্পূর্ণ দুর্ব্বল সাধনসম্পত্তি সকল কোন সুখই প্রসব করিতে পারে না। ভবসংসারের আত্যন্তিক উচ্ছেদ ভিন্ন প্রকৃত শান্তি লাভ হইতে পারে না। আত্যন্তিক সংসারোচ্ছেদের সাধন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সংসার-

নাশক সাধন অবশ্য সাংসারিক না হইয়া অসাংসারিক—সাংসারিক সাধনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া চাই। উহাতে প্রবৃত্তির দমনরূপ নিবৃত্তির চেষ্টা চাই না, প্রবৃত্তির যথেষ্ট সংপ্রসারণরূপ নিবৃত্তির অনুষ্ঠান চাই। জীবনের নিম্নতম সোপানস্থিত প্রবৃত্তি সকলকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। উপাসনাই—ভক্তিই—উক্ত পরিবর্ত্তনের সহায়। ভক্তিই ঐ পরিবর্ত্তের শেষ সীমা। আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল যখন একবার ভক্তিসীমায় সমাগত হইবে—উহা যখন নিজের বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ম্মুখতা অবলম্বন করিবে,—তখনই এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য জীবন অনন্ত অমরত্ব লাভ করিবে। তখন তাহার পতনের সম্ভাবনা এককালে অন্তর্হিত হইবে। তখন তাঁহার সেই বলবান্ স্বভাব চিরজীবন আত্মাধীন হইয়া অবস্থান করিতে থাকিবে। প্রবৃত্তির এই পরিবর্ত্তন অসাধারণ পরিবর্ত্তন। উহা জীবনের উপরি ভাসমান অস্থায়ী অবস্থা নহে, উহা অন্তস্তলভেদী স্থায়ী পরিবর্ত্তন। এই অবস্থায় আর তিনি আপনাকে আপনার মুক্তির কারণ ভাবিবেন না। তিনি তখন মুকুন্দকেই মুক্তিদাতা জানিবেন। তিনি তখন আত্মকর্ত্তৃত্ব, আত্মনির্ভরতা বিস্মৃত হইয়া নিজের দৈন্য ও নৈরপেক্ষ্যে বিভূষিত হইবেন। তিনি তখন স্বয়ং স্বসামর্থ্যে উন্নত হইবেন, এই উদ্বেগ এই ধারণা ভুলিয়া গিয়া করুণাময়ের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও শান্ত হইবেন।

ঈদৃশ অপ্রাকৃত ভক্তে ও সাধারণ কর্ম্মী ও জ্ঞানীতে আকাশ ও পাতালের ন্যায় প্রভূত প্রভেদ। কর্ম্মী ও জ্ঞানী আপনাকে প্রাকৃত পরাক্রমে প্রভাবান্বিত দেখিতে ভাল বাসেন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় পরহিতৈষিতা, পরাক্রম ও সদাচরণ প্রভৃতিই জীবের সর্ব্বস্ব ও উন্নতির মূলকারণ। ভক্তের পক্ষেও উহারাই উন্নতির সোপান হইলেও প্রকৃত উন্নতির পক্ষে উহারা অকিঞ্চিৎকর। তাঁহার দৃষ্টিতে একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্বস্ব। তিনি স্বয়ং প্রভাবান্বিত হইয়াও পার্থিব রজঃকণা হইতেও ক্ষুদ্র। তাঁহার জ্ঞানে কর্ম্মাদি যতই কেন বিশুদ্ধ হউক না, ভক্তির অঙ্গীভাব ভিন্ন উহারা জীবের প্রকৃত উন্নতি সংসাধনে একান্ত অসমর্থ। তাঁহাদিগের বিবেচনায় আত্মাপকর্ষবোধই উন্নতির মূল, আত্মোৎকর্ষবুদ্ধি নহে।

"যোহন্যমুন্নয়তে নতঃ স্বরং স্বীয়মেব তনুতে স গৌরবম্।
যন্নতিং ভজতে তুলাবিধৌ সজ্জনাঃ কথয়ন্তি তদ্গুরু ॥"

ইহাই ভক্তের নীতিবাক্য।

পরলোক।

মৃত্যু।—জীবের জীবনের বৈপরীত্যই মৃত্যু। যাহার জীবন আছে তাহারই নাম জীব। দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিশেষই জীবন। মানবাত্মার মানবদেহের সহিত ঐ সম্বন্ধ চেষ্টাদ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। শবদেহে আত্মচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না বলিয়াই উহার মৃত্যু স্বীকৃত হয়। ঐ চেষ্টাও আবার মমতামূলক। যে আত্মার যে দেহে যতদিন মমতা থাকে, ততদিন তাহার ঐ দেহে চেষ্টাও দেখা যায়। কোন কারণে কোন দিন কোন ব্যক্তির ঐ মমতা অপগত হইলে, সেই দিন তাহার চেষ্টার সহিত জীবনেরও অপগম লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং সকলেই তৎকালে তাদৃশ ব্যক্তিকে মৃতব্যক্তি বলেন। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে——

"জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ।"

'যে দিন কোন জীবের দেহদৈহিক বিষয়ে মমতার একান্তবিস্মৃতি ঘটে, সেই দিনই সেই জীবের মৃত্যু হয়।'

মানবে সচরাচর তিনটি উপকরণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে——

১। দেহ বা ভৌতিক পদার্থ।

২। জীবন বা জীবনী শক্তি।

৩। আত্মা বা অণুচৈতন্য।

দেহ ও আত্মা বিভিন্ন পদার্থ। উক্ত পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধে প্রস্ফুরিত শক্তিবিশেষের নামই জীবনী শক্তি। দেহাত্মবাদী ও স্থূলদর্শী দার্শনিকগণের ন্যায় আত্মা এবং দেহকে একই পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা আমাদিগের উচিত নয়। আত্মা এবং দেহ স্বরূপতঃ বিভিন্ন পদার্থ। দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর। দেহ ক্ষয় ও বিলয়ের অধীন। জীবন উহার ক্ষণিক অবস্থা মাত্র। আত্মা ক্ষয়বৃদ্ধির অতীত নিত্য পদার্থ। দেহের আদি আছে, অন্ত আছে; আত্মা অনন্ত। উত্তাপ ও তাড়িত শক্তির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট কারণ সমূহের সমবায়ে উৎপাদিত শক্তি বিশেষই জীবের জীবন। ঐ জীবন, জন্ম ও মৃত্যুর অন্তরালে অবস্থিত। দেহের উৎপত্তির সহিত জীবনের উৎপত্তি; উহার ধ্বংসের সহিত জীবনেরও ধ্বংস হইয়া থাকে। আত্মা কিন্তু সেরূপ নহে; উহা দেহের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল, এবং নাশের পরও থাকিবে।

সজীব দেহই আত্মার আবাসভূমি। মানবের আত্মা অন্য জীবের আত্মা হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত। জীবন্ত মানবদেহই উহার উপযুক্ত আবাসভূমি। মনুষ্যের এইরূপ লক্ষণ হইতেই তাহার মৃত্যুর লক্ষণও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

আত্মা এবং দেহের বিশ্লেষই মৃত্যু। দেহ হইতে জীবনী শক্তির অপগমেই ঐ বিশ্লেষ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। দেহের জীবনী শক্তির নাশ ও তজ্জন্য দেহ হইতে আত্মার বিশ্লেষও জীবের অবশ্যম্ভাবী। জীবের জীবন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কারণের অধীন। যে সকল কারণে জীব সকল জীবন ধারণ করে, কোন রূপে উহাদের ব্যতিক্রম ঘটিলেই জীবনীশক্তির অভাব হয় এবং তদভাবে আত্মাও ঐ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই নিয়ম জীবসাধারণ। জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন। নিকৃষ্ট জীব হইতে অত্যুৎকৃষ্ট জীব মানব পর্য্যন্ত সকলেই মৃত্যুর বশবর্ত্তী।

আত্মা যাবজ্জীবন দেহে অবস্থান করে। মৃত্যুর পর আর আত্মার দেহে অবস্থান দেখা যায় না। তৎকালে জীবনী শক্তিও আর পূর্ব্ববৎ দেহকে রক্ষা করিতে থাকে না। তখন জীবের ঐ আত্মহীন দেহ রাসায়নিক শক্তির আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে। মৃত্যুর পর যদি জীবের দেহে কৃত্রিম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রযোগ না করিয়া—যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, ঐ দেহ ধ্বংস হইতে রক্ষিত হইতে পারে, উহাকে তদবস্থাপন্ন না করিয়া—ধ্বংসের নিমিত্ত উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে ঐ দেহ অচিরেই ধ্বংস হইয়া যায়, পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়া যায়। ফলতঃ এই রূপে মৃত্যুর পর সচরাচর পঞ্চভূতে মিলাইয়া যায় বলিয়াই মৃত্যুর অপর একটি সংজ্ঞা ‘পঞ্চত্বপ্রাপ্তি’ হইয়াছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা মৃতদেহ যে পূর্ব্বাবস্থায় সংরক্ষিত হইতে পারে, তাহা বোধ হয়, পাঠকগণের অবিদিত নহে। আবার তদবস্থাপন্ন না হইলে. উক্ত দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে।

প্রত্যেক জীবেই অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই তিনটি শক্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবের আত্মা ঐ জ্ঞানশক্তির আশ্রয়। ইচ্ছাশক্তির নিবাসভূমি সূক্ষ্মশরীর এবং ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠান স্থূল দেহ। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন সেই মৃতব্যক্তির স্থূলদেহে আর পূর্ব্বোক্ত শক্তিত্রয় দৃষ্ট হয় না। তখন তাহার মহাপ্রাণ বিশ্বপ্রাণে, জ্ঞানশক্তি

আত্মাতে, ইচ্ছাশক্তি মনে এবং ক্রিয়াশক্তি স্থূলদেহে বিলীন হইয়া যায়। এবং অপরাপর নিকৃষ্ট শক্তি সকল স্বস্বকারণে মিলিত হয়। দেহাকারে পরিণত পৃথিব্যাদি ভূত সকল জীবের মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইতেছে। বায়বীয় অংশ কিয়ৎপরিমাণে উদ্ভিদ সমূহ কর্ত্তৃক শোষিত হইতেছে; কিছু উহাদের রসাংশে মিশ্রিত হইতেছে, কিয়দংশ মৃত্তিকাসাররূপে পরিণত হইয়া উহাদেরই পোষণকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। অবশিষ্ট অংশ অপরাপর প্রাণী সকলের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে। এইরূপে জলীয়াংশ জলে ও পার্থিবাংশ পৃথিবীতে মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার দেহান্তরাকারে পরিণত হইতেছে। উহাদের কোনটিরই একান্ত বিনাশ নাই; প্রতিক্ষণে আকারের পরিবর্ত্তন মাত্র হইয়া থাকে। উহারা প্রতি মুহূর্ত্তেই পুরাতন আকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন আকারে নূতন নূতন দেহের নির্ম্মাণের সহায়তা করিতেছে। দেহ প্রতিনিয়তই জীবনের পর জীবনান্তর স্বীকার করিতেছে। দেহ, পরিবর্ত্তনশীল স্থায়ী পদার্থের সমষ্টি। জীবন উহাদের অবস্থা বিশেষ। দেহের উৎপত্তিতে জীবনের উৎপত্তি এবং উহার রূপান্তরে জীবনের বিনাশ হয়। জীবনের বিনাশই জীবের মৃত্যু।

দেহ পরিণামী, জীবন ক্ষণভঙ্গুর; আত্মা তদুভয়ের অতীত নিত্য পদার্থ। আত্মা প্রকৃতির মূল বস্তু।

পরলোক।—বিবেকী ব্যক্তিমাত্রই বিশ্বের আনন্ত্য ও কালের নিত্যত্বের সহিত আত্মারও স্থায়িত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনই আত্মাকে এই পার্থিব ক্ষণস্থায়িত্ব মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন না—তাঁহারা কেহই বলেন না যে, এই মানবজীবনের পূর্ব্বাপর কোন বিষয়ের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। জীবনের উৎপত্তির সহিত আত্মার উৎপত্তি এবং তাহার নাশের সহিত আত্মার বিনাশ জ্ঞানিগণের স্বীকার্য্য হয় না।

মনুষ্য, কেহ ত্রিংশদ্বর্ষে কেহ বা বিংশতিবর্ষ মধ্যেই মানবলীলা সংবরণ করিয়া থাকেন। মানবজাতির চতুর্থাংশ সপ্তবর্ষে এবং অর্দ্ধাংশ সপ্তদশবর্ষেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। যদি কেহ ঐ বয়স অতিক্রম করেন, তিনিও চিরস্থায়ী হয়েন না; কেবল অন্যের অপেক্ষা কিছু দীর্ঘজীবন লাভ করেন মাত্র। তাঁহার ঐ ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যজীবন নিত্য কালের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র—উহা তৎসম্বন্ধে এক মুহূর্ত্তও নহে। অনন্ত কালের সাদৃশ্যে ক্ষুদ্র মানবজীবন একটি তুচ্ছ ঘটনা হইতে অধিক নহে। উহা একটি চঞ্চল দৃশ্য মাত্র।

অচিরস্থায়ী নবজীবন প্রকৃতির ইতিহাসে গণনার মধ্যেই আইসে না। আবার পার্থিব জীবনের দৈহিক অবস্থাও সংশয়াক্রান্ত। মনুষ্য মৃত্যুর অধীন—কাল-পাশ-বদ্ধ। তিনি সর্ব্ববিধ দুঃখশোকের নিকট অরক্ষিত অবস্থায় অবস্থাপিত। তাঁহার দৈহিক গঠন-প্রণালীর দোষই উহার প্রধান কারণ। তাঁহার দেহ শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুরূপে সুগঠিত নহে। তিনি শীতবাতাতপাদি বাহ্য দুঃখকারণ সকল হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার দেহ সদাই দ্বন্দ্বদুঃখভোগে উন্মুক্ত রহিয়াছে। শারীরিক অবস্থার ন্যায় মানবের মানসিক অবস্থাও অতীব শোচনীয়। এই পৃথিবীতে তাঁহার যেন দুঃখভোগের জন্যই জন্ম। কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে সুখী বোধ করা যায় না। তাঁহার আসক্তি, তাঁহার কামের অপূর্ত্তি ও তাঁহার উচ্চ অভিলাষ তাঁহাকে নিরন্তর ক্লেশ প্রদান করিতেছে। তাঁহার অভিপ্রেত সমূহ দুরতিক্রম্য বাধায় বাধিত থাকিয়া তাঁহাকে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করাইতেছে। তাঁহার দুঃখের—দুর্গতির—যেন শেষ নাই। তাঁহার সুখ সকল চিরবাধিত। কতকগুলি ইন্দ্রিয়সুখ, যাহা আমরা সময়ে সময়ে অনুভব করিয়া থাকি, সে সকলও দুঃখে অসংভিন্ন নহে। সুখমাত্রই—মানবজীবনের সুখ মাত্রই—দুঃখসংভিন্ন দেখা যায়। কখন ধনসম্পত্তির বিয়োগ কখন বা আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ প্রভৃতিতে সুখের সামগ্রী হারাইয়া সতত দুঃখার্ণবে নিমগ্ন থাকিতে হইতেছে।

এইরূপ ক্লেশকর অবস্থা যে জীবের চরম অবস্থা, তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। জড় জগতের সর্ব্বত্রই যখন শৃঙ্খলা, শান্তি ও সামঞ্জস্য বিরাজিত দেখা যাইতেছে, তখন চেতনজগতেও অবশ্য ঐ সকল দেখা যাইবে। আমরা আমাদিগের দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে সকল দিকেই প্রতিনিয়ত যে অন্যায় অত্যাচারের ভীষণ রাজ্য বিরাজ করিতে দেখিতেছি, সকল সময়েই যে, শক্তির জয় অশক্তের পরাজয় লক্ষ্য করিতেছি, ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারে যে ক্লেশকেই সাধারণ বলিয়া বোধ করিতেছি, উহা যে আমাদিগের নিয়ত নহে, উহা যে ক্ষণিক, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। উহা অবশ্যই আমাদিগের অস্থায়ী মধ্যগত অবস্থা। আমরা এই ত্রিতাপসঙ্কুল পৃথিবীপথের পথিক। পরমেশ্বর আমাদিগকে তদীয় উৎকৃষ্ট রাজ্যে গমনের পথে এই সকল বিবিধ ক্লেশ ভোগে বাধ্য করিয়াছেন। দুঃখশোকাকীর্ণ এই পৃথিবীপথ সত্বর অতিক্রমণীয়, ইহা অবগত করাইবার নিমিত্তই তিনি

আমাদিগকে ঐ পথে পাঠাইয়াছেন। উৎকৃষ্ট পরলোকই আমাদিগের গন্তব্য প্রদেশ। এই ক্লেশপূর্ণ মর্ত্ত্য রাজ্য সত্বর অতিক্রম করিয়া উত্তমোত্তম পারলৌকিক প্রদেশে প্রযাণই আমাদিগের এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র নরজীবনের চরম উদ্দেশ্য--অনন্যলক্ষ্য। পরলোক আমাদিগের অবশ্যম্ভাবী। আমরা মৃত্যুর পর যে লোকে গমন করিব, তাহাই আমাদিগের পরলোক। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে মৃত্যুর পর লোকান্তর অবশ্য স্বীকার্য্য। পরলোক স্বীকার না করিলে, আত্মার নিত্যত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ মানবের এই ক্লেশকর জীবন অতিবাহনের কোনই সার্থকতা থাকে না। (ক্রমশঃ।)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—সঞ্জয়ঃ উবাচ। তদা রাজা দুর্য্যোধনঃ তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য বচনম্ অব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—সঞ্জয় বলিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন কিন্তু পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যসমূহকে ব্যূহনিবদ্ধ দর্শন করিয়াই দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের পূর্ব্বোক্ত বিবিধ-সংশয়-সূচক সমগ্র প্রশ্নের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধিমান সঞ্জয় তৎসন্তোষার্থ প্রথমতঃ পাণ্ডবপক্ষের কথা উল্লেখ না করিয়া দুষ্ট দুর্য্যোধনের ব্যবহার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন রাজা, ইত্যাদি।

অমিতবিক্রম ভীষ্মাদির দর্শনে পাণ্ডবগণের কাহারও হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। পাণ্ডবগণ মহাবলপরাক্রান্ত, তাঁহাদের দৃষ্ট ভয়ের সম্ভাবনাই দেখা যায় না। তবে তাঁহারা পরমধার্ম্মিক বলিয়া সত্ত্বগুণপ্রধান অর্জ্জুনের অন্তরে হিংসাদিনিমিত্তক অদৃষ্ট ভয়ের উদয় হইয়াছিল এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লোকমর্য্যাদা-রক্ষার্থ তাহা উপশমিতও করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যসমূহকে ব্যূহনিবদ্ধ দেখিয়াই ভীত হইয়া পড়িলেন।

তিনি ভয়প্রযুক্ত স্থির থাকিতে পারিলেন না। আত্মরক্ষার্থ উদ্বিগ্ন হৃদয়ে স্বয়ংই অবিলম্বে ধনুর্বিদ্যা-গুরু দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন করিলেন। এবং রাজনীতি-নৈপুণ্য বলে মনোভাব গোপন পূর্ব্বক অল্পাক্ষর গম্ভীরবাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—আচার্য্য! তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—গুরো! তোমার শিষ্য বুদ্ধিমান্ দ্রুপদতনয় (ধৃষ্টদ্যুম্ন) কর্তৃক ব্যূহনিবদ্ধ পাণ্ডবদিগের এই প্রভূত সৈন্য অবলোকন কর ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর পরবর্ত্তী নয়টি শ্লোকে দুর্য্যোধন স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন। পাছে দ্রোণাচার্য্য প্রিয়শিষ্য পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া স্নেহবশতঃ যুদ্ধোদ্যম পরিত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের গুরুর প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক আচার্য্যের ক্রোধোদ্দীপনার্থ বলিতেছেন ; গুরো! ইত্যাদি।

গুরুদেব! দেখুন, পাণ্ডবগণ আপনার শিষ্য হইয়াও আপনাকে কিরূপ অবজ্ঞা করিতেছে। তাহারা আপনার ন্যায় মহানুভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে যুদ্ধাভিলাষে আপনার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কি করিব, অসহ্য হইলেও আমি স্বয়ং ইহার প্রতীকারে অক্ষম বলিয়াই আপনার নিকটে আসিয়াছি। যে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের ব্যূহরচনা করিয়াছে, সেও ত আপনারই শিষ্য। ধৃষ্টদ্যুম্ন শিষ্য হইলেও আপনার শত্রুতনয়। তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত হয় না। ঐ ব্যূহের ভেদ-প্রণালীও আপনার অবিদিত নহে। আপনি মনে করিলে, এখনই উহা ছিন্নভিন্ন করিতে পারেন। তবে আমার এই একটি মহতী আশঙ্কা, আপনি উহাকে নিজের বধোপায়স্বরূপ যুদ্ধকৌশল সকল সরলহৃদয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি সুচতুর। অথবা আপনি চিরকালই পাণ্ডুপুত্রগণকে আমা অপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করিয়া থাকেন। এবং এই নিমিত্তই এখনও তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আমিও আপনার শিষ্য, এইটি স্মরণ করিয়া আমার সবিনয় নিবেদন শ্রবণ করিয়া একবার তাহাদিগের ঔদ্ধত্য সন্দর্শন করুন ॥৩॥

এতদ্দ্বারা দুষ্ট দুর্য্যোধনের হৃদয়ে ধর্ম্মক্ষেত্রের মাহাত্ম্যও কার্য্যকারক হইল না, ইহাই পরিব্যক্ত হইল।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—অত্র যুধি ভীমার্জ্জুনসমাঃ মহেষ্বাসাঃ শূরাঃ যুযুধানঃ বিরাটঃ চ মহারথঃ দ্রুপদঃ চ ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ চ পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ চ নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ চ বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ সর্ব্বে এব মহারথাঃ (সন্তি) ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—এই যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনতুল্য মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ যুযুধান এবং বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু চেকিতান এবং তেজস্বী কাশীরাজ ও পুরুজিৎ এবং কুন্তিভোজ ও পুরুষশ্রেষ্ঠ শৈব্য, এবং বিক্রমশালী যুধামন্যু ও বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রানন্দন ও দ্রৌপদীতনয়গণ সকলেই মহারথ (আছেন) ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—একমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের ব্যূহ রচিত হইয়াছে, বলিয়া পাণ্ডবপক্ষ উপেক্ষার যোগ্য নহে। কেবল ধৃষ্টদ্যুম্নই যদি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরপুরুষ হইতেন, তাহা হইলে ভয়ের কারণ ছিল না; কারণ, দুর্য্যোধনপক্ষীয় অনেক বীরই ধৃষ্টদ্যুম্নকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ। পাণ্ডবপক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতীত আরও অনেক বীর আছেন, এইটি অবগত করাইবার নিমিত্তই দুর্য্যোধন পাণ্ডবপক্ষীয় কতিপয় বীরের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, এই যুদ্ধে ইত্যাদি।

রণক্ষেত্রে উপস্থিত পাণ্ডবপক্ষীয় অনেকেই সুবিখ্যাত-পরাক্রম ভীমার্জ্জুনের তুল্য সমরকুশল। উঁহারা সকলেই মহারথ। রথী ও অর্দ্ধরথ অনেকেই আছেন। অতিরথও যে নাই, এরূপ নহে। অতএব পাণ্ডবগণ কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। উঁহাদিগের পরাজয়সাধনে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হইতেছে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—দ্বিজোত্তম! অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ মম সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ নিবোধ। সংজ্ঞার্থং তান্ তে ব্রবীমি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—দ্বিজোত্তম! আমাদিগেরও যে সকল বিশিষ্ট আমার সৈন্যের সেনাপতি (আছেন,) সে গুলিকে বুঝুন, বিদিতার্থ তাঁহাদিগকে আপনার নিকট বলিতেছি ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—যদি শত্রুপক্ষের বীরবাহুল্যে ভীত হইয়া থাক, তবে যুদ্ধাগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর, দ্রোণাচার্য্য, পাছে এইরূপ বলেন, সেই আশঙ্কায় দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় বীরগণের উল্লেখ করিতেছেন।

গুরুদেব! পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের বিবরণ শ্রবণ করিয়া মনে করিবেন না যে, আমরা হীনবল; আমাদেরও বল নিতান্ত অল্প নহে। আপনি ত পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, একাকী পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন। আপনার উক্ত কর্ম্মে সহায়তা করিতেও অনেকেই আসিয়াছেন। তবে আপনি পাণ্ডবস্নেহনিবন্ধনই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, যদি যুদ্ধে বিরতই হয়েন, আমি তাহাতেও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইব না। আমার পক্ষেও অনেক বীর আছেন ॥ ৭ ॥

ভক্তিসূত্রম্।

জয়তি নিজপদাব্জপ্রেমদানাবতীর্ণো বিবিধমধুরিমাব্ধিঃ কোঽপি কৈশোরগন্ধিঃ।
গতপরমদশান্তং যস্য চৈতন্যরূপাদনুভবপদমাপ্তং প্রেম গোপীষু নিত্যম্ ॥

যিনি নিজ পাদপদ্মের প্রেম প্রদানার্থ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি স্বয়ং বিবিধ-মাধুর্য্য-সমুদ্রস্বরূপ, যাঁহার শ্রীচৈতন্যরূপ হইতে শ্রী-গোপীগণে পরমদশান্ত-প্রাপ্ত প্রেম মানবের অনুভবযোগ্য হইয়াছে, সেই অনির্ব্বচনীয়, নিত্যকিশোরবিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ো নিতরাং জয়ন্তি গোপ্যো নিতান্তভগবৎপ্রিয়তাপ্রসিদ্ধাঃ।
যাসাং হরৌ পরমসৌহৃদমাধুরীণাং নির্বক্তুমীষদপি জাতু ন কোঽপি শক্তঃ॥
স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥
জয়তি মথুরাদেবী শ্রেষ্ঠা পুরীষু মনোরমা পরমদয়িতা কংসারাতের্জনিস্থিতিরঞ্জিতা
দুরিতহরণান্মুক্তের্ভক্তেরপি প্রতিপাদনাজ্জগতি মহিতা তত্তৎক্রীড়াকথাস্তু
বিদূরতঃ॥

জয়তি জয়তি বৃন্দারণ্যমেতন্মুরারেঃ প্রিয়তমমতিসাধুস্বান্তবৈকুণ্ঠবাসাৎ।
রময়তি স সদা গাঃ পালয়ন্ যত্র গোপীঃ স্বরিতমধুরবেণুর্বর্দ্ধয়ন্ প্রেম রাসে॥
জয়তি তরণিপুত্রী ধর্ম্মরাজস্বসা যা কলয়তি মথুরায়াঃ সখ্যমত্যেতি গঙ্গাম্।
মুরহরদয়িতা তৎপাদপদ্মপ্রসূতং বহতি চ মকরন্দং নীরপূরচ্ছলেন॥

যাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেয়সীরূপে প্রসিদ্ধ, যাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমমাধুরীর মাহাত্ম্য কিঞ্চিন্মাত্র বর্ণনেও কাহারও শক্তি নাই, সেই শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ নিতরাং জয়যুক্ত হয়েন।

যিনি স্বীয় প্রিয়তম ভক্তগণের সুমধুর নিজভাবকে আপনার ভক্তজনে যে প্রেম তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিয়া সেই ভাবে লোভ বশত ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিধেয় কনককান্তি যতিবেশধারী শচীনন্দন শ্রীহরি সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করিতেছেন।

ভগবানের বিচিত্র লীলা সকল পরিত্যাগ করিলেও, কেবল তাঁহার জন্ম ও অবস্থান প্রযুক্ত রমণীয় কংসনিসূদন শ্রীহরির পরম প্রিয়, পাপহরণ, মুক্তিদান ও ভক্তি প্রতিপাদনের নিমিত্ত অন্যান্য মুক্তিদায়িনী পুরী সকল হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত মথুরাপুরী সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

পরম সাধু ব্যক্তিগণ মনে মনে বৈকুণ্ঠবাস অপেক্ষা যে বৃন্দাবনে বাস প্রিয়তম বোধ করেন, যেখানে ভগবান গোচারণ করিয়াছিলেন এবং বংশী-ধ্বনি দ্বারা গোপীগণের প্রেমবর্দ্ধন পূর্ব্বক রাসলীলা সম্পাদন ও তাহাদিগকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবন আবার মথুরামণ্ডলে সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

যিনি মথুরার সখ্যে গঙ্গার মহিমাকেও অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের দয়িতা, যিনি জলপ্রবাহচ্ছলে ভগবানের পাদপদ্মপ্রসূত মকরন্দ অর্থাৎ ভক্তিরস বহন করিতেছেন, সেই ধর্ম্মরাজস্বসা সূর্য্যপুত্রী যমুনা জয়যুক্ত হইতেছেন।

গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিবাজো যো গোপিকাভিরুদিতো হরিদাসবর্য্যঃ ।
কৃষ্ণেন শক্রমখভঙ্গকৃতার্চ্চিতো যঃ সপ্তাহমস্য করপদ্মতলেঽপ্যবাৎসীৎ ॥
জয়তি জয়তি কৃষ্ণপ্রেমভক্তির্যদঙ্ঘ্রিং নিখিলনিগমতত্ত্বং গূঢ়মাজ্ঞায় মুক্তিঃ ।
ভজতি শরণকামা বৈষ্ণবৈস্ত্যজ্যমানা জপযজনতপস্যাধ্যানিষ্ঠাং বিহায় ॥
জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্ ।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥
ভক্তির্যা নিখিলাঘবর্গশমনী যা ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতে-
রানন্দাতিশয়প্রদা বিষয়জাৎ সৌখ্যাদ্বিমুক্তির্যয়া ॥
শ্রীরাধারমণং পদাম্বুজযুগং যস্যা মহানাশ্রয়ো
যা কার্য্যা ব্রজলোকবদ্গুরুতরপ্রেম্নৈব তস্যৈ নমঃ ॥

একদা নারায়ণাবতারঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ বদরিকাশ্রমে বসন্ তত্রাগতং যথাবিধি পূজিতং কৃতাসনপরিগ্রহং দেবর্ষিং নারদং পরমপুরুষার্থসাধনং পপ্রচ্ছ । দেবর্ষি-

যিনি শৈলকুলের অধিরাজস্বরূপ, গোপিকাগণ যাঁহাকে হরিদাসের শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রমখভঙ্গে যাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এবং যিনি সাতদিন পর্য্যন্ত ভগবানের করতলে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই গোবর্দ্ধন গিরি জয়যুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন ।

স্বয়ং মুক্তি বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ত্যজ্যমানা হইয়া নিখিল নিগমের গূঢ় তত্ত্ব বোধে জপ, যজ্ঞ, তপস্যা ও ধ্যানে নিষ্ঠা অর্থাৎ উত্তমা স্থিতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রয়কামনায় যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তির চরণৈকদেশ ভজনা করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ।

শ্রীকৃষ্ণের যে নামানন্দের অভ্যুদয়ে আশ্রমধর্ম্মাদির প্রয়াস হইতে বিরত হইতে পারা যায়, যে নাম কোনরূপে গৃহীত হইলেই মুক্তিলাভ হইতে পারে, যাহা আমার একমাত্র জীবন ও ভূষণ, সেই ভগবন্নাম সর্ব্বোৎকৃষ্ট-ভাবেই বিরাজিত রহিয়াছেন ।

যে ভগবদ্ভক্তি নিখিল পাপ সমূলে বিনাশ করেন, যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারজন্য আনন্দ হইতে উৎকৃষ্ট আনন্দ প্রদান করেন, যাঁহার আশ্রয়ে বিষয় সুখ হইতেও উৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি মুক্তিদানে সমর্থা, শ্রীরাধারমণের পাদপদ্মযুগলই যাহার একমাত্র আশ্রয়, ব্রজবাসী জনের ন্যায় গুরুতর প্রেম সহকারে যাঁহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, সেই ভক্তিদেবীকে নমস্কার ।

শ্লোকোপকারূপং তদীয়াভিপ্রায়ং বিদিত্বা স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতো মুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুরিত্যেতল্লক্ষণাক্রান্তানি কানিচিৎ সূত্রানি কথয়ামাসুঃ। তেষাং সূত্রাণাং সুখবোধায় শ্রীবিষ্ণুপুরীনামকেন শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্তেন কেনচিন্মহাপুরুষেণ ভক্তিরত্নাবলীনাম্নী টীকাপি প্রণীতেত্যস্তি জনশ্রুতিঃ। পুরীমহানুভাবেন শ্রীমদ্ভাগবতামৃতাব্ধেরুদ্ধৃতানি ভক্তিরত্নানি এভিঃ সূত্রৈর্গ্রথিতানি। অত এবাস্যা ভক্তিরত্নাবলীতি সার্থকং নাম। তদুক্তং টীকাকৃদ্ভিঃ—

দূরান্নিশম্য মহিমানমুপেত্য পার্শ্বমন্তঃ প্রবিশ্য শুভভাগবতামৃতাব্ধেঃ।
পশ্যামি কৃষ্ণকরুণাঞ্জননির্ম্মলেন হৃল্লোচনেন ভগবদ্ভজনং হি রত্নম্॥
তদিদমতিমহার্ঘং ভক্তিরত্নং মুরারেরহমধিকযত্নঃ প্রীতয়ে বৈষ্ণবানাম্।
হৃদিগতজগদীশাদেশমাসাদ্য মাদৃন্ নিধিবরমিব তস্মাদ্বারিধেরুদ্ধরামি॥
কণ্ঠে কৃতা কুলমশেষমলঙ্করোতি বেশ্মস্থিতা নিখিলমেব তমো নিহন্তি।
তামুত্তমাং গুণবতীং জগদীশভক্তিরত্নাবলীং সুকৃতিনঃ পরিশীলয়ন্তু॥
নিখিলভাগবতশ্রবণালসান্ হরিকথাসু নিবেশয়িতুং ময়া।
কৃত অহো মুনিনারদসূত্রকৈর্ভজনরত্নগণগ্রথনে গ্রহঃ॥ ইতি।

একদা নারায়ণাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে অবস্থান কালে দেবর্ষি নারদকে যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে সমাগত দেখিয়া তাঁহার যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক বলিলেন, দেবর্ষে! পরমপুরুষার্থের সাধন কি এবং তাহার লক্ষণাদি কিরূপ? দেবর্ষি কতিপয় স্বল্পাক্ষর সূত্রে তাঁহার ঐ দুইটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। ঐ সূত্রগুলির নাম নারদকৃত ভক্তিসূত্র। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীবিষ্ণুপুরীনামে একজন পরমভাগবত ঐ সূত্র-গুলির সুখবোধার্থ শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র হইতে সমুদ্ধৃত ভক্তিগর্ভ শ্লোকসমূহ দ্বারা ঐ সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীবিষ্ণুপুরীর রচিত কয়েকটি শ্লোক উক্ত প্রসিদ্ধির পোষণ করিয়া থাকে। ঐ শ্লোক কয়েকটির তাৎপর্য্য এই——আমি শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অমৃতাব্ধি হইতে যে সকল শ্লোকরত্ন উদ্ধার করিয়াছি, ঐ সকল শ্লোক দেবর্ষিকৃত সূত্রে গ্রথিত হইয়া এই ভক্তিরত্নাবলীর আকার ধারণ করিয়াছে। সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ এই রত্নাবলী ধারণে কৃতার্থ হইবেন। তাঁহাদিগকে আর ভক্তি-রত্নের উদ্ধারে বহুপরিশ্রম করিতে হইবে না। তাঁহারা আমার এই যত্নে অল্পায়াসেই প্রভূত উপকার লাভ করিতে পারিবেন; ইত্যাদি।

তত্রেদমাদিমং সূত্রম্—

অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

অথাতঃ—শব্দাবত্রানন্তর্য্যহেতুভাবযোর্ভবতঃ। অথানন্তরম্ অতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যন্বযোজনা। বিধিনাধীতবেদস্যাপাপাততোঽধিগতাখিল-তদর্থস্যাশ্রমকর্ম্মাদিভির্বিশুদ্ধচিত্তস্য লব্ধতত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গস্যাথ তৎপ্রসঙ্গানন্তরম্ কর্ম্মজ্ঞানাদীন্যপবর্গপুরুষার্থসাধকানীতি প্রত্যয়াৎ ভক্তিজিজ্ঞাসাযাং প্রবৃত্তায়াং তদ্ব্যাখ্যানং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

উক্ত দেবর্ষি-নারদকৃত ভক্তিসূত্রেব প্রথম সূত্র, যথা—

অনন্তব এই হেতু ভক্তি ব্যাখ্যা কবিব ॥ ১ ॥

নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইযাছে,—"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ। সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্॥ জ্ঞানঞ্চ তেষামধিকো বিশেষঃ। জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" মনুষ্যের আহার ও নিদ্রা প্রভৃতি কর্ম্ম সকল পশুসাধারণ। পশুরাও আহাবাদি কবিয়া থাকে, মনুষ্যও তাহাই করে। তবে পশুতে ও মনুষ্যে বিশেষ এই যে, মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান আছে, পশুব তাহা নাই। যে মনুষ্যের ঐ জ্ঞান নাই, সে পশুব সমান। অতএব মনুষ্যজন্মে প্রথমতঃ জ্ঞান উপার্জ্জনেই যত্ন কর্ত্তব্য। মনুষ্যেব বিদ্যাশিক্ষাতেই ঐ যত্ন পবিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানার্জ্জনও আবার দুঃখহানির ও সুখলাভেব নিমিত্ত। আমরা বুদ্ধি পূর্ব্বক যে কোন কার্য্য করি, সে সকলই আমাদিগের দুঃখহানির ও সুখলাভেব উদ্দেশ্য হইলেও ঐ উদ্দেশ্য সকল সমযেই সফল হইতে দেখা যায় না। সফল না হইবার কারণ, আমাদিগের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। ঐ অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন আমাদিগের মনেব বাসনা অনেক সমযেই মনেই থাকিযা যায়, কার্য্যে পবিণত হয় না। এই নিমিত্তই মনুষ্য আপনাদিগের ব্যবহারিক জ্ঞানের উপব নির্ভর করিযা থাকিতে পারেন না। অপর কোন একটি অলৌকিক অতিপ্রকৃত শক্তির উপর আত্মনির্ভর—আত্মসমর্পণ করেন। এই আত্মসমর্পণই মনুষ্যের ধর্ম্মভাব। অনেকে বলিয়া থাকেন, নীতিই আমা-দিগের সুখের মূল ও দুঃখের নিবারক। কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু নীতির অসম্পূর্ণতাদোষ অপরিহার্য্য। এই অংশেই নীতি ও ধর্ম্মে প্রভেদ। যদিও নীতিই ধর্ম্মের মূল; নীতিবিগর্হিত ধর্ম্মই আকাশকুসুম; *কিন্তু যে নীতিতে অলৌকিক বিষয়ে আত্মসমর্পণ নাই, সে নীতি যে অসম্পূর্ণ*

ও অকিঞ্চিৎকর, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অলৌকিক বিষয়ে আত্মসমর্পণকেও যদি নীতি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, ঐ নীতি ও ধর্ম্ম একই হইল। তাদৃশী নীতি ও ধর্ম্মে প্রভেদ নাই। নীতির বা ধর্ম্মের এই যে ভাব, তাহাও সাধারণ ভাব। এই ধর্ম্ম বা নীতির মূলে অলৌকিক বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস মাত্রই দৃষ্ট হইল। কারণ, অলৌকিক বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস ভিন্ন তাহাতে আত্মসমর্পণই অসম্ভব। ধর্ম্মের আর একটি অসাধারণ ভাব আছে। ধর্ম্মের সেই ভাবটি শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন বা তদনুমোদিত আচরণ দ্বারাই অধিগত হইতে পারে না। শাস্ত্রাধ্যয়ন বা তদনুমোদিত আচরণ অর্থাৎ বিহিতের অনুষ্ঠান ও অবিহিতের অননুষ্ঠানের ফল কেবল চিত্তশুদ্ধি মাত্র। চিত্তশুদ্ধিও একান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু উহাই পুরুষার্থের শেষ নহে। কর্ম্ম সকল জ্ঞানাপেক্ষী এবং জ্ঞান ভক্তিমুখাপেক্ষী। এই নিমিত্তই ভক্তিশাস্ত্রপ্রধান শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥" উপাধিরহিত অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভাববিবর্জ্জিত হইলে সম্যক্ শোভা পায় না; সুতরাং সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ কাম্য কর্ম্ম বা অকাম্য কর্ম্ম ঈশ্বরে অনর্পিত হইয়া কিরূপে শোভা পাইতে পারে।—অর্থাৎ যদ্দ্বারা জীব সংসারে জড়িত হয়, যে জ্ঞান সেই উপাধির নিবর্ত্তক বলিয়া নিরঞ্জন, এবং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সহিত আকারগত কোন ভেদ নাই বলিয়া যাহা ব্রহ্মভাবস্বরূপ, অতএব যাহাকে নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান বলা যায়, তাহাও ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিবর্জ্জিত হইলে সম্যক্ শোভা পায় না—অপরোক্ষ জ্ঞানরূপে সম্যক্ পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং যাহার প্রবৃত্তি কোন কারণকে লক্ষ্য করিয়া নহে, সেই নিষ্কাম কর্ম্মও যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে, তাহা যে শোভা পাইবে না, তাহাতে বিচিত্র কি? সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্মের ত কথাই নাই। "আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত। তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥ এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ। ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥ যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্। জ্ঞানং যৎ তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥ এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মন্ তাপত্রয়চিকিৎসিতম্। যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥" যে দ্রব্য হইতে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল সেই দ্রব্য সেবনেই উপশমিত হইতে পারে না; কিন্তু ঐ রোগ-

জনক দ্রব্যই আবার দ্রব্যান্তরসহযোগে প্রযুক্ত হইলে, উহা সেই রোগের শান্তিবিধান করিয়া থাকে ॥ এইরূপে, কর্ম্মযোগমাত্রই সংসারপ্রাপ্তির কারণ; কিন্তু ভগবানে অর্পিত হইলে, ঐ কর্ম্মই আবার কর্ম্মবিনাশে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ভক্তিযোগসমন্বিত জ্ঞান ভগবৎপরিতুষ্টির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অধীন ॥ অর্থাৎ কি জ্ঞান কি কর্ম্ম কিছুই ভগবৎপরিতোষণার্থ অনুষ্ঠিত না হইলে, কোনই ফল উৎপাদন করিতে পারে না ॥ পরব্রহ্ম ভগবানে সমর্পিত কর্ম্মই আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের মহৌষধ ॥ অতএব ভক্তিই পুরুষার্থের শেষ সাধন। ভক্তির পৃথক্ সাধন নাই, ভক্তির বিশেষ বিশেষ অঙ্গ সকলই সম্মিলিত হইয়া ভক্তিরূপে প্রকাশ পায়। শ্রদ্ধাই ঐ সকল অঙ্গের প্রধান সোপান। শাস্ত্রাদিতে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং তদনন্তর ভগবদ্বিষয়ে রতি জন্মে। রতি হইলেই ভক্তির আবির্ভাব হয়। অতএব নীতি বা ধর্ম্মের মুখ উদ্দেশ্যই ভগবদ্বিষয়ে রতি ও তদিতর বিষয়ে অরতি। যে ধর্ম্মাদি হইতে উক্ত রতি লাভ হয় না, সে ধর্ম্মাদি বৃথা। শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে,—"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ। নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥" যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে হরিকথায় রতি উৎপন্ন হয় না, সে ধর্ম্ম বৃথা এবং তদনুষ্ঠান বৃথা পরিশ্রম মাত্র। যে ভক্তি দ্বারা হরিতোষণ হয়, সেই ভক্তির প্রকাশক ধর্ম্মই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম। অতএব হরিতোষণই সকল ধর্ম্মের মুখ্য অসাধারণ ভাব। এই কারণেই জ্ঞানজিজ্ঞাসা ও কর্ম্মজিজ্ঞাসার পরও ভক্তিজিজ্ঞাসার অপেক্ষা থাকে। ঐ অপেক্ষা বশতই ভগবান বাদরায়ণ ভক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দেবর্ষি তদনুসারে ভক্তির ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন,—আপনি আপনার শিষ্য জৈমিনি দ্বারা পূর্ব্বমীমাংসায় কর্ম্মজিজ্ঞাসা ও স্বয়ংই উত্তর মীমাংসায় জ্ঞান জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ঐ জ্ঞানেরই সার ভক্তি। অতএব উত্তরমীমাংসা মধ্যে তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। লোকের উপকারার্থই আপনার অবতার। এবং আমার নিকট এই ভক্তিজিজ্ঞাসাও সেই লোকোপকার সাধনার্থ। আপনার অভিপ্রায়ানুসারে ভক্তিব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব। যদিও ইহাকে ভক্তির ব্যাখ্যা বলিব, কিন্তু ভক্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা আপনি স্বয়ং করিবেন। ইহা আপনার

কৃত উত্তরমীমাংসার অন্তর্গত অতি সঙ্ক্ষিপ্ত ভক্তিলক্ষণের ব্যাখ্যাচ্ছলে সূত্র-রূপেই উক্ত হইবে। আপনি শ্রীমদ্ভাগবতে আপনার রচিত বেদান্তসূত্রের এবং তদন্তর্গত ভক্তিলক্ষণের ব্যাখ্যানভূত মৎকর্তৃক উক্ত এই ভক্তিসূত্রের সবিস্তার ব্যাখ্যা করিবেন। ইহাই প্রথম সূত্রের তাৎপর্য্য ॥১॥

দেখ ভুল না।

এদিকে হরিপ্রিয়া যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন পরিণামে তাহাই ঘটিল। তাঁহার শ্বশুরঠাকুর কয়েকদিন শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া আহারাদি প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে একদিন প্রভাতে সহসা পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইলেন। যদিও বিশেষ সুচিকিৎসা দ্বারা প্রাণরক্ষা হইল ; কিন্তু সে জীবিত অবস্থা জীবন্মৃতের সদৃশ অকর্ম্মণ্য। যুবরাজকে তাঁহার পিতার কার্য্যসকল তত্ত্বাবধারণ করিতে হইল। তিনি বিষয়কর্ম্ম পূর্ব্বে করেন নাই বটে, কিন্তু কর্ম্মের ভার পড়াতে তাঁহার বুদ্ধির প্রসারিণীশক্তির পরিচয় দিল। তিনি অতি অল্পকালমধ্যে সকলবিষয়ে যে কেবল পরিচিত হইলেন এমত নহে, কিরূপ করিলে ভাল হইবে তাহা তিনি অতি অল্প চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন। তাহার পিতার সময়াবধি যে সকল বৃদ্ধ কর্ম্মচারীরা যে যে বিষয় সহসা মীমাংসা করিতে পারিতেন না, তিনি অল্পদিন শিক্ষার পরে তাহা করিতে সক্ষম হইলেন। যুবরাজ স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি বহুদিবসাবধি ধর্ম্মানুগত থাকায় সত্যের জ্যোতিঃ শীঘ্রই তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইত। যাঁহারা ভাবেন ধর্ম্মানুগত সত্যপ্রিয় লোক বিষয়-কার্য্যে অপটু ; তাঁহাদিগের সে ধারণা ভ্রান্তি মাত্র। বিষয়কার্য্য সত্যপথে থাকিয়া করিলে উহার ভাবী পরিণাম সদা মঙ্গলময়। যাঁহারা আপনা-দিগকে বিশেষ সুচতুর জ্ঞান করিয়া, সরল লোকদিগকে সর্ব্বদা আপন চতু-রতা রূপ শরের শরব্য বিবেচনা করেন, এবং এই বিবেচনার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রতারণা করিয়া উপস্থিত কিছু লাভ করেন, তাঁহাদিগের সে লাভ অধর্ম্মোপার্জ্জিত সুতরাং কিছুদিন পরে দুর্নাম উপস্থিত করিয়া, পরিণামে অতি বিরস ফল দান করে।

যাহাহউক যুবরাজ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীর ন্যায সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কেহ কোনরূপ নিন্দা করিতে সাহসী হয নাই। এইরূপে কয়েকমাস যায, একদা সাযংকালে একটী কুলকামিনী এক পুত্রসন্তান সহিত যুবরাজের নিকট আসিযা অতি দীনভাবে সজলনযনে তাঁহার মৃতপতির গচ্ছিত ধন ও উহার স্থদ প্রার্থনা করেন। অর্থ সর্ব্বসমেত সাত হাজার। যুবরাজ ঐ স্ত্রীলোককে কখন দেখেন নাই; কিন্তু তিনি জানিতেন যে তাঁহার মৃতস্বামীর নামে তাঁহার পিতার খাতায পাঁচ হাজার টাকা জমা আছে। ঐ টাকা ছয় বৎসর জমা আছে, তাহার স্থদ হিসাবে প্রায দুই হাজার বৃদ্ধি হইয়াছে। স্ত্রীলোকটীর বিপদ ও নিতান্ত আবশ্যকের সময; বিশেষ তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া অবস্থানুযাযী কোন পল্লীগ্রামে থাকিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিতেছেন। ছেলেটী পিতৃহীন অনাথ। তাহার মুখ দেখিলে পাষাণ-হৃদয গলিত হয। যাঁহারা শরীর খাটাইযা অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগের পুত্রকন্যাদিগের পক্ষে পিতা যে কি ধন, তাহা তাহারাই জানে। এক পিতার অভাবে চতুর্দ্দিক শূন্য, একেবারে সনাথ অবস্থা হইতে অনাথ। যুবরাজ পুত্রটীকে দেখিযা নয়নজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি পিতার নিকট যাইযা সর্ব্ববিষয জানাইলে, লোকনাথ বলিলেন যে তাঁহার এ বিপদসমযে তিনি এককালে সহসা এত টাকা কিরূপে দিবেন। ৫০০।৭০০ করিয়া সমযে সমযে না লইলে কারবার কিরূপে চলিবে, দাদন বিস্তর পড়িয়াছে। সে সব টাকা আদায না হইলে একেবারে দেওযা যাইতে পারে না। যুবরাজ এই স্বার্থপর কথা শুনিযা বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। তিনি দেখিলেন সামান্য অধিক স্থদের প্রত্যাশায মৃতব্যক্তি তাঁহার সর্ব্বস্ব গচ্ছিত রাখিযাছিল, বিশ্বাসের উপর রাখিয়াছিল। খাতায় জমা ভিন্ন অন্য কোন দলিল নাই। স্ত্রীলোকটী কিছুই জানিতেন না যে কবে, কোন বৎসর, টাকা জমা হইয়াছিল, তাঁহার স্বামী মরিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যাহা বলিয়া দিযাছিলেন, তিনি যুবরাজের নিকট আসিযা তাহাই বলেন। যুবরাজের পক্ষে এইটী বিশেষ সঙ্কটের সময। তিনি দেখিলেন পিতাকে বুঝাইলে, তিনি বুঝিবেন না। তিনি স্ত্রীলোকটী সেইদিন যাইতে বলিলেন, পরে রাত্রিকালে সজলনয়নে স্ত্রীর পরামর্শ চাহিলেন। যে বিষয় যুবরাজের পক্ষে অতি কঠিন বোধ হইতে ছিল, তাঁহার স্ত্রী শুনিয়া বলিলেন "ভয় কি" টাকা দিতেই হইবে। তোমার যৌতুকের বিষয় ত আছে, সেই বিষয় বাঁধা দিয়া আপা-

ততঃ টাকা দেও, যদি কম পড়ে, আমার সমস্ত গহনা লইও। আমার গহনা তোমার বিপদের জন্য। তোমার এখন ধর্ম্ম বিপদ। শ্রীহরির নাম করিয়া বাঁধা দেও ; যদি বেশি দিন টাকা পরিশোধ করিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে সুদের টাকা আমার গহনা বেচিয়া দিও। এই কর, ধর্ম্মপথ ভুল না, পরের উপকার করিতে ছেড় না। যুবরাজ ঠিক সেইরূপ করিলেন। খাতা দেখিয়া যত টাকা পাওনা হইয়াছিল, সমস্ত পরিশোধ করিয়া কর্ত্তব্যসাধন জন্য তাঁহার মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। সে আনন্দ লক্ষ টাকা পাইলেও হইত না। ক্রমে কয়েকমাস গত হইলে মহাজন সুদের টাকা চাহিতে আসিল। যুবরাজ নিজে ত কিছু রোজগার করেন না, আপনার ন্যায্য খরচ যাহা তাহাই কারবার হইতে লয়েন, এখন এত টাকা সহসা কিরূপে খরচ লিখিয়া লইবেন, পিতা জানিলে কি বলিবেন এই চিন্তায় চক্ষের জল আসিল, বলিলেন দয়াময় শ্রীহরি কি করিলেন! পিতা ৫০০।৭০০ করিয়া সময়ে সময়ে দিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মহাজন খতে লিখিয়া লইয়াছে যে একেবারে ২০০০ হাজারের কম লইবে না। আপাততঃ ৫০০৲ ভিতর ২৫০৲ টাকা ত সুদ হিঃ দিতে হবে, পরে কতদিনে এই টাকা শোধ হইবে? টাকা ত অল্প নহে ৭৫৫২। এই চিন্তায় যতই তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইতে লাগিল, চক্ষের জল ততই অবিরত ধারে পড়িতে লাগিল। স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিতে হইবে এ চিন্তা তাঁহার হৃদয় আরও ব্যাকুল করিল। শুনিয়াছিলেন শ্রীমধুসূদন নাম জপ করিলে গ্রহের বা দুঃখের শান্তি হয়। স্ত্রী নিদ্রিত হইলে তিনি একাকী বসিয়া সেই নাম জপ করিতে লাগিলেন। পরদিন রাত্রেও তাহাই করিলেন। দয়াময় শ্রীহরি ভক্ত কাঁদিতেছে আর থাকিতে পারিলেন না। পরদিন এক লোক মুখে শুনাইলেন যে তাম্রের খনির share দর বড় নরম হইয়াছে, উহা অল্প টাকায় কিনিয়া রাখিলে শীঘ্রই বিশেষ লাভ হইতে পারে। তাঁহার মনে হইল সুদ বাদে ২৫০৲ টাকা যাহা তাঁহার হস্তে ছিল তাহা দিয়া দশ খানা share কিনিলেন। দশদিন যাইতে না যাইতে প্রত্যেক share ১০০০ হাজার টাকা করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত বেচিয়া ৯৯৮৭ টাকা এককালে পাইলেন। আনন্দের সহিত ৭৫৫২ টাকা মহাজনকে দিয়া যাহা রহিল সেই টাকায় একটু স্থান ক্রয় করিয়া শ্রীহরিমূর্ত্তি স্থাপনা করিলেন। পরে কারবার হইতে ক্রমশঃ ৭০০ টাকা লইয়া প্রতিদিন দীনহীনা, অনাথ ও বিধবাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

সানুসঙ্গানি কল্যাণানি।

একটী শুভ ঘটনা আর একটীর অনুবর্ত্তী। জগতের নিয়মই এইরূপ। এদিকে যৌতুকের ভূমিসম্পত্তি খোলসা হইতে না হইতে, উহা রেলওয়ে কোম্পানির নিতান্ত আবশ্যক হওয়াতে সাতগুণ দরে বিক্রয় হইল। এই সমগ্র টাকা যুবরাজ আপনার তহবিলে জমা না করিয়া দেব-তহবিলে জমা করিলেন। দেবতা স্বয়ং কিছুই খায়েন না, তাঁহাকে খাওয়াইতে কে পারে? তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা কি আছে? কিন্তু ভক্তজন একান্ত মনে অতি সামান্য খাদ্যবস্তু তাঁহাকে উৎসর্গ করিলে তিনি প্রীতির সহিত তাহা গ্রহণ করেন। তবে দেবতার সেবা বলিয়া ক্ষুধায় কাতর জনের ক্ষুধা শান্তি করিলে তাঁহার ক্ষুধার শান্তি হয়; কেননা তিনি সর্ব্বজীবে অবস্থিতি করিতেছেন। যুবরাজের এই দয়ার কার্য্যের গুরু তাঁহার স্ত্রী হরি-প্রিয়া। তাঁহাহইতেই তাঁহার এই প্রথম ধর্ম্মশ্রী।

অপরদিকে শ্রীহরি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। যুবরাজের ভূমি সম্পত্তি খোলসা করিলেন ও বিধবার স্বামীর গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পিত করাইলেন। যুবরাজকে ক্ষণকাল দুঃখে ফেলিয়া তাঁহাকে পবিত্র করিয়া লইলেন। এবং সেই সঙ্গে সাধ্বী স্ত্রী হরিপ্রিয়ার বাক্য সফল করিলেন। এখন এই শুভ সৎপথে গুরু ও শিষ্য দাম্পত্য ও হরি প্রেমানন্দে চলিলেন।

একদা যখন বিস্তর অনাথ ও বিধবারা প্রতিদিনোপযোগী অন্ন ও কালোপযোগী বস্ত্র পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়, তখন যুবরাজ প্রফুল্ল-নেত্রা হরিপ্রিয়ার বদন স্নেহভরে ধরিয়া বলিলেন—প্রিয়তমে! এই ধর্ম্মশিক্ষা আমি তোমা হইতেই পাইয়াছি। হরিপ্রিয়া সুমিষ্ট মৃদু হাসি হাসিয়া স্বামীকে বলিলেন—"দেখ আমার কথা ভুল না।"

কর্ম্মযোগ।

জ্ঞানশাস্ত্রে ও ভক্তিশাস্ত্রে কর্ম্মের ভূরি ভূরি নিন্দাবাদ শ্রবণ করা যায়। তাদৃশ নিন্দাবাদ সত্ত্বেও আবশ্যক কর্ম্ম একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবান নিজমুখেই বলিয়াছেন;—"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ। শরীরযাত্রাপি

চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥” অর্জ্জুন! তুমি নিযত কর্ম্ম কব; কারণ, পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা শেষোক্তরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ এককালে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তোমাব দেহযাত্রানির্ব্বাহই অসম্ভব হইয়া পড়িবে! যতদিন পর্য্যন্ত চিত্ত অবিশুদ্ধ থাকে, ততদিন চিত্তবিশুদ্ধির নিমিত্ত স্ববিহিত আবশ্যক কর্ম্ম নিযতই নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠেয়। তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিবেকে চিত্তশুদ্ধির আশাও কবা যায না। শাস্ত্রে নৈষ্কর্ম্ম্যের প্রশংসাবাদ ও কর্ম্মের নিন্দাবাদ শ্রবণমাত্র—উহাব তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই—কর্ম্মেব ফল না পাইযাই—নৈষ্কর্ম্ম্যের অধিকার লাভ না করিযাই—কেবল নৈষ্কর্ম্ম্যে ঔৎসুক্যমাত্র—সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেব জন্য আগ্রহান্বিত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য হয না। সকল বিষযেরই ক্রম আছে—নিয়ম আছে। উল্লম্ফনে—উত্তরোত্তর সোপানের উল্লঙ্ঘনে—উন্নতি লাভ কবা যায় না। জ্ঞানরূপ উন্নত ভূমিতে আরোহণ করিতে হইলে, কর্ম্মরূপ ক্রমসোপানই প্রশস্ততর। ঔৎসুক্যমাত্র কর্ম্মত্যাগকারী ব্যক্তির বাসনামলিন হৃদযে জ্ঞানেব প্রকাশ নিতান্ত অসম্ভব। বিশেষতঃ দেহবক্ষায় অসমর্থ অনধিকারী ব্যক্তি যদি সর্ব্ব কর্ম্মেব সন্ন্যাসেব কল্পনায় বিমূঢ হইযা কর্ম্মত্যাগ করেন, প্রথমতঃ তাঁহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহই অসম্ভব। জ্ঞানী ব্যক্তিও সাধনের পূর্ত্তি পর্য্যন্ত দেহধাবণ আবশ্যক জানিযা ভিক্ষাটনাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। গৃহস্থেব সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ ত দূবের কথা। এই নিমিত্তই ভক্তিশাস্ত্রপ্রধান শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইযাছে;—“তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জাযতে ॥” যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না জন্মে অথবা ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। তবে ঐ সকল কর্ম্ম যে, ধর্ম্মের অবিবোধী হওয়া চাই, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। স্মৃতিতে বলিয়াছেন,—“প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মমর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনম্। অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ ॥” মনুষ্য প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ হইয়া, প্রথমতঃ ধর্ম্ম, পরে তদবিরোধী অর্থ এবং পরিশেষে তদুভয়ের অবিরোধী কাম্যকর্ম্ম সকল চিন্তা করিবেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, পরস্পব বিবোধী হইলে, কোনটি সুফল প্রসব করে না। এই নিমিত্ত কর্ম্মমাত্রই বিশেষ বিবেচনা সহকারেই অনুষ্ঠেয়।

আর্য্যশাস্ত্রে গৃহস্থের ত্রিবিধ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে;—নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্যনৈমিত্তিক। তন্মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ,

এই পঞ্চবিধ কর্ম্মের নাম নিত্যকর্ম্ম। পুত্রজন্মাদি কর্ম্মের নাম নৈমিত্তিক কর্ম্ম। এবং পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের নাম নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম। অধ্যাপন কর্ম্মের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। তর্পণাদি কর্ম্মের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমাদি কর্ম্মের নাম দেবযজ্ঞ, বলিদানাদি কর্ম্মের নাম ভূতযজ্ঞ ও অতিথিসৎকারাদি কর্ম্মের নাম নৃযজ্ঞ। এতদ্ব্যতিরিক্ত অধিকারিবিশেষে কাম্যকর্ম্ম নামে অপর এক প্রকার কর্ম্মও গৃহস্থের করণীয় রূপে উক্ত হইয়া থাকে। কালবিশেষে কোন ফলের কামনায় যে যজ্ঞ, দান বা জপাদি কর্ম্ম করা হয়, তাহারই নাম কাম্য কর্ম্ম। যথা ;—

"নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চৈব নিত্য-নৈমিত্তিকং তথা।
গৃহস্থস্য ত্রিধা কর্ম্ম তন্নিশাময় পুত্রক।
পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব ॥
নৈমিত্তিকং তথা চান্যৎ পুত্রজন্মক্রিয়াদিকম্ ॥
নিত্য-নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি পণ্ডিতৈঃ ॥
যৎকিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদানজপাদিকম্।
ক্রিয়তে কামিকং যচ্চ তৎ কাম্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥"

গৃহস্থের চুল্লী, পেষণী, উপস্কর, কণ্ডনী ও জলকুম্ভ প্রভৃতি স্থানে অপরিহার্য্য ভাবে যে জীবহিংসাদি পাপ জন্মে, এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান ভিন্ন তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। যায় না বলিয়াই আর্য্য ঋষিগণ এই সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও শ্রীহরিনাম প্রভৃতি দ্বারাও ঐ সকল পাপের খণ্ডন হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল লঘু পাপের নিমিত্ত শ্রীহরিনামরূপ সর্ব্বপাপবিনাশন গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতান্ত অযুক্ত বলিয়াই কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশেষতঃ নামে রুচি জন্মিবার জন্যও ঐ সকল কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায়। যদিও কর্ম্ম বিষাক্ত দ্রব্যের ন্যায় ক্ষতিজনক হইয়া থাকে, কিন্তু উহাই আবার চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত-বিধানে অনুষ্ঠিত বিষাক্ত ঔষধের ন্যায় ভবরোগের নিবারক হয়। ইহাই কর্ম্মানুষ্ঠানের যুক্তি। এক্ষণে ঐ কর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠিত হইলে, অপকারের পরিবর্ত্তে উপকার সাধন করিবে, তাহাই বিবেচ্য।

চণ্ডী।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥ যস্যাঃ কোটিজগন্তি সন্তি কতিধা নো সন্তি বা কুত্র- চিদত্র ব্রহ্মমহেন্দ্রশঙ্করমুখাঃ কে কে ন কত্যাসতে। যৎপাদাব্জরজঃকণারুণ- শিবস্তদ্‌ব্রহ্ম যাত্যঞ্জসা তাং বন্দে জগদীশ্বরীং ভগবতীং সচ্চিন্ময়ীমম্বিকাম্ ॥ শ্রুতিং স্মৃতিঞ্চাপি পুরাণজাতং বিলোক্য তন্ত্রাণি শিবোদিতানি। গোপাল- নামা বিবুধো বিধত্তে টীকামিমাং সপ্তশতীস্তবস্য ॥ যদ্যস্তি টীকা প্রচুরা কবীনাং নিবেশিতা তত্র চ সৎপ্রমেয়া। তথাপি টীকা মম দর্শনীয়া বুধৈরয়ং মূর্দ্ধ্নি কৃতোঽঞ্জলির্মে ॥ সন্তি চেদ্বহবো দোষা গুণলেশোঽপি কুত্রচিৎ। অনু- গৃহ্নন্তু গৃহ্নন্তু সন্তো গুণকণং মম ॥ ০ ॥অথাস্য মাহাত্ম্যস্য মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্বাল- পাতিত্বেনাবিদিতবক্তৃশ্রোতৃত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানায়াখ্যানোপক্রমণিকা লিখ্যতে। যথা প্রাক্ কিল ভগবান্ বাদরায়ণান্তেবাসী জৈমিনিরধীতসাঙ্গবেদেতিহাসাদিরপি মহাভারতাখ্যানেষু কেষু কেষ্বপি সন্দিহানো দ্বৈপায়নাবসরমলভমানশ্চিরজীবিনং মহর্ষিমার্কণ্ডেয়মুপগম্য পপ্রচ্ছ, ভগবন্। কথং ভগবান্নারায়ণো মানুষেষু জজ্ঞে, কথং বা পাণ্ডুপুত্রাণাং পঞ্চানামেকৈব দ্রৌপদী ভার্য্যা বভূব, কথঞ্চ ভগবান্ রামো ব্রহ্মহত্যায়াং প্রায়শ্চিত্তং তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন চকার, কথঞ্চ দ্রৌপদেয়াঃ পঞ্চ শ্রীকৃষ্ণনাথা অপ্যনাথবদকৃতদারপরিগ্রহা এব মৃতাঃ; এতৎ সর্ব্বং মম সন্দেহবিষয়ং ব্রূহীতি। ততস্তেনেত্যুক্তো মার্কণ্ডেয়োঽপি প্রাহ স্ম নায়মস্মাকং কথাবসরঃ, কিঞ্চ সমুপস্থিতোঽয়ং ক্রিয়াকালস্তদেতান্ প্রশ্নান্ বিবিধবিদ্যা- বিশারদান্ বিজ্ঞাতশব্দব্রহ্মপতত্রিণো মুনিতনয়ান্ প্রাগ্‌জন্মনি পিতৃশাপেন পক্ষিযোনিমাপন্নানবিনষ্টপ্রাগ্‌জন্মার্জ্জিতজ্ঞানবিজ্ঞানান্ বিন্ধ্যকন্দরালয়ান্ দ্রোণ- পুত্রান্ পিঙ্গাখ্যবিবাধসুপুত্রসুমুখসংজ্ঞকান্ চতুরঃ পক্ষিণঃ পৃচ্ছ, তে কিল সকলসন্দেহবিষয়মসন্দিগ্ধং বক্ষ্যন্তীতি। অথ তদুপদিষ্টো জৈমিনিরপি বিন্ধ্যা- চলং গত্বা শিলাপট্টাসীনাংস্তানেতানেব প্রশ্নান্ পপ্রচ্ছ। তে চ ক্রমেণ তান্ প্রশ্নান্ নিরূপ্য ক্রমেণ তৎপৃষ্টানন্যাপি প্রশ্নান্ মার্কণ্ডেয়ক্রৌষ্টুকিসংবাদানু- ক্রমেণ কথয়ন্তশ্চতুর্দ্দশমন্বন্তরকথাপ্রসঙ্গেনাষ্টমমন্বন্তরাধিপতিঃ সুরথ এব দেবী- প্রসাদাদেব সাবর্ণিনামা বভূবেতি কথয়িতুং সুরথং প্রতি দেবীপ্রসাদক্রমং সপ্রস্তাবমাহুঃ মার্কণ্ডেয় উবাচ ইত্যাদিনা। সমগ্রগ্রন্থমতো মার্কণ্ডেয়োক্তক্রমে- ণৈব তদ্বক্ষ্যাম ইতি সূচয়িতুং মার্কণ্ডেয় উবাচ ইত্যুক্তম্ অতিচিরজীবিত্বাৎ সর্ব্বং তস্য প্রত্যক্ষমেবৈতদিতি শ্রোতুরতীবপ্রতীতিজননার্থঞ্চ। অথৈতন্মাহাত্ম্য-

স্যাত্ত্বাবধিমাহ রুদ্রযামলে—পঠেদারভ্য সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয আদিতঃ। সমাপয়েত্তু তস্যান্তে সাবর্ণির্ভবিতা মনুরিতি॥ নন্বেবমুপক্রমে মার্কণ্ডেয় উবাচ ইত্যস্য বিবামে চ পুষ্পিকাযা এতন্মাহাত্ম্যান্তর্গতত্বং নাভূৎ। তথাচ সতি ততঃ সপ্তশতীং পঠেদিতি বিধিদর্শনাচ্চ সপ্তশত্যা এব পাঠো যুজ্যতে ন তু আদাবন্তে চানযোঃ। অত্রোচ্যতে। সহস্রনামাদৌ উপক্রমফলশ্রুতিবদঙ্গাঙ্গিতযা পাঠো ন্যায্যঃ সাবর্ণিবিত্যাদিস্ত মুখ্যাচাবঃ। অতএব পদ্ধতিকৃদ্ভিবপি সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয ইত্যাদি সাবর্ণির্ভবিতা মনুবিত্যন্তং দেবীমাহাত্ম্যমিত্যভিলাপে লিখ্যতে দৃশ্যতে চ—অম্ববীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। ইতি পদ্মপুরাণীযেন শুকপ্রোক্তমাত্রস্যৈব ভাগবতত্বেঽপি তদঙ্গত্বেন প্রথমস্কন্ধশেষযোবপি ভাগবতত্বমিতি।

সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্যমধ্যে এক শ্রীমদ্‌ভাগবত ভিন্ন মার্কণ্ডেয চণ্ডীর সদৃশ গ্রন্থ অতি অল্পই দৃষ্ট হয। ইহাব ভাষা যেরূপ প্রসাদগুণসমন্বিত রচনাপ্রণালীও তদ্রূপ সবল। ভাবপ্রকর্ষ সাহিত্যজগতে অতুলনীয। মহর্ষি বেদব্যাস স্ববচিত চণ্ডীব মধ্যে সমগ্র প্রকৃতির ছবি চিত্রিত করিযাছেন। চণ্ডীব রচনানৈপুণ্য অনির্ব্বচনীয। এসংসাবে এমন কোন বহস্যই নাই, যাহার কিছু না কিছু আভাস ইহাতে প্রাপ্ত হওযা যায না। ইহাব মধ্যে সৃষ্টির রহস্য, পালনের বহস্য, প্রলযের বহস্য, ধর্ম্মাধর্ম্মেব রহস্য, দৈবাসুবরহস্য, সংসাববহস্য, অসংসাববহস্য, বন্ধমোক্ষেব বহস্য, প্রভৃতি সকল বহস্যই পরিব্যক্ত হইযাছে। চণ্ডীতে জ্ঞান ও কর্ম্মেব সহিত ভক্তিব রহস্যও যে ব্যক্ত হয নাই, একপ নহে। তবে এই শেষ বহস্যটি এতই আবৃত ও অপরিস্ফুট যে, উহা সাধাবণেব বুদ্ধিব অবিসযীভূত। ফলতঃ এই অংশেই শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র হইতে ইহাব অপকর্ষ। তাহা না হইলে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী আর্য্যশাস্ত্রেব সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইত। কিন্তু ইহাতে চণ্ডীব মাহাত্ম্যের হানি হইযাছে, তাহাও বিবেচনা করি না। যে উদ্দেশ্যে চণ্ডীর প্রচার, চণ্ডীতে সে উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইয়াছে। এমন কি, পৃথিবীর অপরাপব গ্রন্থ ত দূরের কথা, বিপুল আর্য্যশাস্ত্রে দু একখানি গ্রন্থ ভিন্ন আর কেহই চণ্ডীব সমান আসন পাইতে পারেন না।

চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুবাণের অন্তর্গত। ইহাতে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস ইহার বচযিতা। মার্কণ্ডেয় ঋষি ইহার বক্তা এবং ক্রৌষ্টুকি নামক বিপ্র ইহার শ্রোতা।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ১ ॥

ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্গদতো মম ॥ ২ ॥

অথ গ্রন্থার্থো ব্যাখ্যায়তে। মার্কণ্ডেয় উবাচ। ক্রৌষ্টুকিমিতি শেষঃ। মৃকণ্ডোরপত্যং শুভ্রাদিঃ অপাণ্ডুকদ্রোঢ়েয়ন্নীত্যুকাবলুক্। অদন্তোঽপি মৃকণ্ড-শব্দোঽস্তি যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডস্য প্রাণাদ্বেদশিরা মুনিঃ। সাবর্ণিবিতি। ময়া যোঽষ্টমো মনুঃ কথ্যতে কথয়িষ্যতে স সাবর্ণিঃ। সাবর্ণিবিতি সবর্ণায়া অপত্যং বাহ্বাদিত্বাদিণ্। অষ্টমো মনুঃ কিম্ভূতঃ সূর্য্যতনয়ঃ রবেঃ পুত্রঃ এতেন সমুদ্রকন্যায়াঃ সবর্ণায়া অপত্যব্যাবৃত্তিঃ। সাবর্ণিবিতি পদেন সূর্য্যপত্ন্যাশ্ছায়ায়া অপত্যব্যাবৃত্তিরিতি। অথবা বৈবস্বত-মনোঃ সবর্ণোঽয়মিতি সাবর্ণিঃ। তদুৎপত্তিং তস্য জন্ম। উৎপত্তেঃ ক্রিয়াত্বেন শ্রবণাসম্ভবাৎ লক্ষণয়া তৎপ্রকাশকমাখ্যানং অশ্রূয়ত পাঞ্চজন্যমিতিবদিত্যর্থঃ। মম মত্তঃ সকাশাৎ নিশাময় শৃণু। মমেত্যব্যয়ম্ অত্র পঞ্চম্যর্থে। যদ্বা শেষে ষষ্ঠী। মম কিম্ভূতস্য বিস্তরাদগদতঃ বিস্তরমুপন্যস্য প্রপঞ্চ্য কথয়তঃ। অত্র নিশময়েতি বক্তব্যে ছান্দসো হ্রস্বাভাবঃ। বিদ্যাবিনোদস্তু নিশাময় জানীহি জ্ঞানেন চক্ষুষা পশ্য ইত্যাহ। শমলক্ষ আলোচনে ইত্যস্য রূপমিতি কেচিৎ।

একদা বেদব্যাসশিষ্য জৈমিনি মহাভারতীয় কতিপয় আখ্যানে সন্দিহান হইয়া তত্তদ্বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত গুরুর সমীপে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার অবসর না থাকাতে তিনি তদীয় অনুজ্ঞানুসারে সন্দেহভঞ্জনার্থ তত্রস্থ মার্কণ্ডেয় ঋষির নিকট গমন করেন। তাঁহারও অবসর না থাকায় তিনি, জৈমিনিকে বিন্ধ্যাচলস্থিত, পিতৃশাপে পক্ষিযোনিগত পিঙ্গাক্ষ, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ নামক মুনিতনয়চতুষ্টয়ের নিকট গমন করিতে আদেশ করেন। জৈমিনি তদনুসারে বিন্ধ্যাচলে উক্ত পক্ষিরূপধারী মুনিতনয়চতুষ্টয়ের নিকটে উপ-নীত হইয়া নিজের সন্দেহ বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তাঁহারা মার্কণ্ডেয়-ক্রৌষ্টুকি-সংবাদানুক্রমে জৈমিনির প্রশ্ন সকলের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে অষ্টমমন্বন্তরাধিপতি সুরথরাজার বৃত্তান্ত বলিতে থাকেন। সুরথরাজার আখ্যানেই, উক্ত রাজা যেরূপে দেবীর প্রসাদে সাবর্ণিনামে মনু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছিল।

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ॥ ৩॥

বস্তুতস্তু এতৎ সর্ব্বং ভাষাবিষয় এব যুক্তং নত্বার্ষপ্রযোগে। তথাচ ভাবতাচার্য্যধৃতবচনানি—পদবৈজ্ঞর্নাতিনির্বন্ধঃ কর্ত্তব্যো মুনিভাষিতে। অনুস্মরণতাৎপর্য্যান্নাদ্রিয়ন্তে হি লক্ষণম্॥ যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ। তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥ ন দৃষ্টমিতি বৈয়াসে শব্দে মা সংশয়ং কৃথাঃ। অজ্ঞৈরজ্ঞাতমিত্যেবং বক্তুং ন হি ন বিদ্যতে॥ ইতি তস্মাদজ্ঞাতিনির্বন্ধো নিষ্ফলত্বাদস্মাভিরুপেক্ষিত এবমন্যত্রাপি। যদ্বা মম গদতো বচনাজ্জানীহি। গদনং গদঃ ভাবে ঘণ্॥ ১॥ ২॥

মহামাযেতি। স সাবর্ণিঃ মহামাযানুভাবেন মহামায়াপ্রসাদেন রবেস্তনয়ঃ সন্ যথা মন্বন্তরাধিপো বভূব তথা নিশাময়েতি সম্বন্ধঃ। ভাবিনি ভূতত্বারোপঃ। যদ্বা কারণে কার্য্যারোপঃ। কারণং মহামাযাযাঃ প্রসাদঃ স তু জাত এব। মন্বন্তরন্তু কিঞ্চিদধিকদিব্যৈকসপ্ততিযুগাত্মকঃ কালঃ। দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী মাযা। বিষয়বিসদৃশপ্রতীতিসাধনমিতি বা। সা চ পরমেশ্বরশক্তিঃ ভগবদ্রূপবিশেষঃ। যদুক্তং তৃতীযস্কন্ধে—সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাবাহো যযেদং ধার্য্যতে জগদিতি। লিখিষ্যমাণনারদীযবচনে চ তস্য শক্তিরিত্যুক্তেঃ॥ তন্মাযাফলরূপেণ দ্বিধা সমভবদ্বৃহদিতি একাদশে চ। শৈবাগমে চ—আনন্দচিদ্ঘনস্বামী প্রভুঃ প্রকৃতিরূপধৃগিতি। মহতী সর্ব্বব্যাপিকা চাসৌ মাযা চেতি তথা। যথা নারদীয়ে—যথা হরির্জগদ্ব্যাপী তস্য শক্তিস্তথানঘ। দাহশক্তির্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতীতি॥ মাতি ঈশ্বরমপি বশীকরোতীতি মায়া। তথাচ তৃতীয়ে—বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগুহয়েতি। যদ্বা মীযতে জ্ঞাযতে পরমেশ্বরোঽনয়া ইতি মায়া। যতো বা ইমানি ভূতানি জাযন্তে যেন জাতানি জীবন্তীত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতস্য মাযাকার্য্যসৃষ্ট্যাদিত্বাদ্বা তটস্থলক্ষণতযা ঈশ্বরজ্ঞানস্য সুশকত্বাৎ। আগমে

সেই দেবী-প্রসাদের প্রস্তাবেই এই চণ্ডী উক্ত হয়; যথা,——

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিপ্রবর! আমি যাঁহাকে অষ্টম মনু বলিয়া অতঃপর কীর্ত্তন করিব, তিনি সূর্য্যপত্নী সবর্ণার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম সাবর্ণি। আমি সবিস্তারে তাঁহার উৎপত্তি বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর॥ ১॥ ২॥

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৪ ॥
তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥ ৫ ॥

চ—অব্যক্তং ন চ ব্যক্তং স্যাৎ প্রকৃত্যা জায়তে ধ্রুবম্। তস্মাৎ প্রকৃতিযোগেন জায়তে নান্যথা ক্বচিৎ॥ বিনা ঘটত্বযোগেন প্রত্যক্ষো নান্যথা ঘটঃ। ইতরান্বিষ্যমানোঽপি ন তৈদমুপগচ্ছতীতি॥ মা মানে ধঙ্ মাদিত্বাৎ। স কীদৃক্ মহাভাগঃ ভগানাম্ ঐশ্বর্য্যাদীনাং বৃন্দং ভাগং মহদসাধারণং ভাগং যস্য সঃ। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যযোশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণম্। ইঙ্গনা সূচনা। পূর্ব্বশ্লোকে অষ্টমো মন্বন্তরাধিপঃ সাবর্ণিনামা সূর্য্যতনয় ইত্যুক্তঃ ইহ তু তস্য রবিতনয়ত্বে মন্বন্তরাধিপত্বে চ মহামায়াপ্রসাদঃ কারণমিতি ন পৌনরুক্ত্যম্॥ ৩॥

ইতিহাসমবতারযতি স্বারোচিষ ইতি। স্বারোচিষঃ দ্বিতীয়মনুঃ তদধিকারাবচ্ছিন্নঃ কালঃ স্বারোচিষঃ শেষে ইতি টণ্। পূর্ব্বং পূর্ব্বস্মিন্ কালে স্বারোচিষেঽন্তরে মন্বন্তরে সুরথো নাম রাজা অভূৎ। পদসংস্কারবীত্যা লুঙ্। এবমুত্তরত্রাপি। কুত্রেত্যাহ—সমস্তে সপ্তদ্বীপাবচ্ছিন্নে ক্ষিতিমণ্ডলে। এতেন তস্য সার্ব্বভৌমত্বমুক্তম্। ননু কোঽসৌ সুরথ ইত্যাহ—চৈত্রবংশসমুদ্ভব ইতি। চৈত্রো নাম স্বারোচিষমনোর্জ্যেষ্ঠপুত্রঃ তস্য বংশে সমুদ্ভবো যস্য। তথাচাত্রৈবোক্তং—চৈত্রকিংপুরুষাদ্যাশ্চ সুতাস্তস্য মহাত্মনঃ। সপ্তামী সুমহাবীর্য্যাঃ পৃথিবীপালকাশ্চ তে ইতি॥ ৪॥

তস্য মহামায়াপ্রসাদহেতুং রাজ্যচ্যুতিমাহ—তস্যেতি। তস্য সুরথস্য তথা তাদৃশা ভূপাঃ শত্রবো বভূবুঃ যথা কোলাবিধ্বংসিনঃ কোলা নাম তদীয়রাজধানী তৎপ্রমথনশীলাঃ। ননু কিং তস্য প্রজাদ্রোহাধর্ম্মেণৈবং জাতম্। নেত্যাহ। কীদৃশস্য সম্যক্ নীতিশাস্ত্রানুসারেণ প্রজাঃ পালযতঃ, কানিব ঔরসান্ ধর্ম্ম-

---

সেই মহাভাগ সাবর্ণি যেরূপে মহামায়ার অনুগ্রহে মন্বন্তরকালস্থায়ী রাজ্যেশ্বর হয়েন, তাহাও শ্রবণ কর॥ ৩॥

পূর্ব্বে স্বারোচিষমন্বন্তরে স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মনুর জ্যেষ্ঠতনয় চৈত্রের বংশে সুরথনামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমগ্র অবনীমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন॥ ৪॥

তস্য তৈরভবদ্যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জ্জিতঃ ॥ ৬ ॥
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥ ৭ ॥
অমাত্যৈর্ব্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥ ৮ ॥

পত্ন্যাং স্ববীর্য্যজাতান্ পুত্রানিব । ক্ষেত্রজাদিব্যাবৃত্ত্যর্থমৌরসপদম্ । স্ত্রীব গচ্ছতি ষণ্ডোঽয়মিতিবৎ লিঙ্গভেদেঽপি দৃষ্টান্তঃ । যদ্বা কোলান্ শূকরান্ বিধ্বংসিতুং খাদিতুং শীলং যেষাং তে যবনা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তস্য রাজ্ঞস্তৈঃ সহ যুদ্ধমভবৎ । কীদৃশস্য অতিপ্রবলদণ্ডিনঃ দণ্ডো হস্ত্যশ্বাদি অতিপ্রবলো দণ্ডোঽস্যাস্তীতি ভূম্নি ইন্ । অতএব কর্ম্মধারযাদপি ভবতি । যদ্বা অতিপ্রবলশ্চাসৌ দণ্ডী চেতি । দণ্ডো দমঃ । তথাচ, দমো দণ্ড ইতি খ্যাতস্তস্মাদ্দণ্ডী মহীপতিরিতি । যদ্বা অতিপ্রবলানপি দণ্ডযিতুং শীলং যস্য স তস্য । দৈবস্যাপ্রতিহতেচ্ছত্বমাহ—স সুরথঃ ন্যূনৈরল্পসাধনৈরপি তৈঃ কোলাবিধ্বংসিভির্যুদ্ধে জিতঃ পরাভূতঃ ॥ ৬ ॥

ততঃ ইতি । ততোঽভিভবানন্তরং স সুরথঃ স্বপুরং নিজরাজধানীমাযাতঃ সন্ নিজদেশাধিপঃ মূলরাষ্ট্রাধিপোঽভবৎ । তদা নিজরাজ্যেঽপি স তৈঃ প্রবলারিভিঃ তদানীং প্রবলবলবদ্ভিঃ শত্রুভিঃ আক্রান্তঃ অভিভূতপ্রাযঃ কৃতঃ । কীদৃক্ মহাভাগঃ । ভজন্তে ইতি ভাগাঃ সামন্তাদযঃ মহান্তঃ প্রচুরতরা ভাগা যস্য । যদ্বা পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

তিনি প্রজা সকলকে স্বীয় ঔরস পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। কিন্তু কোলানামক তদীয় পুরীর ভেদনসমর্থ যবনরাজগণ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥

অতি-প্রবল-পরাক্রান্ত-দণ্ডধারী সুরথ নরপতির ঐ কোলাবিধ্বংসী যবন রাজগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। উক্ত যবনরাজগণ তদপেক্ষা হীনবল হইলেও তিনি তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সংগ্রামে পরাজিত হইলেন ॥ ৬ ॥

তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজ পুরীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মহাভাগ নৃপতি উক্ত প্রবল শত্রু যবনগণ কর্ত্তৃক স্বপুরীমধ্যেই আক্রান্ত হইলেন ॥ ৭ ॥

ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥ ৯ ॥
স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥ ১০ ॥

অমাত্যৈঃ তদাক্রমানন্তরং তত্র তস্যেতি বা তত্র স্বপুরেঽপি বলিভিরমাত্যৈর্মন্ত্র্যাদিভিঃ কোষো ধনাগারং বলং হস্ত্যশ্বাদি চকারাৎ রাষ্ট্রাদিকমপি অপহৃতম্। কীদৃশস্য দুর্ব্বলস্য বলরহিতস্য। কীদৃশৈর্দুষ্টৈঃ অধর্ম্মবর্ত্তিভিঃ দুরাত্মভিঃ লোভোপহতবুদ্ধিভিঃ। যতো বণে হেতুঃ। কোষোঽস্ত্রী কুট্মলে খড়্গাপিধানেঽর্থৌঘদিব্যযোরিতি মেদিনী। বলং গন্ধরসে রূপে স্থামনি স্থৌল্যসৈন্যয়োরিতি চ ॥ ৮ ॥

তত ইতি। ততঃ সর্ব্বস্বানাপহরণানন্তরং স ভূপতিঃ হৃতস্বাম্যঃ হৃতাধিপত্যঃ সন্ হয়মারুহ্য একাকী সজাতীযসহাযরহিতঃ সন্ মৃগযাব্যাজেন মৃগয়াচ্ছলেন গহনমতিদুর্গমং বনং জগাম। অলক্ষিতত্বার্থং মৃগয়াব্যাজঃ। তত্রাপি শত্রুভযাদিতি দুর্গমগহনম্। হযং পন্থানমিতি কেচিৎ। হয়গতাবিতি ধাত্বর্থানুসারাৎ করণে ডঃ ॥ ৯ ॥

স তত্রেতি। স সুরথঃ তত্র বনে মেধসো মেধসনাম্নো দ্বিজবর্য্যস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠস্যাশ্রমং তপোবনমদ্রাক্ষীৎ দৃষ্টবান্। সুমেধস ইত্যস্যৈকদেশরহিতং নামেদম্ অন্যথা অসম্প্রাপ্ত্যসম্ভবাদিতি বিদ্যাবিনোদঃ। বস্তুতস্তু এতদপ্রমাণং ভর্ত্ত ইত্যাদিবৎ সংজ্ঞাশব্দোঽয়ং মেধৃধাতোঃ শ্রাদেরস্ ইত্যস্। কীদৃগাশ্রমং প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং প্রশান্তৈঃ পরস্পরহিংসারহিতৈঃ শ্বাপদৈর্ব্যাঘ্রাদিভিরাকীর্ণং ব্যাপ্তং সিদ্ধাশ্রমস্য শুদ্ধসত্ত্বময়ত্বাৎ তত্রস্থানামপি রজস্তমসোরভাবেন হিংসাদ্যভাবঃ। যদ্বা প্রশান্তাঃ প্রাপ্তজীবন্মুক্তাবস্থাঃ শ্বাপদো ব্যাঘ্রাদয়ঃ তৈঃ। এতেন ভয়হিংসারহিতত্বান্নিবাসসাকর্য্যং দর্শিতম্। দন্ত্যবৎ পাঠান্তরং ব্যবস্থাপ্য সুষ্ঠৈরাপস্তিরিতি বিদ্যাবিনোদেন ব্যাখ্যাতম্। কিন্তু তত্তথাবিধসঙ্গতং ন,

---

দুষ্টপ্রকৃতি বলবান অমাত্য সকল তখন তাঁহাকে দুর্ব্বল দেখিয়া তাঁহার পুরস্থিত ধনসম্পত্তি ও বাহনাদি সকলই অপহরণ করিল ॥ ৮ ॥

তদনন্তর সুরথ ভূপতি রাজ্যচ্যুত হইয়া মৃগয়াব্যাজে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একাকী গহন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৯ ॥

তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ॥ ১১ ॥
সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥ ১২ ॥
মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ।
মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥ ১৩ ॥

সংহিতায়ামপি ন দৃশ্যতে। পুনঃ কীদৃক্ মুনের্মেধসঃ শিষ্যৈস্তৈঃ। যদ্বা মুনয়ো মননশীলাঃ শিষ্যাঃ বিদ্যাভ্যাসনিরতাস্তৈরুপশোভিতম্ ॥ ১০ ॥

তস্থৌ ইতি। স সুরথঃ তেন মুনিনা সৎকৃতঃ সম্মানিতঃ পাদ্যাদিভিঃ কৃতাতিথ্যো বা তস্মিন্নাশ্রমে কঞ্চিৎ কালং ব্যাপ্য তস্থৌ স্থিতবান্। হে মুনিবর ভাগুরে যদ্বা মুনিবরস্য মেধসঃ আশ্রমে। কিং কুর্ব্বন্ ইতশ্চ ইতশ্চ নানাস্থানেষু বিচরন্ সততং চিন্তাব্যাকুলচিত্তত্বাদেকত্র নিবাসাসম্ভবাৎ ॥ ১১ ॥

স ইতি। অর্দ্ধশ্লোকোঽয়ম্। স সুরথস্তদা তস্মিন্ কালে তত্রাশ্রমে অচিন্তয়ৎ চিন্তাং কৃতবান্। অত্র হেতুঃ যতো মমত্বেন মমেত্যভিমানেন বশীকৃতা চেতনা আকৃষ্টা বিবেকবতী বুদ্ধির্যস্য। অস্বকীয়ে স্বকীয়াভিমানো মমত্বম্ ॥ ১২ ॥

চিন্তামেবাহ সার্দ্ধচতুর্ভিঃ। মৎপূর্ব্বৈরিতি। হীতি বিষাদে অব্যয়ানাং নানার্থত্বাৎ। যদ্বা হি নিশ্চিতং পুনঃপ্রাপ্ত্যসংভাবনয়া। তৎ পুরং ময়া হীনং পরিত্যক্তম। যৎ মৎপূর্ব্বৈর্মদীয়প্রাচীনপুরুষৈঃ চৈত্রাদিভিঃ পালিতং রক্ষিতং তৈর্মদ্ভৃত্যৈর্মম সেবকৈঃ ধর্ম্মতঃ ন্যায়েন পাল্যতে ন বেতি বিতর্কঃ। ননু কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তং তৎ কিমিতি ধর্ম্মেণ পালয়িতব্যমেবেত্যাশঙ্কায়ামাহ অসদ্বৃত্তৈঃ অসচ্চরিত্রৈঃ অধর্ম্মনিষ্ঠানাং কুতো ন্যায়পরতাস্তীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

তিনি সেই অরণ্যের মধ্যে প্রশান্তশ্বাপদসমূহে সমাকীর্ণ মুনিশিষ্যগণে উপশোভিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধস ঋষির আশ্রম দর্শন করিলেন ॥ ১০ ॥

তিনি মুনিবর মেধস কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কিছুকাল সেই আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক আশ্রমের মধ্যেই ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

তিনি ঐ আশ্রমে অবস্থান কালে মমতাকৃষ্টচিত্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

হায়! যে রাজ্য আমার পূর্ব্বপুরুষগণ চিরকাল পালন করিয়া আসিয়াছেন

হিন্দু-সুহৃদ্।

১ম ভাগ] সন ১৩০০ পৌষ [৩য় খণ্ড।

সঙ্কীর্ত্তন।

ভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তন জীবের অখিল পাপ উন্মূলন করে। নামসঙ্কীর্ত্তনে অনুরাগ জন্মিলে, চিত্ত সুনির্ম্মল হয়; কারণ, সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার নাশ না করিয়া উদিত হয়েন না, ভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তনও তদ্রূপ পাপরাশি বিনাশ না করিয়া প্রকাশ পান না। শ্রীগোবিন্দের নামরূপ পয়োধর হইতে বিমুক্ত জলবিন্দু সকল পাপানলবিদগ্ধ জীবগণের ঐ অনল নির্ব্বাপিত করিয়া তাঁহাদিগের সকল ভয় নিবারণ করেন। মৃগগণ যেরূপ সিংহভয়ে ভীত হয়, জীবের পাতক সকলও তদ্রূপ সর্ব্বদাই নামভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। অগ্নি যেরূপ ধাতুসকলের সকল মল দগ্ধ করিয়া ফেলে, নামসঙ্কীর্ত্তনও তদ্রূপ জীবের নিখিল মলই নষ্ট করেন। উহাতে ন্যস্তমতি হইলে, নরকে গমন হয় না। উহার চিন্তন মাত্র স্বর্গ বিঘ্ন বলিয়া অনুভূত হয়। নামে নিবেশিতাত্মা ব্যক্তির সম্বন্ধে ব্রহ্মলোকও তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যে নাম জীবের চিত্তস্থ হইলে, মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করে, তাহার কীর্ত্তনে পাপের বিলয় অতি তুচ্ছ। যিনি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তে স্বর্গলোকে গমন করেন। পূর্ব্বে এই অবনীমণ্ডলে নারায়ণ নামে এক প্রসিদ্ধ দস্যু ছিলেন, তিনি ভগবানের নাম শ্রবণমাত্র অনেকজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ নাম ভক্তির অপেক্ষা করেন না। যে কেহ ভক্তিপূর্ব্বকই হউক বা অভক্তিসহকারেই হউক, ঐ নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সকল পাপই যুগান্তকালীন অনল দ্বারা লোক সকলের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়। অনলকণা যেরূপ অজ্ঞানে স্পৃষ্ট হইলেও দগ্ধ করে, হরিনামও তদ্রূপ ওষ্ঠপুটে স্পর্শমাত্র অঘরাশি ধ্বংস করিয়া ফেলে। মমতাকুলচিত্ত বিষয়ান্ধ মনুষ্যগণের একমাত্র হরিনামই সর্ব্বপাপ-প্রশমন-সমর্থ। যিনি ছলেও একবার শ্রীহরির নাম

কীর্ত্তন করেন, তাঁহার আর গর্ভযন্ত্রণা থাকে না এবং তিনি যমের অধিকার হইতে মুক্ত হয়েন। ঐ নামে গো-ব্রাহ্মণ-হননজন্য গুর্ব্বঙ্গনা-গমনজন্য চৌর্য্যজন্য মহাপাতক পাতক, অতিপাতক, উপপাতক প্রভৃতি সকল পাপই বিনাশ পায়। নামের তুল্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর নাই। ব্রহ্মবাদিগণ পাপের যে সকল প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ করিয়া থাকেন, নাম তাহাদের সর্ব্ব-প্রধান। চান্দ্রায়ণাদি ব্রত সকল কেবল কৃত পাপেরই নাশ করে, কিন্তু নাম, পাপ সকলের বিনাশ সাধনের পর গ্রহীতাকে শ্রীহরিসেবিত করিয়া ভবিষ্যৎ পাপের পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া দেন। আবার সঙ্কেতে অর্থাৎ পুত্রাদিতে সঙ্কেতিত হইয়াই হউক, পরিহাসচ্ছলেই হউক, গীতালাপাদি-পূরণার্থ স্তোভ-কৃতই হউক, অবজ্ঞা সহকারেই হউক, উচ্চারিত হইলেই সমূলে—পাপবাসনার ও তৎপ্রবৃত্তির সহিত যাবদীয় পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। পতিত, স্খলিত, ভগ্ন, সংদষ্ট, তপ্ত, আহত ব্যক্তি যাতনায় বিবশভাবেও যদি একবার ঐ নাম গ্রহণ করিতে পারে, তাহার সর্ব্ববিধ যাতনা বিনিবৃত্ত হয়। ঐ নামের অধিকারীর বিচার নাই, যে কেহ নাম করিবে, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হউক, বা নিকৃষ্ট চণ্ডাল হউক, নাম করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। এই সংসারে জীবের পাপকারিণী শক্তি যত কেন অধিক হউক না, নামের শক্তি তদপেক্ষা অধিক। মনুষ্য শরীর দ্বারা বাক্য দ্বারা মনের দ্বারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে কোন পাপ করিতে পারেন, নাম তাহাকেই নাশ করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ কলিদোষ-হারকতা-শক্তি থাকাতে এই দুস্তর কলিতে নামেরই প্রাধান্য। নাম, গ্রহীতার সহিত কুলকে পবিত্র করেন। নাম আধি ও ব্যাধি বিনাশ করেন। নাম সকল দুঃখ নিবারণ করেন। নামের ন্যায় শান্তিদায়ক আর নাই। কি দুষ্ট গ্রহ সকল, কি যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচাদি, নামে সকলেরই শান্তি হইয়া থাকে। কলি-রূপ ভীষণ কালসর্পের দুর্জ্জর বিষেরও শ্রীগোবিন্দনামেই ক্ষয় হইয়া থাকে। এই ঘোর কলিযুগে হরিনামপরায়ণ ব্যক্তিসকলই কৃতার্থ। কলি, হরিনাম-কীর্ত্তনকারীর কোন বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। শ্রীহরির নামকীর্ত্তন ভিন্ন অপর কোন সাধন নিঃশেষে কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পারে না। সর্ব্ব-প্রারব্ধক্ষয়ের ইহাই একমাত্র উপায়। দুষ্প্রারব্ধক্ষয় অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও হইতে পারে, কিন্তু নিখিল প্রারব্ধের ক্ষয়, এক নামকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুই করিতে পারে না। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিলে, সকল অপ-

রাধেরই ক্ষয় হইয়া থাকে। স্বরাদির ভ্রংশে মন্ত্রের, ব্যুৎক্রমাদি দ্বারা তন্ত্রের, অপবিত্রতাদি হইতে দেশের, অবৈধতাদিহেতু কালের, অশৌচাদি বশতঃ অনুষ্ঠানকর্ত্তার এবং অশুদ্ধতাদি প্রযুক্ত বস্তুর ছিদ্রতায় ক্রিয়াও অঙ্গহীন হইতে পারে, কিন্তু শ্রীহরিনামের নিশ্ছিদ্রতা হেতু অঙ্গহানির সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হইলে, অঙ্গহীন কর্ম্মকেও সাঙ্গ করিয়া দেন। তপস্যা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া শ্রীহরিনাম ভিন্ন পূর্ণ হয় না। শ্রীহরিনামের উচ্চারণে সর্ব্ববেদাধ্যয়ন সিদ্ধ হয়। উহা বেদেরও অধিক। অথচ সকলেই উহার অধিকারী হইতে পারেন। শ্রীহরির নাম, সকল তীর্থ হইতে সকল কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠতীর্থ ও শ্রেষ্ঠফলদায়ক। এমন কোন ফলই নাই, যাহা শ্রীহরিনামে সিদ্ধ হয় না। শ্রীহরিনাম ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করেন। যাঁহার জিহ্বাগ্রে শ্রীহরিনাম বিরাজ করেন, তিনি জাতিতে চণ্ডাল হইলেও নরশ্রেষ্ঠ। তিনি সকল তপস্যা, অখিল যজ্ঞ ও নিখিল বেদের অধ্যয়নের ফল প্রাপ্ত হয়েন। বিশেষতঃ এই কলিযুগে শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য অপেক্ষাকৃত অধিক। অপরাপর যুগের লোক সকল অপেক্ষাকৃত সামর্থ্যশালী বলিয়া তত্তদ্‌যুগে চিত্তশুদ্ধি ও কর্ম্মের পূর্ত্তির নিমিত্তই শ্রীহরিনামের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু এই কলিযুগে কঠোর ধ্যানযোগ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে অসমর্থ জীব সকলের অল্পায়াসসাধ্য শ্রীহরিনামই একমাত্র গতি। কলির জীব অনন্যগতি বলিয়াই যে কলিযুগে শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে, তাহাও নহে, যে কোন যুগে যে কোন ব্যক্তি—অসমর্থ বা সমর্থ, সকল ব্যক্তিই একমাত্র শ্রীহরিনামেই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন। দান ব্রত, তপস্যা, তীর্থযাত্রাদি ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের শক্তিও এই শ্রীহরিনামেই নিহিত আছে। কোন কর্ম্মই যখন শ্রীহরির নামকীর্ত্তন ভিন্ন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তখন উহাকে উপেক্ষা করিয়া বহ্বায়াসসাধ্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কেবল নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। তবে সত্যাদিযুগের দুরূহ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে সমর্থ মানব সকলের অনেকেই অনায়াসসাধ্য শ্রীহরিনামে সহজে প্রবৃত্ত হয়েন না বলিয়াই তত্তদ্‌যুগে অপরাপর সাধন সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নাম, যে কোন যুগেই হউক জগদানন্দদায়ক হয়েন এবং কীর্ত্তনকারীকে জগতেরই বন্দনীয় করিয়া থাকেন। শ্রীহরিনাম অগতিরও গতি। শ্রীহরিনামের সাধনে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি বা দেশকালাদির অপেক্ষা নাই। অথচ ইহা সাধককে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। শ্রীহরিনামে জীব জীবন্মুক্ত হয়েন। শ্রীহরি-

নাম সাধককে ব্রহ্মনির্ব্বাণ, সদ্যোমুক্তি বা ক্রমমুক্তি সকলই প্রদান করিতে পারেন। শ্রীহরিনামে বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধাম সকলও লাভ হইয়া থাকে আবার সকল সাধনের শ্রেষ্ঠ সাধন যে ভক্তি, তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীহরিকীর্ত্তন স্বয়ংই সাধন ভক্তি। ইঁহার কৃপাতেই ভগবৎপ্রেম লাভ হইতে পারে। অন্যান্য সাধনের অজেয় শ্রীভগবান নিজ-নাম-কীর্ত্তনকারীর বশ্যতা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ধ্যানযোগে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানে, দ্বাপরে ভগবদর্চ্চনে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে এক শ্রীহরির কীর্ত্তনে সেই সকল ফলই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। শ্রীহরিনামের যে কত মাহাত্ম্য ও কত ফল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিশেষতঃ এই যুগে শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য বাক্য-মনের অগোচর। কলিযুগে শ্রীহরিনামের সমধিক মাহাত্ম্য বলিয়াই সত্যাদি যুগের প্রজাবর্গ, এমন কি, স্বর্গীয় দেবতা-বৃন্দও শ্রীহরির নামমাহাত্ম্যে সমাকৃষ্ট হইয়া কলির জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই কারণেই এই কলি নানাদোষে দূষিত হইলেও সাধু সকল কলির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আনন্দানুভব করেন। শ্রীহরির নামসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যই আবার অপেক্ষাকৃত অধিক। ভারতবিভাগে উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যন্তকালে জল্পন্ জন্তুর্জীবিতং যো জহাতি। আদ্যঃ শব্দঃ কল্পতে তস্য মুক্ত্যৈ ব্রীড়ানম্রৌ তিষ্ঠতোঽন্যাবৃণস্থৌ॥" জীব যদি জীবিতাবস্থায় কোন সাধনই না করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্তকালে অন্ততঃ একবারও শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। যিনি তিনবার শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার প্রথম উচ্চারিত কৃষ্ণ শব্দই তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করে বলিয়া উচ্চারিত অবশিষ্ট কৃষ্ণশব্দদ্বয় আপনাদিগকে ঋণী ভাবিয়া লজ্জিত ও অধোবদন হয়। নাম নামী ভগবান হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পদার্থ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নামরূপে বিরাজিত। কথিত আছে—"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

ভগবন্নামের ঈদৃশ মাহাত্ম্য, কিন্তু জীবের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, এমন উপকারক নামেও তাঁহার রুচি হয় না। অনেক হতভাগ্য ব্যক্তি আবার সচরাচর নামের ফল না দেখিয়া, অর্থাৎ যাঁহারা নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেরই অন্য ফল ত দূরের কথা, চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্তও হইতেছে না দেখিয়া, নামমাহাত্ম্য অর্থবাদ বলিয়াই বিবেচনা করেন।

তাঁহারা বলেন, শাস্ত্রে লিখিত নামের ফল সকল উহাতে লোকের রুচি জন্মাইবার জন্য প্রশংসাবাদ মাত্র। ঐ সকল অদূরদর্শী নাস্তিকের কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। নামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ কল্পনা দুরপনেয় অপরাধ। কাত্যায়নসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি হরিনামে অর্থবাদ বিবেচনা করে, সে নরকগামী হয়।" ব্রহ্মসংহিতায় ভগবান বৌধায়নকে বলিয়াছিলেন—"যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্ধধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্। যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্॥" যে মনুষ্য নামকীর্ত্তনের বিবিধ ফল শ্রবণ করিয়া তাহাতে অর্থবাদ বোধ করে, আমি তাহাকে ঘোর সংসারদুঃখে নিপীড়িত করি। অতএব জগতে একমাত্র উপকারী নামের প্রতি অপরাধ একান্ত বর্জ্জনীয়। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে—"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ। হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাৎ দ্বিপদপাংশনঃ॥ নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ। নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥" লোক, সকল অপরাধ করিয়া শ্রীহরির আশ্রয়ে তাহা হইতে মুক্ত হয়। আবার যদি কেহ সেই শ্রীহরির নিকটই অপরাধী হয়, সে কদাচিৎ নামাশ্রয়ে মুক্তি পাইতে পারে। কিন্তু এতাদৃশ উপকারী নামের নিকট যে ব্যক্তি অপরাধী হয়, সে অন্য কাহারও আশ্রয়েই মুক্তি পাইতে পারে না। তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

নামাপরাধ যথা—"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতঃ কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥ গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্। নাম্নো বলাৎ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥ শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ। অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥" যে সকল সাধু পুরুষে নামের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিন্দা, শ্রীবিষ্ণুর গুণনামাদি হইতে শ্রীশিবের নামাদির ভেদবুদ্ধি, গুরুতে অবজ্ঞা, শাস্ত্রনিন্দা, শ্রীহরিনামে অর্থবাদকল্পন, নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্ম সকলকে শ্রীহরিনামের সমান বিবেচনা করা, শ্রদ্ধাদিরহিত ব্যক্তিকে নামোপদেশ ও শ্রীহরির সহিত শ্রীশিবকে অভিন্ন ভাবিয়া শ্রীশিবাদি শব্দের পরিবর্ত্তে কেবল শিব প্রভৃতি

শব্দের উপদেশরূপ শিবনামাপরাধ, এই কয়েকটী নামাপরাধ। নামমাহাত্ম্য শ্রবণেও তাহাতে অরুচি এবং আমিই নামকীর্ত্তনকারী, আমিই উহার প্রবর্ত্তক প্রভৃতি অহঙ্কার প্রযোগ, এই দুইটিও নামাপরাধ মধ্যেই গণ্য।

এইরূপ নামাপরাধীর সংখ্যা এসংসারে অনেকই দৃষ্ট হইয়া থাকে। নামাপরাধী ব্যক্তি সকল নাম করিয়াও তাহার ফল পান না। এই কারণেই সচরাচর নামের ফল দেখা যায় না। নামের ফল না পাওয়া, নামের দোষে নহে, আমাদেরই দোষে। সত্য বটে, একবার মাত্র নাম উচ্চারণে স্মরণে বা শ্রবণে লোক ভবসংসার পার হইতে পারেন, কিন্তু নামাপরাধীর সে আশা দুরাশামাত্র। নামাপরাধীর ত অপরাধ সত্ত্বে নামের ফল ঘটেই না। যিনি নামাপরাধী নহেন, অথচ সকামভাবে নাম কীর্ত্তন করেন, তিনিও সত্বর নামের ফল পান না। পদ্মপুরাণেই উক্ত হইয়াছে—"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম। তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥" শ্রীহরির নাম, শুদ্ধভাবেই হউক বা অশুদ্ধভাবেই হউক, শব্দান্তর দ্বারা ব্যবহিতই হউক বা কোন অংশে হীনই হউক, উচ্চারিত হইলেই ফল প্রদান করিবে, ইহা সত্য। কিন্তু ঐ নাম যদি দেহ যাত্রা-নির্ব্বাহার্থ, ধনাকাঙ্ক্ষায়, জনসংগ্রহাশায় বা অন্য কোন লোভ বশত পাষণ্ড-মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তবে উহা ফলজনক হইয়াও সত্বর ফলোৎপাদক হয় না। এই নিমিত্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়াছিলেন—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" তৃণ হইতে নীচবৃত্তি এবং তরু হইতেও সহিষ্ণু ও অহঙ্কারাদি বিবর্জ্জিত হইয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে। তদ্ভিন্ন সত্বর ফলপ্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহতা।

তারপর কথা এই যে, নামাপরাধীর উপায় কি? তাহার কি মুক্তি নাই?—অবশ্যই আছে। যিনি জীবের প্রতি করুণা করিয়া এই অনায়াস-সাধ্য অথচ সর্ব্বফলদায়ক নিজনাম প্রচার করিয়াছেন, তিনি অবশ্য তদপ-রাধীর অপরাধ মার্জ্জনেরও উপায় করিয়া দিয়াছেন। যদি দিয়া থাকেন, তবে সে উপায়ই বা কি? সেই দুরপনেয় অপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত কি?—নামই তাহার অদ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত। নামই নামাপরাধ বিমার্জ্জনের একমাত্র উপায়। কিন্তু সে উপায় একবার নামোচ্চারণ নহে; ভূয়োভূয়ঃ নামোচ্চারণই—অবিচ্ছেদে নামোচ্চারণই নামাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। ঐ

স্থলেই উক্ত হইয়াছে—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥" অনেক নামই নামাপরাধীর অপরাধ নষ্ট করে। অবিশ্রান্ত নামই অনেক নাম শব্দের অর্থ। অতএব অবিশ্রান্ত নাম না করিলে আর নামাপরাধ হইতে বিমুক্তি নাই। অবিশ্রান্ত ভাবে নাম করা সহজ নহে, সুতরাং নামাপরাধ হইতে মুক্তিলাভও সহজ নহে। অবিশ্রান্ত নাম করা, সাধারণের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও ঐ অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ এক-অহোরাত্রব্যাপী বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হয়, কিন্তু তাহাও সুসাধ্য নহে। আবার এরূপও দেখা গিয়াছে, এমন লোক আছেন, যিনি এক অহোরাত্র অবিচ্ছেদে নাম করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাতেও নামের কোন বিশেষ ফল দেখা যায় না। তখন ঐ অহোকাল তিনি যে অবিচ্ছেদে নাম করিতে পারেন না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। নতুবা শাস্ত্রবাক্য ব্যর্থ হয়। অতএব তদ্বিষয়ে আরও কিছু গূঢ় রহস্য আছে, ইহাই বলিতে হয়। সে রহস্য কি?—যিনি আহারনিদ্রাদি পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র জ্ঞাতসারে নামেই নিযুক্ত থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার চঞ্চল চিত্ত নামস্মরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে বিষয়ান্তরেও ধাবিত হইতে লাগিল। মন মধ্যে মধ্যে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইল বলিয়াই অবিচ্ছেদে নাম করা হইল না। মনকে একেবারে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক অহোরাত্রকাল অবিচ্ছেদে কেবল নামে রত রাখা, অবশ্য বিশেষ উপায়সাধ্য। সে উপায় আবার ভক্তির অবিরোধী অর্থাৎ উহারই অঙ্গীভূত হওয়া চাই। ধ্যানাদি ভিন্ন স্মরণাদি ভিন্ন অন্য কোন সাধনই নামের সহিত একযোগে ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। যদিও ভক্তিশাস্ত্রপ্রধান শ্রীমদ্ভাগবতেই সেই ধ্যানাদি উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও বিনা গুরূপদেশে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এইরূপে নামাপরাধ খণ্ডন করা অতীব দুঃসাধ্য হইলেও আমরা তদ্বিষয়ে হতাশ হইব না। আমাদিগের অভ্রান্ত বিশ্বাস, প্রকৃত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তির আশা বিফল হইবার নহে। তাহা যথাকালে পূর্ণ হইবেই হইবে। যে দিন হৃদয় ভগবানের নাম করিতে করিতে একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া দৈন্য ও নৈরপেক্ষ্যের সহিত ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবে, সেই দিনই আমাদিগের অন্তরস্থ বিশুষ্কপ্রায় মঙ্গলমুকুল শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তনের বিজয়ঘোষণার সহিত প্রস্ফুটিত হইয়া আমাদিগকে অপার আনন্দ স্রোতে ভাসাইবে। নাম নিষ্ফলে যাইবার নহে। আমাদিগের সকলেরই এমন এক দিন আসিবে,

যে দিন আমরা সকলে মিলিয়া সমস্বরে মুক্তকণ্ঠে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় মুখেও বলিতে থাকিব এবং অনুভবও করিতে থাকিব যে---

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং সদা বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

পরলোক।

আমরা দেখিলাম যে, দেহ, জীবন ও আত্মা এই মানবীয় উপাদানত্রয়ের মধ্যে একমাত্র আত্মাই অবিনশ্বর। দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ও জীবনের নাশের পর আত্মা স্থূল শরীরের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন। যে স্থূল শরীর তাঁহাকে এই পার্থিব ভোগে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি মৃত্যুর পর ঐ স্থূল শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশ্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়েন। ঐ অবস্থায় তাঁহার ইহ-লোকের কামনা—যথেচ্ছ ভোগবাসনা- তাঁহার সহিত বিজড়িত থাকে। ঐ কামনার পরিপূরণ দেহসাপেক্ষ। অতএব তিনি মৃত্যুর পর যে কোন স্থানেই, প্রয়াণ করুন, তাঁহার দেহান্তর অবশ্য স্বীকার্য্য। তাঁহার তাদৃশ ভোগের স্থান এই পৃথিবী কি না এবং তাঁহার ঐ দেহই বা কিরূপ, তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য হইতেছে।

পার্থিব সকল পদার্থই যদি উন্নতিশীল হয়, তবে মানবও অবশ্য উন্নতি লাভের নিমিত্তই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। মানব মৃত্যুর পর যে স্থানে গমন করেন, যে দেহ বা যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা তাঁহার উন্নতির পক্ষে অনুকূল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। তিনি তাঁহার ঐ নূতন অবস্থায় পার্থিব শক্তি হইতে অধিকতর শক্তি লাভ করেন। মৃত্যুর পরও যদি মানব এই পৃথিবীতেই থাকেন, লোকান্তর যদি না থাকে, তবে তাঁহার উন্নতি অসম্ভব হয়। কারণ, এই পৃথিবীতে মানব অপেক্ষা উন্নত জীব দেখা যায় না। অতএব মানব মৃত্যুর পর যে এই পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র কোন একটি অপার্থিব ধামে অমানব-শক্তি-সমন্বিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা স্থির। এখন দেখিতে হইবে, ঐ অপার্থিব ধাম কোথায়?

এই পৃথিবী যে, অসংখ্য প্রাণীর আবাসভূমি, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদিগের চারিদিকেই প্রাণী সকল বিচরণ করিতেছে। পৃথিবীতে এমন একটি স্থান দেখা যায় না, যেখানে কোন না কোন প্রাণী প্রাণধারণ করে না। এই পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড প্রাণিভাণ্ডার ভিন্ন আর কিছুই নহে। একটি ক্ষেত্র হইতে সামান্য একটি তৃণ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ঐ তৃণটি অসংখ্য প্রাণীর আধার। ঐ সকল প্রাণী ঐ স্থানে জন্মগ্রহণ করিতেছে, নিয়মিত কাল অবস্থানে স্ববংশ বর্দ্ধন করিতেছে এবং যথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ঐ সকল কার্য্য আবার এতই সত্বর সমাহিত হইতেছে যে, তাহার ধারণা করাও সহজ নহে। তৃণের দৃষ্টান্ত অনুসারে পার্থিব সমস্ত উদ্ভিদ রাজ্যের অবস্থা অনুমান করিয়া পৃথিবীর প্রাণিবাহুল্যের আংশিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়।

পৃথিবীস্থ জলরাশিও ঐরূপ অসংখ্য প্রাণীর বাসস্থান। একটি জলাশয় হইতে বিন্দুপরিমিত জল গ্রহণ করিয়া যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে, দৃষ্ট হইবে যে, উহা অসংখ্য জীবিত প্রাণীতে পরিপূর্ণ। মৃত্তিকামধ্যেও ঐরূপই দেখা যায়। জল ও মৃত্তিকার ন্যায় বায়ুরাশিও প্রাণিসঙ্কুল। রিক্ত চক্ষুতে বায়ু আপাততঃ নির্ম্মল বলিয়াই প্রতীত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বায়ু যে পরিমাণে আলোকবিশিষ্ট হইলে, আমরা তন্মধ্যস্থ প্রাণিসমূহ লক্ষ্য করিতে পারি, সচরাচর সেইরূপ আলোকের অভাব হয় বলিয়াই আমরা ঐ সকল প্রাণী দেখিতে পাই না। সূর্য্যকিরণ গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, শত শত এসরেণু নামক পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ সকল এসরেণু কি?—উহারা উদ্ভিদ সমূহের বীজ এবং নিকৃষ্ট প্রাণীর ডিম্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহারাই জলে পতিত হইয়া জলীয় প্রাণী এবং পৃথিবীতে পতিত হইয়া পার্থিব উদ্ভিদ উৎপাদন করে। বীজ ব্যতীত উৎপত্তি, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য ভ্রান্ত বাক্য। উহারাই প্রাণিজগতের বীজ। উহাদিগের ক্রমোন্নতিতেই নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট প্রাণিসমূহের উৎপত্তি।

ক্ষিতি, জল ও বায়ুরাশিই কিছু প্রকৃতির সর্ব্বস্ব নহে। এই প্রকৃতিতে আরও অনেক পদার্থই আছে—আরও অনেক স্থানই আছে। পার্থিব বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে—বহির্ভাগে—বিপুল আকাশ রহিয়াছে। ঐ আকাশকে আমরা সচরাচর যেরূপ বোধ করি, উহা সেরূপ নহে—উহা নিরবচ্ছিন্ন

শূন্য নহে। উহা সূক্ষ্ম ভূতে পরিপূর্ণ। ঐ স্থানে স্থূল পৃথিব্যাদি ভূত সকল না থাকিলেও সূক্ষ্ম ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর অভাব নাই। স্থূল-জলাদি-পরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরিভাগে কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম পৃথিবী, তদুপরি সূক্ষ্ম জল, তদুপরি সূক্ষ্মতেজ, তদুপরি সূক্ষ্ম বায়ুর অবস্থান। আকাশ সকলেরই আশ্রয়। প্রত্যেক ভূতই ভূতান্তরের সহিত সম্মিলিত থাকিলেও আধিক্য অনুসারেই নামকরণ জানিতে হইবে। স্থূল পৃথিবীর ন্যায় সূক্ষ্ম পৃথিবী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পার্থিব বায়ুমণ্ডল যদি প্রাণিসঙ্কুল হইল, তবে তদুপরিস্থ সূক্ষ্মজলাদি ভূত সকলও প্রাণিসঙ্কুল নহে, এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ তদ্বিরুদ্ধে যখন কোনরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অথচ তৎপক্ষে প্রবল জনশ্রুতি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন সূক্ষ্মভূতও যে প্রাণিনিবাস, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহারাই অপার্থিব ধাম। মানব মৃত্যুর পর ঐ স্থানেই গমন ও অবস্থান করেন। তবে প্রত্যেক মনুষ্যই মৃত্যুর পর ঐ অপার্থিব ধাম প্রাপ্ত হয়েন কি না, এইরূপ সংশয় উঠিতে পারে। ঐ সংশয়ও নিতান্ত অমূলক নহে। কারণ, বিভিন্ন-কর্ম্মকারী বিভিন্ন-প্রকৃতি মানব সকলের সমান গতি অসম্ভব বোধ হয়। সম্প্রতি উহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

মৃত্যু জীবের জীবনেরশেষ সীমা নহে, অবস্থান্তর মাত্র। মৃত্যুতে আমাদিগের এককালীন ধ্বংস হয় না, ক্ষণিক পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। মৃত্যুরূপ পটাক্ষেপ, জীবের ভাগ্যাভিনয়ের অন্তিম যবনিকাপতন নহে, ক্ষণিক আবরণ মাত্র। জীবন-যন্ত্রণাকে কখনই নিদারুণ নির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্বভাব বলা যাইতে পারে না। সংসারের সর্ব্বত্রই দুঃখশোককে সুখের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে দেখা যায়। ক্লেশ-মাত্রই পরিবর্ত্তনাপেক্ষী। নিকৃষ্ট পতঙ্গ সকল এবং বিশেষ বিশেষ সরীসৃপ সকল যেরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহের ত্যাগের পর নূতন দেহ লাভ করে, মানবও তদ্রূপ মৃত্যুর পর নূতন দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারাও যেরূপ পূর্ব্বদেহের পরিত্যাগের সময় প্রভূত ক্লেশ সহ্য করিয়া সমুজ্জ্বল দেহ লাভ করে, মানবকেও তদ্রূপ পার্থিব দেহের ত্যাগ কালে অনেক কষ্টই ভোগ করিতে হয়। আমাদিগের ভবিষ্যৎ প্রগাঢ় তিমিরে সমাবৃত থাকে বলিয়াই মৃত্যু-কালে আমাদিগকে সমধিক দুঃখ—পূর্ব্বদেহ-পরিত্যাগের অনির্বচনীয় ক্লেশ অনুভব করিতে হয়।

মানবের ভবিষ্যৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন অতীব জটিল। মানবমাত্রই অবিশেষে

অপার্থিব অবস্থা লাভ করেন কি না? যে সকল লক্ষণে মানবের মনুষ্যত্ব, মানবনামধারী জীবমাত্রই যে সেই সকল সল্লক্ষণে সুলক্ষিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। মানবে সৎ ও অসৎ, পুণ্যবান ও পাপিষ্ঠ, উভয়ই দেখা যায়। এমন কি, এরূপ অনেক মানবই দেখা যায় যে, তাঁহারা মানবনামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। সেই সকল দুরাত্মা কি দেবতুল্য মানবের সমান গতি লাভ করেন? সকলেই কি মৃত্যুর পর তুল্য দেহে এক লোকেই গমন করিয়া থাকেন? কিন্তু ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন, জ্ঞানীই হউন বা অজ্ঞই হউন, সভ্যই হউন বা অসভ্যও হউন, পাপিষ্ঠই হউন বা পুণ্যবান হউন, সকলকেই মরিতে হইবে। আবার মানব জাতির মধ্যে সতের ন্যায় অসতেরও অসদ্ভাব নাই। উভয়েরই মৃত্যু আছে—অবস্থান্তর আছে। ঐ অবস্থা যদি একই হইল, তবে সৎ ও অসতে বিশেষ কি রহিল?—অবশ্যই বিশেষ আছে। বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, সতের গতি ও অসতের গতির প্রভেদ আছে। গতির যদি প্রভেদ থাকে, তবে ঐ প্রভেদ কি এবং কিরূপেই বা সঙ্ঘটিত হয়?

মানবের বিবেক ও শাস্ত্র সমস্বরে বলিতেছেন, সূক্ষ্মত্ব—লঘুত্ব—নির্ম্মলত্বই উন্নতির কারণ। যাহা স্থূল, যাহা ভার, যাহা সমল, তাহা কখনই ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে না। যিনি অবনত হইতে ইচ্ছা করেন না, যিনি উন্নতিকাম, তাঁহার সূক্ষ্মত্ব চাই, লঘুত্ব চাই, নির্ম্মলত্ব চাই। অতএব ইহ জীবনে যিনি যে পরিমাণে সূক্ষ্মত্ব লাভ করিবেন, যে পরিমাণে লঘু হইবেন, যে পরিমাণে মালিন্য পরিহার করিবেন, তিনি সেই পরিমাণেই উন্নত হইবেন। আর যিনি তদ্বৈপরীত্যে পরিপুষ্ট হইবেন, তিনি অবনতই হইতে থাকিবেন। যিনি উভয় অবস্থার কোন অবস্থাতেই অবস্থিত না হইয়া সমভাবেই থাকিবেন, তিনি এই পৃথিবীতেই পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিবেন। যাঁহারা পাপ ও পুণ্য উভয়ই অতিক্রম করিবেন, তাঁহারা উত্তরোত্তর উন্নতিই লাভ করিতে থাকিবেন। যাঁহারা জ্ঞাতসারে পুণ্য ও অজ্ঞাতসারে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা পাপ ও পুণ্য উভয়েরই ফল ভোগ করিতে করিতে বিলম্বে সদ্গতি লাভ করিতে থাকিবেন। আর যাঁহারা কেবল পাপেই রত থাকিবেন, উন্নতির জন্য চেষ্টাও করিবেন না, তাদৃশ হতভাগ্য দুর্বুদ্ধি মানব সকল নিরন্তর পাপের ফল ভোগ করিতে করিতে বহু আবর্ত্তনের পর সুদীর্ঘকালে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমোক্ত নিবৃত্তিপরায়ণ লোক সকলের পতনের সম্ভা-

বনাই নাই। তৎপরবর্ত্তী প্রবৃত্তিপরায়ণ লোক সকলের পতনের সম্ভাবনা থাকিলেও তদপেক্ষা উন্নতির সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু শেষোক্ত সম্প্রদায় পতিত অবস্থাতেই অবস্থিত। তাঁহারা মৃত্যুর পর এই পৃথিবীর সম্বন্ধই পরিহার করিতে নিতান্ত অসমর্থ। এই সময়ে ইহাও বলা উচিত যে, পতনোন্মুখ বা পতিত মানবের মৃত্যুর পর দেহান্তরপ্রাপ্তিতে পূর্ব্বাবস্থার অত্যন্তবিস্মৃতি ঘটে। তাঁহারা যখন দেহান্তর প্রাপ্ত হয়েন, তখন পূর্ব্বজন্মের কিছুমাত্রই তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হয় না। এই পূর্ব্বাবস্থার বিস্মৃতিই তাঁহাদের দণ্ড। প্রকৃতি, দুষ্টের দণ্ডার্থই মৃত্যুর পর বিস্মৃতির নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ বিস্মৃতি না থাকিলে, সকল দুরাত্মাই পূর্ব্বক্লেশ স্মরণ করিয়া বিশুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক অচিরেই মুক্ত হইতে পারিত। এইরূপে কৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ অসম্ভব হইত বলিয়াই প্রকৃতি তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার বিস্মৃতি ঘটাইয়া তাঁহাকে স্থূলে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। পুণ্যবানের কিন্তু তাহা হয় না। তিনি নিজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিতে পারেন। এবং সেই সকল অবস্থা তাঁহার মৃত্যুর পর স্মরণ হয় বলিয়াই, তিনি আর ভোগে প্রবৃত্তিপরায়ণ থাকেন না। তিনি তখন নিজের বহির্মুখতা পরিত্যাগে নিবৃত্তিপরায়ণ হইয়া অন্তর্মুখী বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। আর যাঁহারা ইহলোকেই নিবৃত্তিপরায়ণ হয়েন, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই। ইহলোকে এককালে নিবৃত্তিপরায়ণ হওয়াও জন্মান্তরীয় সংস্কারসাপেক্ষ। যাঁহারা কোন দুরদৃষ্ট বশতঃ হঠাৎ যোগভ্রষ্ট হইয়া—সাধনভ্রষ্ট হইয়া প্রবৃত্তিপর হয়েন, তাহারাই জন্মান্তরে পূর্ব্বসংস্কারবলে এককালেই নিবৃত্তিপরায়ণ হইয়া থাকেন। আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তির ইহা একটি প্রবল প্রমাণ। শৈশবাবস্থাতেই মৃত্যুও ঐরূপ। উহাও আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তির পক্ষ সমর্থন করে। উন্নতির জন্য চেষ্টার অবসর না দিয়াই মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা আপাততঃ প্রকৃতির মূঢ়তাই—অন্ধতাই বোধ হয় বটে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই সে সংশয় দূর হইয়া যায়। অধিকন্তু ঐ আচরণে প্রকৃতির ন্যায়পরতাই পরিব্যক্ত হয়। পতনের শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়া যে সকল দুরাত্মা আবার প্রকৃতির ক্রমোন্নতির নিয়মে নিকৃষ্ট জীব হইতে উৎকৃষ্ট মানব জন্ম লাভ করিতেছে, তাহারাই প্রথম অবস্থায় শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উহাই তাহাদিগের দণ্ডভোগের শেষ পরিচয়। তাহারা ইতি পূর্ব্বে কত খনিজাদি স্থাবর দেহে জড়ভাবে বিমূঢ় হইয়া কত যুগযুগান্তর যাপন করিয়াছে। তদন-

ন্তর কত কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী হইয়া, কত কালই কাটাইয়াছে। পবিশেষে প্রথম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইযা জ্ঞান না হইতে হইতেই, চবম উন্নতির জন্য চেষ্টা না করিতে কবিতেই পুনর্ব্বাব মৃত্যুর পর মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ কবিতেছে। ইহা কি প্রকৃতির অভাবনীয় কৌশলেব পরিচয নহে!

ভক্তিসূত্রম্।

সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা ॥ ২ ॥

অস্মিন্ (সমীপবর্ত্তিনি ভগবতি) পবমপ্রেমরূপা (অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং কাযবাঙ্মানসচেষ্টাদিরূপম্ আনুকূল্যেনানুশীলনং) তু (এব) সা ভক্তিঃ ॥ ২ ॥

সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ নিজ অত্যাশ্চর্য্য লীলা দ্বাবা জীবগণেব আকর্ষণার্থ সমীপবর্ত্তী পবমপ্রেমাস্পদ ভগবানে তদন্য-অভিলাষ-বিবর্জ্জিত* জ্ঞান-কর্ম্মবৈবাগ্যাদি দ্বারা অনভিভূত প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীব, মানস ও বাচনিক চেষ্টা এবং প্রীতিবিষযাত্মক মানসিক ভাবরূপ অনুশীলন অর্থাৎ ভগবদ্বিষযিণী রোচমানা প্রবৃত্তিবই নামান্তব ভক্তি। ভক্তিপদবাচ্য উক্ত অনুশীলনের তিনটি অবস্থা; সাধন, ভাব ও প্রেম। ইন্দ্রিয়সমূহের প্রেরণা দ্বারা সাধনীয সামান্য অনুশীলনের নামই সাধন ভক্তি। *ইহা জীবের হৃদযনিহিত প্রেমকে উদ্দীপিত করে বলিয়াই ইহাকে সাধন ভক্তি বলে। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ, প্রেমসূর্য্যের অংশুসদৃশ, রুচি দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক অনুশীলনেব নামই ভাবভক্তি। এই ভাব প্রেমের প্রথম অবস্থা। এই নিমিত্ত ভাব ঘনীভূত হইলেই তাহাকে প্রেম বলা যায়। বিষয়ভোগাকর্ষণ সত্ত্বেও সৌভাগ্য বশত যখন জীবের বহির্ম্মুখতার নিবৃত্তি হয়, তখন ঈশ্বব, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বাসের সহিত চিত্ত অন্তর্ম্মুখ হইযা থাকে। ক্রমে তত্তদ্বিষযের কিছু কিছু আলোচনাযও প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপে অপ্রাকৃত তত্ত্বের আলোচনা হইতে হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি তত্তদ্বিষযিণী অনুকূল ইন্দ্রিয়চেষ্টার সহিত উহা ক্রমে প্রেমরূপ চরম অবস্থায় উপনীত হয়। অতএব প্রেমই উক্ত চেষ্টার চরম ফল।

উহাই ভক্তির স্বরূপ। উহা জীবের নিত্যধর্ম্ম। নিত্যধর্ম্ম হইলেও চিত্ত বিষয়প্রেমে বহির্ম্মুখ হইয়া আত্মাকে আবরণ করিয়া রাখাতেই উহার প্রকাশ থাকে না। উহা হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বাসনারূপে আবৃত ভাবরূপে অবস্থান করে। সাধনভক্তি ঐ ভাবকে প্রকটিত করিয়া অন্ত-র্নিহিত স্বাভাবিক অনুরাগকে ভগবন্মুখী করিয়া পরিশেষে তাঁহাতেই সম-র্পণ করে।

সম্প্রতি ঐ ভক্তিতত্ত্বই বিচার্য্য হইতেছে; অর্থাৎ উক্ত জটিল লক্ষণ দ্বারা ভক্তিসম্বন্ধে আমরা কি বুঝিলাম, তাহাই সরল ভাষায় বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে।

লক্ষণ হইতে দুইটি কথা পাওয়া যাইতেছে,। প্রথম, প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণের অবিষয়ীভূত দূরবর্ত্তী অগম্য ভগবানকে যাহা নিকটবর্ত্তী করিয়া দেয়, যাহা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সংঘটন করে, এক কথায় যাহা বাক্য-মনের অতীত ভগবৎপদার্থকে আমাদিগের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ্য করাইয়া দেয়, তাহাই ভক্তি। দ্বিতীয়, যাহা পরম-পুরুষার্থরূপ ভগবৎপ্রেম এবং যাহা উক্ত প্রেমের সাধক তাহারই নাম ভক্তি। ঐ দুইটি কথাকে একটি করিলে— ভগবৎপ্রাপক প্রেমই ভক্তির লক্ষণ স্থির হয়। সুতরাং যাহা উক্ত প্রেম বা তাহার অঙ্গ নহে, তাহা ভক্তি-লক্ষণ-বর্জিতই হইতেছে। ইহা অপেক্ষা সরল ভক্তিলক্ষণ আর হইতে পারে না। ভক্তির আরও অনেকেই অনেক প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সে গুলির কোনটি হয়ত উদ্দেশ্যের ব্যাপকই হয় নাই, আবার কোনটি হয়ত উদ্দেশ্য বিষয়কে অতিক্রম করিয়াই অনুদ্দেশ্য বিষয়কে স্পর্শ করিয়াছে।

উপরি-উক্ত ভক্তির সহিতই আত্মার নিত্য সম্বন্ধ। ভক্তি ইন্দ্রিয়শক্তির ন্যায় আত্মারই শক্তিবিশেষ। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের যে সম্বন্ধ, ভক্তির সহিত আত্মারও সেই সম্বন্ধ। ভক্তিবর্জ্জিত আত্মা শূন্য পদার্থ—অলীক পদার্থ। যে আত্মাতে ভক্তি পরিলক্ষিত না হয়, সে আত্মাতেও যে ভক্তি নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। সে আত্মাতেও ভক্তি অন্যরূপে অন্য আকারে বিরাজ করিতেছে। ভক্তি জীবের চক্ষু; উহা জীবের বিবেকের সার রহস্য; উহা জীবের হৃদয়রূপ আকরে নিহিত বিশুদ্ধ বাসনারত্ন—প্রেম-রত্ন। সুতরাং দৃশ্যবস্তুর সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের, বিজ্ঞেয় বস্তুর সহিত বিজ্ঞানের, ক্রেয় বস্তুর সহিত বিনিময়সাধক মুদ্রাদির যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত ভক্তি-

রও সেই সম্বন্ধ। ভক্তি জীবাত্মার চক্ষু। জীবাত্মা ভক্তির সাহায্যে আত্ম-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। শরীরের সদৃশ আত্মারও চক্ষু আছে, ভক্তিই আত্মার চক্ষু।

অনেকেই মনে করেন, অলৌকিক পরমেশ্বরের প্রাপ্তির সাধন যাহা, তাহা অবশ্যই অলৌকিক অর্থাৎ লৌকিক হইতে একান্ত বিসদৃশ হইবে। কিন্তু আমরা এই কথার অর্থই বুঝিতে পারি না। পরমেশ্বর অলৌকিক তত্ত্ব হইলেও লৌকিক তত্ত্ব হইতে একান্ত বিসদৃশ নহেন। লৌকিক সংসার তাঁহার অলৌকিক সংসারেরই প্রতিরূপ। জীবের সংসার ভগবৎসংসারের ছায়া। তিনি জীবকে যেরূপ নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবের সংসারকেও তদ্রূপ নিজের অপ্রাকৃত সংসারের অনুরূপেই রচনা করিয়াছেন। প্রভেদের মধ্যে তিনি পূর্ণ, জীব অপূর্ণ; তদীয় সংসার অপ্রাকৃত, জীবের সংসার প্রাকৃত। অতএব অংশভূত জীব, অংশী পরমেশ্বরকে যে সাধন দ্বারা প্রাপ্ত হইবেন, সেই সাধন প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে একান্ত বিসদৃশ নহে। ঐ সাধনই ভক্তি। ঐ ভক্তির সাহায্যেই জীব প্রাকৃত সংসার অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত ভগবৎসংসার প্রাপ্ত হইবেন। যাহা এই প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়ের সহিত কোন সাদৃশ্যই—কোন সম্বন্ধই—রাখে না, তাহা জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির সাধক নহে, সুতরাং তাহা ভক্তিও নহে। সত্য বটে, ভক্তি পরমেশ্বরতত্ত্বে আরোহণের প্রথম সোপান; কিন্তু উহা শেষ সোপান—উচ্চতম সোপান নহে, তাহা কে বলিল! উহাই আদি, উহাই অন্ত। উহাই জীবের প্রথম অবলম্বন, উহাই জীবের চরম আশ্রয়। ভক্তি ব্যতিরেকে ভগবত্তত্ত্বের নিকটই গমন করা যায় না। ভক্তি ঐ তত্ত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস মাত্র উৎপাদন করাইয়াই বিনিবৃত্ত হয়, উহা আর অধিকদূর গমনে সমর্থ হয় না, এরূপ ধারণা ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, সাধারণ জ্ঞানই ঐ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া থাকে। যে জ্ঞান ভগবত্তত্ত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, ভক্তি সেই জ্ঞানের সারাংশ—চরম অবস্থা। জ্ঞান ভূয়োদর্শনের—পরীক্ষার ফল—তর্কযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ জ্ঞান আস্তিক মাত্রেরই আছে। কিন্তু আস্তিক হইলেই যে ভক্ত হইতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। ভক্তি, প্রকৃত অর্থে অতি অল্পসংখ্যক আস্তিকেই দেখা গিয়া থাকে। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ—ভগবানের সহিত মিলন—অত্যল্প আস্তিকের ভাগ্যেই ঘটে। আমরা কি সকলেই ভগবানকে দর্শন করিয়া থাকি? যদি না করি—

যদি আমাদির ভগবৎসাক্ষাৎকাব লাভ না হইযা থাকে, তবে কেমন করিয়া বলিব যে, আমাদিগের ভক্তি আছে, আমরা ভগবদ্ভক্ত। আমরা আমাদিগেব সম্মুখে প্রতিনিযত যে সকল বস্তু দর্শন করিতেছি, ইহাদিগের প্রত্যক্ষে কি আমাদিগের কোনরূপ সংশয আছে? আমরা কেহ কি কোন দিন ইহার অপলাপ করিতে পারি? যাঁহাব দর্শনশক্তি নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহই প্রত্যক্ষে সন্দেহ কবিতে পাবিবেন না।—কেন? যেহেতু উহা আমাদিগের ঐন্দ্রিযিক জ্ঞান, ইন্দ্রিযজন্য জ্ঞানে তর্কের অপেক্ষা নাই, আমাদিগেব ইন্দ্রিয়ই উক্ত জ্ঞানের সাক্ষী। ইন্দ্রিযই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কোন তর্কযুক্তিই প্রত্যক্ষ পদার্থের অস্তিত্বে ভ্রান্তি উৎপাদন কবিতে পারে না। পরিদৃশ্যমান প্রত্যক্ষ বিষযেব অস্তিত্বে আমাদিগেব যাদৃশ বিশ্বাস, ভগবানের বা তাঁহার গুণগ্রামেব অস্তিত্বে কি আমাদিগেব তাদৃশ বিশ্বাস আছে? ইন্দ্রিয যেরূপ প্রত্যক্ষ পদার্থ সকলকে দর্শন কবিতেছে, আমাদিগের আত্মা কি তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী বিভু ভগবানকে প্রত্যক্ষ কবিতেছে? আমবা পবমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, ইহা অস্বীকার কবি না, কিন্তু আমাদিগেব উক্ত বিশ্বাসই যে ভক্তি, তাহা স্বীকার কবিতে পাবি না। আমাদিগেব জ্ঞানে তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিভাত হইতেছে বটে, কিন্তু আমাদিগেব আত্মাতে কি তাঁহাব অস্তিত্ব প্রস্ফুরিত হইতেছে? সম্প্রতি এই অমীমাংসিত প্রশ্নেবই মীমাংসাব প্রযোজন হইযাছে। আমবা যদি প্রকৃতপক্ষে পরমপুরুষার্থের জন্য আগ্রহান্বিত হইযা থাকি, তাহা হইলে, কখনই তাঁহাব নির্ব্বিশেষ অবস্থার কল্পনামাত্রেই পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। তৎসিদ্ধিতে সবিশেষ—সশক্তিক, লীলামষ পুরুষের ধারণা চাই।

আমরা পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য জ্ঞানকর্ম্মাদি বিবিধ সাধনের অনুশীলন করিতে পারি, কিন্তু ভক্তি ভিন্ন সকল অনুশীলনই ব্যর্থ হইযা যায়। যেহেতু একমাত্র ভক্তিই উহার সাধন। আমরা যথানিযমে ধর্ম্মচর্চ্চা কবিতে পাবি, বিবিধ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পাবি, কিন্তু ভক্তিব নিকট উহাবা অকিঞ্চিৎকর। উহারা ভক্তির কণামাত্রই নহে। আমরা কত শত শাস্ত্রেব আলোচনা করিতে পারি, কতই নিযম পালন কবিতে পাবি, কত তীর্থে কত ধর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিতে পারি, কিন্তু উহারা আমাদিগের পুরুষার্থসিদ্ধিব পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে। উহারা আমাদিগকে বিশেষ কোন সহায়তা করে না। কারণ, উহারা যদি তৎসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইত, তাহা হইলে,

আমরা বারংবার রিক্তহস্তে শূন্যহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতাম না। অথবা ঐ সকল অনুষ্ঠানের পরও পুনর্ব্বার মায়াজালে জড়িত ও বিষয়ান্ধকূপে পতিত হইতাম না। পক্ষান্তরে যে হৃদয়ে ভক্তির কণিকামাত্রও উদিত হইয়াছে, সে হৃদয় আর কখনই শূন্য দেখা যায় নাই। তাদৃশ ব্যক্তিকে আর কস্মিন্ কালেও বিষয়ে আসক্ত হইতে দেখা যায় নাই। ভক্তের হৃদয়ে কোন দিনই ভগবানের পবিত্র আবির্ভাবের ব্যভিচার ঘটে না। ভক্তের সংসারের প্রত্যেক বস্তুতেই ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইতে থাকে। সত্য বটে, প্রলোভনময়ী প্রকৃতি জীবকে সদা সর্ব্বদা নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখ করিয়া দিতেছে, জীব প্রকৃতির আবরণে আবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছে, কিন্তু ভক্তির অভ্যুদয়ে সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। তদুদয়ে জীবের নিখিল বৃত্তিই অন্তর্ম্মুখতা অবলম্বন করে। তখন প্রকৃতিপট আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়া যায়। ভগবানের লাবণ্যে হৃদয়ের অন্ধতম প্রদেশ সকল সমালোকিত হয়। দুঃখময় সংসার তখন সুখময় রূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে। সর্ব্ববিধ বাসনাই উন্মূলিত হইয়া যায়। জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। দূরবর্ত্তী ভগবানকে নিকটবর্ত্তী ও বশবর্ত্তী করিয়া দেয়। তখন সকল চেষ্টাই প্রাতিকূল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনুকূল্য ভাব ধারণ করে। তখন সংসারে আসক্তি না থাকিলেও তদ্বিদ্বেষরূপ বৈরাগ্য হৃদয়ে স্থান পায় না। কারণ, তৎকালে সেই সংসার সুখশান্তির নিকেতন হইয়া পড়ে। সেই সময় সংসারবিদ্বেষ—বৈরাগ্য না থাকিলেও সংসারের ভয়ঙ্কর আকর্ষণের অভাবে সংসারবন্ধন আপনা হইতেই শিথিল হইয়া থাকে। তৎকালে ভগবান ভিন্ন আর কিছুই চিত্তে স্থান পায় না। অতএব ভক্তিভিন্ন ভগবৎসঙ্গসংঘটনের দ্বিতীয় উপায় নাই। প্রকৃতির আকর্ষণে যে ঈশ্বরবিস্মৃতি ঘটে, ভক্তির উদয়ে তাহা অপগত হয়। কারণ, ঈশ্বর তখন চিত্ত অধিকার করিয়াই বিরাজ করিতে থাকেন। ঐ ভক্তি যে কেবল অপ্রত্যক্ষ পরমেশ্বরকে এই প্রকারে প্রত্যক্ষ করাইয়া ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে, উহা জীবকে ঈশ্বরে ও ঈশ্বরকে জীবহৃদয়ে সংস্থিত করে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের নিত্য আবাস। অতএব ভক্তহৃদয়ে অন্য কিছুই স্থান পাইতে পারে না। এই সকল কারণেই ভক্তি ভিন্ন জীবের হৃদয়কে সহজে পরিশুদ্ধ করার অন্য উপায় দেখা যায় না। ভক্তির উদয়ে তাহা আপনা হইতেই পরিশুদ্ধি লাভ করে। তখন বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে ঊর্দ্ধে অধোভাগে

সর্ব্বত্রই যদি পরমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলাম, তিনি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিতে প্রতিভাত না হইল, তিনি ভিন্ন আর কিছুই যদি আমাদিগের চিত্তাকর্ষণের—ভালবাসার সামগ্রী না রহিল, তাহা হইলেই অবাধে আত্মরক্ষায়—ভীষণ সাংসারিক প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষায়—সমর্থ হইলাম। পরমেশ্বরকে প্রিয়তম ভাবিতে না পারিলে, নিখিল আকর্ষণ—বন্ধন হইতে বিমুক্তিরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না। সকল ভালবাসা—দেহ গেহ, বিষয় বিভব, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি যাবদীয় ভালবাসা—তাঁহাতে অর্পণ করিতে না পারিলে, তাঁহাকে প্রিয়তম ভাবনা করা যাইতে পারে না। এই নিমিত্তই দেবর্ষি ভক্তির লক্ষণ করিলেন,—"পরমেশ্বরে পরম প্রেমই ভক্তি।" এই কারণেই দৈত্যকুলপাবন প্রহ্লাদ শ্রীমন্নরসিংহ দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "প্রভো! অবিবেকী ব্যক্তি সকলের বিষয়ে যে অনপায়িনী প্রীতি পরিদৃষ্ট হয়, তোমার স্মরণে যেন আমার সেই প্রীতি হৃদয়ে স্থান না পায়; অর্থাৎ সকল প্রেমই যেন তোমাতেই সমর্পণ করিতে পারি।"

আমার জীবনব্রত।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ঘোরতর পরিশ্রমে জীবের শরীর ও মন অবসন্ন হইলেই নিদ্রার আবির্ভাব হইয়া থাকে। নিদ্রার সদৃশ শান্তিদায়িনী জগতে আর নাই। নিদ্রা না থাকিলে, বোধ হয়, কোন জীবই অধিককাল জীবন ধারণ করিতে পারিত না। উহা জীবকে সংসারের ভীষণ অবসাদ হইতে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক কিয়ৎকালের জন্য পুনরুজ্জীবিত ও নবজীবন প্রদান করে। নিদ্রার অভাবে জীবনিচয় নিরন্তর পরিশ্রম করিতে করিতে অবসন্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। উহা রুগ্নকে রোগমুক্তি, অবসন্নকে প্রফুল্লতা, শোকার্ত্তকে শোকবিস্মৃতি, দুঃখীকে দুঃখনিষ্কৃতি, ক্লান্তকে সজীবতা, প্রবৃত্তিপরায়ণকে নিবৃত্তি প্রদান করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত সংসারে শান্তিবিস্তার করিতেছে। উহা যে জীব সংসারের কতই উপকার সাধন করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমি একদা রাত্রিকালে নিদ্রা-

দেবীর এই প্রকার অনির্ব্বচনীয় প্রভাব চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সকরুণ অঙ্কে আত্মসমর্পণ করিলাম। তদবস্থায় অবস্থান করিতে করিতে ক্ষণকাল পরেই দেখিলাম, আমি একটি পুস্তকাগারে উপনীত হইয়াছি। পুস্তকাগারটির নাম উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, "বিশ্বপুস্তকাগার"। আমি স্বভাবতই অধ্যয়নপ্রিয়। অধ্যয়নপ্রিয় হইলেও আমি গ্রন্থকীট আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারি না। কারণ, আমি নিরন্তর অধ্যয়ন করি না। অধ্যয়ন আমার অবকাশরঞ্জন মাত্র। বিষয়কর্ম্মে অবসর পাইলেই অধ্যয়ন করা আমার একটি প্রধান স্বভাব। আবার পুস্তকের অভাবে সকল সময়ে আমার মনোরথ পূর্ণও হয় না। অদ্য অকস্মাৎ এই বিপুল বিশ্বপুস্তকাগারে উপস্থিত হইয়া আমি অভাবনীয় আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। পুস্তকাগারটি বিবিধ পুস্তকে পরিপূর্ণ। যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল, এখানে সকল পুস্তকই আছে। এখানে যে পুস্তক নাই, সে পুস্তক বুঝি সংসারেই নাই। কোথাও উপন্যাস, কোথাও ইতিহাস, কোথাও দর্শন, কোথাও বিজ্ঞান, কোথাও কাব্য, কোথাও নাটক, কোথাও যোগ, কোথাও জ্যোতিষ, কোথাও ব্যাকরণ, কোথাও অলঙ্কার, কোথাও অঙ্কশাস্ত্র, কোথাও ধর্ম্মশাস্ত্র, কোথাও নীতিশাস্ত্র, কোথাও স্মৃতিশাস্ত্র, প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ সকল স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ ও সুসজ্জিত রহিয়াছে। আমি একে একে অনেক পুস্তকই দেখিলাম। কোন খানির দুই এক পঙক্তি, কোন খানির দুই এক পৃষ্ঠা কোন খানির মুখবন্ধ, কোন খানির ভূমিকাটি, কোন খানির আবরণপত্রটি, কোন খানির বা কেবল নামটি মাত্র দেখিয়াই রাখিয়া দিলাম। এই প্রকারে কোন খানিই আমার অধ্যয়নযোগ্য বোধ করিলাম না। ইহার কারণ এই যে, যে গ্রন্থে ধর্ম্মের নামগন্ধ নাই, আমি সে গ্রন্থ পাঠ করিতে ভাল বাসি না। ধর্ম্মগ্রন্থও যে দুই একখানি দেখিলাম, তাহাও আমার প্রীতিপ্রদ হইল না। ঐ গুলি প্রীতিপ্রদ না হইবার কারণ কেবল উহাদের অসারতা। যাহাতে সার নাই, যাহাতে কেবল ভাষার ছটা, তর্কের তরঙ্গ, তাহাও আমি পড়িতে ইচ্ছা করি না। এইরূপে যে কত সময় অতীত হইল, তাহা আমার মনে নাই। পরিশেষে পুস্তকাগারের একপ্রান্তে অযত্নরক্ষিত "আমার জীবনবৃত্ত" এই শিরোনামবিশিষ্ট একখানি পুস্তক দেখিতে পাইলাম। পুস্তকখানি দেখিবামাত্রই উহা আমার মন আকর্ষণ করিল। কে যেন বলিয়া দিল, এই খানি পাঠ কর, তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে। তুমি যাহা প্রার্থনা

কর, তাহা ইহাতে আছে। অনেক পুস্তক দেখিতে দেখিতে একপ্রকার বিরক্তই হইয়াছিলাম। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও অযত্নসহকারেই পুস্তকখানির আবরণ উন্মোচন করিলাম। দুই চারি পঙ্‌ক্তি পাঠও করিলাম। পাঠ করিয়াই আর ছাড়িতে পারিলাম না। কারণ, পুস্তকখানি বড়ই ভাল লাগিল। পাঠক! বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকৃতি। সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, আপনাদের সকলেরই উহা ভাল লাগিবে। কিন্তু অনুরোধ করি, ইহার দুই এক পত্র পাঠ করুন। যদি কেহ আমার সমান প্রবৃত্তিশালী থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাল লাগিলেও লাগিতে পারে।

আমার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করিব। আমার জীবনবৃত্তান্ত বলিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আত্মপরিচয় প্রদান করা কর্ত্তব্য। আমার পরিচয় নিতান্ত আবশ্যক হইলেও কি যে পরিচয় দিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি পরিচয়ের একান্ত অযোগ্য। আমি ধনে মানে, কুলে শীলে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে—কিছুতেই পরিচয় প্রদানের যোগ্য নহি। লোকে যে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া এই পৃথিবীকে সামান্য মৃৎপিণ্ড হইতেও তুচ্ছ বোধ করে, এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকে অকিঞ্চিৎকর মিথ্যা বোধ করে, আমি সেই ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত। লোক সকল যে ধনাদির গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদগুণ সমূহ হইতে বিচ্যুত হয়, পবিত্র সংসারকে অপবিত্রতার নিকেতন করিয়া তুলে, সুখের আবাসকে দুঃখের আগার করিয়া ফেলে, আমার সে ধনাদির সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। আমি প্রকৃতির কোন গুণেই আপনাকে গুণবান বিবেচনা করি না। আমার নামরূপেরও স্থায়িত্ব নাই। আমি যখন যে ভাবে ভাবিত হই, তখন লোকে আমাকে সেই ভাবেই দেখে, ও তদনুরূপ সংজ্ঞাতেই সংজ্ঞিত করিয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত কথা বলিতে গেলে আমার অন্য পরিচয় কিছুই দিবার নাই। আমি পরাধীন দাস। দাসের আবার স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় কি আছে! প্রভুর পরিচয়েই আমার পরিচয়। কিন্তু আমি নিতান্ত হতভাগ্য। আমি আমার প্রভুর পরিচয় দিতেও সম্পূর্ণ অক্ষম। যেহেতু, আমার প্রভু যে কে, তাহাও অনেক দিন হইল, ভুলিয়া গিয়াছি। আমার প্রভুর নাম ধাম সকলই অতল বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। কিছুকাল যে নিভৃত কন্দরে বাস করিয়াছিলাম, সম্প্রতি দুর্ভাগ্য ক্রমে সে অধিকার হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি।

হায়! আমার দুর্ভাগ্যের কথা দুঃখের কথা আর কি বলিব—কতই বলিব, উহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। একদিন হঠাৎ দেখিলাম, আমি আমার অধিকার হইতে বিচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়া প্রখরবেগ গভীর প্রবাহে নিম্নাভিমুখে নীত হইতেছি। জলবিম্বের সদৃশ কখন ভাসিতেছি, কখন ডুবিয়াও যাইতেছি। কয়েকবার, 'আমি কে?' 'কোথা হইতে ভাসিয়া আসিতেছি?' এবং 'কোথায় বা যাইতেছি?' ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, কিন্তু পূর্ব্বাবস্থার কিছুই আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। স্রোতস্বতীর সেই প্রবল স্রোত আমাকে বহন করিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। আমিও অচৈতন্য অবস্থায় প্রবাহে নীত হইতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে আমার মোহ অপগত হইল। চতুর্দ্দিক ঘোরতর তিমিরে সমাবৃত। সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকারে দৃষ্টি প্রতিহত হইল। চারিদিকে ভীষণ আর্ত্তনাদ সকল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। "ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, আর প্রখর মার্ত্তণ্ডতাপ ও দাবানল-দাহ সহ্য হয় না, তপ্তবালুকায় শরীর দগ্ধ হইল, আর কষাঘাত সহ্য করিতে পারি না. উল্মুকের অনলে মুখ দগ্ধপ্রায় হইতেছে, আমার শরীরের মাংস খাইয়া ফেলিল, আমার অন্ত্র বাহির করিয়া লইল, সর্পবৃশ্চিকের দংশনে জর্জ্জরিত হইলাম, দুরন্ত করী আমায় চূর্ণ করিল, হায়! আমাকে গিরিশৃঙ্গ হইতে ফেলিয়া দিল, আমাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করিল, আমাকে গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত করিল, কণ্টকে দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইল, অসিপত্রে আমার কলেবর খণ্ডিত হইল, এবার আমাকে ক্ষমা কর, আর কখন প্রাণান্তেও মিথ্যার আবরণে সত্যকে গোপন করিব না, আর কখন মিথ্যাকে সত্যভূষণে ভূষিত করিব না, আর কখন মিথ্যা ব্যবহার করিব না, আর কখন প্রবঞ্চনা—প্রতারণায় লিপ্ত হইব না, আর কখন জীবহিংসা করিব না, আর কখন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইব না, আর কখন পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইব না, আর কখন স্বপ্নেও পরস্ত্রীর চিন্তা করিব না, আর কখন অসহায় জনের সর্ব্বনাশে নিরত হইব না, আর কখন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের হৃদয়ে অকারণে ব্যথা প্রদান করিব না, আর কখন একের পক্ষপাতী হইয়া অপরের অনিষ্ট করিব না, আর কখন কামপরবশ হইয়া অপরকে কুপথে নীত করিব না, আর কখন অন্যের দুঃখে সুখবোধ করিব না, আর কখন ক্রোধান্ধ হইয়া কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিব না, আর কখন লোভাভিভূত হইয়া পাপানুষ্ঠানে সঙ্কল্পও করিব না, আর কখন

বিষয়মদে মত্ত হইয়া এরূপ যন্ত্রণার ভাজন হইব না, আর কখন ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নীতিবিগর্হিত অনুষ্ঠানে পরের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইব না, আর কখন মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভূতদ্রোহে রত হইব না, আর কখন দস্যুবৃত্তিকে মনেও স্থান দিব না, আর কখন চৌর্য্যবৃত্তি করিব না, আর কখন মাদক দ্রব্যের ঘ্রাণ পর্য্যন্তও লইব না, আর কখন সাধারণের উপকারের ছলে ব্যক্তিগত অপকারের কারণ হইব না, আর কখন পতির চরণ বিস্মৃত হইব না, আর কখন মানীর মানে আঘাত করিব না, আর কখন হীনজনকে উপহাস করিব না, আর কখন স্বধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হইব না, আর কখন পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিব না, আর কখন নিজ অধিকারের অপব্যবহার করিব না, আর কখন ধর্ম্মের ভান করিয়া অধর্ম্মসঞ্চয়ের হেতু হইব না, আর এই দারুণ যাতনা ভোগ করিতে পারি না, আর এই কৃমিপূর্ণ পূতীয়গর্ত্তে কাল-যাপন করিতে পারি না, এই বারের মত ক্ষমা কর, প্রাণ যায়, যন্ত্রণায় প্রাণ যায়, হত হইলাম, মরিলাম", ইত্যাদি বিবিধ আর্ত্তরবে কর্ণ বধির হইতে লাগিল। ক্রমে যতই বিকট আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলাম, ততই হৃদয়ে বীভৎসভাবের সহিত ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। নানাপ্রকার বিভীষিকার চিত্র সকল মানস চক্ষুতে সমুদিত হইতে আরম্ভ হইল। অভাবনীয় ভয়ে তালু শুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তখন আত্মরক্ষায় নিরুপায় ভাবিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু তখনও ভয় অন্তর্হিত হওয়া দূরে থাকুক, দ্বিগুণিতবেগে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে লাগিল। পুনর্ব্বার সাহসে ভর করিয়া আত্মরক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িলাম। তজ্জন্য চেষ্টা না করিলাম, এমন ও নয়; কিন্তু কোন উপায়ই সফল হইল না। পরিশেষে স্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়া মনে মনে নিমীলিতনেত্রে অলক্ষ্য শূন্য-চিন্তায় বিমোহিত ও আত্মবিস্মৃত হইলাম। তাহাই ক্ষণকালের জন্য শান্তি প্রদান করিল। পরক্ষণে স্বতঃই নয়ন উন্মীলিত হইল। দেখিলাম, সে ঘোর অন্ধকার নাই। আমার ন্যায় অনেকেই ঐ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাদ্ভাগে সকল দিকেই লোক। আবার একটি আশ্চর্য্য দেখিলাম, একই প্রবাহ দুইরূপে বিভক্ত। আমরা যে দিক দিয়া যাইতেছি, সেটি কৃষ্ণবর্ণ; অপরটি শুক্লবর্ণ। কৃষ্ণপ্রবাহটি নিম্নাভিমুখ আর শুক্লপ্রবাহটি ঊর্দ্ধমুখ। কেহ কেহ ঐ শুক্লপ্রবাহে আমাদিগের বিপরীত দিকে গমন করিতেছেন, বলিয়াই উহাকে ঊর্দ্ধমুখ প্রবাহই বলিতে হইল।

বস্তুতঃ একই স্রোত—একই প্রবাহ, কেবল বর্ণের ভেদ মাত্র। সেই দুরন্ত প্রবল স্রোত; কিন্তু বিপরীতগামী লোক সকল অনায়াসে অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতেই ঊর্দ্ধমুখে প্রযাণ করিতেছেন। এই বৈষম্যের কারণ চিন্তা করিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তবে ঐ লোকসকলের ঊর্দ্ধগতির কারণ যে তাহাদিগের নিজের বাহুবল নহে, উহার যে অপর কোন অচিন্ত্য কারণ আছে তাহা তাহাদিগের ভাবদর্শনেই অনুমিত হইল। উক্ত অনুমানের একটি ফলও পরে প্রত্যক্ষ হইল। যাহারা আমার সহিত স্রোতের অভিমুখে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত মিলিত হইতেছে, কিন্তু হয়, মিলিতই হইতে পারিতেছে না, না হয়, মিলিত হইয়াও কেহ কাহারও সাহায্য করিতে পারিতেছে না। কেহই আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতেছে না। অধিকন্তু পরস্পর পরস্পরের প্রবাহগর্ত্তে নিমগ্ন হইবার—অদৃশ্য হইবার—কারণ হইতেছে। মিলিত ব্যক্তি সকল যে যাহাকে আশ্রয় করিতেছে, সে তাহার সহিত জলমগ্ন হইতেছে। কেহ বা মিত্রতা করিয়াও নিমগ্ন হইতেছে। আবার কেহ বা মিত্রতাভঙ্গে শত্রুতা করিয়াও নিমগ্ন হইতেছে। এইরূপে একে অপরের মৃত্যুর কারণ হইতেছে। কিন্তু যাহারা অন্যের সাহায্যে উপেক্ষা করিয়া অনন্যমনে স্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়া—এককালে উদ্যমশূন্য হইয়া—কেবল জীবন-যোনি-যত্নমাত্র লইয়া—গমন করিতেছে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত বিপরীত গতি প্রাপ্ত না হইলেও—সুগতি না পাইলেও—দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে না। আমারও তাহাই হইল। অনেকে অনেকবার আমার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, কেহ বা স্ত্রীরূপে আমাকে আলিঙ্গন প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, কেহ বা আত্মীয়স্বজনরূপে আমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল, কেহ বা বন্ধুবান্ধব ভাবে আমাকে সহায়তা করিবে, এইরূপ অভিপ্রায় অবগত করিল, আবার কেহ বা আমার সাহায্য-কামনায় আত্মীয়তাও প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু অন্যের তত্তদ্ব্যবহারের দুর্গতি দেখিয়া এবং তাহাদিগের অতীব শোচনীয় দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে এমনই উদাসীন হইয়া ছিলাম যে, তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত বা তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্যও করিলাম না। আমি আত্মনির্ভরতাপরায়ণ হইয়া অবিরত সেই অদম্য প্রবাহে গমন করিতে লাগিলাম। এইরূপে ধাবিত হইতে হইতে আমার নিদ্রার আবির্ভাব হইল। ঐ নিদ্রায় যে কত-

কাল অতিবাহিত হইল, তাহা জানি না। কিন্তু যখন নয়ন উন্মীলিত হইল, তখন দেখিলাম, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি আর সেই প্রবাহে অবস্থান করিতেছি না। আমি আর সেই তরঙ্গাকুল জলধিবক্ষে নাই। যে স্থানে আসিয়াছি, সে স্থানটি একটি স্রোতোহীন পয়ঃপ্রণালীর তীরভূমি। সম্মুখে একটি মনোহারিণী পুরী। যদিও এতকাল প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু ক্লান্তি অনুভূত হইল না। পুরীর দ্বার সশস্ত্র রক্ষীবৃন্দে সুরক্ষিত। তাহাদিগের মুখেই শুনিলাম, ঐ পুরীর নাম "মায়া-পুরী"। ইহাও শুনিলাম, পুরীমধ্যে প্রবেশের নিষেধ নাই; কিন্তু বহি-র্গমনে নিষেধ আছে। সন্ন্যাসী ভিন্ন কাহারও পুরী হইতে বহির্গমনের অধিকার নাই।

সে যাহা হউক, প্রবেশের নিষেধ নাই শুনিয়াই আমার প্রবেশে ইচ্ছা জন্মিল। আমি দ্বাররক্ষকগণের আদেশানুসারে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলাম। পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাহা কিছু অবলোকন করিলাম, সকলই অদ্ভুত, সকলই বিচিত্র। ঐরূপ দৃশ্য সকল আর কখনও যে কোথাও দেখি-য়াছি, বোধ হইল না। উভয় পার্শ্বের অনির্ব্বচনীয় চিত্র সকল সন্দর্শন করিতে করিতে বহুদূর গমন করিলাম। ক্রমে বেলা অতিরিক্ত হইল। তখন আমি নিকটবর্ত্তী একটি অতিথিশালায় গমন করিলাম। শালাধ্যক্ষ আমাকে সাদর সম্ভাষণে বলিলেন, "মহাশয়। আপনাকে অভ্যাগত ও পথশ্রমে ক্লান্ত বলিয়াই বোধ হইতেছে। বিশেষ কোন আপত্তি না থাকিলে, এই স্থানে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন। এখানে অতিথির সেবার নিমিত্ত সকলই প্রস্তুত আছে।" আমি ঐ ব্যক্তির আগ্রহাতিশয়ে আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হইলাম। তখন ঐ শালাধ্যক্ষ আমাকে সমীপবর্ত্তী সরোবরে স্নানাবগাহ-নাদি সমাপন করিয়া আসিতে বলিলেন। আমি যদিও ইতিপূর্ব্বে জলস্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া স্নানের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না. কিন্তু সেই অত্যল্পকাল মাত্র পথিমধ্যে প্রখর রবিকরোত্তাপে শরীর এতই উত্তপ্ত হইয়া-ছিল যে, তখন স্নানের প্রযোজনই বোধ হইল। বিশেষতঃ সরোবরটি দেখিয়া অবগাহনের নিতান্ত অভিলাষ জন্মিল। কিন্তু শুনিলেই বিস্মিত হইবেন, আমি সেই সরোবরে যাইয়া অবগাহন করিবামাত্র—দেখিলাম, আমার আর সে ভাব নাই। আমার সম্পূর্ণ ভাবান্তর হইয়াছে। আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছি। (ক্রমশঃ)

চণ্ডী।

ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ।
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ॥ ১৪ ॥
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্ ॥ ১৫ ॥
অসম্যগ্ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

ন জানে ইতি। স প্রসিদ্ধঃ প্রধানো মুখ্যো মে মম শূরহস্তী যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষগজঃ শূরনামা হস্তীতি বা মম বৈরিবশবর্ত্তী সন্ কান্ ভোগান্ ভোগ্যান্ তণ্ডুলাদীন্ উপলপ্স্যতে প্রাপ্স্যতি ইতি ন জানে যন্ময়া দত্তং সম্প্রতি তদ্বর্ত্তত এব অনন্তরং কান্ লপ্স্যতে ইতি লৃড়র্থঃ। উক্তলিঙ্গস্য ক্বচিদ্ব্যভিচারাৎ প্রধানশব্দস্য পুংস্ত্বম্ যদ্বা প্রধানং মহামাত্রঃ তেন সহ বর্ত্তমানঃ। স কীদৃক্ সদামদঃ সদা সর্ব্বদা মদো দানম্ মদো রেতসি কস্তূর্য্যাং গর্ব্বে হর্ষেভদানয়োরিতি মেদিনী ॥ ১৪ ॥

চিন্তান্তরমাহ যে মমেতি। যে নিত্যং মমানুগতাঃ সেবকাঃ তে ধ্রুবং বিতর্কে অদ্য অন্যভূপানাম্ অনুবৃত্তিং সেবাং কুর্ব্বন্তি। কৈঃ প্রসাদধনভোজনৈর্হেতুভিঃ কবলৈর্বা প্রসাদস্তুষ্ট্যা দানং, ধনং বেতনং মাসি মাসি দেয়ং, ভোজনং প্রতিদিনং দেয়ং ভক্ষ্যদ্রব্যম্। যদ্বা এতৈর্ম্ম নিত্যমনুগতা ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ১৫ ॥

অসম্যগিতি। স কোষো ধনসঞ্চয়ঃ তৈরমাত্যাদিহেতুভিঃ ক্ষয়ং গমিষ্যতি। কীদৃক্ অতিদুঃখেন সঞ্চিতঃ অর্থান্ময়া পুঞ্জীকৃতঃ। ননু প্রাণেভ্যোঽপি মমতাস্পদং ধনং কথং তে ক্ষয়য়িষ্যন্তীত্যাহ অসম্যগ্ব্যয়শীলৈঃ ধর্ম্মাদৌ বিনিয়োগঃ সম্যগ্ব্যয়ঃ তদ্ব্যতিরিক্তোঽসম্যগ্ব্যয়ঃ দ্যূতমদ্যাদিবিষয়ঃ তৎস্বভাবৈঃ। তথাচ কিমকার্য্যং কদর্য্যাণামিতি। অতএব সততং ব্যয়ং কুর্ব্বন্তি ॥ ১৬ ॥

আমার সেই মদমত্ত প্রধান হস্তী শত্রুহস্তে পতিত হইয়া উপযুক্ত ভোগ পাইতেছে কি না, তাহাও জানি না ॥ ১৪ ॥

যে সকল ভৃত্য দান ও বেতন প্রভৃতি গ্রহণে সন্তুষ্ট চিত্তে এতদিন আমার আনুগত্য করিতেছিল, তাহারা বোধ হয়, নিশ্চয়ই এখন অন্য রাজার আনুগত্য করিতেছে ॥ ১৫ ॥

এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ॥ ১৭ ॥
স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ।
সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥ ১৮ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্ ॥ ১৯ ॥

এতদিতি। স পার্থিবঃ হে বিপ্র ভাগুবে তত্রাশ্রমাভ্যাসে আশ্রমনিকটে এতদুক্তম্ অন্যদনুক্তঞ্চ সততং চিন্তযামাস তত্র একং বৈশ্যঞ্চ দদর্শ দৃষ্টবান্ ॥ ১৭ ॥

স ইতি। তেন রাজ্ঞা স বৈশ্যঃ পৃষ্টঃ। প্রশ্নমাহ ভোস্ত্বং কঃ নামজাত্যাদিনা অত্রাগমনে হেতুশ্চ কঃ ত্বং সশোক ইব দুর্মনা ইব কস্মাল্লক্ষ্যসে দৃশ্যসে ইষ্টবিয়োগাদিকৃতবিষাদঃ শোকঃ মানসবিষাদো দৌর্মনস্যম্ অনুৎসাহ ইতি যাবৎ ॥ ১৮ ॥

ইত্যাকর্ণ্যেতি। মার্কণ্ডেযবচনমিদম্। স বৈশ্যস্তস্য ভূপতেঃ প্রণযেন প্রেম্না উদিতম্ ইতি বচঃ আকর্ণ্য শ্রুত্বা প্রশ্রযেণ বিনযেনাবনতঃ সন্ তং নৃপং প্রত্যুবাচ প্রত্যুক্তবান্ ॥ ১৯ ॥

ধর্ম্মার্থ ব্যযে অনভিজ্ঞ অপবিমিত-ব্যযশীল আমার সেই ভৃত্যবর্গ বোধ হয়, আমার অতিকষ্টে সঞ্চিত ধনের অপব্যয করিযা ধনাগাব শূন্য করিযা ফেলিল ॥ ১৬ ॥

সুবথ রাজা সেই আশ্রমে অবস্থান কালে নিযতই এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদা এক বৈশ্য সেই আশ্রমের সমীপে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

রাজা সেই বৈশ্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে! তুমি কে? তোমার এই আশ্রমে আগমনেরই বা কাবণ কি? তোমাকে শোকাকুল ও দুর্ম্মনার ন্যায দেখিতেছি কেন? ॥ ১৮ ॥

বৈশ্য রাজার তাদৃশ প্রণয়গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ১৯ ॥

বৈশ্য উবাচ ॥ ২০ ॥

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে।
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥ ২১ ॥
বিহীনশ্চ ধনৈর্দ্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥ ২২ ॥
সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্।
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥

সমাধিরিতি। নাম প্রসিদ্ধৌ। অহং সমাধিঃ সমাধিনামা ইত্যর্থঃ। বৈশ্যঃ জাত্যা ইত্যর্থঃ। আত্মনো মহত্ত্বমাহ ধনিনাং কুলে বংশে উৎপন্নঃ জাতঃ। শোকহেতুমাহ ধনলোভাৎ অসাধুভিরধার্ম্মিকৈঃ পুত্রদারৈর্নিরস্তঃ নিরাকৃতঃ নিঃসম্বন্ধীকৃতপ্রায়ঃ। চকারাৎ সুহৃদাদিভিঃ। লোভোঽন্যধনপ্রাপ্তীচ্ছা ॥ ২১ ॥

বিহীন ইতি। ন কেবলং নিরস্তঃ কিন্তু দারৈঃ পত্নীভিঃ পুত্রৈঃ মে মম ধনম্ আদায় গৃহীত্বা বিহীনঃ পরিত্যক্তশ্চ দূরীকৃত ইতি যাবৎ। অতো ধনৈর্দ্ধনার্থং দুঃখী সন্ বনম্ আগতঃ প্রাপ্তঃ ইতি ব্যবহিতেনান্বয়ঃ। অন্যথা ধনৈর্ধনমাদায় ইত্যুভয়োরুপাদানমনন্বিতং স্যাৎ। যদ্বা তৈঃ কীদৃশৈঃ মে মম ধনমাদায় ধনৈর্ধনযুক্তৈঃ অর্শ-আদ্যতযা অৎ। ননু সুহৃদাদিভিঃ কিং তে ন নিরাকৃতা ইতি চেত্তত্রাহ আপ্তবন্ধুভিঃ নিরস্ত উপেক্ষিতঃ। আপ্তা মিত্রাণি, বন্ধবো মাতুলাদ্যাঃ। পুত্রৈরিতি বহুত্বেন সর্ব্বেষামৈকমত্যমুক্তম্ ॥ ২২ ॥

দৌর্ম্মনস্যহেতুমাহ সোঽহমিতি। এবং নিরস্তোঽহম্ অত্র বনে সংস্থিতঃ সন্ তেষাং দারাদীনাং কুশলাকুশলাত্মিকাং শুভাশুভাত্মিকাং প্রবৃত্তিং বার্ত্তাং ন বেদ্মি। কুশলাকুশলে আত্মানৌ স্বরূপে যস্যাঃ ॥ ২৩ ॥

বৈশ্য বলিলেন, আমি সমাধিনামা বৈশ্য। আমি ধনবানের বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। আমার অসাধু স্ত্রী পুত্র সকল ধনলোভে আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

তাহারা আমার ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে। আমি এক্ষণে পুত্রদারাদিরহিত এই দুরবস্থায় একাকী বনবাসী হইয়াছি। আমি অতি দুঃখী। আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই আমাকে উপেক্ষা করিয়াছে ॥ ২২ ॥

কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্।
কথন্তে কিন্নু সদ্বৃত্তা দুর্ব্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ ॥ ২৪ ॥
রাজোবাচ ॥ ২৫ ॥
যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্ ॥ ২৬ ॥
বৈশ্য উবাচ ॥ ২৭ ॥
এবমেতদ্‌যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ।
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥ ২৮ ॥

কিং স্বিতি। কিমিতি সন্দেহে নু ইতি স্বাগতপ্রশ্নে বিস্ময়ে ইতি বিদ্যাবিনোদঃ। তেষাং পুত্রাদীনাং সাম্প্রতম্ ইদানীং গৃহে ক্ষেমং শুভম্ অক্ষেমম্ অশুভং কিং নু তে মম সুতগণা লক্ষণয়া সুতাদ্যাঃ কথং কীদৃগ্বিধাঃ সদ্বৃত্তাঃ সচ্চরিত্রাঃ কিং নু দুর্ব্বৃত্তাঃ কিং নু। বৃত্তং পদ্যে চরিত্রে চ ইত্যমরঃ ॥ ২৪ ॥

রাজোবাচ বৈশ্যমিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

যৈরিতি। ভবান্ ধনৈর্হেতুভূতৈর্যৈঃ পুত্রদারাদিভিঃ নিরস্তঃ তেষু পুত্রদারাদিষু ভবতো মানসং কিং কিমর্থং স্নেহমনুবধ্নাতি প্রেম করোতি। কীদৃশৈঃ লুব্ধৈঃ অত্র ভবাঁল্লুব্ধৈরিতি লে লশ্চেতি লকারে কৃতে সানুনাসিকত্বম্। তথাচ স্মরন্তি যবলাঃ সানুনাসিকা নিরনুনাসিকাশ্চ ইতি। উৎকলদেশীয়াস্তু নিরনুনাসিকমেব পঠন্তি ॥ ২৬ ॥

আমি এক্ষণে তাহাদিগের মঙ্গলামঙ্গল কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আমি এখন এইখানে রহিয়াছি। সেখানে তাহারা কে কি অবস্থায় আছে, তাহার কিছুই অবগত নহি ॥ ২৩ ॥

সম্প্রতি আমার স্ত্রীপুত্রাদি গৃহে কুশলে আছে বা অকুশলেই আছে, এবং তাহারা ধর্ম্মপথেই অবস্থান করিতেছে বা অধর্ম্মপথেই পদার্পণ করিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥

বৈশ্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, যে সকল পুত্রাদি ধনলোভে তোমাকে এইভাবে দূরীভূত করিয়াছে, তোমার মন কি এখনও তাহাদিগের সহিত স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে? ২৫ ॥ ২৬ ॥

যৈঃ সংত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ॥ ২৯॥
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥ ৩০॥

এবমিতি। ভবান্ অস্মদ্গতং মদ্বিষয়কং যদ্বচঃ যথা যথাবৎ প্রাহ তৎ এবম ঈদৃগেব কিন্তু মম মনো নিষ্ঠুরতাং কার্কশ্যং ন বধ্নাতি ন ভজতে। কিং করোমি মনসোঽনধীনত্বাৎ। তথাচোক্তং—মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনস্তু নান্যস্য বশং সমেতীতি। দেবা ইন্দ্রিয়াণি॥ ২৮॥

তদেব বিবৃণোতি যৈরিতি। যৈর্ধনলুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভিঃ পিতৃস্নেহং পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ স্বামিবন্ধুগতপ্রেমাণং পরিত্যজ্যাহং নিরাকৃতঃ নিঃসারিতঃ তেষ্বেব মে মম মনো হার্দ্দি হার্দ্দং প্রেমা তদস্যাস্তি সপ্রেম ইত্যর্থঃ॥ ২৯॥

কিমেতদিতি। হে মহামতে সকলার্থবিচারচারুচতুর যৎ বিগুণেষু গুণ-রহিতেষ্বপি বন্ধুষু পুত্রাদিষু চিত্তং প্রেমপ্রবণং স্নেহৈকবশম্ এতৎ কিম্ ইত্যহং জানন্ জ্ঞানবানপি ন অভিজানামি তত্ত্বতো নাবধারয়ামি অর্থাৎ ত্বমেবৈতৎ বিচারয়। প্রবণষ্টবর্গান্তঃ॥ ৩০॥

বৈশ্য বলিলেন। আপনি আমার বিষয়ে যাহা বলিতেছেন, আমি প্রকৃতই তদবস্থাপন্ন। আমি কি করিব! তাহারা আমার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিলেও আমার মন তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে চায় না॥ ২৭॥ ২৮॥

পুত্র সকল পিতৃস্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে দূরীভূত করিয়াছে, স্ত্রী আমার প্রতি পতীপ্রেম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আত্মীয় সকলও আমার প্রতি সৌহার্দ্দ বিসর্জ্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাহাদিগের কাহারও প্রতি স্নেহশূন্য হইতে পারিতেছি না॥ ২৯॥

মহামতে! আমি যাহাদিগকে আত্মীয় বিবেচনা করিতাম, তাহারাই আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি আমার মন যে জানিয়াও তাহাদিগের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না কেন, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না॥ ৩০॥

তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসো দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্ ॥ ৩১ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ৩২ ॥
ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ।
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্।
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ ॥ ৩৪ ॥

প্রেমপ্রবণতাং বিবৃণোতি তেষামিতি। তেষাং পুত্রাদীনাং কৃতে নিমিত্তং মে মম নিশ্বাসা দৌর্ম্মনস্যং মনসোঽনবস্থিতত্বঞ্চ জায়তে কচিল্লিঙ্গবিভক্ত্যোরিত্যত্র বচনস্যাপ্যুপলক্ষণত্বাৎ একত্বং ক্রিয়াবৃত্ত্যান্বয়ো বা। যদুক্তং, আবৃত্তিশক্তির্ভিন্নার্থে বাক্যে সকৃদপি শ্রুতেঃ ইতি। কৃতেশব্দোঽব্যয়ং নিমিত্তপর্য্যায়ঃ নিমিত্তনিমিত্তি-সম্বন্ধে ষষ্ঠী। ননু অলমতিবিগুণেষু পুত্রাদিষু বহুতরস্নেহানুবন্ধেনেতি চেত্রা-ত্রাহ যৎ তেষু অপ্রীতিষু প্রীতিরহিতেষ্বপি পুত্রাদিষু মনো নিষ্ঠুরং নির্দ্দয়ং ন ভবতি কিং করোমি নৈতন্ময়া জ্ঞাতমিত্যর্থঃ। মুহুর্মুহুর্ন্যশ্বশিষুঃ করোষ্ণম্ ইতি ভট্টিদর্শনাৎ নিশশ্বাসেতি বিবাটপর্ব্বদর্শনাচ্চ নির্বিসর্গো নিশ্বাসশব্দঃ ॥ ৩১ ॥

তত ইতি। ততঃ হে বিপ্র ক্রৌষ্টকে ততো বৈশ্যবচনান্তরং তৌ রাজ-বৈশ্যৌ সহিতৌ মিলিতৌ সন্তৌ তং মুনিং মেধসং সমুপস্থিতৌ উপপন্নৌ। পৃথক্‌সংখ্যাং সমুদায়সংখ্যাং গৃহীত্বা বচনানি ভবন্তীতি বচনাৎ তাবিত্যত্র দ্বিত্বম্। তৌ কৌ অসৌ সমাধির্বৈশ্যঃ স চ পার্থিবসত্তমঃ নৃপেষু সাধুতমঃ সুরথঃ নাম প্রসিদ্ধৌ ॥ ৩৩ ॥

কৃত্বা ইতি। তৌ বৈশ্যপার্থিবৌ যথান্যায়ং যথাবিধি যথার্হং যথাযোগ্যং

যদিও পুত্রাদির অসদ্ব্যবহারে আমি নিরন্তর সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিতেছি এবং আমার চিত্তের অনবস্থা হইয়াছে, তথাপি সেই প্রীতি-রহিত পুত্রাদির প্রতি কেন যে নিষ্ঠুর আচরণ করিতে পারিতেছি না, তাহা আমি জানি না। কি করিব, আমার মন আমার বশীভূত নহে ॥ ৩১ ॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন। তদনন্তর সেই সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য উভয়ে মেধস মুনির সমীপে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ ॥ ৩৫ ॥

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।

দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা ॥ ৩৬ ॥

মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষপি।

জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ॥ ৩৭ ॥

তেন মুনিনা সহ সংবিদং সংভাষণং কৃত্বা উপবিষ্টৌ সন্তৌ কাশ্চিৎ কথাশ্চক্রতুঃ প্রস্তাবযামাসতুঃ। যদ্বা সংবিদং স্বস্ববিজ্ঞাপনাম্। যদ্বা যথার্হং যথাযোগ্যং তৃণভূম্যাদিষু উপবিষ্টাবিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। সংবিদমিত্যনুস্বারবদেব বকারস্য দন্ত্যত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

রাজোবাচ ইতি। উভয়োরপি প্রষ্টব্যে মুখ্যত্বাদ্রাজ্ঞ উপাদানম্ ॥ ৩৫ ॥

ভগবন্নিতি। হে ভগবন্ সর্ব্বজ্ঞ অহং ত্বাম্ একম্ অর্থং প্রষ্টুমিচ্ছামি তৎ ত্বং প্রষ্টব্যমর্থং বদস্ব সপ্রকাশং বদ। অধ্যেষণাযাং লোট্। তদুক্তং সৎকারপূর্ব্বিকা বিনিযুক্তিরধ্যেষণেতি। বিষ্ণুপুরাণম্—উৎপত্তিং প্রলযঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি। প্রষ্টব্যমাহ সার্দ্ধচতুর্ভিঃ। দুঃখাযেতি। যৎ মে মম স্বচিত্তস্য আযত্ততাং বশীভূততাং বিনা মনসো দুঃখায় দুঃখনিমিত্তং যম্ভবতি এতৎ কিমিতি উত্তরেণান্বযঃ। সংকল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণং মনঃ। বিশেষগ্রহণাত্মকোঽন্তঃকরণবিশেষশ্চিত্তমিতি ভেদঃ। তদুক্তং তৃতীযস্কন্ধে, মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্। চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপযা ইতি ॥ ৩৬ ॥

রাজা ও বৈশ্য উভযে মুনির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবিধি অভিবন্দন করিযা তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন এবং এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

রাজা বলিলেন। ভগবন্! আমি আপনার নিকট একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি। আমার মন যে কি নিমিত্ত আমার অধীনে না থাকিযা এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার উত্তর প্রদান করিলে, চরিতার্থ হইব ॥ ৩৫ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি সকলই বুঝিতেছি, তথাপি আমার মন অজ্ঞের ন্যায় কেন যে রাজ্যের ও প্রকৃতিবর্গের প্রতি মমতা করিতেছে, ইহার কারণ কি? ॥ ৩৬ ॥

অয়ঞ্চ নিরুতঃ পুত্রৈর্দ্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্‌ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সংত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি ॥ ৩৮ ॥
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥ ৩৯ ॥
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥ ৪০ ॥

বিবৃণোতি মমত্বমিতি। মম রাজ্যস্য বাজ্যে রাজকর্ম্মণি স্বপাং স্বিতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী। অখিলেষু বাজ্যাঙ্গেষু স্বাম্যাদিষু মমত্বং স্বকীয়ত্বাভিমানো যদ্ভবতি এতদপি কিং কিমাত্মকম্। নন্ধু বিবেকিনাং মমত্বং ভবত্যেব কিমেতচ্চিত্রমিতি চেত্তত্রাহ—জানতো জ্ঞানবতোঽপি মম যথা অজ্ঞস্য মূর্খস্য তথেত্যর্থঃ। স্বাম্যমাত্যসুহৃৎকোষরাষ্ট্রদুর্গবলানি চেতি সপ্ত রাজ্যাঙ্গানি ॥ ৩৭ ॥

অযমিতি। ন কেবলং মমৈবৈবং কিঞ্চ অযং বৈশ্যোঽপি পুত্রৈর্নিবাকৃতঃ দারৈঃ ভৃত্যৈঃ সেবকাদিভিঃ ভবনীয়ৈরুজ্‌ঝিতঃ ত্যক্তঃ স্বজনেন চ সংত্যক্তঃ তথাপি তেষু পুত্রাদিষু অতি হার্দ্দী অতিস্নেহবান্ ॥ ৩৮ ॥

এবমুক্তপ্রকারেণ এষ বৈশ্যঃ তথা অহং তথাশব্দশ্চার্থে অহঞ্চ দ্বাবপি অত্যন্তদুঃখিতৌ। দুঃখহেতুঃ বিষযে রাজ্যাদিষু মমত্বাকৃষ্টমানসৌ যতঃ মমত্বেনাকৃষ্টং মানসং যযোস্তৌ। নন্ধু বিষয়িণাং বিষযনিবিষ্টং মনো ভবত্যেব কিং চিত্রং তত্রাহ—দৃষ্টদোষেঽপি দৃষ্টোঽনুভূতো দোষশ্চাঞ্চল্যাদি যস্য তাদৃশেঽপি ॥ ৩৯ ॥

তদিতি। হে মহাভাগ হে মহামতে মম অস্য চ জ্ঞানিনোরপি যন্মোহো ভবতি। তদেতৎ কেন হেতুনা অজ্ঞানবিজৃম্ভিতান্তঃকরণবিভ্রমো মোহঃ। তথাচ

এই বৈশ্য স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও স্বজনবর্গ কর্ত্তৃক যদিও পরিত্যক্ত হইযাছে, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি নিজের অত্যন্ত মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না ॥ ৩৮ ॥

আমিও ইহাঁর সদৃশ। বিষযের দোষ জানিয়াও উভয়েই মমতান্ধ হইয়া মনে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

অতএব, মহাশয়, আমরা জ্ঞানী হইলেও কি কারণে আমাদিগের এই মোহ হইতেছে, বলুন ॥ ৪০ ॥

হিন্দু-সুহৃদ।

১ম ভাগ] সন ১৩০০ মাঘ [৪র্থ খণ্ড।

আমার জীবনবৃত্ত।

দেখিলাম, আমি তখন চন্দ্রমণ্ডল হইতে অনন্ত আকাশপথে অবতরণ করিতেছি। তখন আমার স্বরূপ আকাশতুল্য; অনন্ত শূন্যে শব্দগুণে গুণবান। তখন নিরবচ্ছিন্ন শূন্য ও নিরন্তর শব্দ ভিন্ন আর কিছুই অনুভব হইতেছে না। তখন আমার সম্বন্ধে এই বিশ্ব শূন্যময়—শব্দময়। ঐ শব্দ আবার অনাহত সূক্ষ্মনাদ মাত্র। অনন্ত শূন্যে ঘাত প্রতিঘাতের অত্যন্ত অভাব, সুতরাং শব্দের স্থূলতার সম্ভাবনাই নাই। আমি ঐ সূক্ষ্মনাদের সহিত অবিরাম গমনে অবতরণ করিতেছি। ক্রমে আমার অবতরণের আধিক্যের সহিত শব্দেরও আধিক্য অনুভূত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, আমি নিবিড় জীমূতবাহনে মেঘরূপী হইয়াছি। মুহুর্মুহু ক্ষণপ্রভার সহিত গভীর গর্জ্জন করিতেছি। আর সুদূর গগনমণ্ডলে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রনিকর দিগ্‌দিগন্তর আলোকিত করিয়া স্বস্বকক্ষায় পরিভ্রমণ করিতে করিতে বিশ্বপতির বিজয়ঘোষণা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে আমার সে ভাবও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বারিদরাজির সহিত বায়ুভরে বিচলিত হইতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তমাত্রও স্থিরতা নাই। ক্রমে বর্ষধারার সহিত পৃথিবীর সন্নিহিত হইলাম। যতই পৃথিবীর নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, ততই বিচিত্র পার্থিব শোভায় বিমোহিত হইতে লাগিলাম। অবশেষে খনিজ ও উদ্ভিদাদি অতিক্রম পূর্ব্বক প্রাণিশরীরে প্রবেশ করিলাম। এতাবৎকাল আমার মোহ নিদ্রাতেই অপগত হইল। ক্ষণকালের জন্য বুঝিলাম, আবার সংসার কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছি। পুনর্ব্বার জননীগর্ভে আগমন করিয়াছি। হায়! আমি নিতান্ত হতভাগ্য! পুনঃ পুনঃ এই গর্ভযন্ত্রণা—সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যতবারই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, এবার ভূমিষ্ঠ হইয়া এই সংসারের কিছুতেই আসক্ত হইব না; যেখানে যাহা দেখিব

তাহাতেই ভগবানকে চিন্তা করিব, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তুতেই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি অবলোকন করিব, তাহাহইলে আর এ দুর্গতি ভোগ করিব না, আর তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া মায়ামোহে মুগ্ধ হইব না. কিন্তু সে সৌভাগ্য সে সুযোগ ঘটে না, উন্মত্ত হইয়াই সকল ভুলিয়া যাই। কেমন যে মায়ামোহ আসিয়া আবরণ করিয়া ফেলে, কুত্রাপি তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার ভাব তাঁহার করুণা লক্ষ্য করিতে পারি না। অসার অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। তাঁহারও কোন দোষ নাই, তিনি এই বিচিত্র সংসার রচনা করিয়া সর্ব্বত্রই নিজের শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। সকল বস্তুই নিজের ভাবে ভাবিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতই তাহা লক্ষ্য করিতে পারি না, সে চিন্তাকে মনে স্থান প্রদান করিতে পারি না। বাহ্য ভাবে প্রকৃতির বাহ্য আবরণে আবৃত করিয়া ফেলে। এই যে বসন্তের নবীন পল্লবাঙ্কুর, এই যে অলিকুলের মধুর ঝঙ্কার, এই যে নিকুঞ্জ কাননে কলকণ্ঠ কোকিলের মধুর কুহুরব, এই যে শারদীয় সুধাকরের পরিপূর্ণ মণ্ডল, এই সকলে কি তাঁহার সৌন্দর্য্য তাঁহার গুণ প্রকাশ পাইতেছে না! এই যে বিকসিত কমল কাননে সুশোভিত সরোবর, এই যে বিচিত্র গ্রহনক্ষত্রখচিত সুনীল নভস্তল, এই যে জননীর স্তনযুগল, এই যে কারুণিক জনের কোমল চিত্ত, এই সকলে কি তাঁহার মাধুর্য্য পরিব্যক্ত হইতেছে না! এই যে বিবিধ সুগন্ধি মনোহর কুসুমভূষণে বিভূষিত কানন সকল, এই যে সুগন্ধি সুশীতল মৃদুমন্দ সমীরণ, এই যে বিহঙ্গকুলের মধুরাস্ফুট সুমধুর সঙ্গীত, এই সকলে কি সেই ভগবানের কমনীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে না! এই যে নবমেঘ শব্দে আনন্দিত শিখিকুলের রমণীয় নৃত্য, এই যে নববর্ষাগমে মণ্ডূককুলের কোলাহল, এই যে গভীর নিশীথে বিপুল ঝিল্লীরব, ইহাতে কি তাঁহারই অভিনব ভাব উদ্বোধিত হইতেছে না! এই যে অরুণোদয়ে উষাসুন্দরীর সিন্দূর সদৃশ আরক্ত বর্ণে বিচ্ছুরিত অন্তরীক্ষ, এই যে সন্ধ্যারাগে সুরঞ্জিত গগনমণ্ডল, ইহারা কি ভগবানের প্রেমাভিরাম মধুর লাবণ্য বিস্তার করিতেছে না! এই হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রের মরকত মণির তুল্য অপূর্ব্ব শোভা, ইহা কি তাঁহারই অপূর্ব্ব রূপগৌরব বর্দ্ধন করিতেছে না! এই যে কুক্কুর—শৃগাল—পেচকাদির কর্কশরবে আরাবিত শবধূমধূম্র ভীষণ শ্মশানভূমি, এই যে হিংস্রশ্বাপদ সমূহের ঘোর নাদে নিনাদিত গিরিকন্দর, ইহারাও কি তাঁহার কাল মূর্ত্তির বিভীষিকা প্রদান করিতেছে না! এই যে গভীর জলদনির্ঘোষ, এই যে ভীষণ

অশনি নিঃস্বন, এই যে তাঁহার দুস্তর সাগরের গভীর গর্জ্জন, এই যে আকাশ প্রতিবিম্বে বিম্বিত স্বচ্ছজলাশয়, এই যে পবিত্র তীর্থ, তপোবন ও সরিৎসাগর, এই যে ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন জনপদ এই সকলও কি তাঁহারই স্মারক নয়! এই যে অঙ্গনে মানবশিশুর, গোষ্ঠে গোবৎসের জলে জলজন্তুর ক্রীড়া, এই সকলও কি তাঁহার লীলা প্রচার করিতেছে না! এই যে স্তন্যপায়ী শিশুর স্তনপান, মধুকরের মকরন্দ পান, দয়ালুর দান ও ভক্তের গান ইহাতেও কি তাঁহারই দয়ার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না! সর্ব্বভূত-তর্পণ-দীক্ষিতা, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ও গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজিতা পতিব্রতা নারী, তাহাতেও কি তাঁহারই সত্ত্বমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইতেছে না! এই যে আকরে মণির কিরণ ও মেঘান্ধকার, অমানিশায় খদ্যোতের জ্যোতিঃ ইহাতেও কি তাঁহার লাবণ্য প্রস্ফুটিত হইতেছে না! এই যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ, এই যে স্থূল সূক্ষ্ম জীবশ্রেণী ইহাতেও কি তাঁহারই অনুপ্রবেশ সূচিত হইতেছে না! চরাচরে দূরে সমীপে সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে পৃষ্ঠে সর্ব্বত্রই তাঁহার স্ফূর্ত্তি হইতেছে, কিন্তু একবার ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র আর তাহার কিছুই মনে থাকে না। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতেই আমি জননী গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলাম। নিজ কর্ম্মদোষে জননী জঠরে প্রবিষ্ট হইয়াও যেরূপ দুঃখভোগ করিতেছিলাম, ভূমিষ্ঠ হইয়াও তদ্রূপেই দুঃখভোগ করিতে লাগিলাম। সেখানেও মল মূত্র দিপূর্ণ গর্ভমধ্যে অবস্থিত হইয়া বিবিধ যাতনা ভোগ করিতেছিলাম, এখানেও তদ্রূপই করিতে লাগিলাম। অবস্থার পরিবর্ত্তনে কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করিলাম না। অধিকন্তু দংশমশকাদির পীড়নে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় অধিকতর আকুলতা অনুভব করিতে লাগিলাম। যে সকল যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম, সে সকল হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় তখন আমার আয়ত্তাধীন নহে। ক্রন্দনই একমাত্র বল। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া জনকজননীর দয়ার উপর নির্ভর করিয়া কত দিনযামিনীই যাপন করিলাম। ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল সবল হইতে লাগিল। কিন্তু পরাধীনতা ঘুচিল না। নানা রোগাদি উপদ্রবে উপদ্রুত হইতে লাগিলাম। কোন ক্ষমতাই নাই, অথচ আত্মনির্ভরতাও গেল না। আত্মত্রাণে অসমর্থ, সকল বিষয়েই পরাধীন, কিন্তু অহঙ্কারে মুহূর্ত্তের জন্যও বিরত নহি। আত্মবিস্মৃতির নামগন্ধও নাই, বিপদ পদে পদে, কিন্তু যাঁহার স্মরণে সকল বিপদ বারণ হইবে, তাঁহাতে অত্যন্ত বিস্মৃতি প্রাপ্ত করিয়াছি। এই ভাবে কৌমারকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। [illegible]

জীবনের কতক অংশ চলিয়া গেল। মনে করিলাম, বড়ই ভাল হইল। ক্রীড়ার সামর্থ্য লাভ করিলাম। বাল্যক্রীড়ার বিরাম নাই। ক্ষণদণ্ড করিয়া যতই মূল্যবান্ সময় অজ্ঞাতসারে চলিযা যাইতে লাগিল, অভিলষিত ক্ষণদণ্ডাদির আগমনে উহাদেব অপব্যয়ে ততই সুখানুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে অনাচারে অবিচাবে পৌগণ্ডকালও অতিবাহন করিলাম। কিছু জ্ঞান জন্মিল। গুরুজনের শিক্ষারফলে ভবিষ্যদৃষ্টি জন্মিল। সংসারকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমাকে তদবস্থাপন্ন জানিয়া জনকজননীব মনে কিঞ্চিৎ ক্লেশ ও যে না হইল, এরূপ ও নহে; কিন্তু অপরাপর বিষযী লোকেব ন্যায তাঁহারা বিষযে অত্যাসক্ত ছিলেন না বলিয়া, বিশেষ ব্যথা পাইলেন না। যদিও সময়ে সময়ে আমাকে বিষয়ে মনঃসংযোগ কবিতে উপদেশ দিতেন বটে, কিন্তু সেটি যে তাঁহাদিগেব আন্তবিক অভিপ্রায়, এরূপ বোধ হইত না। কাবণ, তাঁহাবা আমাকে বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবাব জন্য বিশেষ চেষ্টা কবিলেন না। এক আধ বার চেষ্টা কবিযাও আমাকে তদ্বিষযে নিতান্ত অনিচ্ছুক জানিযা সে চেষ্টায একপ্রকার ক্ষান্তই হইযাছিলেন। আমি দেখিলাম, লোক সকল যৌবনে বিষযবিষধর দংশনে জর্জরিত হইয়া জ্ঞান হাবাইতেছে। যাঁহাতে মমতা স্থাপন কবিলে, সদ্‌গতি লাভ হইবে, তাঁহাকে বিস্মৃত হইযা পুত্র কলত্রাদি বিষয়েই অভিনিবিষ্ট হইতেছে। আত্মীয স্বজনের ভরণপোষণে দিবারজনী যাপন করিতেছে। ভোগলুব্ধ হইয়া অমূল্য জীবন বৃথা ক্ষয কবিতেছে। অনিত্য তুচ্ছ বিষয়-কামনার অপরিপূবণে দিন দিন বোগে শোকে অভিভূত ও জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে। কেহই স্বপ্নেও ভবিষ্যতেব চিন্তা করে না। যাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, তাহার ত কথাই নাই, যাহার তাহা আছে, সেও বিষয়ান্ধ হইয়া শেষের চিন্তাকে সুদূর ভবিষ্যতের গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কালযাপন করিতেছে। কোন ব্যক্তিই ভ্রমেও ভগবানকে হৃদয়ে স্থান দান করিতে প্রস্তুত নহে। প্রায় সকলেই পবিশেষে জবাজীর্ণ অসহায় অবস্থায় আত্মহারা হইতেছে। অজ্ঞান অবস্থায মৃত্যুমুখে পতিত হইযা পুনঃ পুনঃ দুরন্ত সংসারে গতায়াত করিতেছে। যিনি সামর্থ্য সত্ত্বেও মুক্তির জন্য চেষ্টা করিলেন না, তাঁহার মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়! যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে জ্ঞানের অনুশীলনে মুক্তিলাভ হইবে, সে কর্ম্ম বা সে জ্ঞান প্রায়ই কাহারও অভ্যস্ত হয় না। অতএব প্রায় সকলকেই অবশভাবে বারংবার নিদারুণ

সংসারক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে। যে আচার যে তত্ত্বজ্ঞান যে ভজনসাধন হইতে দুঃখহানির সহিত সুখলাভ হইবে সেই আচার অনুষ্ঠানাদিতে কাহা ৯২ রতি পরিদৃষ্ট হয় না। এই সকল কারণেই সংসার দুঃখের আগার হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমি সেই মাযাপুরীব সর্ব্বত্র পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমার চিত্তেব স্থিরতা নাই। লক্ষ্যের স্থিরতা নাই, কর্ত্তব্য ও স্থিব হয নাই। কেবল মাযাপুরীব অধিবাসিগণের—প্রতিবেশিমণ্ডলের ভাবগতিক দেখিযা সংসারবিরক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। সংসারের কিছুই ভাল লাগিতেছে না। উন্মত্তেব ন্যায় কেবলই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। যখন যাহা সম্মুখে পডিতেছে, দেখিতেছি কিন্তু স্থিরচিত্তে কাহার অভ্যন্তরে কি আছে, তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতেছি না। আমাকে দেখিযা সকলেই বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়াই স্থিব করিতে লাগিল। কেহ বা আমার সেই অসাধাবণ ভাবান্তর সন্দর্শনে আত্মগৌরবে মদীয় অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। আবাব কেহ কেহ বা আমাকে অপদার্থ ভাবিয়া অশোচ্য বুদ্ধিতে উপেক্ষাই করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য আমি মধ্যে মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিব উপহাসেব ও বিষয় হইতে লাগিলাম। সেই ভাবেই অনেক দিন কাটিযা গেল।

একদিন শূন্য হৃদযে পথিমধ্যে ভ্রমণ কবিতেছি, আমার কতিপয প্রতিবেশী সম্মুখীন হইযা আমাকে তাঁহাদিগেব অনুগমনে ইঙ্গিত কবিলেন। তাঁহারা কথায় বার্ত্তায এরূপ ভাবও প্রকাশ কবিলেন যে, আমি তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলে, তাঁহারা আমার সেই উপস্থিত রোগেব ও প্রতীকারের জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন। এবং তাঁহাদিগেব আন্তবিক বিশ্বাস এই যে, আমি তাহাতেই আবাগ্য লাভ কবিতে পারিব। আমি তখন প্রকৃতই আত্মহারা হইয়াছি ; নিজের অবস্থাব কিছুই অবগত নহি, সুতরাং প্রতিবেশিবর্গেব ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় হইয়া পড়িলাম। তাঁহাদিগের মতেই অনুমোদন করিলাম। আমি নিজ ইচ্ছাতেই ঐরূপ করিলাম, কি কোন অন্যের শক্তি আমাকে তাদৃশ আবরণে বাধ্য কবিল, তাহা স্থির কবিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি যে সরলভাবেই তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলাম, ইহা স্থির। অনুবর্ত্তনের পর জানিতে পারিলাম, আমি যাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতেছি, তাঁহারা ধর্ম্মপরিকর। ধর্ম্মই তাঁহাদিগের জীবিকা। যাহাই হউক, তাঁহা-

দিগের সঙ্গের গুণে আমার একটি মহান্ লাভ হইল যে, এতাবৎকাল হৃদয়ে যে একটি শূন্যতা অনুভব করিতেছিলাম, তাহা ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইল। বিবিধ অভাব আসিয়া আমার হৃদয়ের ঐ শূন্য স্থান অধিকার করিয়া বসিল। অর্থের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলাম। দেখিলাম, অর্থ ভিন্ন কোন ধর্ম্মই সুরক্ষিত ও সংসাধিত হইতে পারে না। অর্থ ব্যতিরেকে যখন দেহযাত্রাই নির্ব্বাহ হয় না, তখন তদভাবে কোন ধর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কি গুরুসেবা, কি দেবসেবা, কি অথিতিসেবা, অর্থাভাবে ইহাদের একটিও সংসাধিত হইতে পারেনা। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অর্থের উপার্জ্জনে চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিল। শারীরিক চেষ্টায় যে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম, তাহাতে মনের ক্ষোভ নিবারণ হইলনা। সুতরাং তখন দৈবের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়া পড়িলাম। অনন্য মনে কামাখ্যা দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হইলাম। অর্থের বিনিময়েই ধর্ম্ম পাওয়া যায় এই ধারণায় উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা দেবীর পূজা করিতে লাগিলাম এবং সকল সময়েই আহারে বিহারে শয়নে জাগরণে সকল অবস্থাতেই দেবীর নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতে থাকিলাম। দেবী কিন্তু আমাকে আমার অভিলষিত অর্থ প্রদান করিলেন না।

একদা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে দেখিলাম, দেবী আমার পূজায় প্রসন্ন হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত ও অপর এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব তেজোময় অথচ পরম রমণীয় শ্রীবিগ্রহের সহিত সমাগমন পূর্ব্বক বলিতেছেন, "বৎস! আমি তোমার পূজায় প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার অভীষ্টসাধক অর্থ গ্রহণ কর। প্রতিদিন যথানিয়মে এই মন্ত্রটি জপ ও এই জগদীশ্বরের শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করিতে থাক, অচিরেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তুমি যখন যে সঙ্কল্প করিয়া এই মন্ত্রটি জপ করিবে, তখনই তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু সাবধান, কখনই এই মন্ত্রটি জপ করিতে বিস্মৃত হইবে না। এইরূপ আদেশ করিয়াই দেবী পূর্ব্বোক্ত জগদীশ্বরের ও মহাদেবের সহিত অন্তর্হিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ আমার ও নিদ্রাভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিলাম, আর দেবীকে দেখিতে পাইলাম না। মন যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশানুভব করিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যখনই দেবীর আদেশ স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল, এবং তদীয় গৌরব স্মরণ করিয়া মন্ত্রটি জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখনই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল। বুঝিলাম, দেবী যথার্থই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিষ্টসিদ্ধির উপায়

বলিয়া দিয়াছেন। তদবধি দেবী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রটি প্রতিদিন অনন্য মনে জপ করিতে লাগিলাম। অল্পকালের মধ্যেই প্রবল ধনাকাঙ্খার নিবৃত্তি হইল। আমার সেই অপূর্ব্ব ভাবান্তর দর্শনে বিরক্ত হইয়া ধর্ম্মপরিকর সকল আমাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ভ্রমণপরায়ণ হইলাম। ক্রমশঃ

নাহঙ্কারাৎ সমোরিপুঃ।

সন ১২৮৭, ২২ পৌষ বেলা আন্দাজ ৫টা। চীনাবাজারের রাস্তা। আকাশমেঘাচ্ছন্ন; বৃষ্টি আগত প্রায়। শীতকাল, সূর্য্য সমস্ত দিন প্রকাশ হয় নাই, বায়ু শীতল, তাহাতে বৃষ্টির আশঙ্কা। এই সময়ে বিস্তর লোক রাস্তা দিয়া যাইতেছে, যাহাদের ছাতা আছে, তাহারা একমত নির্ভাবনায় যাইতেছে, যাহাদের ছাতা নাই তাহারা পুনঃ পুনঃ আকাশের প্রতি চাহিতেছে। এমত সময়ে একটী সাহেবও যাইতেছে। দোকানদারের ছোকরারা সাহেব দেখিয়া কেহ বলিতেছে "Good sokes Sir; only see here কেহ বলিতেছে "Go d Cashmera, good Flannels, very cheap," "Ready pantalon eady come, come, see." সাহেব ভ্রুক্ষেপ করিতেছে না, এমন সময়ে একজন অতি সুশ্রী অল্প বয়স্ক যুবা সাহেবকে বলিবে বলিয়া যাইতেছিল, সাহেব অতি অল্প ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল। যুবকটী কৃশ, সেই অল্প ধাক্কা তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তি ক্কা খাইয়া ছল ছল নয়নে, নতবদনে একটী Lamp post আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সুশ্রী ম্লান মুখমণ্ডল যেন তাহার পূর্ব্বের সুখের দশা এবং বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার পরিচয় দিতে লাগিল। তিনি যেন কোন বিপাকে এই উপস্থিত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাও প্রকাশ করিতে লাগিল। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার নিকটে যাইয়া নম্র ও দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি অধিক আঘাত পেয়েছেন?" তিনি ছল ছল নয়নে বলিলেন—"আজ্ঞে না মহাশয় অধিক লাগে নাই।" তিনি এই বলিয়া অপেক্ষাকৃত নতবদনে রহিলেন। আমি বলিলাম, "আপনার রূপ, প্রকৃতি ও বুদ্ধিমান মুখশ্রী দেখে আমার বোধ হচ্চে যে আপনি কোন বিপাক বশতঃ এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।" আমার কথায় তিনি নয়ন-

বারি সংবরণ করিতে না পারিয়া গদ গদ স্বরে বলিলেন আপনি যাহা অনু-মান করিয়াছেন তাহা সত্য। আমি বিশেষ ধনবান ব্যক্তির পুত্র ছিলাম, এক্ষণে আমার যে দশা হইয়াছে তাহা আপনি দেখিতে পাইতেছেন। আজ দুর্দ্দিন, অতি অসুখকর; অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কল্য আসেন তাহাহইলে আমি আপনাকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিব।" পর দিন আমি তাঁহার নিকট যাইলে তিনি আমাকে অন্তরালে লইয়া গিযা নিজ বৃত্তান্ত বলিলেন।

"আট বৎসর অতীত হইল আমার পিতার মৃত্যু হইযাছে। এই আট দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাব পিতা বাখরগঞ্জ দেশের একজন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। আমার পিতার কেবল জমিদারির আয় বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ছিল। তিনি এই বিষয়েব একমাত্র স্বামী ছিলেন এবং আমি তাঁহার একমাত্র দুর্ভাগা পুত্র। আমি যে অসীম সুখ স্বচ্ছন্দে লালিত হইযাছিলাম একথা বলা বাহুল্য। আমাব পিতার অনেক সদ্‌গুণ ছিল, কিন্তু একটী মাত্র দোষের জন্য তিনি এই সমস্ত বিষয় হারাইয়া অতি কষ্টে প্রাণ ত্যাগ করেন। পুত্র হইয়া পিতার দোষের উল্লেখ করা অন্যায়—কিন্তু যেহেতু আমাদিগেব দুঃখেব কারণ ঐ দোষ হইতে পৃথক করা যায় না, আমি এইজন্য বলিতেছি যে তাঁহার অনেক সদ্‌গুণ সত্বেও তিনি অহঙ্কার হইতে মুক্তি লাভ কবিতে পারেন নাই। f অন্য লোকের মত অপরাধ সহ্য কবিতে পারিতেন, কিন্তু—যদি কোন জন কথা বা কার্য্যেব দ্বারা তাঁহাকে কোন রূপ অ'মান করিত তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার থাকিত না। একমাস দুইমা .বৎসর, দুইবৎসর, যতদিনে না তাঁহার সমুচিত শাস্তি হইত ততদিন আমার পিতা ক্ষান্ত হইতেন না। দেশের উন্নতির জন্য বা অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত কেহ তাঁহাব নিকট চাঁদা চাহিতে গেলে তিনি প্রথমে কখনই সহি করিতেন না,—তাহার কারণ পাছে অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহা অপেক্ষা বেশী টাকা সহি করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করে। লোকে তাঁহার এই দুর্ব্বলতা জানিত, এবং তাঁহাকে বড় বলিয়া বিস্তর টাকা অন্যায় করিয়া লইত। তিনি বুঝিতেন, কিন্তু এই দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারিতেন না। অযথা প্রশংসাবাদিকে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতেন, যে এরূপ প্রশংসা তাঁহাতে সম্ভবে না, কিন্তু তাহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট না হইয়াও থাকিতে পারিতেন না। যাহাহউক, তাঁহার বাৎসরিক আয় খরচ খরচা বাদ প্রায় লক্ষ টাকা থাকিত। তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি অপর কোন দোষ ছিল

না। তিনি লোকদিগকে খাওয়াইতেন ও বিশেষ যত্ন করিতেন। গরীব-দিগকে অন্ন-বস্ত্র-দান করিতেন। পূজাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতেন—তাঁহার এই রূপ অনেক সদ্‌গুণ ছিল।

একদা একটী শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি পাঁচখানি গ্রামান্তরে গিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে রূপার গাড়ু, উত্তম পাল্‌কি, তিনজন চাকর প্রভৃতি আসবাব সমস্ত গিযাছে। শ্রাদ্ধ বাটীতে মহাসভা হইয়াছে—ভাটেরা বড় বড় লোকের কুলাদি—পযারাদি ছন্দে কহিতেছে আমার পিতার পক্ষে, বলা বাহুল্য, অনেক গুলি ভাট আছে; কেননা তাহারা জানিত তাঁহার ন্যায় দানী আর তৎসময়ে কেহ ছিল না। এক্ষণে কথা উঠিল কাহার গলে প্রথমে মালা দেওযা উচিত। দুঃখী ও মধ্যবর্ত্তীই লোকেরা আমার পিতার গলে মাল্য দান সম্বন্ধে একমত হইল; কিন্তু জমিদার ও বড় মানুষেরা আর একজন জমিদারের পক্ষ হইল। বেলা দুই প্রহর অতীত তথাপি মিমাংসা হইল না—পরে বড় মানুষের কথা রহিল মালা অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া হইল। আমার পিতা শ্রাদ্ধ সভা হইতে উঠিযা আসিলেন—সেখানে আর জলগ্রহণ করিলেন না। বাটী আসিয়া ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যাঁহার গলায় মালা দেওযা হইযাছে অথবা যাঁহার কর্তৃক তিনি অপমানিত হইয়াছেন-তাঁহাকে এককালে নষ্ট s, r্বন।

তিনি এইরূপে প্রতিজ্ঞা রুঢ় হইযা পরস্পর বিরোধের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। উভযের জমিদারির একটী সীমান্তজমি লইয়া বিরোধ ও মোকর্দ্দমার সূত্রপাত হইল। মোকদ্দমা ক্রমে নি ধ লাগিল—উকিল মোক্তারেরা যথেষ্ট টাকা খাইতে লাগিল। আমার পিতা অন্যায় মোক-র্দ্দমা করিতেছিলেন বলিয়া অপর জমিদারেরা তাঁহার পক্ষ হইল না। এই রূপে আট বৎসর কাল মোকর্দ্দমা চলিল। বড় বড় বিষয় বিক্রীত হইল। সোনা রূপার জিনিস পত্র সমস্ত বিক্রীত হইল। পরিশেষে তাঁহারই হার হইল। আমার মাতার গহনা সমস্ত গেল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পিতার মৃত্যুও হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা পথে বসিলাম—কেননা আমা-দের ভদ্রাসন বাটী ক্রোক হইল। আমার স্ত্রীর গহনা ছিল সেই গুলি মাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতায় আসিলাম। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া সমস্তই খুলিয়া দিলেন অবস্থা বৈগুণ্য আমাকে প্রায় এ সমস্ত বিক্রয় করাইল। উহাতে চারি হাজার টাকা পাইলাম—তন্মধ্যে দুই হাজার

টাকায় একটী বাড়ী কিনিয়া চারিবৎসর কাল স্কুলে পড়িলাম—কেননা তখন আমার বয়স অল্প ছিল। ক্রমে পুঁজি পাঁচ সাত শত টাকা মাত্র রহিল উহা আর খরচ করা অকর্ত্তব্য বোধে এই দোকানে উহা জমা দিয়া এখানে চাকরি করিতেছি। স্থদ হিঃ দশটাকা আর মাহিনা পনেরো এই পঁচিশ টাকা মাসে উপার্জ্জন করিয়া কোন মতে চালাইতেছি।”

আমি যুবাকে নানাবিধ আশ্বাস ও উপদেশ দিয়া চলিয়া আসিলাম। গত বৎসর তাঁহার সহিত সায়ংকালে হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আমাকে বাটী লইয়া তাঁহার উপস্থিত ভাল অবস্থার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন পূর্ব্বের দোকানে আসিয়া একটী উচ্চ পদস্থ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়,—পরে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব—বিবরণ শুনিয়া কয়েকটী Contract এর কার্য্য দেন, ক্রমে তিনি দুই বৎসর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

পরলোক।

ইহ লোকের ন্যায় পরলোকবাসী জীবগণও শরীর ধারী। তবে ঐ সকল উৎকৃষ্ট জীবের শরীর পার্থিব শরীরের সদৃশ স্থূল শরীর নহে। কি অন্তরীক্ষ-লোকবাসী কি স্বর্গাদি তদপেক্ষা ঊর্দ্ধতন লোকবাসী জীব সমূহের শরীর অতি সূক্ষ্ম। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের ঐ শরীর রক্ষার জন্য আমাদিগের ন্যায় অন্ন-পানীয়াদির অপেক্ষা নাই। যে সকল কারণ বশতঃ অন্ন বা পানীয় ভিন্ন আমাদিগের শরীর রক্ষা হয় না, লোকান্তরে সেই সকল কারণের অসদ্ভাব প্রযুক্ত পারলৌকিক জীবের অন্ন বা পানীয়ের প্রয়োজনই হয় না। স্থূল শরীর হ্রাস-বৃদ্ধি-জন্ম-মরণাদি ষড়্‌ভাববিকারবিশিষ্ট উহা সবিকার বলিয়াই প্রতি-নিয়তই ক্ষয়বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং উক্ত ক্ষয়ের পরিপূরণার্থ—দেহের যথোচিত পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত অন্ন বা পানীয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তবে এরূপ কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, যে গুলি যথাযথ পরিপালিত হইলে, ঐ সকল বিকার সত্বর ঘটিতে পারে না। এবং সুদীর্ঘকালেও যে সকল অবশ্যম্ভাবী বিকার সঙ্ঘটিত হয়, তাহার নিবারণার্থ একমাত্র প্রাণবায়ুই যথেষ্ট। কেবল প্রাণবায়ুর সাহায্যেই জীবের জীবন পরিরক্ষিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত সর্পাদি কোন কোন প্রাণী অন্নাদি গ্রহণ না করিয়াও বহুকাল জীবিত থাকিতে পারে। ঐ নিয়ম মনুষ্যের পক্ষেও প্রযোজিত হইতে না

পারে এমন নয়। অনেকানেক প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীকে অন্নপানীয়াদি গ্রহণ না করিয়াও সুদীর্ঘকাল সুস্থশরীরে জীবন ধারণ করিতে শুনা যায়। যোগীর কথা দূরে থাকুক, দীর্ঘকাল নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থিত অনেকানেক সাধারণ মনুষ্যকেও অন্নপানীয়াদি গ্রহণ ব্যতিরেকেই অনেকদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। অতএব এই মনুষ্যই যখন অনাহারে স্বচ্ছন্দ শরীরে জীবন ধারণ করিতে পারে, তখন লোকলোকান্তরে অন্নপানীয়াদি প্রয়োজন শূন্য জীবের জীবন ধারণের অসম্ভাবনা কি! তবে ঐ সকল লোকে প্রাণের ক্রিয়া যে অবশ্য স্বীকার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ, এই অন্নময় লোকের পরই প্রাণময় লোকের অস্তিত্ব। যাঁহারা প্রাণময় লোকও অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আর প্রাণ ক্রিয়া সম্ভবে না। মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই তিনটি লোকই তাদৃশলোক বলিয়া গণ্য।

এই পৃথিবী অন্নময় স্থান। পার্থিব জীবন, অন্নমুখাপেক্ষী। অন্ন ব্যতিরেকে পার্থিব জীবন থাকে না। ঐ অন্নও জীবের সুসাধ্য নহে, পরন্তু অতীব কষ্ট-সাধ্য। কষ্টসাধ্য ও একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই এই পৃথিবীস্থ জীব সকল, বিশেষত মানব সকল অন্নের জন্য প্রভূত অন্যায় ও অত্যাচারের বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। প্রাণময় লোকে অন্নের অপেক্ষা নাই, সুতরাং ঐ স্থানে এখানকার ন্যায় অন্যায় অত্যাচারের ও সম্ভাবনা নাই। ঐ সকলের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই অন্নময় মর্ত্ত্যলোক কর্ম্মস্থান আর প্রাণময় অমরলোক ভোগস্থান। ইহলোকে জীব সকল যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, অমরলোকে তিনি সেই রূপ ফলভোগ করিয়া থাকেন। এখানে অন্নের নিমিত্ত পরিশ্রম আছে, সুতরাং তদনুসঙ্গী ক্লান্তি ও স্বপ্নাদিও আছে, স্বর্গে সে সকলের কিছুই নাই। দেবতা সকল সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকেন। এই নিমিত্তই দেবতা সকল অনিমিষ নামে অভিহিত হয়েন।

স্বর্গে দিবারাত্রি আছে। এখানে যেমন দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন আসিয়া থাকে, স্বর্গেও তদ্রূপ পর্য্যায়ক্রমে দিন এবং রাত্রির আগমন হয়। কিন্তু স্বর্গের দিন বা রাত্রি, এখানকার ন্যায় অল্পকালস্থায়ী নহে। অন্তরীক্ষে বা পিতৃলোকে দিবসের বা রাত্রির পরিমাণ আমাদিগের দিবস বা রাত্রির পরিমাণ অপেক্ষা পঞ্চদশ গুণ অধিক। আমাদিগের শুক্লপক্ষ পিতৃ-লোকের দিবস এবং কৃষ্ণপক্ষ ঐ লোকের রাত্রি। চন্দ্রলোকই পিতৃলোক। অতএব চন্দ্রলোক হইতে সূর্য্য যেরূপ লক্ষিত হয়েন, তদনুসারেই পিতৃলোকের দিবারাত্রির বিভাগ হইয়া থাকে। চন্দ্রলোক হইতে পক্ষপরিমিতকাল সূর্য্য

পরিদৃষ্ট হইয়া পিতৃলোকের দিবস এবং তৎপরিমিত কাল অদৃশ্য হইয়া উক্ত-লোকের রাত্রি বিধান করিয়া থাকেন। ঐরূপ দেবলোক বা স্বর্গলোকের দিন পরিমাণ দক্ষিণায়ন ছয় মাস এবং রাত্রির পরিমাণ উত্তরায়ণ ছয় মাস। তদপেক্ষা উর্দ্ধতন লোকে দিবারাত্রির পরিমাণ যথাক্রমে আরও অধিক জানিতে হইবে। ফলতঃ সূর্য্যের দর্শন ও অদর্শন অনুসারেই ঐরূপ দিবারাত্রি পরিমিত ও বিভক্ত হইয়া থাকে। আবার যে সকল লোক পরিদৃশ্যমান সৌরজগতের অতীত, তাহাদিগের দিবারাত্রিও অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক।

তারপর ঐ সকল লোকের ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের কথা। দেবলোকে স্থূল শরীরের অভাব বশত স্থূল ইন্দ্রিয় সকল না থাকিলেও মনের অস্তিত্ব প্রযুক্ত মানবীয় ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তবে যোগিগণের ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি সকল যেরূপ স্থূল বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, দেব-গণের ও তদ্রূপ স্থূলের একান্ত অভাব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিনিচয়ের পূর্ণতা অবশ্য স্বীকার্য্য। যোগিগণের তাদৃশত্বের প্রত্যক্ষ যাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই, তিনিও কেবল যুক্তি বলে তর্ক দ্বারা তাহা স্থির করিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারেন। অনেকানেক নিকৃষ্ট জীবে অনেকানেক বৃত্তির মনুষ্যের বৃত্তির অপেক্ষা প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। কোন জীবের দর্শন শক্তি অধিক, কোন জীবের ঘ্রাণশক্তি অধিক। এইরূপ এক একটি নিকৃষ্ট জীবের এক একটি শক্তি এত অধিক যে, তাহা শুনিলেও বিস্মিত হইতে হয়। মনুষ্য যখন ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির ক্রমবিকাশ-নিয়মের অধীনে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাতেও ঐ সকল বৃত্তি প্রত্যক্ষভাবে পরিদৃষ্ট না হইলেও উহাদের আবৃতভাবে অবস্থিতি অবশ্য স্বীকার্য্য। এবং সময়ে সময়ে ঐ সকলের কিছু না কিছু আভাস না পাওয়া যায়, এমনও নহে। এই প্রকারে সাধারণ মনুষ্যেই যখন সকল বৃত্তিরই স্ফূর্ত্তি অনুভূত হইতেছে, তখন যোগী ব্যক্তিতে তাহার অসম্ভাবনা কি! আবার যোগী মনুষ্যে যদি ঐ সকল বৃত্তির অসম্ভাবনা না রহিল, তবে যোগীর প্রাপ্য গন্তব্য স্বর্গাদি লোকে যে তাদৃশত্ব না থাকিবে, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। অতএব দেবলোকে দেবগণ যে সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তিসমন্বিত, তাহা অভ্রান্ত। দেবতাগণ চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পান, কর্ণ না থাকিলেও শুনিতে পান, নাসিকা না থাকিলেও গন্ধ গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদিগের প্রাকৃত স্থূল ইন্দ্রিয় নিষিদ্ধ হইলেও তত্তদ্বৃত্তির নিষেধ নাই।

দেবলোকে স্ত্রীপুরুষ বিভাগ শ্রবণ করা যায়। ঐ স্থানে ঐরূপ বিভাগের অস্তিত্বের অনুমানও অযৌক্তিক নহে। ইহলোকে পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি সকলের মধ্যেও স্ত্রীস্বভাব বা পুরুষস্বভাব সর্ব্বত্র পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না। যায় না বলিযাই উক্ত অনুমানেব যৌক্তিকতা স্বীকার্য্য হইয়া থাকে। তবে দেবলোকেব প্রণয যে পার্থিব প্রণযেব ন্যায় স্থূল নহে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। দেবলোকে স্থূল দেহ নাই, অতএব তথায় স্থূল দেহ সম্বন্ধী প্রণয়ও নাই। দেবলোকেব প্রণয অপেক্ষাকৃত পবিত্র। কিন্তু স্বর্গ অপেক্ষা উচ্চতর দেবলোকে স্ত্রীপুরুষ ভেদ সম্ভব হয না। যাঁহারা ইহলোকেই ঐ অভিমান পরিত্যাগ কবিতে সমর্থ হযেন, তাঁহাবা অবশ্যই এমন লোকে গমন কবিবেন, যেখানে ঐহিক স্ত্রীপুরুষভাব থাকিতে পাবে না। তবে সেখানে জীবমাত্রই শক্তিস্বরূপ। সেখানে শক্তিমান্ পুরুষ একের অধিক নাই। থাকিলেও তাঁহাদিগের ভেদ দৃষ্টির অভাব আছে, ইহা স্থির। কারণ, তত্তল্লোকের পুরুষভাব পরমপুরুষের কোটিগত। সেখানে শক্তি স্বরূপ জীবমাত্রই শক্তিমৎ পুরুষকে পতিভাবে দর্শন কবিযা তাঁহার সহিত সঙ্গ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করেন।

শরীবধাবী মাত্রই মৃত্যুর অধীন। দেবতাবাও শরীবধাবী, অতএব মৃত্যুর অধীন। আত্মাব মৃত্যু নাই, সুতরাং দেবতাবা মৃত্যুর পর অবশ্যই দেহান্তর অবস্থান্তর লাভ করেন। তবে তাঁহাদিগের উক্ত অবস্থান্তব উন্নতির জন্য। তাঁহারা তাদৃশ জন্মে উত্তরোত্তব উন্নতিই লাভ করিতে থাকেন। অবশেষে প্রকৃতি সম্বন্ধ শূন্য হইযা অপ্রাকৃত দেহ লাভ কবেন। ঐ অপ্রাকৃত দেহ কালের অনধীন বলিয়া মৃত্যুরও অনধীন। সুতবাং ঐ অবস্থাই জীবের প্রকৃত অমরত্ব। ক্রমশঃ

ভক্তিসূত্রম্।

অমৃত স্বরূপা চ ॥ ৩ ॥

ঐ ভগবৎ প্রেমরূপা ভক্তি অমৃতস্বরূপা। অমৃতস্বরূপত্বই ভক্তির অপর লক্ষণ। সমুদ্রমন্থনোত্থিত রোগশোকজরামরণাদিনাশন দেবভোগ্য মহৌষধ বিশেষের নাম অমৃত। ভক্তি ঐ অমৃতের সদৃশ। ভগবল্লীলাবারিধির মন্থনেই ঐ ভক্তিরূপ অমৃত উত্থিত হয়েন। উহা ভগবৎপ্রেমিক সাধুজনের সেব্য। উহার সেবায় নিখিল ভবরোগের ক্ষয়, আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের উন্মূলন

এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদিরূপ সংসারাবর্ত্তের বিলয় হয়। অতএব প্রাকৃত অমৃতের সহিত উহার প্রভূত প্রভেদ। ঐ প্রভেদ সত্বেও অন্য দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব বশতই অমৃতের সহিত উহার সাদৃশ্য উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন,—

যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি ॥ ৪ ॥

যাহা লাভ করিয়া পুরুষ সিদ্ধ হয়েন, অমর হয়েন, তৃপ্ত হয়েন।

প্রাকৃত অমৃত লাভ করিয়াই দেবগণ আপনাদিগকে সিদ্ধ, অমর ও তৃপ্ত বোধ করেন বটে, কিন্তু তল্লাভে প্রকৃত সিদ্ধি, প্রকৃত অমরত্ব বা প্রকৃত তৃপ্তি লাভ হয় না। যদি তাহা হইত, তবে দেবতাগণের ঈর্ষা, দ্বেষ, ভয় বা অসন্তোষ প্রভৃতি লক্ষিত হইত না। স্বর্গে যে ঐ সকল দোষ আছে, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিকে স্বর্গসুখ হেয়, অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণভঙ্গুর বিবেচনা করিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখাদি লাভের চেষ্টায় চেষ্টিত দেখা যায়। তাঁহাদিগের তাদৃশী চেষ্টার সাফল্য শ্রবণ করা যায়। অতএব ভক্তির পরমপুরুষার্থপ্রদত্ব অবিসংবাদী।

আরও বলিতেছেন,—

যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ॥ ৫ ॥

যিনি ভক্তিরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আর কিছুই বাঞ্ছা করেন না, তিনি আর কখনও শোকগ্রস্ত হয়েন না, কোন বিষয়েই দ্বেষ করেন না, বিষয়ান্তরে আসক্ত হয়েন না, বা কোন বিষয়ের জন্য প্রযাস ও করেন না।

এই সংসারে সুখলাভের জন্য জীবকে অনেক সাধনই অবলম্বন করিতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকল সাধনের অবলম্বনে কেহ কখন নির্বাসন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ শুনা যায় না। অথবা তদ্দ্বারা কাহারও আকাঙ্ক্ষাদির বিনিবৃত্তি হইয়াছে, এরূপও শুনা যায় না! পক্ষান্তরে ভক্তের বাসনাবিরহ বা আকাঙ্ক্ষাদির বিনিবৃত্তির প্রভূত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ভক্তিই সকল সাধনের শ্রেষ্ঠ সাধন।

উহা যে কেবল কর্ম্ম রূপ সাধন হইতেই উৎকৃষ্ট তাহা নহে, পরন্তু জ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন,—

যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবত্যাত্মারামো ভবতি ॥৬॥

ভক্তির তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে, জীব তাহাতেই মত্ত হয়েন, বিরত প্রযত্ন হয়েন ও আত্মারাম হয়েন।

ভক্তি অন্ধতা আনয়ন করে না; পরন্তু সাধককে জ্ঞানের চরমসীমায় উপনীত করিয়া রাগোন্মত্ত করিয়া তুলে, সুতরাং তৎকালে তাঁহার আর অন্য প্রযত্ন থাকে না। তখন তিনি আত্মাতেই রত হযেন। জ্ঞানীকেও আত্মারাম বলা হয, কিন্তু ভক্তই প্রকৃত আত্মারাম। জ্ঞানীর জ্ঞান নিস্তরঙ্গ; ভক্তের জ্ঞান তরঙ্গায়িত। উহা তাঁহাকে প্রতিপদেই অভিনব আনন্দ প্রদান করিতে থাকে। যে জ্ঞানে তরঙ্গ নাই, সে জ্ঞানও জড়তা আনয়ন করিয়া থাকে। জ্ঞানীর জড়ত্ব অপরিহার্য্য; ভক্তের কিন্তু ঐরূপ জড়ত্বের কোনই সম্ভাবনা নাই। ভক্ত ভগবল্লীলারসাস্বাদনে চরিতার্থতা অনুভব করিতে থাকেন। তাহাতে তাঁহার আত্মারামতার বাধা হয না; কারণ, আত্মার আত্মা পরমাত্মাতেই যাঁহার রতি, তাঁহার আবার আত্মারামতার বাধা কি! অতএব ভক্তিই জীবের চরম সাধন। ক্রমশঃ।

ত্রিতত্ত্ব।

(৬০ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্মজ্ঞের এই "সোঽহং" জ্ঞান অতি উচ্চ জ্ঞান। তাদৃশ জ্ঞানই যে কর্ম্মবন্ধন মোচন পূর্ব্বক জীবকে ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করে, ইহাও অভ্রান্ত সত্য। সকাম কর্ম্মীর পূর্ব্ব জন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মজন্য প্রারব্ধ ভোগের নিমিত্তই বর্ত্তমান জন্ম। ইহার অস্বীকারে অকৃতাভ্যাগম দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, জীব বর্ত্তমান জন্ম লাভ করিয়াই যে সকল ফলভোগ করিতে লাগিলেন, সে সকল যদি জন্মান্তরীয় কর্ম্মের ফল না হয, তবে তিনি অকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন, অবশ্যই বলিতে হইবে। আবার তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্নই যদি মুক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, কৃতনাশ রূপ মহান্ দোষ আপতিত হয়। কারণ, জন্মান্তরীয় সংস্কারের প্রাবল্য প্রযুক্ত জীবকে বাধ্য হইযা কর্ম্ম করিতে হইবে। উহাদের ভোগ ব্যতিরেকেই যদি মুক্তি [ঐ সকল কৃতকর্ম্মের নাশ] স্বীকৃত হয়, তবে কৃতনাশ অপরিহার্য্য। অতএব

জ্ঞাননিষ্ঠা ব্যতিরেকে কর্ম্মনাশ বা মুক্তি অসম্ভব। জ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞানপ্রবর্ত্তিত সংসার চক্র প্রতিনিয়তই আবর্ত্তন করিতে থাকিবে, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন! কিন্তু এরূপ হইলেও উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানকেই জ্ঞানের শেষ সীমা বা ব্রহ্মনির্ব্বাণকেই জীবের উন্নতির চরম অবস্থা বলা যায় না। যে বাসনা কর্ম্মের ও কর্ম্মবন্ধনের মূলীভূত, অদ্বয়ব্রহ্মজ্ঞানে তাহার উচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা যায় না। আপাততঃ বোধ হয় বটে, সংসারকে ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত মায়াময় বোধ করিতে পারিলেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে হৃদয়ের নিখিল বাসনা উন্মূলিত হইয়া যাইবে, কিন্তু তাদৃশ জ্ঞানে নির্ব্বাসন অবস্থার প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। সংসারকে ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত স্থির করিতে হইলে, যে সাধনের প্রয়োজন হইবে, সংসারবিদ্বেষ বাসনা তাহার মূলেই থাকিয়া যাইবে। সত্য বটে, তাদৃশী চিন্তায় এমন একটি অবস্থা আসিবে, যে অবস্থায় কোন বাসনাই লক্ষিত হইবে না; কিন্তু উহা লক্ষিত হইবে না বলিয়াই উক্ত অবস্থাকে নির্ব্বাসন অবস্থা বলিতে পারা যায় না। ঐ অবস্থায় বিদ্বেষবাসনা জড়ীভূত থাকে বলিয়াই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তিরও মহাপ্রলয়ের পর পুনর্জ্জন্ম স্বীকৃত হয়। নির্ব্বাণমুক্তের আত্মা তদবস্থায়—তাদৃশ নির্গুণ অবস্থায় কেবল জ্ঞানরূপ অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হওয়াতেই তৎকালে বাসনাদির স্ফূর্ত্তি থাকে না। সুতরাং তদবস্থায় আনন্দোদ্রেকেরও কোনই সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত জ্ঞানী নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায়—জড় পাষণাদির ন্যয় নিশ্চেষ্ট হয়েন। অতএব তাদৃশ নির্গুণ নিশ্চেষ্ট অবস্থা কখনই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রার্থনীয় হইতে পারে না। এই নিমিত্তই আর্য্যশাস্ত্রে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য, এই চতুর্ব্বিধা মুক্তি, সাযুজ্য মুক্তি হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ পরমাত্মসেবী যোগিগণের লব্ধব্য উক্ত মুক্তিচতুষ্টয়ও জীবের পরম পুরুষার্থ নহে। কারণ, উহা নির্ব্বাসন অবস্থা হইলেও ঐ মুক্তিতেও গৌরব জ্ঞানের সমাবেশ দেখা যায়। যোগিগণের ঐ সকল মুক্তির সাধনে ঐশ্বর্য্যকামনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্য উপাস্য ঈশ্বর হইতে অনতিরিক্ত বলিয়াই—তাঁহাদিগের কামনা ঈশ্বরকামনা বলিয়াই যোগিগণের সাধন নিষ্কাম সাধন এবং তাঁহাদিগের প্রাপ্য মুক্তি নির্ব্বাসন অবস্থামধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। যেখানে কাম্য বস্তু উপাস্য হইবে—যাঁহার নিকট হইতে উহা কামনা করা হইতেছে, তাঁহা হইতে—পৃথক, সেই খানেই তদুপযোগী সাধনকে—কর্ম্মকে—সকাম বলা হয়। আর যেখানে কাম্য বস্তু উপাস্য

হইবে—যাঁহার নিকট হইতে উহা কামনা করা হইতেছে, তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, সেই খানে তদুপযোগী সাধনকে—কর্ম্মকে—নিষ্কাম বলা হয়। যোগীর কামনা ঐশ্বর্য্যময় ঈশ্বর, তাঁহার লব্ধব্য মুক্তিও ঐশ্বর্য্যাত্মিকা, সুতরাং তাঁহার ঐ অবস্থা নির্বাসন অবস্থা। তবে যে যোগী স্বতন্ত্র ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তিনি অবশ্য সকাম কর্ম্মীর মধ্যেই গণ্য হইবেন। তাঁহার তাদৃশ কর্ম্মের ফলও ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গাদি মাত্র।

অতঃপর ভগবৎসেবী মাধুর্য্য ভক্তের কথা—ভগবৎপ্রেমিক প্রেম ভক্তের কথা। ভগবৎপ্রেমিক ভক্তের মাধুর্য্যময় প্রেমময় উপাস্য ভগবানেই কামনা। তাঁহার অন্য কোন কামনাই নাই। ভগবৎপ্রাপ্তিই ভক্তের মুক্তি। উহা তাঁহার ভগবৎসেবার অবস্থা। ঐ অবস্থায় ভক্ত ভগবৎসেবানন্দই অনুভব করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন। ভক্তের উপাস্য ভগবান লীলাময়। ভক্তগণ ঐ লীলা রসের অংশী। অতএব এইরূপ মুক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাই পরম পুরুষার্থ ও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞের আশ্রয়নীয়।

দুর্গাষ্টকং।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দানন্দস্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকাগতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকাগতির্দ্দেবি নিস্তারহেতুর্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং।
ত্বমেকাগতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলাসমুৎখণ্ডিতা খণ্ডনাশেষভীতে।
ত্বমেকাগতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রি নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
ত্বমেকাজিতারাধিতাসত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়াপিঙ্গলা ত্বং সুষুম্নাচ নাড়ী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাংমুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃপীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥
ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকং।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যম্বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে।
সমস্ত শ্লোকমেকম্বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা।
স সর্ব্বদুষ্কৃতং তীর্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং।
পঠনাদস্য দেবেশি কিন্ন সিধ্যতি ভূতলে।
স্তবরাজমিমং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি॥
ইতি বিশ্বসারে আপদুদ্ধারকল্পে দুর্গাস্তবরাজসমাপ্তঃ।

গঙ্গাস্তোত্রং।

গঙ্গায়ৈ নমঃ।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানং।
হরিপাদপদ্মে তরঙ্গিণি গঙ্গে হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারং।
তব জলমমলং যেন নিপীতং পরমপদং খলু তেন গৃহীতং।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যে ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ।
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে।
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি মাতর্গঙ্গে বিমুখবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে।
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতস্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে।
পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে সুখদে শুভদে সেবকশরণে।
রোগং শোকং তাপং পাপং হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে।

অলকানন্দে পরমানন্দে কুরু ময়ি করুণাং কাতর বন্দ্যে ।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ।
বরমিহ নীরে কমঠোমীনঃ কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ ।
অথবা গব্যুতিশ্বপচোদীন স্তবদূরে ন নৃপতি কুলীনঃ ।
ভোভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে ।
গঙ্গাস্তবমিমমমলং নিত্যং পঠতি নরো যঃ স জয়তে সত্যং ।
যেষাং হৃদয়ে সদা গঙ্গাভক্তি স্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।
মধুরকান্তা পজ্ঝটিকাভিঃ পরমানন্দকলিতললিতাভি ॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্ছিতফলদং বিহিতামলসারং ।
শঙ্করসেবকশঙ্কর রচিতং পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাপ্তং ॥

গঙ্গার স্তব ।

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি,
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেক্ষত-
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ ॥
ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ ।
নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্ধুরঘটাসংঘট্টঘন্টারণৎ
কারত্রস্তসমস্তবৈরিবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ ॥
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং ।
দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥
অভিনববিসবল্লীপাদপদ্মস্য বিষ্ণোর্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা ।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্ম্যাঃক্ষয়িতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী মাংপুনাতু॥
যত্তত্তালতমালশালসরলব্যালোলবল্লীলতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলং ।
গন্ধর্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূতুঙ্গস্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলং ॥

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতং।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাং॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি গাঙ্গং পুনাত্বনুদিনং শুভকারি বারি॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ো।
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবরঃ কোটীশ্বরো নৃপতিঃ॥
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ॥
ইতি শ্রীবাল্মীকিনা বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য।

গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং সগচ্ছতি॥

গঙ্গার প্রণাম।

সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম্।

১

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতঃ সন্
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।
যদ্ যদ্ বা তত্র দুঃখং ব্যথয়তি সততং শক্যতে কেন বক্তুং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

২

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানারোগোত্থদুঃখাদুদয়পরবশঃ কেশবং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

৩

তস্মিন বাল্যাভিলাষৈর্জড়িত জড়মতির্বাললীলাপ্রসক্তো
ন ত্বাং জানামি বিষ্ণো কলিকলুষহরং ভোগমোক্ষপ্রদং বা।
নাচারো নৈব পূজা ন চ যজনকথা ন স্মৃতির্নৈব সেবা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ ॥

৪

পৌগণ্ডে বাল্যলীলাস্বনুরতমনিশং ক্ষিপ্তচিত্তং বয়স্যৈঃ
স্থানাস্থানাবিচারী প্রহতমতিযুতঃ স্বচ্ছনীচাদিবুদ্ধ্যা।
কৈশোরে বৈ তথা মে ক্ষণমপি ন কদা মাধবাশ্চিন্তনীয়ঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ ॥

৫

প্রৌঢোঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্ম্মসন্ধৌ
সংদষ্টো নষ্টবুদ্ধিঃ সুতধনযুবতীস্বাদুসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শেষে চিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ ॥

৬

তস্মিন্ ভোগাভিলাষী সুতদুহিতৃকলত্রার্থমন্নাদিচেষ্টঃ
ক্ব প্রাপ্তিঃ কুত্র যামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ।
নো তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ জ্ঞানবিধির্নামসঙ্কীর্ত্তনং বা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ ॥

৭

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতবলতয়া চাধিদৈবাদিতাপৈঃ
পাপৈ রোগৈর্বিয়োগৈর্জ্জনয়তি বহুশশ্চাস্থানশ্চাতিখেদম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো মাধবধ্যানশূন্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ ॥

৮

তত্রৈবং বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাসকাশাতিসারৈঃ
কষ্মানর্হোঽক্ষহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধঃ স্মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ ॥

৯

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবাযানুকূলং
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে মুরারে।
নাস্থা ধর্ম্মে বিচারঃ শ্রবণমননযোঃ কো নিদিধ্যাসিতব্যঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ।

১০

স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিৎ তুলসিশুভদলং বাথ বৈধেকপত্রম্।
না নীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৌ ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

১১

কৃত্বা স্নানং দিনার্দ্ধে ক্বচিদপি সলিলং নাহৃতং নৈব পুষ্পং
নো নৈবেদ্যাদিচেষ্টা ক্বচিদপি ন কৃতা নাপি ভাবো ন ভক্তিঃ।
ন ন্যাসো নৈব পূজা ন চ গুণকথনং নাপি চর্চ্চা কৃতা তে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

১২

ভৃঙ্গৈর্ম্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্ঘটশতমিলিতৈঃ স্নাপিতো নৈব বিষ্ণো
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্বিবিধরসযুতৈর্নাপি ভক্ষ্যোপহারৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

১৩

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুম্ভিতে সূক্ষ্মমার্গে
স্বান্তে শান্তিপ্রলীনে প্রকটিতগহনে জ্যোতিরূপে পরোক্ষে।
কৃষ্ণাঙ্গজ্যোতিরূপং সকলমভিমতং নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

১৪

নব্যাভ্রশ্যামলাঙ্গং বনজসুকুসুমৈর্ম্মালিনং গোপবেশং
ভক্তানামিষ্টশব্দং দনুজকুলহরং গোপগোপীপরীতম্।
সংসারোদ্ধাররূপং মনসি চ ন কদা ভাবিতং ভক্তিশুদ্ধে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

১৫

ধ্যাতং চিত্তে পদং নো প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো
হব্যং তে লক্ষসংখ্যং হুতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নাতিষ্ঠদগাঙ্গতীরে ব্রতপরিচরণাৎ কৃষ্ণমন্ত্রৈঃ স্বসঙ্গৈঃ
কন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

১৬

জানামি ত্বাং ন বাহং ভবভয়হরণং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং বা
নিত্যানন্দোদয়েশং নিগমফলময়ং নিত্যলীলাদয়াঢ্যম্।
মিথ্যাকার্য্যাভিলাষৈরনুদিন মভিতঃ পীড়িতো দুঃখসঙ্ঘৈঃ
কন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

১৭

ব্রহ্মা রুদ্রাদিদেবৈঃ পরিচরতি সদা ত্বৎপদাম্ভোজযুগ্মং
ভাগ্যাভাবান্নচাহং মধুমথন বিভো ত্বৎপদাব্জং ভজামি।
নিত্যং লোভৈঃ প্রমত্তঃ কৃতবিবশমতিশ্চাধমস্ত্বাং প্রযাচে
কন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

১৮

রাগদ্বেষৈঃ পরীতঃ কলুষযুতমতিঃ কামনাভোগলুব্ধঃ
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী শুভমতিরহিতঃ সাধুসঙ্গৈর্বিহীনঃ।
ক ধ্যানন্তে ক পূজা কচ মনুজপনং নৈব কিঞ্চিৎ কৃতোঽহং
কন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

১৯

আত্মা জীবস্য শীর্ষে দশশতদলকে জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা
হৃদ্ব্যোমে পদ্মমধ্যে বিহরসি সততং বীর্য্যতেজঃ প্রদস্ত্বম্।
আধারাদৌ ত্বমেবং কৃতিরপি হি পুনঃ সর্ব্বমেব ত্বমেব
কন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

২০

ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘস্ত্বমসি হুতবহস্ত্বং জগদ্বায়ুরূপ
স্ত্বঞ্চাকাশং মনশ্চ প্রকৃতিরসি মহৎপূর্ব্বিকাহঙ্কৃতিশ্চ।
আত্মা চৈবাসি বিষ্ণো পরমপি ভবসি ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ
কন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ॥

২১

ত্বং ধাতস্ত্বং গিরীশস্ত্বমসি গণপতিস্ত্বং হি শক্তির্দিনেশ
স্ত্বং শ্রীরামো হি রামঃ স্ত্বমসি হলধরো বুদ্ধরূপো ঋষস্ত্বম্।
কূর্ম্মস্ত্বং শূকরস্ত্বং ত্বমসি নরহরির্বামনঃ কল্কিরূপঃ
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপ ॥

২২

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগন্নাশকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবনং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥

২৩

কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিম্বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং হরিপদে কৃত্বা মনঃ কীর্ত্তনৈঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীরাধিকাবল্লভং ॥

২৪

করচরণকৃতং কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিদিতমবিদিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমুরারে মুকুন্দ ॥

২৫

স্তোত্রেণানেন বিষ্ণোঃ পরিচরতি জনো যঃ সদা ভক্তিযুক্তো
হৃষ্টকীর্ত্তির্দুঃখসাধ্যঃ পরিভবনিকরো নাশতা মেতি তূর্ণম্।
নাধিঃ ব্যাধিঃ কদাচিৎ ভবতি যদি পুনঃ সর্ব্বদা সাপরাধ
স্তৎ সর্ব্বং ভক্তবশ্যো ব্রজপতিতনয়ঃ ক্ষাময়েৎ কৃষ্ণচন্দ্রঃ ॥

২৬

জেতা বক্তা কবীশো ভবতি ধনপতির্দানশীলো দয়াবান্
নিষ্পাপো নিষ্কলঙ্কঃ কুশলিকুলপতিঃ সত্যবান্ ধার্ম্মিকশ্চ।
নিত্যানন্দোদয়াঢ্যঃ পশুগণবিমুখঃ সৎপথঃ সৎস্বভাবঃ
সংসারাব্ধিং সুখেন প্রতরতি মধুহৃৎপাদপদ্মাবলম্বাৎ ॥

ইতি শ্রী—

চণ্ডী।

ঋষিরুবাচ ॥ ৪১ ॥

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্ব্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪২ ॥
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্র াত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

বৈষ্ণবে—তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রম ইতি। কিন্তু এষা মূঢ়তা অবিবেকান্ধস্য ভবতি ভবিতুমর্হতি বস্তুতত্ত্বচ্ছেদো বিবেকঃ অবিবেকস্তদন্যঃ তেনান্ধস্য অন্ধ ইব অন্ধঃ যদ্বা বিবেকেঽন্ধস্য তদ্রহিতস্য ॥ ৪০ ॥

ঋষিরুবাচ। মেধসো বচনম্ ॥ ৪১ ॥

আবযোর্জ্ঞানিনোরিত্যুক্তে সামান্যজ্ঞানবত্তা সর্ব্বেষামস্ত্যেব জ্ঞানস্যাত্ম-নিষ্ঠগুণবিশেষত্বাৎ তথাত্বে মোহাভাবে সংসারস্যানির্ব্বিষয়তা স্যাৎ এবঞ্চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমদোষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। তস্মাদ্বিশেষজ্ঞানসদ্ভাব এব মোহাভাব ইত্যভিপ্রেত্য সর্ব্বেষাং সামান্যজ্ঞানসদ্ভাবমাহ। জ্ঞানমিতি। সমস্তস্য জন্তোর্জন্মিনঃ বিষযগোচরে স্বস্ববিষযবিষযে স্বাধিকারমাত্রজ্ঞানমন্তঃকরণবৃত্তিরস্তি স্থাবরাণা-মপি মোক্ষধর্ম্মাদৌ স্পর্শবেদিত্বস্যোক্তত্বাৎ। প্রাণিমাত্রস্যেতি বিদ্যাবিনোদঃ। সর্ব্বেষাং জ্ঞানৈক্যং বারযতি বিষযশ্চেতি। হে মহাভাগ বিষযোঽধিকারঃ পৃথক্ পৃথক্ এবং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ যাতি পার্থক্যং লভতে ধর্ম্মপ্রধানাঽত্র পৃথক্ শব্দঃ মৎসরশব্দবৎ যদ্বা পৃথক্ পৃথক্ ভিন্নভিন্নং উত্তিষ্ঠতে। জাতিশ্চেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তদা বিষযো জাতিঃ গোত্রাদিঃ। কিন্তু তথাবিধসংগতার্থো নায়ং পাঠঃ। উত্তরত্র বিষযমাত্রস্যৈব প্রকটিতত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

পার্থক্যম দর্শযতি। দিবেতি। কেচিৎ প্রাণিনঃ পেচকাদযঃ দিবান্ধাঃ

ঋষি বলিলেন, মহাভাগ, প্রাণিমাত্রেরই অধিকার অনুসারে নিজ নিজ আহার নিদ্রাদি বিষয়ে জ্ঞান আছে। কিন্তু ঐ সকল বিষয় স্বভাবানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

পেচকাদি কোন কোন প্রাণী দিবান্ধ, কোন কোন প্রাণী রাত্রিতে দেখিতে পায় না। আবার কোন কোন প্রাণী দিবারাত্রি সমান ভাবেই দেখিতে পায় ॥ ৪৩ ॥

১৬

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্ ।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ ॥ ৪৫ ॥
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু ।
কণমোক্ষাদৃতান্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥ ৪৬

দিবসে চাক্ষুষজ্ঞানরহিতাঃ। তথা অপরে কাকাদয়ো রাত্রৌ অন্ধাঃ। কেচিৎ প্রাণিনঃ কিঙ্কুলুকাদয়ঃ দিবারাত্রৌ চ তথা অন্ধাঃ। কেচিৎ প্রাণিনঃ মার্জ্জারাদয়ঃ তুল্যদৃষ্টয়ঃ দিবারাত্রৌ তুল্যদর্শিনঃ ॥ ৪৩ ॥

জ্ঞানিন ইতি। মনুজা মনুষ্যা জ্ঞানিনঃ ইতি সত্যমেব কিন্তু কেবলং তে মানুষা এব জ্ঞানিন ইতি ন। হি নিশ্চয়ে যতঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়োঽপি জ্ঞানিনঃ। পশবো গ্রাম্যাঃ মৃগাঃ আরণ্যাঃ আদিপদেন মৎস্যাদয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

নন্থ তথাপি মনুষ্যাণাং বিশেষোঽস্তীতি চেত্তত্রাহ। জ্ঞানঞ্চেতি। তেষাং মৃগপক্ষিণাং যজ্জ্ঞানং যাদৃগ্জ্ঞানং তত্তাদৃগপি মানুষাণামপি মানুষাণাং যজ্জ্ঞানং তত্তেষাং পশ্বাদীনামপি ইত্যবিশেষঃ সূচিতঃ। নন্থ তথাপি মনুষ্যাণাং বিষয়সুখ্যবিশেষজ্ঞানস্যাধিক্যম্ অস্তীতি চেত্তত্রাহ তুল্যমিতি। অন্যৎ আহারমৈথুনাদিকমপি উভয়োস্তির্য্যঙ্মনুষ্যয়োস্তুল্যং সমানাভিনিবেশাৎ। তথাচ নৃসিংহপুরাণে—আহারনিদ্রাভয়মৈথুনাদি সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণামিতি ॥ ৪৫ ॥

এতৎ প্রমাণয়তি জ্ঞানেঽপীতি। এতান্ পতগান্ পক্ষিণঃ পশ্য। সতি বিদ্যমানে জ্ঞানে মোহাৎ বিশেষজ্ঞানাভাবাৎ ক্ষুধা পীড্যমানানপি শাবচঞ্চুষু অপত্যত্রোটিষু কণমোক্ষাদৃতান্ আহারদানে সাদরান্ পশ্চাৎ প্রত্যুপকারাভাবেঽপি তৎস্নেহেন ক্ষুৎপীড়াসহনমপার্থকমেবেতি ভাবঃ। শৈলশাকশীত-

---

মনুষ্য জ্ঞানশক্তিসমন্বিত, ইহা সত্য; কিন্তু কেবল মনুষ্যেরই যে জ্ঞান আছে, এমন নহে; গ্রাম্য পশু, পক্ষী এবং আরণ্য পশুরও জ্ঞান দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

মনুষ্যেরও যেরূপ জ্ঞান আছে, পশুপক্ষী প্রভৃতিরও সেইরূপ জ্ঞান আছে। কি মনুষ্য কি অন্য প্রাণী সকলেরই আহারনিদ্রাদির একরূপই জ্ঞান দেখা যায় ॥ ৪৫ ॥

মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥ ৪৭ ॥
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ ৪৮ ॥

বিমিশ্রা ইত্যাদি তালব্যপ্রকরণে পুরুষোত্তমশভেদপাঠাৎ শাধশরুশীধুশেখর-শকুন্তর্হাষুমভেদাচ্চ শাবস্তালব্যাদিঃ শব্যতে সততং ভ্রম্যতেঽনেনেতি শবগত্যে ঘঞ্ শাবঃ স্বার্থে কন্। শাবকস্তালব্যাদিরিতি রায়মুকুটপঞ্জিকা চ এবং সূয়তেঽসৌ সাবো দন্ত্যাদিরিতি ব্যুৎপত্তিঃ কাল্পনিকী। কণশব্দঃ সূক্ষ্মধান্যা-বয়ববাচ্যপি অত্র লক্ষণয়া আহারমাত্রে। কণোঽতিসূক্ষ্মে ধান্যাংশে ইতি মেদিনী ॥ ৪৬ ॥

মানুষাণামাহ মানুষেতি। হে মনুজব্যাঘ্র মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নমু সম্বোধনে এতে মানুষাঃ প্রত্যুপকারায় চরমাবস্থায়াং নিজপরিপালনার্থং লোভাদ্ধেতোঃ সুতান্ প্রতি সাভিলাষাঃ সস্নেহাঃ সুতোৎপাদনসস্নেহা বা ইত্যধ্যাহার্য্যম্ ইতি কিং ন পশ্যসি অপি তু পশ্যস্যেব যদ্বা নু প্রশ্নেন ন পশ্যতি নিজনিজকর্ম্মপরিপাকস্যা-ব্যভিচারাৎ। তেষামপ্যনিয়তত্বাচ্চ তদভিলাষো মনুজ এবেত্যর্থঃ। অভি-লাষো মূর্দ্ধন্যান্তঃ ॥ ৪৭ ॥

নমু প্রত্যুপকারাভাবেঽপ্যপত্যস্নেহে পক্ষ্যাদীনামাত্মহিতানুসন্ধানং নাস্ত্যে-বেত্যুচিতমেব। মানুষাণান্তু প্রত্যুপকারপরামর্শাদাত্মহিতানুসন্ধানসদ্ভাবেঽপি কিমনর্থহেতুভূতে মোহে নিপতনং ভবতীতি চেত্তত্রাহ তথাপীতি। তথাপি আত্ম-হিতানুসন্ধানেঽপি সতি সংসারস্থিতিকারিণো জগৎপালকস্য বিষ্ণোর্যা মহা-

---

জ্ঞান থাকিলেও, দেখ, ঐ পক্ষী সকল মোহবশত স্বয়ং ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও দূর হইতে আনীত পরিত্যক্ত তণ্ডুলকণাদি আহারীয় বস্তু সাদরে শাবকের চঞ্চুতে প্রদান করিতেছে। উহাদিগের শাবক হইতে ভবিষ্যতে প্রত্যুপকারের কোনই সম্ভাবনা নাই, তথাপি উহারা দারুণ ক্ষুৎপীড়া সহ্য করিতেছে ॥ ৪৬ ॥

রাজন্! মনুষ্যেরা প্রত্যুপকারের আশায় লোভ বশত পুত্রের প্রতি ঐরূপই স্নেহ করিয়া থাকে। আপনি কি তাহাদিগের ঐ সকল ব্যবহার দেখিতেছেন না? ॥ ৪৭ ॥

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥ ৪৯ ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৫০ ॥

মায়া তস্যাঃ প্রভাবো ছন্দেন মোহগর্ত্তে মোহো দেহাদাবহংবুদ্ধিঃ স এব গর্ত্ত ইব পাতহেতুত্বাৎ নিপাতিতাঃ নিক্ষিপ্তাঃ ভবন্তি। কীদৃশে মমতাবর্ত্তে মমতা উক্তলক্ষণা সৈব আবর্ত্তো জলভ্রমির্যস্মিন্ মমতৈব পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তযতি জনন-মরণাদিকং কারয়তি ইত্যর্থঃ। গর্ত্তে জলভ্রমস্যাভাবাৎ গর্ত্তশব্দেনাত্র পারি-ভাষিক উচ্যতে। তথাচ স্মৃতিঃ—অষ্টৌ ধনুঃসহস্রাণি গতির্যাসাং ন বিদ্যতে ন তা নদীশব্দবহা গর্ত্তাস্তাঃ পরিকীর্ত্তিতা ইতি। যদ্বা অতলস্পর্শে দেব খাতাদৌ কচিৎ গর্ত্তেঽপি তথা দৃশ্যতে যদ্বা সংসারস্থিতিকারিণো ভবন্তীতি যোজ্যম্। অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিযসম্বন্ধঃ সংসারঃ। যদ্বা সম্যক্ সরন্তি গতাগতং কুর্ব্বন্ত্যনেন সংসারঃ কর্ম্মমার্গঃ তস্য স্থিতিং তদনুষ্ঠানং তদুক্তং গীতাসু—গতা-গতং কামকামা লভন্তে ইতি। তস্মান্মহামায়াপ্রভাববিজৃম্ভিতেয়ং মমতা ॥ ৪৮ ॥

অহো কোঽয়মপূর্ব্বো মহিমা মহামায়ায়াঃ যদাত্মহিতানুসন্ধানিনামপ্যেবং করোতীতি বিস্ময়মানং নৃপং কৈমুতিকন্যায়েনাহ তদিতি। তত্তস্মাৎ এত-জ্জগৎ তয়া মহামায়য়া সংমোহ্যতে ইতি অত্র বিষয়ে বিস্ময়ো ন কার্য্যঃ। যতো জগৎপতেঃ সংসারপালকস্য হরেঃ জগৎসংহারকস্যাপি যোগনিদ্রা অন্যেষাং কা কথেতি ভাবঃ। হেতুগর্ভমিদম্। যোগরূপা নিদ্রা যোগনিদ্রা পরমা-নন্দময়ী শক্তিরিত্যর্থঃ। তথাচ—অন্তর্জ্জলেঽহিকশিপুস্পর্শানুকূলাং ভীমোর্ম্মি-মালিনি জনস্য সুখং বিবৃণন্নিতি ॥ ৪৯ ॥

যদিও মনুষ্যগণ আপনাদিগের কার্য্যে অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে, বটে, কিন্তু জগৎপাতা জগদীশ্বরের মায়ার এমনই প্রভাব যে, তাহারাও তাহাতে মোহিত হইতেছে। মহামায়া সকলকেই মমতাবর্ত্তসঙ্কুল মোহগর্ত্তে নিপাতিত করিতেছেন ॥ ৪৮ ॥

অতএব, কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বোধ করিবেন না। কারণ, তদ্বিষয়ে বিস্ময়ের কিছুই নাই। জগৎপতি শ্রীহরির যোগনিদ্রাস্বরূপিণী এই মহা-মায়াই জগৎকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৪৯

তয়া বসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৫১ ॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫২ ॥

নন্বু তত্ত্বজ্ঞানজন্যসংসারস্য জ্ঞানে নিবৃত্ত্যা মহামায়যা কিং কার্য্যমিতি চেত্তত্রাহ জ্ঞানিনামিতি। সা মহামায়া জ্ঞানিনাং বিবেকবতামপি চেতাংসি অন্তঃকরণানি বলাদাকৃষ্য স্ববশীকৃত্য মোহায মোহনিমিত্তং সপ্তম্যর্থে বা চতুর্থী। মোহে প্রযচ্ছতি নিক্ষিপতি সৌভরিবিশ্বামিত্রাদেরপি ক্বচিত্তথা দর্শনাৎ। সামর্থ্যমাহ দেবী সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্যোতনশীলা ভগবতী অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যশালিনী ॥ ৫০ ॥

ন কেবলং জগন্মোহিকা সা কিন্তু জগৎকর্ত্রীপীত্যাহ। তযেতি। মহামায়া এতৎ বিশ্বং সমগ্রং চরাচরং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ বিসৃজ্যতে বিবিধমুচ্চনীচক্রমেণ সৃজ্যতে উপাদানকারণত্বাৎ। তথাচোক্তম্—প্রকৃতির্যাসোপাদানমিতি। ন কেবলং জগজ্জনিকা জগন্মোচিকাপি সৈবেত্যাহ সৈষেতি। সা উক্তলক্ষণা এষা জগদ্রূপেণাপরোক্ষীভূতমহামায়া প্রসন্না সতী নৃণাং মুক্তয়ে মোক্ষায় তদর্থং বরদা বরদাত্রী ভবতি সমাধ্যাদেস্তথা দর্শনাৎ ॥ ৫১ ॥

তস্যা বিদ্যারূপাত্বং দর্শয়ন্ তদুপপাদয়তি সেতি। সা মহামায়া পরমা তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণা বিদ্যা পরম ঈশ্বরো মীযতে জ্ঞাযতে অনযা পরমা। যদ্বা পঞ্চরাত্রোক্তা যথা—সাংখ্যযোগৌ তু বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চপর্ব্বেতি বিদ্যেযং যযা মর্ত্ত্যো হবিং বিশেদিতি। অতএব মুক্তের্হেতুভূতা কারণস্বরূপা স্বরূপে ভূতশব্দঃ। সনাতনী নিত্যা ইতি তস্যাঃ কার্য্যত্বং বারয়তি। তথাচ নারদীযম্—তস্য শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জগৎকার্য্যপরিশ্রমা। ভাবাভাবস্বরূপা সা বিদ্যাবিদ্যেতি গীযতে ॥ যদা বিশ্বং মহাবিষ্ণোর্ভিন্নত্বেন প্রতীযতে। তদা হ্যবিদ্যা সংসিদ্ধা ভেদাদ্দুঃখস্য সাধনম্। জ্ঞাতৃজ্ঞেযাদ্যুপাধিস্তু সদা পশ্যতি সত্তম। সর্বৈকভাবনা বুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীযতে ইতি।

ঐ দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের চিত্তকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

ঐ মহামায়াই এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন এবং উনিই প্রসন্ন হইয়া মানবগণকে পরমমঙ্গলস্বরূপ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

রাজোবাচ ॥ ৫৩ ॥

ভাবাভাবস্বরূপা কার্য্যকারণস্বরূপা। সর্ব্বৈকভাবনা বুদ্ধিঃ আত্মাভিন্নং জগদিতি বুদ্ধিঃ বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধ ইতি একাদশোক্তেঃ। নম্নু ভবত্বেবং কিন্তু তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায়েতি শ্রুত্যা বরং বুবুধ রাজর্ষে খ্যতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ইতি দশমোক্তেঃ। বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি-সিন্ধুম্ ইতি ষষ্ঠোক্তেঃ। ঈশ্বরস্যৈব মুক্তের্হেতুত্বম্ গম্যতে। কথং মহামায়ায়া মুক্তের্হেতুত্বম্ অত্রোচ্যতে। বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ইতি। নারীদয়ে চ—এবং মায়া মহাবিষ্ণোর্ভিন্না সংসারদায়িনী। অভেদবুদ্ধ্যা দৃষ্টা চেৎ সংসারক্ষয়কারিণীতি লিখিতবচনৈশ্চ। গৌতমীয়ে চ—বায়ব্যাং প্রযজেদ্দেবীং ভোগমোক্ষৈক-দায়িনীম্। শ্রুতৌ চ—অথৈনং ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনং সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ কো হি মন্ত্রাণাং পরমো মন্ত্রঃ দেবতানাঞ্চ দৈবতং কিমুপাস্য বিদ্যায়ুর্যশোধনং পুত্র-পৌত্রকবিত্বঞ্চ নির্ব্বাণমোক্ষং লভতে বুধঃ ইত্যুপক্রম্য অথাহ ভগবান্ মন্ত্রাণাং পরমো মন্ত্র ইত্যুক্ত্বা দেব্যা মন্ত্রবিশেষমভিধায় অস্যারাধনাৎ সর্ব্বস্য সর্ব্বং ভবতি বিদ্যায়ুর্যশঃকবিত্বঞ্চ ধনধান্যপুত্রাদি মোক্ষঞ্চেতি উক্তত্বাৎ। আগমে চ শিবাপদাম্ভোজযুগার্চ্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃ-ত্যাগমসমন্বয়াৎ অস্তি মহামায়ায়া অপি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তিহেতুত্বং অত্রাপি সমাধেস্তথাদর্শনাচ্চ। অত্র পরামর্শোঽপি অবিদ্যোপহিতচৈতন্যং জীবস্তস্য যাবদবিদ্যোপহিতত্বং তাবদেব বন্ধঃ তস্যা বাধেন স্বরূপস্ফূর্ত্তিরেব মুক্তিঃ। তথাচ শ্রীভাগবতে—বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়া চ তথেতর ইতি মুক্তির্হিত্বান্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরিতি। অবিদ্যাবাধস্তু বিদ্যোদয়াদেব ভবতি প্রতি-যোগিত্বাৎ। তয়োরপি বিদ্যাবিদ্যয়োঃ কারণং মায়ৈব মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ইতি বচনাৎ। অতএব স্বকার্য্যাবিদ্যাবিদ্যয়োঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোস্তৎপ্রসাদ এব কারণম্ ইতি মুক্তিহেতুত্বম্। তথাচোক্তং—যদ্যোষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী

এই মহামায়াই তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণা বিদ্যা; ইহাঁরই কৃপায় ঈশ্বরকে জানা যায়। ইনি মোক্ষজননী নিত্যা শক্তি। ইনিই সংসারবন্ধনের হেতুভূতা ইনিই ঈশ্বরগণের ঈশ্বরী ॥ ৫২ ॥

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥ ৫৪ ॥

মতিরিতি। অতএব তত্ত্বজ্ঞানান্মুক্তিরিতি স্মরন্তি। তত্ত্বং ব্রহ্ম তত্তু অবিদ্যা-নিরাস এব ভবতি পূর্ব্বপক্ষশ্রুত্যাদীনাময়মর্থঃ। তমেব নারায়ণমেব বিদিত্বা জগদ্বাসুদেব এবেতি জ্ঞাত্বা ন তু বৈশেষিকাদিবৎ ষোড়শপদার্থাদি। তদুক্তং গীতাসু—বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বত্র নারায়ণত্বেন স্ফূর্ত্ত্যা মুক্তিঃ ন তু বিশেষবুদ্ধ্যেতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অন্যঃ পন্থা এবংভূতজ্ঞানাদ্ভিন্ন উপায়ঃ যাগাদি-ক্রিয়াকলাপঃ। ঋতে কৈবল্যমিতি কৈবলং সাযুজ্যং জলে জলবদৈক্যং তত্তু তেষামবিদ্যাস্তবালিপ্তিতানাং প্রাকৃতানামশক্যমেব। বিনেতি। তমীশ্বরং বিহায় কিমীশ্বরেণ এতাবতৈব তবিষ্যামীতি বুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বত্র অভেদদর্শিষু প্রকৃতের্মুক্তিহেতুত্বম্। ন চৈতদর্থবাদমাত্রমিতি বাচ্যং শ্রুতেঃ স্বপ্রামান্যাৎ পুরাণেঽর্থবাদবুদ্ধের্নরকহেতুত্বাচ্চ। তদুক্তং নারদীয়ে—অহো হি বাক্যে চতুরক্ষরে দ্বে পুণ্যস্য পাপস্য নিদানভূতে। উচ্চারণাদেব নৃণাং মুনীন্দ্রা নারায়ণশ্চেতি তথার্থবাদ ইতি। দ্বে চতুরক্ষরে নারায়ণ ইতি অর্থবাদ ইতি চ ইত্যর্থঃ পুরাণবাক্যে স্তুতিবুদ্ধিরর্থবাদঃ। তথাচোক্তং কৌর্ম্মে—বিরোধ-বাক্যযোর্যত্র নাপ্রামাণ্যং তদিষ্যতে। যথা বিরোধো ন ভবেত্তথৈবার্থঃ প্রক-ল্প্যতে ইতি সর্ব্বং সুসমঞ্জসম্ অলমতিবুদ্ধীনাং প্রলপননিরসনপ্রযাসেন। বিদ্যা-রূপতযা মুক্তিহেতুত্বমুক্ত্বা অবিদ্যারূপতযা সংসারহেতুত্বং দর্শযতি। সংসার এব বন্ধো বন্ধনং তস্য কারণং যদ্বা সংসরত্যস্মাৎ সংসারোঽহঙ্কারঃ এব বন্ধঃ মায়য়ৈব অহংবুদ্ধ্যা বন্ধো ভবতীত্যর্থঃ। অস্য হেতুঃ কারণং সৈব মহামায়ৈব ইত্যেবকারেণান্যব্যাবর্ত্ততে তস্যা এবাবিদ্যারূপেণাবির্ভাবাৎ অতএব সর্ব্বে-শ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশ্বরী নিয়ন্ত্রী অজোঽনুবন্ধঃ সপ্তগুণৈরজা ইত্যুক্তেঃ সর্ব্বেশ্বর ইতি পাঠে রাজ্ঞঃ সম্বোধনম্ ॥ ৫২ ॥

রাজোবাচ ॥ ৫৩ ॥

রাজা বলিলেন, দ্বিজবর; আপনি যে মহামায়ার কথা বলিতেছেন, ইনি কে? কি প্রকারে উৎপন্ন হইলেন? এবং ইঁহার কর্ম্মই বা কিরূপ? ॥ ৫৩-৫৪ ॥

যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥ ৫৫

ঋষিরুবাচ ॥ ৫৬ ॥

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥ ৫৭ ॥

অত্যদ্ভুতমহিমানং মহামায়ায়াঃ শ্রুত্বা সবিস্ময়ো বিশেষং বুভুৎসুঃ পৃচ্ছতি দ্বাভ্যাম। ভগবন্নিতি। হে ভগবন সর্ব্বজ্ঞ হি বিস্ময়ে সা দেবী কা ইতি বস্তুপ্রশ্নঃ। যাং ভবান্ ত্বং মহামায়েতি ব্রবীতি। সা কথং কেন প্রকারেণ উৎপন্না ইত্যুৎপত্তিপ্রকারপ্রশ্নঃ। অস্যাঃ কর্ম্ম কার্য্যঞ্চ কিং ইতি ক্রিয়াপ্রশ্নঃ। হে দ্বিজ হে মুনে ॥ ৫৪ ॥

যদিতি। হে ব্রহ্মবিদাং জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম ঈশ্বরো বেদশ্চ তথাচ শ্রুতিঃ— দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরঞ্চেতি পরং পরব্রহ্ম ঈশ্বরঃ অপরং শব্দব্রহ্ম বেদ ইত্যর্থঃ। এতেন সর্ব্ববিত্ত্বমুক্ত্বা সিদ্ধান্তসামর্থ্যং সূচিতম্। সা দেবী যৎস্বভাবা যঃ স্বভাবো যস্যাঃ ইতি নিত্যানিত্যত্বাদিপ্রশ্নঃ। যৎ যাদৃক্ স্বরূপমাকৃতির্যস্যাঃ যৎস্বরূপা ইতি মূর্ত্তিপ্রশ্নঃ। উদ্ভবত্যস্মাদিত্যুদ্ভবো জন্মনিমিত্তং য উদ্ভবো যস্যাঃ ইতি পিত্রাদিপ্রশ্নঃ। ত্বত্তঃ সকাশাৎ তৎ সর্ব্বং প্রশ্নষট্কোক্তং শ্রোতুমিচ্ছামি ॥ ৫৫ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ৫৬ ॥

তস্যাঃ জন্মৈব নাস্তীতি বক্তুং ক্রমমুল্লঙ্ঘ্য যৎস্বভাবেত্যস্যাপ্যুত্তরমাহ নিত্যেতি। সা নিত্যৈব সর্ব্বদা বিদ্যমানৈব অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং

জ্ঞানিপ্রবর। আমি আপনার নিকট এই দেবীর স্বভাব, স্বরূপ, উৎপত্তি-প্রকার, এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৫৪ ॥

ঋষি বলিলেন, নরপতে। ইনি নিত্যা; এই পরিদৃষ্ট জগৎই ইঁহার মূর্ত্তি ইনি সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইঁহার স্বরূপত উৎপত্তি না থাকিলেও ইনি বহুমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আমি আপনার নিকট ঐ সকল আবির্ভাব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৫৫ ॥

দেবী স্বরূপত নিত্যা হইলেও, ইনি দেবতাদিগের কার্য্য সাধনার্থ যখন যখন আবির্ভূত হয়েন, তখনই উহঁার উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

হিন্দু-সুহৃদ্।

১ম ভাগ] সন ১৩০০ ফাল্গুন [৫ম খণ্ড।

আর্য্য-উপাসনা-তত্ত্ব।

ভারতীয় উপাসনা-তত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমান ভারতসমাজে অনেক বিরোধ অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের প্রতিমাপূজাই উক্ত বিরোধের— মতভেদের প্রধান্ কারণ। ফলতঃ প্রতিমাপূজার বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে উপাসনাপদ্ধতিও পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। কারণ, প্রতিমা-পূজা আমাদিগের উপাসনার অধিক স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যে প্রতিমাপূজার জন্য ভারতবাসীর পৌত্তলিক বলিয়া ঘোর কলঙ্ক রটিয়াছে, যে প্রতিমাপূজার নিমিত্ত ভারতবাসী প্রতিপদেই উপহাসাস্পদ হইতেছেন, সেই প্রতিমাপূজা ভারতের সর্ব্ব শাস্ত্রে সকল কালেই প্রচারিত রহিয়াছে। ভার-তের প্রতিমাপূজা ভারতের অজ্ঞানাবস্থার বস্তু নহে; উহা ভারতের জ্ঞানা-লোকে সমুদ্ভাসিত। উপাসনাসাগরে ভাসমান হইয়া তাহার গভীর গর্ভস্থ প্রতিমারত্নের অপলাপ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ভোগসুখ পরাঙ্‌মুখ স্বার্থদৃষ্টিবিবর্জ্জিত পরোপকারনিরত সত্যপরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ যাহা সাধারণের উপকারোদ্দেশে দেশমধ্যে প্রচারিত ও শাস্ত্র মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই দর্শনমাত্রই পরিত্যাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যে প্রতিমাপূজার প্রবর্ত্তনের জন্য, সভ্য জগতে সুবিজ্ঞ বলিয়া সুপরিচিত আর্য্য ঋষিগণ আমাদিগের স্থূল দৃষ্টিতে অজ্ঞ বলিয়া প্রতীত হইতেছেন, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, সেই প্রতিমাপূজাই তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। ভারতের প্রতিমাপূজা ভারতবাসীর পৌত্তলিকতা নহে। পৃথিবীর অপরাপর অসভ্য জাতি যেরূপ বালকের ন্যায় স্বরচিত পুত্তলিকার বা সৃষ্টবস্তুর পূজা করেন, ভারতবাসী সেরূপ স্বরচিত পুত্তলিকার বা সৃষ্ট বস্তুর পূজা করেন না, তাঁহারা তাঁহাদিগের তপোযোগে তত্তদ্বস্তুতে আবির্ভাবিত দেবতার

পূজা করেন। ঐ প্রতিমাও আবার তাঁহাদিগের মনঃকল্পিত মূর্ত্তিবিশেষ নহে; উহা সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরের সৃষ্টিকল্পনার ন্যায় সত্যকল্পনা।

শাস্ত্রবিধি অনুসারে উপাস্য বিষয়কে অন্তঃকরণের বিষয়ীভূত করা বা অবিচ্ছেদে তাঁহাকে চিন্তা করার নামই উপাসনা। চিন্তনীয় বিষয়ের আকার ব্যতিরেকে তাহার চিন্তাই হয় না, সুতরাং নিরাকারের উপাসনাই হইতে পারে না। মানসিক ভাব সকলও নিরাকার নহে; তাহাদিগেরও বিশেষ বিশেষ আকার আছে। ভয় ক্রোধাদি মানসিক ভাব সকল যদি নিরাকার হইত, তবে তাহাদিগের পরস্পর ভেদও অনুভূত হইত না। ফলতঃ, এই কারণেই অর্থাৎ উপাসকের উপাসনা কার্য্যের অমূলকতার পরিহারের জন্যই সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর বিবিধ সত্যমূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন। ঈশ্বর চিন্ময়, তাঁহার মূর্ত্তি সকলও চিন্ময়। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার মূর্ত্তি সকল তাঁহার পরিচায়ক। তিনি নির্দ্দোষ, তাঁহার মূর্ত্তি সকলও সর্ব্ব-দোষ-পরিশূন্য। তাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই, তাঁহার মূর্ত্তি সকল ত অপ্রাকৃত আনন্দময়। আনন্দময়ের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মূর্ত্তি সকল উপাসকের উপাসনার জন্য, ভোগের জন্য নহে।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

ঈশ্বর বিশ্বব্যাপক! বিশ্ব সংসারের সর্ব্বত্রই তাঁহার অধিষ্ঠান। সৃষ্ট জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার অবস্থিতি হইলেও, তাহা ব্যক্ত না থাকায় জীবের অনুভবযোগ্য হয় না। এই নিমিত্তই ঈশ্বরের আবির্ভাবমাত্রই উপাসকের উপাসনাসামর্থ্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। বিনা উপাসনাতে ঐ আবির্ভাব কখনই ব্যক্ত হইতে পারে না।

ঈশ্বর সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিত। অনন্ত আকাশ তাঁহার মহিমার পরিচায়ক এবং সূক্ষ্মতম পরমাণু তাঁহার অণিমার পরিচায়ক; অর্থাৎ তিনি আকাশের ন্যায় ব্যাপক হইয়াও সূক্ষ্মতম পরমাণু মধ্যেও অবস্থান করিতে সমর্থ। তাঁহার ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যও কখন উপাসনা ব্যতিরেকে অনুভূত হইতে পারে না। উপাসক ভিন্ন তাঁহার মহিমা বা অণিমা অবগত হইতে পারেন না।

কার্য্যমাত্রেরই বিশেষ বিশেষ অধিকারী আছে। বিষয়াশক্তিশূন্য বিশ্বমূর্ত্তি বিরাট পুরুষের উপাসক হইতে বিষয়াকৃষ্টচিত্তচঞ্চলস্বভাবসাধক বহুদূরবর্ত্তী। যিনি স্বীয় মনোমন্দিরে বিরাট পুরুষের বিরাট দেহের—বিশ্বব্যাপক বিশ্বপতির চিন্তা করিতে—ধারণা করিতে সমর্থ, তাঁহার জন্য শৈলা-

চিন্ময়ী প্রতিমার বিধান হয় নাই। তবে যিনি ক্ষণকালের জন্য মনকে আকাশের ন্যায় শূন্য করিতে—বিষয়-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত করিতে অভ্যাস করেন নাই, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোমোহন প্রতিমার উপাসনাই কি সুবিহিত হইবে না? যাঁহার চিত্ত বিষয়াকর্ষণে সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি কখন অনন্তের ধারণার জন্য হৃদয়ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে স্বপ্নেও চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার পক্ষে কি প্রতিমাপূজাই বিহিত হইবেন না? তবে যিনি বিশ্ব-পতির আনন্ত্য বিশ্বময় চিন্তা করিতে সমর্থ, এমন নির্ব্বোধ কে আছে যে, তাঁহার জন্য ভৌতিক প্রতিমার ব্যবস্থা করিবে? যিনি বিশ্বরচনার প্রতি-পরমাণুতে বিশ্বনিয়ন্তার সৌন্দর্য্যকৌশল অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপহার প্রদানে সমর্থ হইয়াছেন, কে তাঁহার জন্য পত্রপুষ্পাদি উপহারের উপদেশ প্রদান করিবে?

যে আর্য্যশাস্ত্র শৈলাদিময়ী অষ্টবিধ প্রতিমার মধ্যে মনোময়ী প্রতিমার উপদেশ করিয়াছেন, যে আর্য্যশাস্ত্র ঈশ্বরে সর্ব্বস্বার্পণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে আর্য্যশাস্ত্র প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদির নিয়ম করিয়াছেন সেই আর্য্যশাস্ত্র যে কুসংস্কারের উৎপাদক, এরূপ উক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, আর্য্যের প্রতিমাপূজা জড়ের পূজা নহে; উহা, ঐ প্রতিমা যে চৈতন্যের প্রতিরূপ, তাহাতে আবির্ভূত সেই চৈতন্যেরই পূজা। আর্য্যগণ, জড়ের উপাসনা করা দূরে থাকুক, জড়ের উপাসনাতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়, বিবেচনা করিতেন। এক সময় একজন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—

"শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিং বা প্রতিমায়াং হরের্ময়া?"

মানব প্রতিমাপ্রিয়। মানব কি বাহ্যিক কি আন্তরিক, কোন কার্য্যই প্রতিমা ব্যতিরেকে ভালবাসেন না বা প্রতিমা ব্যতিরেকে ভাল বাসিতে পারেন না। মানবের প্রতিমায়—দেবপ্রতিমায় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশিত রহিয়াছে। যাহা বিশ্বের প্রতিচ্ছবি যাহা বিশ্বপতির প্রতিচ্ছবি, যাহাতে দেবশক্তির বিকাশ, আবির্ভাব ও অভিজ্ঞান হইয়াছে, তাহা অবশ্য পূজনীয়। যে প্রতিমা চিত্তের আকর্ষক, যে প্রতিমা সর্ব্বরসের উদ্দীপক, যে প্রতিমা ভক্তিভাবের প্রকাশক সে প্রতিমা কখনই উপহাসের সামগ্রী হইতে পারে না। যে প্রতিমা চিত্তের একাগ্রতার প্রধান সাধক, যে প্রতিমা চিত্তবিক্ষেপ-রোগের একমাত্র মহৌষধ তাহা কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কল্পনাকুশল মানব পাছে স্বকপোলকল্পিত প্রতিমাতে আত্মসমর্পণ

করিয়া অধঃপতিত হয়েন, এই জন্যই—তাঁহার অধঃপতন নিবারণের জন্যই—তাঁহার উন্নতির জন্যই—করুণাময় জগদীশ্বর তাঁহাকে প্রতিমাপ্রিয় করিয়া এবং আপনারও উপযুক্ত প্রতিমা কল্পনা করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন। শূন্যচিন্তাব কি কখন চিত্তের বিক্ষেপ বিদূরিত হইতে পারে? শূন্যচিন্তায় কি মানবের মনে আনন্দের আবির্ভাব হইতে পারে? যিনি শূন্যচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া স্বকপোলকল্পিত প্রাকৃতিক উপহারে কল্পিত ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছেন, পবিত্র পুষ্পচন্দনাদি উপহারে প্রতিমার পূজায় নিমগ্নচিত্ত ভারতবাসী কি তদপেক্ষা অপকৃষ্ট সাধক? ভারতবাসীর উপাস্য দেবতা, তৎপ্রতিমা অথবা তদীয় উপহার সকল কিছুই তাঁহার কল্পনার সামগ্রী নহে; সে সকলই সেই সত্যসঙ্কল্প পুরুষের সত্যসঙ্কল্পনপ্রসূত। ইহাতেও যদি ভারতবাসী নিন্দনীয় হয়েন, হউন, তিনি সে নিন্দাভার অবনত মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। তিনি যেরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয-সাধনে সমর্থ, তদ্রূপ উপাসকের হিতের নিমিত্ত উপাসনার অনুকূল শরীরধারণে বা তদনুকূল মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত প্রতিমাতেও আবির্ভূত হইতে পারেন। তাঁহার ঐ আবির্ভাব জীবের জন্মের ন্যায় অদৃষ্টাধীন নহে, কিন্তু স্বেচ্ছাধীন। ঐ আবির্ভাব যদিও আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করি না বটে, কিন্তু তথাপি উহা অসম্ভব নহে। কারণ বিজ্ঞানশাস্ত্রই প্রমাণ করিয়া দিবে যে, জড়ে চৈতন্যের আবির্ভাব জীবে আবির্ভাবের ন্যায় সম্ভবপর। সম্ভবপর হইলেও ঐ আবির্ভাব সকলের অনুভবযোগ্য হইতে পারে না। জ্ঞানমাত্রই জ্ঞানসাধন-বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তির অপেক্ষা করে। উলূক যে সূর্য্যকিরণেও বস্তু দর্শন করে না, তাহা সূর্য্যের দোষ নহে, কিন্তু পেচকের চক্ষুর দোষ। প্রতিমাতে দেবতার আবির্ভাবও তাদৃশ শক্তি ব্যতিরেকে অনুভূত হইতে পারে না। আবার ঐ আবির্ভাব সাধকের তপোযোগ ব্যতিরেকেও হয় না। যে কোন ব্যক্তি যে স্বীয় ইচ্ছানুসারে যে কোন স্থানে দেবতার আবির্ভাব করাইবেন তাহার শক্তি নাই। দেবতার আবির্ভাব করাইতে বিধিবিধানে সাধন চাই। কোন সাধন করিব না, অথচ প্রতিমাতে দেবতার আবির্ভাব হইল না বলিয়া শাস্ত্রবাক্য—আপ্তবাক্য—বিজ্ঞানবাক্যকে অসত্য বলিয়া সাধক ব্যক্তিকে উপহাস করিব, এতদপেক্ষা নির্ব্বোধের কার্য্য আর কি আছে?

ক্রমশঃ—

মহোৎসব।

মহোৎসব শব্দের অর্থ মহানন্দ। ঐ মহানন্দ মানব মাত্রেরই প্রার্থনীয়। আমরা এই সংসারের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই, মানবগণ মহানন্দ লাভের নিমিত্ত লালায়িত। মানব কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট নহেন। যিনি যে অবস্থাতে থাকেন, তিনি সেই অবস্থাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য নিতান্ত উৎসুক হয়েন এবং পরস্পর পরস্পরের অবস্থার প্রতি ঈর্ষা করিয়া থাকেন। ঐ ঈর্ষাই আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, মানবের তাদৃশী কোন অবস্থাই সুখের নহে। রাজা প্রজার অবস্থার প্রতি, প্রজা রাজার অবস্থার প্রতি ঈর্ষান্বিত। ধনবান্ নির্ধনের অবস্থা, নির্ধন ধনবানের অবস্থা প্রার্থনা করেন। এই রূপে দেখাযায়, কেহই নিজের অবস্থাতে সুখী নহেন। এক জনের দৃষ্টিতে যে অবস্থা সুখের বলিয়া অনুমিত হয়, তদবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে সে অবস্থা সুখকর নহে। মানব কোন অবস্থাতেই সুখ পাইতেছেন না, কিন্তু তাঁহার সুখের আশাও অন্তর্হিত হইতেছে না। বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য আসিতেছে, জীবনের চরমসীমা উপস্থিত হইতেছে, তথাপি কেহ নিজ হৃদয় ক্ষেত্র হইতে সুখের আশাকে উন্মূলিত করিতে পারিতেছেন না। জন্মকাল হইতে যে সুখের অভাব ও তৎ পূরণের আশা দেখিতেছি, মৃত্যুকালেও তাহার পূরণ বা আশার অবসান বা হ্রাসও দেখিতেছি না। মানব যে সুখের অভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই অভাব সঙ্গে করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন। আমরা সকলেই এই ভাব দেখিতেছি, তথাপি সুখের আশার নিবৃত্তি হইতেছে না। ঐ সুখ যদি মানবের আকাশকুসুমতুল্য হইত, তবে একদিন না একদিন কোন না কোন মানবের ঐ সুখের—ঐ আনন্দের প্রতি বিতৃষ্ণা হইতই হইত। বিতৃষ্ণার কথা দূরে থাকুক, পিপাসারই বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ঐ সুখ কোন না কোন অবস্থাতে কোন না কোন স্থানে অবশ্যই নিহিত আছে। আমরা যে পর্য্যন্ত না ঐ গুপ্ত স্থানের আবিষ্কার করিতে পারি, সেই পর্য্যন্ত তাহার আশায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে থাকি। ঐ সুখধামের—আনন্দ ধামের অন্বেষণে মানব মাত্রই সংসারের নিখিল গুপ্তস্থান পরিদর্শন করিতেছেন, জগদীশ্বরের সৃষ্ট সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিতেছেন, সর্ব্বত্রই

তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু কুত্রাপি তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছেনা।

সুখই জীবনের সার তত্ত্ব। উহাই আমাদিগের মানসিক অনুধাবনার উচ্চতম শিখর। উহাই মানব কল্পনার সীমান্ত বিরামস্থল। মনুষ্যের সুবিস্তৃত জ্ঞান রাজ্যের বিভূতিরাজ্যের উহাই চরমসীমা। তবে যদি কেহ দম্ভবায়ু সন্তাড়িত হইয়া উক্ত সীমান্ত প্রদেশ উলঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পান, মাধ্যাকর্ষণী শক্তির মত কে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিয়া সেই পাতাল মধ্যে ফেলিয়া যায়। চিন্তাস্রোত নদীস্রোতের ন্যায় অনন্তকাল ছুটিতেছে—দিন দিন ক্রমান্বয়ে গভীর ও প্রসারিত হইয়া আসিতেছে এবং সময় সহকারে তাহার স্ফটিকের মত নির্ম্মলত্ব ও শোভাসৌন্দর্য্যও বাড়িতেছে; কিন্তু কিছুতেই সেই তীর ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না; মহাবেগে কূলে কূলে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়া ফিরিতেছে, ইচ্ছা কূল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ে; স্তূপে স্তূপে মৃত্তিকাদি সেই ভীষণ সন্তাড়নে ভাঙ্গিয়াপড়িতেছে; তথাপি যে অবরোধ সেই অবরোধই একরূপে অচল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহা আর কোন মতেই অপহৃত হইতেছে না। মায়াময়ী ছায়াময়ী স্বপ্নময়ী কল্পনা চিরদিনই সেই অকাট্য বন্ধন মোচন করিবার প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এ বিষয়ে তাহার কোন মাত্র ত্রুটি নাই, কখন মুহূর্ত্তের জন্য ও সে আলস্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করে নাই। প্রতিনিয়তই মায়ামন্ত্রবলে মনুষ্যকে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের অনন্ত রহস্য ভেদ করিয়া দেখাইতেছে, চর্ম্ম চক্ষু বিশিষ্ট মনুষ্য তন্মধ্যে সংসারসুখ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া স্বেচ্ছামত পুনর্গঠিত করিতেছেন, অদূরদর্শী মনুষ্য সেই সংসার সুখেরই ন্যূন প্রকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেনা—তাহার স্থূল দৃষ্টি সংসার ভেদ করিয়া আর স্তরান্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তিনি সংসারকে ক্রমান্বয়ে বস্তু হইতে অবস্তুতে সগুণ হইতে নির্গুণে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন, জড়বুদ্ধি মনুষ্য কিয়দ্দূর উঠিতেছেন—স্থাবর হইতে জঙ্গম, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে; আর উঠিতে পারিতেছেন না; তিনি যতই সংসারকে ঠেলিয়া সবলে উচ্চমুখে তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন, সে ততই উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের মত সেই সংসারেই প্রকৃতিতেই ঘুরিয়া পড়িতেছে। করুণাময়ী কল্পনা তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। তিনি মনুষ্যকে—স্থূলপ্রকৃতি মনুষ্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া আলোক অপেক্ষা বেগবান্

পক্ষ মেলিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে ভূবায়ু ভেদ করিয়া সতেজে ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে লাগিলেন; ক্রমে সমুদ্র গোষ্পদ এবং উচ্চতম ভূধরশৃঙ্গ ধরাপৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ব্রণের মত অনুভূত হইতে লাগিল, পরে সমস্ত পৃথিবী ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুবৎ কোথায় মিলাইয়া গেল। কল্পনা তখনও দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, এবং ক্রমে ছায়াপথে উপনীত হইয়া এক সৌরজগৎ হইতে অপর সৌরজগতে বিচরণ করিতে লাগিল; এইরূপে অসংখ্য ঘূর্ণায়মান পরিক্রমশীল সৌরজগৎ পার হইবার প্রয়াস পাইল; কিন্তু তাহার আর সীমান্ত করিতে পারিল না; মনুষ্য তখন প্রকৃতির সংসারের অনন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। দয়াময়ী তাহা দেখিয়া পুনশ্চ ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং নিজ ইন্দ্রজাল প্রভাবে পলাণ্ডুর মত বিশ্ব সংসারের কোষ উন্মোচন করিতে লাগিলেন, কোষের পর কোষ, তারপর কোষ এইরূপে ক্রমাগত চলিল, কোষেরও শেষ নাই, সংসারেরও শেষ নাই; সুতরাং মনুষ্য তাঁহার সেই অনন্ত কোষরহস্য দেখিতে লাগিল, অন্য কোন সুখকর উপাদান অনুধাবন করিতে পারিল না। পরে কল্পনা দেবী সামান্য বালুকাকণা লইয়া সহস্র ভাগ করিয়া দেখাইলেন; মনুষ্য সংসারসুখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ফলতঃ এই সংসার সেই সুখের অনন্ত মূর্ত্তি—অনন্ত স্ফূর্ত্তি—অনন্ত বিকাশ মাত্র।

আমরা এইরূপে সুখের অন্বেষণে ভীষণ সংসারস্রোতে জীবন ভাসাইয়া সকলেই অনন্ত নির্ব্বাণ সাগরের অভিমুখে এরূপ ধীর ও নিস্তব্ধ ভাবে প্রবাহিত হইয়া অগ্রসর হইতেছি যে, তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। কেবল কোন কোন সাধু মহাপুরুষ সময়ে সময়ে জাগরিত হইয়া এই নিবিড় কালরাত্রির ঘোর অন্ধকারমধ্যে বজ্রগম্ভীরনিনাদে দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতেছেন যে 'আর সময় নাই, এখনও সতর্ক হও, ক্ষণিক সুখের আশায় অমূল্য জীবন হারাইও না, আত্মরক্ষার জন্য যত্নবান্ হও।' কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ সতর্কতাসূচক দৈববাণী অনেক সময় কুসংস্কারপূর্ণ হৃদয়ে স্থানই পায় না। কখন সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের কর্ণপথে প্রবেশ পূর্ব্বক স্থান পাইলেও কোন উপকারই সাধন করিতে পারে না। আমরা তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া সম্মুখে যে একটি ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করি, তদ্দর্শনেই পুনরায় নয়ন নিমীলন করিতে হয়। যদি কখনও সাহসে নির্ভর করিয়া তাহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখনই সেই ধর্ম্মাভাসের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া আমাদিগকে বিভীষিকা সকল প্রদর্শন

করিতে থাকে। যদি কোন সাহসী পুরুষ ঐ বিভীষিকাতেও ভীত না হন, তাহাতেও পরিত্রাণ নাই। চতুর্দ্দিক যেরূপ ঘোর দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন দেখা যায়, তাহাতে সম্মুখের পদার্থ নেত্রগোচর হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। অধিকন্তু চারি পার্শ্বে এরূপ ভয়ঙ্কর বিকট ধ্বনি সকল শ্রুতিগোচর হইতে থাকে যে, তাহাতে কোন সাহসী পুরুষই নির্ভয়ে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। এতাদৃশ ভয়ের কারণ সকল সত্ত্বেও এককালে সুখের আশায়—জীবনের আশায় হতাশ হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, যখনই আমরা ভয়ে ভীত, কম্পিত ও হতাশ হইযা আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হই, তখনই পূর্ব্বোক্ত দৈববাণী আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস প্রদান করিতে থাকে। আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বারংবার বলিতে থাকে, "ভয় নাই, ভগবানের অভয় পদে শরণাপন্ন হও, অচিরেই ধর্ম্মালোকে সুখশান্তিধামের সরল পথ দেখিতে পাইবে।" ফলতঃ ঐ সকল দীনদশাপন্ন শান্তিশূন্য নিরানন্দ উপায়বিহীন জীবের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিমানের ভীতি নিবারক অভয়-চরণে শরণ লইলেই প্রগাঢ় সূচীভেদ্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া ধর্ম্মজ্যোতিঃ, ভক্তিজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে থাকে এবং অচিরেই আনন্দধামের আনন্দময়ের আনন্দ-মন্দিরের পথ ও প্রত্যক্ষ হয়। ঐ পথে একবার পদার্পণ করিলেই ভীতিভঞ্জন সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের ঘোর রোল কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। তখন কে যেন মঙ্গলধ্বনি করিয়া অভয়দানার্থ—সুখসম্পদ বর্দ্ধনার্থ—শান্তিবিধানার্থ বাহুবিস্তার পূর্ব্বক আলিঙ্গন প্রদানে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন আর কোন বিভীষিকাই দেখা যায় না। চতুর্দ্দিকেই আনন্দ সন্দোহ বিরাজিত দেখা যায়। সংসারের চতুর্দ্দিকেই সকলঅবস্থাতেই আনন্দের আশ্বাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন সংসারের কোন অবস্থা—কোন স্থানই অশান্তির অসন্তোষের কারণ হয় না। চারিদিকে আনন্দময় রুচির নব নব হৃদয়ক্ষেত্র সকল দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। তখন হৃদয় মহোৎসবে মত্ত হয়। মন আনন্দসাগরের অভিমুখে ধাবিত ও নিমগ্ন হয়। জীব আনন্দরসে আপ্লুত হয়। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শাশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোক যশোঽনুগীয়তে।

নামসঙ্কীর্ত্তনই সত্য ; উহাই একমাত্র মঙ্গলের নিদান। উহাই এক মাত্র মধুর বস্তু ; উহাই নিত্যনুতন, নিত্য মহোৎসবদায়ক ও মনুষ্যের শোক সাগরের শোষক। নামসঙ্কীর্ত্তনের ঈদৃশ মাহাত্ম্য যে, ঘোর পাষণ্ডও উহার বলে—উহার গুণে উদ্ধার পাইয়া থাকে। আচারভ্রষ্ট শাস্ত্রবির্গর্হিতাচার ব্যক্তিকে বেদও মুক্ত করিতে পারেন না, পবিত্র করিতে পারেন না ; কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তন যাহাকে মুক্ত করিতে পারেন না, এমত পাষণ্ডই নাই। অসৎপথপ্রবৃত্ত পাষণ্ড সকলের কোন চেষ্টাই তাহাদিগকে পবিত্র করিতে পারে না। কিন্তু সেই পাষণ্ড সকলের প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তনের—চরিত্র সংশোধনের—মহত্ত্ববিধানের একমাত্র মধুর মহৌষধই হরিনামসঙ্কীর্ত্তন। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলির জীবের একমাত্র মহোৎসব। নিরুপায় পাষণ্ড গণের প্রতি কৃপালু হইয়া সাধুবৃন্দ তাহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানালোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন, তাহাই মহোৎসব, তাহাই মনের মহোৎসব সম্পাদক। ঐ মহোৎসবে অধিকারী হইতে হইলে—ঐ মহোৎসবের ফলভোগী হইতে হইলে, নামে রুচির প্রয়োজন। রুচি আবার শ্রদ্ধা ভিন্ন হয় না ; শ্রদ্ধার কারণ শ্রবণ। সুতরাং হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতেই শ্রদ্ধা হয় এবং শ্রদ্ধা হইতে রুচি সমুৎপন্ন হয়। রুচি হইলেই মহোৎসবের মাধুর্য্য আস্বাদন হইয়া থাকে।

মুমূর্ষুর উক্তি।

নিয়তির কূটচক্রে আজ আমি সর্ব্বস্বান্ত ; বিরাট বিশ্বভাণ্ডারে আমার অস্থাবরীণ সম্পত্তির আর তিলার্দ্ধ সংস্থান নাই। আমার সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে অনন্ত মহাশূন্য অভেদ্য নৈরাশ্য—তিমিরে ওতপ্রোত ; নিত্যানন্দময়ী জগৎপ্রকৃতির প্রশান্ত হসিতচ্ছবি তাহাতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কোথায় বা পার্থিব সমৃদ্ধির সে হৃদয়মাদিনী বিলাসচ্ছটা ; আর কোথায় বা সেই অবিমৃষ্যকারিণী ভোগতৃষ্ণার উদ্ভ্রান্তশলভবৃত্তি! যাহার ঐকান্তিকী সঙ্গতিহেতু হস্তার্জ্জিত বিষবৃক্ষও অমৃতায়মানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, সেই মায়া মমতাই বা কোথায়! আজ অন্তর বাহির সকলই শূন্য। শূন্য মনে সঙ্কল্পবিকল্পের সে ধারাবাহিক পর্য্যায় নাই ; শূন্যপ্রাণে আশা-

ভরশার উচ্ছ্বাস নাই। শরীরে ব্যাধির অদম্য আসুরিক অত্যাচার; অন্তঃকরণে বিষয়তৃষ্ণার নিরাশ—তুষ্ণীম্ভাব; হৃদয়ে ভবিষ্যের কূটপ্রহেলিকা। এরূপ অবস্থায় ইহসংসার হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়া চলিলাম। কোথায় চলিলাম? জলে ডুবিতে, কি অনলে পুড়িতে, অথবা শৈলের ন্যায় অনতি-ক্রমনীয় উৎসেধ হইতে সহসা অধঃপতিত হইয়া উৎকট যন্ত্রণাভোগ করিতে চলিলাম, জানিনা। জানিনা, সংসারচক্রের অন্ত্যপীঠে আশাভরশার কিছু আছে কি না। শরীর ধারণে কেবল ভবিষ্যভরশায় অসহ্য ত্রিতাপজ্বালা কোনরূপে অপবাহিত করিয়াছি; শরীরপাতে পরাগতি যে কি হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অখিল বসুন্ধরা সহস্র বিড়ম্বনার বিহারভূমি হইলেও এককালে নির্ব্বৃতিপরিশূন্যা নহে। প্রাবৃটের ঘনঘটাচ্ছন্ন ঘোরান্ধকারময় গগনে ভ্রান্ত পথিকের পথ-নির্দ্দেশজন্য কি সময়ে সময়ে চঞ্চল চিকুরের চকিত চমক লক্ষিত হয় না? না হলাহলপ্লাবিত নাগলোকে বিধুধবাঞ্ছিত পরম পবিত্র পীযূষ-উৎস উৎসারিত হয় না? শোক, দারিদ্র্য, ব্যাধি, চিন্তা প্রভৃতি শত শত সাংসারিক তাপে জর্জ্জরিত হইলেও অভাক্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যে ক্ষণকালের জন্যও শান্তি-লাভ করে না, মানবচক্রে এ প্রকার জীবই অপ্রসিদ্ধ। আবার এই সংসার-ধামে জীবিতচর্য্যার একটা বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু আজ আমি যে দেশের অভিমুখীন হইযাছি, তাহার প্রকৃতিগত কোন তথ্যেরই নির্দ্দেশ বা ধারণা আমার নাই। সেখানে শান্তি কি শঙ্কট, অমৃত কি কালকূট, কি যে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, কে বলিবে? কে বলিবে যে, সেই অজ্ঞাত প্রদেশে পদার্পণমাত্রেই আমার ঐহিক জ্বালার অতিনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অমৃতজীবনের সূত্রপাত হইবে? ঐহিক জীবনের সঞ্চিত আশা আগামীর কালানলে ভস্মীভূত হইবে না, এ কথা আমাকে কে বলিয়া দিবে? মৃতদেহের সৎকার জন্য এখানে যেমন শ্মশান, গত জীবনের সৎকার জন্য যে সে স্থান একটী মহা-শ্মশান নহে, এই কূট সমস্যা পূরণের নির্ভরযোগ্য ধ্রুবযুক্তি কি?

বাস্তবিক এ প্রকার কূটপ্রহেলীর রহস্যোদ্ভেদ সুদূরপরাহত। ঐহিক জীবনেই মানবীবুদ্ধি এক পদও সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। ভবিষ্যের প্রথম অধ্যায়ে জীবচরিতের কিরূপ অবতারণা হইবে, আদৌ মানুষ তাহারই নিঃসংশয়াবৃত্তি করিতে অক্ষম। জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত বা ফলিতকাণ্ডেও তাহার সঠিক মীমাংসা অসম্ভব। দর্শনশাস্ত্রসমূহও মীমাংসাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া নিষ্পত্তিগত সাম্য রক্ষা করিতে পারে নাই। অতএব যখন ইহজীবন

সম্বন্ধেই এ প্রকার গোলোযোগ তখন অতি দূরতন আগামী জীবনের অস্পষ্ট জটিল লিপী আয়ত্ত করা সহজ ব্যাপার নহে।

তবে মুমূর্ষুর প্রবোধ কোথায়? এই যে নিদানসময়ে আমি আমার চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন শূন্য দেখিতেছি, ধ্রুব হইতে অধ্রুব সংশযরাশিতে আত্মবিসর্জ্জনজন্য মনে মনে হাহাকার করিতেছি, আমাব কি নির্ভরযোগ্য কোন অবলম্বন নাই? জীব যে আশৈশব উন্নতিশীলতাব পরিচয় পদেপদে দিয়া আসিল, এই খানেই কি তাহাব ছেদবিন্দু? পূর্ব্বজ সংস্কারের অনুবৃত্তি হইবে না? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ঈদৃশী সংশযিতাবস্থায় অবস্থাপিত হইয়া আমি কাঁদিব. কি যাঁহারা অসন্দিগ্ধভাবে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেন, অধিকন্তু আমার পরিত্যক্ত পৃথিবীর ভোগ্য সমৃদ্ধির উত্তরাধিকারী হইলেন, তাঁহারা কাঁদিবেন? বল আত্মীযগণ! তোমবা এ সময়ে অশ্রুপাত কর কি দুঃখে?

যেমন মুমূর্ষুর নিকটে আত্মীযের, আত্মীযেব নিকটে মুমূর্ষুরও প্রত্যাশা অনেক। সুতবাং তাদৃশ বিনিময়ের স্বার্থবিঘাতহেতু মুমূর্ষুর জন্য আত্মীয়ের অশ্রুচ্ছ্বাস সম্ভবেনা। মর্ম্মস্থান আহত না হইলে প্রাণের বিহ্বলতা জন্মেনা। জীবকূল বহুলাংশে পরস্পর সাপেক্ষভাবে নির্ভবিত। নিরালম্ব নিরপেক্ষতায় তাহাদিগের আশ্বাস জন্মেনা। সুতবাং নির্ভরের বস্তুর ক্ষুদ্রাংশে কোন বৈকল্য ঘটিলে জীব মর্ম্মাহত হয়। সেই জন্য জীবেব বিযোগে জীবের শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইয়া থাকে। শস্ত্রের সংঘাত অপেক্ষা আস্ফালন ভীতিব্যঞ্জক। সেইরূপ এই সংসার সূত্রপাতে যে প্রকার দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হয়, অভ্যস্ত হইলে আর সেরূপ হয়না; ক্রমেই সহিয়া যায়। যাবৎ অভ্যাসের সমীচীনতা না জন্মে, ততদিন পবমুখাপেক্ষিতা অপরিহার্য্য। আশার ভার পরের স্কন্ধে আরোপিত করিয়া অপেক্ষাকৃত সহজে দিনচর্য্যা হইতেছিল, এক্ষণে সেই ভারবাহীর অবসানে তাহা নিজস্কন্ধে আরোপিত হইল, সুতরাং ক্লেশ বাড়িল। এই নিমিত্ত মুমূর্ষুর বা গতজীবিতের জন্য আত্মীয়ের, সুহৃদবান্ধবের, সহানুভাবী সংসারের অশ্রুপাত ও আর্ত্তনাদ।

উদ্ভ্রান্ত সংসারজীবনের বেগধারণ জন্য কৌশলময়ী সৃষ্টিকারিকার বৈচিত্র্যের অপ্রতুল নাই। শোকনৈরাশ্যাদির অসহ্য তাড়নায় জীবের প্রকৃতিগত উদ্বেলতা অন্তিমমাত্রায় উন্নীত হইলেও তাহার আশুপ্রসাদনকল্পে বিশ্বভাণ্ডার নিতান্ত দরিদ্র নহে। অনুসন্ধায়ী সহিষ্ণু প্রতিভার প্রবোধের বস্তু প্রচুরই আছে। আজ তোমার আশার প্রবাহ শুষ্ক সিকতাময় কার্য্য-

ক্ষেত্রে অপহৃত হইয়াছে। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অন্বেষণ করিলে কল্য তাহার পুনঃ সংস্কার বা প্রতিক্রিয়ার্থ কোনরূপ উপায় অবশ্যই যে অস্তিত্বে আহৃত হইবে, তাহাতে আর সংশয়-মাত্রই নাই। বৈষয়িক অবসাদ ও উত্তেজনায় গুরু কিম্বা লঘু বৈষম্যানুপাত নাই। যাহা যে পরিমাণে উত্তেজক, তাহা সেই মাত্রাতেই অবসাদক। সহ্য করিতে পারিলে, যাহা তোমার ক্ষোভের কারণ হয়, তাহাতেই প্রবোধের উপাধি পাইতে পার। আর যদি ধৈর্য্য স্খলিতই হয়, তবে অভিনিবেশসহকারে সংসারের মুক্তপথে অন্বেষণ কর, অবশ্য কোন না কোন রূপে ক্ষতিপূরণ হইবেই হইবে। জীবের ভারাক্রান্ত ভঙ্গপ্রবণ স্থিতিক্রমের সংস্করণ জন্য রাশিরাশি উপকরণ স্তরেস্তরে চারিদিকে আকীর্ণ রহিয়াছে। যদি আপৎপাতে অভিভূত হইয়া ধৈর্য্য ত্যাগ কর, তুমি অন্ধ হইবে, কিছুই দেখিতে পাইবে না। চক্ষুর সহিত চক্ষুর সম্প্রীতি থাকিলে যেমন আলোকের সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর দর্শনলাভ হয়, অন্যথা হয়না, সেইরূপ চিত্তের সহিত জ্ঞানের ঐকমত্য থাকিলে অনুসন্ধিৎসায় গুণে প্রিয়-বস্তু হস্তগত হয়, অন্যথা নহে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল মানবী প্রকৃতিতে সচরাচর ধৈর্য্যসহিষ্ণুতা-জ্ঞানাদির সমবায় সুদূরপরাহত। সেইরূপ স্থলে স্তিমিত হৃদয়ের উদ্দীপনার্থ শিশু যেমন একটী অতি সুন্দর উপকরণ, জীবের বহিস্তন জড় প্রকৃতিতে নির্ভরযোগ্য সেরূপ আব একটীও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অচিরজাত সুকুমার শিশুর সকলই নূতন। সেই নূতনত্বে তাহার শরীরও প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা সংক্রামিত হওয়ায় সহানুভাবীব চক্রে তাহার সর্ব্বোচ্চ আসন। মানবী প্রকৃতি স্বভাবতঃ নূতনত্বপ্রবণা ও দুর্ব্বলের পক্ষপাতিনী। সবল স্বয়ংসিদ্ধ, সুতরাং নিরপেক্ষ; কিন্তু দুর্ব্বল সবলের পৃষ্ঠবল অপেক্ষা করে। অপিচ যেখানে নূতনত্বের অসদ্ভাব, সেখানে আকর্ষণই নাই। ইত্যাকার কারণে সবল মানব দুর্ব্বল শিশুর একান্ত পক্ষপাতী। জড়প্রকৃতির বৈচিত্র্যে মধু আছে বটে, কিন্তু তাহা এত উগ্রমিষ্ট যে, তাহাতে শীঘ্র বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়ে। পক্ষান্তরে শৈশবের আস্বাদ এত মুখরোচক যে, তাহা সহজে ভুলা যায় না। তাহার পবিত্র প্রাণের সরল বাবদুকতায় বেদাদি কোন্ শাস্ত্র তিষ্ঠিতে পারে? তাহার মধুস্রাবিণী গীতিকায় তৌর্য্যত্রিক ভাসিয়া যায়; তাহার অসেচনক অঙ্গভঙ্গিমায় পৃথিবীর সমস্ত বিঘ্ন বিড়ম্বনা দূরে পলায়ন করে। গৃহস্থ সাংসারিক জ্বালায় দহ্যমান হইয়া যখন কিছুতেই চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারেনা, তখন এই শিশুর স্বর্গীয় স্পর্শানুভবে সে ক্ষণকালের

জন্য ও আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ হয়। প্রকৃতিচরিত্রে পুরুষের এবং পুরুষচরিত্রে প্রকৃতির তৃষ্ণা মিটাইবার অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহা খাদ্যখাদকভাবে, আদান প্রদান সম্বন্ধে, বাণিজ্য ব্যবসায়ক্রমে। তাহাদের বাৎসল্য আশায় অঙ্গহীন ; তাহাদের প্রেম স্বার্থে বিকৃত ; তাহাদের মমতায় কপটতার পূতি-গন্ধ। কিন্তু শিশু কিছুরই অপেক্ষা রাখেনা, প্রাণ খুলিয়া নিঃস্বার্থভাবে প্রেম বিতরণ করে ; তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া উপযোগ কর, আপত্তি নাই। নিকৃষ্ট জীব এই তৃপ্তিটুকু লাভ করিয়াই নিরস্ত ; দুরাকাঙ্ক্ষ মানুষ নিরস্ত হয়না। মল্লিকা ফুটিল, সুরভি অনুভব করিলাম ; পুষ্প শুকাইল, দূরে ত্যাগ করিলাম। শিশু সম্বন্ধে মানুষ সেরূপ অলম্বুদ্ধি প্রচার করিতে পারেনা। শিশুর নিকটে তাহার দাবী অনেক। শৈশবের তৃপ্তি তাহার চাই ; যুবত্বের দাম্য ও নির্ভর চাই, বার্দ্ধক্যের আশ্বাস ও উৎসাহ চাই। কাজেকাজেই উত্তরসাধক সহকারীর জন্যও যেমন, একটী শিশুর জন্যও তেমনই জীবের হৃদয়বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

মানিলাম, জীবের জন্য জীবের রোদনের যথেষ্ট কারণ আছে। সেই রোদনের অন্তস্তলে স্বার্থই থাক, বা আর কিছুই থাক্, আমার সে সহানুভূতিতে ইষ্ট কি ? আমি যে সর্ব্বত্যাগী হইয়া আমার আশাভরশার —ভোগ বিলাসের এই পরম প্রিয়দর্শন প্রতিমাখানি শ্মশানের বীভৎস অঙ্গাররাশিতে পর্য্যবসিত করত আত্মহারা হইতেছি, আমার তাহাতে কি ফললাভ হইবে ? দুই দণ্ড অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া চিরকালের জন্য পৃথিবী আমাকে ভুলিবে, কিন্তু আমি জানিনা, কস্মিন্‌কালে এই পার্থিব সম্বন্ধ আলু-লায়িত করিতে পারিব কিনা, কেহ আমার চক্ষুর্জ্জল মুছাইয়া দিবে কিনা।

ভূতপ্রপঞ্চের রাসায়নিকী বিকৃতিই যদি জীবত্বের মূলাধার হয়, তবে সেই রাসায়নিক যোগের ব্যভিচারই মৃত্যু। পারমাণব সংশ্লেষণে মূর্ত্ত পদার্থের অস্তিত্ব, বিশ্লেষণে নাশ। মূলে যে পরমাণু, অন্তিমেও সেই পরমাণু রহিল ; মধ্যে কেবল কয়েকটী ঘটনা লীলাখেলা করিয়া অবসান পাইল মাত্র। জীবত্বের খেলা যদি সংহতির ধর্ম্ম এবং মৃত্যু তাহার বিশ্লেষণের পরিণাম মাত্র হয়, তবে তাদৃশ মৃত্যুতে আশঙ্কার বিষয় কি ? আমি যাহা ছিলাম, চরমে তাহাই রহিলাম ; জড়জগতের যে কয়েকটী রেণু আমার সম্বল ছিল, অন্তিমে তাহার একটীরও অপচয় হইল না এবং যে তাহাকে এই ভব-যাত্রায় অভিমান করিয়াছিলাম, বিদায় কালে তাহার কোনরূপ ব্যভিচার

হইল না ; যেমন নিঃসংশয়ে অঙ্গ চালিয়া ছিলাম, তেমনই অক্ষুণ্ণ নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য অবর্থ করিয়া চলিলাম। সুতরাং আমার ক্ষতি বৃদ্ধি বা উৎকণ্ঠার কারণ থাকিতেই পারেনা। জড়সংহতির বৈজিক বিশ্লেষণ মৃত্যুর নামান্তর হইলে পরিণামচিন্তা বা ঐহিক ত্যাগজন্য ক্ষোভ জন্মিতেই পারেনা। কিন্তু কথা হইতেছে, জীবসৃষ্টি জড়প্রকৃতির পদাঙ্কচারিণী কিনা, জড়ের যে গতি, জীবের তাহাই পরাগতি কিনা, বিচার করিয়া দেখা উচিত। জীব যদি জড়েরই প্রতিবিম্ব বা দ্বিতীয়সংস্কারমাত্র হয়, তবে জড়ের নিশ্চেষ্টতা জীবে অনুবর্ত্তিত হয়না কেন? অথবা জীবের নিত্যক্রিয়াময়ী চর্য্যা জড়ে আভাসিত না হইবার কারণ কি? জড় কেবল আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণাদি কতিপয় নিত্যধর্ম্মেরই পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু জীবে তত্ত্বাবত্তের অতীত আধ্যাত্মিকভাবেরও স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। জড়জগতে অথবা ইতর জীবচক্রে নির্দ্দিষ্ট কতিপয় সূত্রের মৌন বা প্রকাশ্য আবৃত্তিব্যতীত প্রজ্ঞাশীল জীবে প্রকৃতির নাড়ীগত পবিত্র চিন্তনা ও পাপপুণ্যাদির বিচারণার আভাসও পাওয়া যায় না। জড় জীবের প্রতিমাগঠনের উপাদান আহরণ করে বলিয়া মূলে উভয়ের একতানত্ব স্বীকার্য্য নহে। জড় যেমন প্রপঞ্চের, প্রপঞ্চ তেমনি একের উন্মেষমাত্র। এক দ্বি ত্রি ইত্যাদি সংখ্যা যেমন একেরই উৎকর্ষ, তেমনি এক মহাশূন্য পঞ্চে পর্য্যাযিত হইয়া কালে সংশ্লিষ্টপঞ্চীকরণে জড়সৃষ্টির অবতারণা করিয়াছে। জীবের অধিষ্ঠানভূক্ত আধারখানিও সেই জড়েরই অঙ্গীভূত। কিন্তু তাহা বলিয়া জড় ও জীব অভিন্ন নহে; জীবে জড়ের অতীত কোন উপচার যে এককালেই নাই, বা থাকিতে পারে না, এ সিদ্ধান্ত কোথা হইতে আসিল? মহাকাশের অনন্তব্যাপ্তিমধ্যে পাঞ্চভৌতিকী প্রকৃতির অতিরিক্ত কোন সামগ্রীর অস্তিত্ব কি এককালেই অসম্ভব? জীবের আধারভূত জড়পিণ্ডে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কিরূপে হইল? যে প্রকারে নিকৃষ্টা সৃষ্টিতে জীবত্বের সংস্থান হইয়াছে, মহাপ্রাণী যদি সেই প্রকারেই অনুপ্রাণীত হইত, তাহা হইলে তাহাদিগের চলনচর্য্যায় বৈষম্য থাকিত না। এক বৃন্তে দুইটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে একটী বাসহীন ও অন্যতর মধুর সুরভিবিশিষ্ট হইতে পারে না। এক জ্বালায় শিখান্বিত দুইটী বর্ত্তীর স্ফূর্ত্তিগত বৈলক্ষণ্য অপ্রসিদ্ধ। সেইরূপ যদি মানুষ ও মৃগ একটীমাত্র কারণের পরিণামভূত হয়, তবে পারত্রিক ভোগাভোগের মূলীভূত সদসৎ-কর্ম্মের দায়িত্ববিচারে একের ঔদাসীন্য ও অন্যের উদ্বেলতা জন্মিবে কেন?

জড়প্রায় বৃক্ষাদি হইতে স্বৈরাচারী মৃগপক্ষ্যাদিপর্য্যন্ত যাবতীয় জীবন্ত আধারে জৈবচেষ্টার অঙ্গহীনতা সুস্পষ্ট প্রকাশমান। পরকালের সহিত ইহকালের সমানুপাত রক্ষা করিবার জন্য মানুষ যেমন নিষ্ঠা ও ত্যাগশীলতার পরিচয় দেয়; আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি জৈবধর্ম্মের বিষয়ীভূত হইয়া বিষয়ের স্তূপাকার উপকরণসত্ত্বেও মানুষ যেমন পরকালের নিমিত্ত আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত এবং অন্যোন্যের সুখসচ্ছন্দতার জন্য মানবমণ্ডলীর যেমন মর্ম্মান্তিক ব্যাকুলতা, মৃগপক্ষী বৃক্ষাদিতে তাহার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। প্রত্যুত তাহাদিগের মধ্যে জীবত্বের যৎকিঞ্চিৎ যাহা আভাসিত হইয়া থাকে, তাহা জড়প্রকৃতির রাসায়নিকী শক্তিরই অনুপূরকমাত্র। মনুষ্য ও তদ্ভিন্ন জগতে জীবত্বের এতাদৃশ অবান্তর দর্শনে কে না স্বীকার করিবে যে, একটীর অন্তর্নিহিত বস্তু অন্যের অস্থায়ী যৌগিকী শক্তির রূপান্তর বা উন্মেষ নহে। প্রত্যুতঃ উহা গুণাতীত একটী পরম পদার্থ। যখন পশ্বাদির প্রকৃতি পৃথিবীর পরিমিত গণ্ডীতেই পরিক্রমা করিয়া তুষ্ট, কস্মিন্‌কালেও তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহে না, তখন মানিতে হইতেছে যে, ইতর পাশববুদ্ধি সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা অনিত্যবাস্তবপ্রকৃতিরই বুদ্বুদ মাত্র। উহা পৃথিবীতেই উৎপন্না এবং পৃথিবীতেই লীনা হইবে, চরমে উহাদিগের পূর্ব্বানুবৃত্তি ঘটিবে না। কিন্তু মনুষ্যত্ব ভিন্ন উপকরণে গঠিত; তাহাতে সত্ত্বের চটুলতা, তমোগুণের স্তৈমিত্য বা রজোগুণের মিশ্রভাব নাই। মানবের অন্তরে বাহিরে বুদ্ধির অনধিগম্য অনন্ত ব্যাপ্তি, অনির্ব্বচনীয় অনন্ত স্বর্গীয় শক্তি তাহার অধিষ্ঠাতা। আভ্যন্তরীণ শক্তি আত্মা, বহিস্তন শক্তি পরমাত্মা। পাত্রভেদে কেবল উপাধিভেদ; নতুবা উভয়েই এক অদ্বিতীয় নিত্য। একপ্রাণতাহেতু আত্মার দৃষ্টি বহির্ম্মুখী—পরমাত্মাভিসারিণী। সন্নিকৃষ্ট দুইটী জল বিন্দু যেমন মিলিয়া এক হইয়া যায়, আত্মার পারমাত্মিক দ্বন্দ্বও সেইরূপ; সেই কল্পনাতীত মিলনসুখের প্রয়াস জন্যই অনিত্য ঐহিক ব্যাপারে আত্মার ঘনিষ্ঠতা বা বদ্ধভাব নাই। "সজাতৌ পরমাপ্রীতিঃ" স্বগোত্রেই পরমা প্রীতির সূচনা। সংসার মনুষত্বের স্বশ্রেণিক নহে, সুতরাং উভয়ের সখ্যতা নাই। কাকের কুলায়ে লালিত হইয়াও কোকিল যেমন কালে স্বগোষ্ঠীরই অনুসরণ করে, মমতায় ভুলিয়া ভিন্নগোত্রে আত্মদান করেনা, আত্মাও সেইরূপ ভিন্নপ্রকৃতিক সংসারের মায়ায় মুগ্ধ বদ্ধ জড়িত হয়না, নিয়ত স্বক্ষেত্রের জন্যই লালায়িত হইয়া থাকে এবং অবসর ঘটিলেই

তাহাতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। আত্মা বিকল্পবর্জ্জিত নিত্য পদার্থ। পৃথিবীর অত্যর্থ সুখ দুঃখে তাহার ব্যভিচার হয়না। সুতরাং মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব অবিকৃত থাকে।

মানিলাম, প্রাণী পৃথিবীর একটী সামগ্রী। পৃথ্বী তাহার প্রসূতী, পৃথ্বী তাহার ধাত্রী পৃথিবীকে লইয়াই তাহার লীলাখেলা। সে যখন পরকাল—সম্বন্ধে উদাসীন, পৃথিবীর নির্ব্বৃত্তির নিমিত্ত লালায়িত; তখন পৃথিবীর অন্তাপীঠে তাহার অস্তিত্ব এবং অধিকার অসম্ভাবিত। যে পরমাণবসংস্থান হইতে তাহার অভ্যুদয়, অন্তিমে তাহাতেই লয় হইবে। সুতরাং পৃথিবীর দুঃখে তাহার ব্যথা জন্মিতে পারে; আবার ঐকান্তিক ঐহিক দুঃখ যে মৃত্যু, যাহাতে পৃথিবীর আশা ভরশার অবসান, তাহাতেত অশ্রুসম্বরণ এককালেই অসাধ্য। কিন্তু মহাপ্রাণী অপার্থিব দৈব বস্তু। তাহার ঐহিকীচর্য্যা পরত্র—ব্যাপারেরই অনুগামিনী। উৎস যেমন সমুদ্রের পূর্ব্বাভাস, ইহ সম্বন্ধ সেইরূপ মানুষের পারত্রিক পূর্ব্বপীঠিকা। সুতরাং ঐহিক তাপে তাহার প্রসাদভ্রংশ অপ্রাসঙ্গিক। কাঁদে ইতর সৃষ্টি কাঁদুক, মৃত্যুভয়ে মহাপ্রাণীর রোদন কেন?

এ কূট সমস্যার সিদ্ধান্ত কি? আত্মা উত্থানশীল, অপকর্ষ হইতে উৎকর্ষাভিমুখীন, আত্যন্তিক দুঃখ হইতে ঐকান্তিক সুখের পন্থায় অগ্রসর; মৃত্যু পথপ্রদর্শক। মৃত্যুর দৃশ্যে নয়নে শ্রাবণের অবারিত ধারাপাত কেন? ভবিতব্যতা যদি অমৃতের উৎস হয়, তবে তাহার জন্য সংসারের মরীচিকা ত্যাগে উৎসাহের পরিবর্ত্তে আকুলতা কেন?

সম্বন্ধ জীবনাবধি। জৈবচেষ্টার ব্যতিক্রমে মহাপ্রাণীর সংসারসম্বন্ধচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি মানুষের মৃত্যুতে মনুষত্বের মৃত্যু না হয়, যে ভাবে উহা ইহ মর্ত্ত্যধামে আত্মার সাহচর্য্য করিল, যদি সেই ভাবে ভবিষ্যের অনুগামী হয়, তাহা হইলে ঘুণাক্ষরেও সাংসারিকতার অঙ্গহানি হইল না। যদি সেই সংসার লইয়া এখানকার ন্যায় বদ্ধভাবে পিষ্টপোষিত হইয়া সেখানেও কাটাইতে হয়, তবে আর এখান সেখান করিয়া প্রয়োজন বা লাভ কি? সংসারের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া,—মনুষ্যত্বের উত্থান পতন সঙ্কল্পবিকল্পাদির বিষয়ীভূত হইয়া যদি সেই অভীপ্সিত প্রদেশে সময়াতিপাত করিতে হয়; যদি শোকদুঃখাদির সেই অপ্রতিকার্য্য বিহ্বলতা, অভাবের অদম্য আকুলতা এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে প্রিয় বস্তুর বিঘাত বিকৃতি বা ব্যভিচারহেতু

হৃদয়ের সেই অশান্ত উদ্বেলতা থাকিয়া যায় ; যে অপার্থিব মহতী আশায় ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিলাম, ত্যাগধর্ম্মে আত্মবঞ্চনা করিয়া সংসার সমীপে শত সহস্রবার মৃত্যু স্বীকার করিলাম, যদি তাহা পূর্ব্বানুবৃত্তিশীল মনুষ্যত্বের প্রতীপচারিতায ফল প্রসবিনী না হয় এবং তজ্জন্য নিযত কেবল হা হতোঽস্মি করিয়া বেড়াইতে হয তবে আর আত্মার পরমপদার্থ পরমাত্মান্বেষণে ইষ্ট কি হইল ? যে কারণে এই বিকারপ্রবণ পরমাণুপিণ্ডে আত্মার বদ্ধভাব, স্বাধীনতার সম্পূর্ণ কারণসত্ত্বেও যে নিমিত্ত সংসারের অন্ধকূপমধ্যে কারাবাস, আগামীতে কি সেই সমস্ত কারণ বিদ্যমান থাকিতে পারেনা ? পরমাণুর অতি সূক্ষ্মস্বরূপে অস্তিত্ব লাভ করিযা এই স্থূলদেহ যেমন আত্মার অবরোধ সাধন করিযাছে, পুনঃ সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ভাবে সেখানে তাহাকে বাঁধিযা রাখিতে কেন না পারিবে ?

এখানে আপত্তিবাদ হইতে পারে, নির্গুণের আত্মার নিরোধ বা বন্ধন কি ? অপৌরুষের ব্যাপারে পুরুষার্থের প্রতিপত্তি কোথায় ? গুণেরই গণ্ডী আছে, গুণাত্মিকা বাস্তবপ্রকৃতির স্থাযিত্বসঞ্চার্য্যাদিভাব আছে, বন্ধন ও মোচন তাহাতেই সম্ভবে। কিন্তু যাহা গুণের অতীত, দেশের অতীত, কালের অতীত, যাহার স্বরূপাবধারণে মানুষী ধারণা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তাহাকে বাঁধিতে পারে, জগতে এরূপ সামগ্রী কি থাকিতে পারে ?

আপত্তি অসঙ্গত নহে। তবে কথা হইতেছে অপরিসীম শূন্যদেশের যেমন ঘটপটত্যাদি অংশীভূতরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে, পরমাত্মাসম্বন্ধে আত্মাও সেইরূপ। ঘটাকাশ বলিলে ঘটের বহিস্তন ব্যাপ্তিকে বুঝায না, উহার আভ্যন্তরীণ বিস্তৃতিই উদ্বুদ্ধ হইযা থাকে। ঘটের দ্বারা শূন্যের বৈকৃত্য বা ব্যভিচার না হইলেও ঘটাবৃত শূন্যকে তদ্বহিঃস্থ ব্যাপ্তি হইতে পৃথক্ এবং অখণ্ডপূর্ণা ব্যাপ্তির একটী খণ্ড বলিয়া অবশ্যস্বীকার্য্য। ঘট এবং আকাশ যখন দ্বৈতভাব সূচনা করে, তখন ঘটাকাশ এবং আকাশ-বিযুক্ত ঘটাকাশের একত্ব বা অখণ্ডত্ব অঙ্গীকার করা যায় না। কেননা তাহা হইলে একটীর অস্তিত্বলোপ হইয়া যায়। অবাস্তব আকাশ হইতে বাস্তব প্রকৃতির অভ্যুত্থান ; একটী অন্যতরের ঘনীভূত বিকৃতিমাত্র। প্রত্যক্ষ বা অনুমিতিমার্গে ক্ষিত্যাদি যাহা কিছু আভাসিত হইয়া থাকে, সমস্তই শূন্যের সংহতভাব। সুতরাং ঘটপটাদি শূন্য ভিন্ন অপর কিছু না হইলেও যাবৎ সেই সসীম সংহত ভাব এবং অসীম সূক্ষ্মভাবের অবরোধ হইবে, তাবৎ তত্তত্তের দ্বৈতসংস্কারচ্ছেদ সুদূরপরাহত। পরমাত্মাসম্বন্ধে আত্মারও সেই কথা। উভয়েই এক, অভিন্ন,

গুণাতীত। ধারণার অতীত হইলেও মহাশূন্যের অস্তিত্ব যেমন স্বয়ংসিদ্ধ ও সংশয়রহিত, আত্মা বা পরমাত্মাসম্বন্ধেও সেইরূপ। সংসার ঐশিকীপ্রকৃতির আভাসমাত্র; ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম সকলই তাহার উচ্ছ্বাস। কেশনখাদি যেরূপ দেহ হইতে অভিন্ন, ক্ষিত্যাদিপ্রবণ স্থূল জগৎও সেইরূপ পারমাত্মিক ব্যাপার হইতে অভিন্ন। পারমাত্ম্য সংস্রব ব্যতীত বিশ্বব্যাপারের অস্তিত্ব থাকিতেই পারেনা। তথাপি অধ্যস্তই হউক, আর অনধ্যস্তই হউক ক্রিয়াভেদ জন্য সংসারকে সেই নিষ্ক্রিয় ভূমা হইতে পৃথকভাবে লওয়া হইয়া থাকে। অপিচ দ্বৈতবোধের আগম ব্যতীত ঈশে বিশ্বভাবের আরোপ হয়না। যখনই বিশ্ব বলিয়া একটী ভাবের উদ্বোধ হইয়াছে, তখনি মানিতে হইবে, উহা ঈশ হইতে পৃথক্ আর উহার অভ্যন্তরস্থ ঈশশক্তি বহিস্তন ঈশশক্তির সংযোগস্খলিত। মূলতঃ সাযুজ্যভ্রংশ না হইলেও দৃশ্যতঃ তাহাই ঘটিয়া থাকে। নতুবা ঈশ ও বিশ্ব দুইটী কথা বা দুইটী ভাব আসিবে কেন? যখন ভাবদ্বন্দ্বের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তখন আর দ্বৈতসংস্কারের অপ্রতুল কোথায়? দ্বৈতসংস্কারেই ঈশ ও বিশ্বভাবের সূচনা। ঈশ ও বিশ্ব ভাবে এক হইলেও দ্বৈতসংস্কারে পৃথক্। সুতরাং মানিতে হইতেছে, বিশ্বভাবে ঐশিকভাবের অবরোধ হইতে পারে। বস্তুত সেই বিশ্বাবরুদ্ধ ঈশই আত্মা এবং প্রকারান্তরে অখণ্ডনীয় পরমাত্মার একটী খণ্ড।

বিশ্বসংস্রবে আত্মায় যে বদ্ধভাব জন্মে, তাহা প্রতিপন্ন হইল। সেই বদ্ধভাবের অগ্নিপরীক্ষায় জীবমাত্রেই জ্বালাতন। পাছে সেই কঠোর পরীক্ষা অন্তিমপন্থায় অগ্রসর হয়, দুঃখের বিনিময়ে দুঃখরাশি মস্তকে বহিতে হয়, মুমূর্ষু সেই ভয়েই আর্ত্তনাদ করে। একদিকে উপস্থিতের প্রস্তুতভাবের ত্যাগ, অন্যদিকে অনুপস্থিতের লোমহর্ষণ সংশয়রাশি। এরূপ অবস্থায় রোদন ব্যতীত জীবের মর্ম্মোচ্ছ্বাস সংযমের আর উপায় কি?

তবে কি জীবের অন্তর্য্যাতনায় যতিপাত হইবে না? জীব নিয়তই অশ্রু-নীরে অভিষিক্ত হইবে? গৃহে বসিয়া আজীবন যে দুঃখচর্য্যায় কাল কর্ত্তন করিলাম, গৃহের বাহিরেও যদি পর্য্যায়ক্রমে তাহাই অনুবর্ত্তিত হইতেথাকে, তবে আর মানব জীবনের সার্থকতা কি?

প্রকৃতির নিয়মে দুঃখের নিত্যপর্য্যায় থাকিতে পারেনা। দুঃখময় সংসারবন্ধনে আত্মার চিরন্তর নিরোধ অসম্ভব। উহা আপন প্রকৃতিতে আপ-নিই আলুলায়িত হইয়া যায়। মেঘান্তরীণ সূর্য্যের অন্ধভাব কতক্ষণ থাকে?

প্রবহমান জলরাশির অভ্যন্তরে সৈকতবন্ধনী অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না। মানুষের মনুষ্যত্বের নিরাশ হইলেই আত্মার আনন্দময়ী প্রকৃতি স্ফূর্ত্তি পাইবে। আজ হউক, কালি হউক, আর কল্পান্তরেই বা হউক, প্রভাতের কুজ্ঝটীরাশির ন্যায় মনুষ্যত্ব একদিন অপবাহিত হইয়া যাইবেই যাইবে। আণবগুণে মনুষ্যত্বের জাতিসংস্কার। যখন বিশ্লেষণ অণুর অন্যতম ধর্ম্ম, তখন মনুষ্যত্বের বিশ্লেষণও অবশ্যম্ভাবী। তবে অঙ্কুরে ফলের আস্বাদন লাভ হয়না। উহার নিমিত্ত কালের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্যত্বের অপ-লোপ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর্ত্তব্য। ঘটনার চক্রান্তে আত্ম হারাইয়া না ফেলিলে প্রতিজ্ঞাত ফললাভের বাধা জন্মেনা। তবে কথায় কথায় আত্মবিভ্রম মানুষী বুদ্ধির প্রকৃতিসিদ্ধ। অল্প উত্তাপ বা সংঘাতে বায়ু যেমন বিচলিত, অল্প বাতে জল আকুলিত, অল্প অভিঘাতে কাচ মর্দ্দিত হইয়া যায়, অল্পেই মানুষের মস্তিষ্ক উদ্দীপ্ত ও আলোড়িত হইয়া উঠে। ভঙ্গপ্রবণা মানুষী প্রতিজ্ঞা দীর্ঘসূত্রী কালের অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহে। নিত্যোৎ-পাতশীল সংসারের বাধায় পর্য্যুদস্ত হইয়া মানব দীর্ঘাবসরব্যাপিনী কালচর্য্যায় আস্থা বা নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেনা। পলকে পলকে যখন বাধাবিঘ্নের অভ্যুত্থান এবং প্রত্যেক বাধায় মর্ম্ম উৎখাত, সমাধি স্খলিত এবং প্রসাদ অপভ্রংশিত হইতে পারে, তখন দীর্ঘাবসরে না হইতে পারে কি? মানুষ সেই ভাবিয়াই প্রায় সকল বিষয়ে ক্ষিপ্রহস্ত। পরাধীন শৈশবে যুবত্বের স্বাধীনতা, অধীর যৌবনে বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য, অশান্ত বার্দ্ধক্যে ভবিষ্যের প্রসাদ আরো-পিত করিতে মানুষ সর্ব্বক্ষণ অগ্রসর। শিশুজীবনের এক পাদ ক্ষয় হইয়া গেল, জননীর তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। তিনি তাহাকে যুবযানি দেখিয়া আনন্দ রাখিতে স্থান পান না। এইরূপ প্রায় সকল বিষয়েই যে মনুষ্যের ক্ষিপ্রচারিতা, সেই মানুষ কি অভীষ্টচিকীর্ষায় দীর্ঘসূত্রী কালের মুখাপেক্ষী হইতে পারে? অধিকন্তু পার্থিব প্রলোভনের এরূপ গুরু আকর্ষণ যে, তাহা প্রতিহত করিয়া মানুষ অপৌরুষেয় পন্থায় সকল সময়ে স্থির থাকিতে পারে না। উগ্রতপা বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মপরায়ণ পরাশর, গোতম শিষ্য ইন্দ্র এবং বৃহস্পতিছাত্র চন্দ্র প্রভৃতি মনীষীগণের চরিতানুশীলনে তাহা সম্যক্‌রূপে সপ্রমাণিত হয়। সামান্য কুহকে যখন তাদৃশ মহাত্মাগণের মোহ জন্মিয়াছিল, তখন সাধারণ অনাত্মবন্ত ব্যক্তিদিগের যে পদে পদে প্রমাদ জন্মিবে, তাহাতে আর বিচি-ত্রতা কি? সংসারে সেই শোষাক্তদিগের সংখ্যাই অধিক।

জীবের তবে পরিত্রাণের সহজ উপায় কি ? কি প্রকারে আত্মার বন্ধনমোচন হইতে পারে ?

স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের আশা যেখানে নাই, পরস্কন্ধে ভারার্পণ ব্যতীত সেখানে আর গতি কি ? অক্লিষ্ট আয়াস, অবিচলিত দৃঢ়তা, অনাকুলিত সহিষ্ণুতা এবং অপরাঙ্মুখ অধ্যবসায়ের সহিত আত্মনির্ভরেচ্ছার প্রসঙ্গতি না হইলে ভববন্ধনমোচনকল্পে অক্ষুন্নকালানুবন্ধিত্ব জন্মিতে পারেনা। উত্তম পুরুষ আত্মস্থ হইয়া নিরপেক্ষভাবে এবং মধ্যম পুরুষ স্বাবলম্বনে অশক্যতা-প্রযুক্ত সাপেক্ষভাবে স্বীয় স্বীয় কার্য্য সাধন করেন। তাপত্রয়ের যতই কেন আতিশয্য হউক না, বাধা বিড়ম্বনা যতই কেন বিঘ্ন জন্মাউকনা, কিছু-তেই তাঁহাদিগের সমাধিভঙ্গ হয়না। তাঁহারা ধীরে ধীরে গন্তব্য দেশে অগ্রসর হইতে থাকেন। অধম পুরুষ না আপনার প্রতিই আস্থাবান, না অন্যকেই বিশ্বাস করিতে পারেন। তাঁহার অব্যবস্থিত অসার চিত্তে কিছুরই আশ্বাস জন্মেনা। তাঁহার হৃদয় অতৃপ্ত সংশয়ের সূতিকাগৃহ। তিনি ভাবেন, যদি সংসার মাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকি, তাহা হইলে পরিণাম হারাইয়া যায় ; আর যদি সংসার ভুলিয়া অন্যে আত্মদান করিতে যাই, তাহা হইলে এই পৃথিবীর উপাদেয় ভোগবিলাস বিনা মূল্যে বিকাইয়া যায়। এই সন্দেহ স্রোতে আপতিত হইয়া তিনি তৃণবৎ ভাসিয়া বেড়ান ; কোন কালেই তাঁহার ভাগ্যে কূল প্রাপ্তি হয়না তবে যদি পৃথিবীর অবিশ্রান্ত সংঘর্ষণে চেতিত হইয়া কস্মিনকালে নির্ব্বেদ আশ্রয় করেন, তবেই কোনরূপে নিস্তার পান। জনকাদির ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধ উত্তম পুরুষ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, এ সংসারে উত্তম পুরুষ নাই। মধ্যম পুরুষ কোনরূপ আদর্শে চিত্তের গঠন ক্রমে সমাহিত থাকিতে পারিবেন। পারি নাই পুরুষাধম আমি। এ যাবৎ কেবল জীবিতের উত্থানপতনে গিরিব্রজের বন্ধুরতা চিত্রিত করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ক্ষণিক আনন্দে আকাশের ঊর্দ্ধতন বিন্দুস্পর্শ, ক্ষণিক দুঃখে পাতা-লের অধস্তলে প্রবেশ করিয়াছি ; দম্ভে গুরু লঘু বিচার করি নাই, স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছি ; অহঙ্কারে পরিণামচিন্তায় দৃক্‌পাত করি নাই, মিথ্যা তর্কবুদ্ধিতে আপনি মাতিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মাতাইতে চেষ্টা করিয়াছি। হয়ত কত মহাপ্রাণী আমার আদর্শে অধঃপাতে গিয়াছে ; কত সাধুচরিত্রে কলঙ্কপাত হইয়াছে ; কত চক্ষুষ্মান অন্ধকার দেখিতেছে, কত অনাত্মবস্তু ক্ষীণমস্তিষ্ক নির্ব্বোধ জীব আমার কার্য্যপ্রণা-

লীর অনুসরণে বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে দিশাহারা হইয়া ক্রমিক অপথ হইতে বিপথে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। অহো! আমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি। কৃতকর্ম্মের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, মহাপাতকের আংশিক প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, আমার জীবন ভাণ্ডারে এরূপ সমাবেশ কিছুই নাই। আজ আমার অতীতচ্ছবির যে কোন অবয়ব চক্ষুগোচর হইতেছে, দর্পণফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় সকলই বিপরীত দেখিতেছি। জানিনা, আমার অদৃষ্টে কি আছে।

আজ সম্মুখে মৃত্যুর অদম্য আকর্ষণ, পশ্চাতে বিষয়ের প্রতীপচেষ্টা। মৃত্যু সবলে আপনার দিকে টানিতেছে, বিষয় প্রাণপণে প্রাতিকূল্য করিতেছে মৃত্তিকার পুত্তলী সেই নিদারুণ সংঘর্ষে আর কতক্ষণ যুঝিবে। মায়া মমতা অনিদ্রায় আর কত কাল জাগিবে? অতীত স্মৃতি চিরকালের জন্য মিলাইয়া গেল। বিশ্বজনীন অন্ধকারে মুমূর্ষুর চক্ষুঃসত্তা বিলুপ্ত হইল। তাহার ক্ষীণ প্রাণ কালের পৈশাচিক তাণ্ডবে স্তম্ভিত; শরীর হিমাঙ্গ, নাড়ী নিশ্চেষ্ট, বাক্য জড়িত, হৃদয় শূন্য। মক্ষীকা মুখমধ্যে গতিবিধি করিতেছে, পিপিলী, মশক, মৎকুণ চেষ্টাহীনঅঙ্গে স্বেচ্ছাচার করিতেছে; অবারিত ঘর্ম্মে শয্যা ভাসিয়া যাইতেছে। অচেষ্টায় মলমূত্র নির্গলিত, কফ নিষ্ঠীবে সৃক্কণী আপ্লুত, নেত্রদ্বয় ক্রমে নিষ্কোষিত, পলকশূন্য। গৃহে হাহাকার ধ্বনি, সম্মুখে স্বজনের নিরাশ তুষ্ণীম্ভাব। ফেরু, বাণ্ডুক, কাক, গৃধ্রের আর প্রতীক্ষা সহিতেছে না, লুব্ধাশ্বাসে দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করিতেছে। সন্তান সন্ততি জলগণ্ডূষ লইয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, মুমূর্ষুর দৃক্‌পাত নাই। কি অতি ভীষণ লোমহর্ষণ দৃশ্য। কি শোচনীয় পরিবর্ত্তনে জীবত্বের পরাগতি!

এত প্রহারেও মুমূর্ষুর প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই, এত পীড়নেও সাংসারিকতা দূর হয় নাই। সংসার ও জীবত্বে অতি ঘনিষ্ঠ বাধ্যবাধক সম্বন্ধ। একের ত্যাগ না হইলে অন্যের অপগম হয় না। কালের ঈদৃশ শাসনেও পৃথিবী পরাভূতি মানেনাই। এখনও সেই ভগ্ন প্রতিমায় জ্ঞান জাগিয়া আছে; বাহিরে তাহার বিকাশ না থাকুক, অন্তরে অন্তরে পৃথিবীর সহিত আলাপকুশল চলিতেছে। পার্থিবতা একবারে বিধ্বস্ত হইলে প্রাণরবিও অস্ত গমন করিত। আশা ত্যাগ না হইলে অভদ্র সংঘটন হয় না। যখন জীবন রহিয়াছে, অবশ্যই মূলে আশা আছে।

সে আশা কিসের? রথ ভাঙ্গিয়াছে, রথীরও দশমী দশা। সংসার বিগ্রহে আর যুঝিবে কে এবং কি উপায়ন লইয়াই বা যুঝিবে?

আশা জীবিতের, জিজীবিষা এখনও ছেদ পায় নাই। কিন্তু তাহারও আর অবসর নাই। জীবিতাশায় যতিপতন হইতে কালবিলম্ব নাই। এখন জ্ঞানে কেবল অন্তিমের চিত্র, ধ্যানে ঐহিকের সহিত ভবিতব্যতার আততায়িতা। অপরাভূতা অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তির নিত্যোত্থানশীল উচ্ছ্বাসের নিকটে পরিমিত মানসিক ধ্যান বা জ্ঞানের প্রতিপত্তি কোথায়? দয়িত দর্শনে নবপরিণীতা আর্য্যবধূর ন্যায়, নক্তমালচ্ছটায় সরোবরস্থ ফুল্ল নলিনীর ন্যায়, অনাদরকারী অপরিচিত ব্যক্তির আলিঙ্গনগত সুকুমার শিশুর ন্যায় আগামীর নিকটে অতীতের, নিয়তিসন্নিধানে পুরুষার্থের মৃত্যু সমীপে মানুষিক ধ্যানজ্ঞানের উৎসব ভঙ্গ হইয়া যায়। মুমূর্ষুর মর্ম্মস্থানে মানসের যথাকথঞ্চিৎ যাহা অবশেষ ছিল, উদ্বায়ী কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, জ্ঞান অবসন্ন হইয়া পড়িল, অভেদ্য অন্ধকারের মধ্যদিয়া আসিয়া ভবিতব্যতা জীব চৈতন্য হরিল।

সহসা বজ্রাহত হইয়া বিটপী যেমন বেগে কম্পান্বিত হয়। নিমজ্জনকালে তরণী যেমন একবার শিহরিয়া উঠে, অনুচিত আকর্ষণে ছেদনোন্মুখ বীণাতন্ত্র যেমন ক্ষোভে আন্দোলিত এবং ধৃতমুক্ত দীর্ঘবিটপ যেরূপ দীর্ঘচ্ছন্দে আলোড়িত হয়, এই সময় মুমূর্ষু সেই প্রকার গুরু আবেগে দোলায়মান হইয়া যেন ভবিষ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্যই জগৎসমীপে অতি দীন ভাবে উত্তারনয়নে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার সেই কফবিকৃত নীরস রসনায় "ভবিতব্যতা জীবচৈতন্য হরিল" এত কথা বাহির হইলনা। আদ্যোপান্ত বাদ দিয়া কেবল ধ্বনিত হইল "হরি"; শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে অমনি ছড়াইয়া পড়িল হরি; মন্দে মন্দে ছন্দোবন্ধে প্রতিধ্বনি গাইল হরি। নামের কি যে গুণ, কত যে মধু, এই লৌহ তুলিকা তাহার কি পরিচয় দিবে? দুর্বৃত্ত অজামীল বুঝিয়া ছিল, নামের মহিমা কি; নিষ্ঠুর রত্নাকর বুঝিয়াছিল নামে অমৃত কত। নামের প্রভাবে অভিমানী ধ্রুব, শিশু প্রহ্লাদ আত্মজয় করিয়াছেন, মহাত্মা রামপ্রসাদ বিশ্বজয় করিয়াছেন, আর সেই নবদ্বীপের নবীন গোরা সংসার মাতাইয়া ছিলেন। আত্মগোপনশীল ভক্ত সাধকচক্রে নামের মাহাত্ম্যে বিলক্ষণ বিদিত আছে। এই দুর্ঘোর উপদ্রবশীল কলিযুগে অন্য তপস্যা নাই। কলির অল্পমাত্র ভঙ্গীয়ান জীবিতের উদ্ধার জন্য যাগ যজ্ঞের বিধান নাই, সংযম সাধনার বিধি নাই। নাই কেন? জীব যাত্রার সামান্য আয়োজন করিতে করিতে, দুইবেলা রেচকপূরকের সমস্যা সমাধান

করিতে করিতে, শয়ন জাগরণের সাজসজ্জা করিতে করিতে জীবনের সমস্ত অধ্যায় শেষ হইয়া যায়, তখন আর আগম নিগমাদির উচ্চনীতিগত তপশ্চর্য্যাদি উচ্চ চর্চ্চা করিবার অবসর কোথায়? সমুদ্রে তিমিঙ্গিলই শোভা পায়, কূপের ভেক সেখানে কি করিবে? কলির জীবন হ্রস্ব, ব্যবস্থাও তেমনি সহজসাধ্য। কৃতাদি যুগত্রয়ের সে নিরন্তর সংযম সাধনা উপবাসাদি-জন্য নৈরস্যব্রত কলির অনতিস্থায়ী ভঙ্গুর ঘটে সহেনা। পূর্ব্বে জীবিতের অনুপাতে ব্যবস্থা গুরু ছিল। এখনকার ব্যবস্থাও দেশকাল পাত্রানুসারিনী হইয়াছে। এ প্রকার না হইলে ইহযুগে মুমূর্ষুর পিপাসা মিটিত না। জগদার্ত্তিহর হরির অভিমুখীন হইয়া, হরির নিকটে "এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" এই বলিয়া সমগ্র কামনা বলিদান দিয়া ধীরভাবে দিনচর্য্যা কর, আর অবসর মতে শান্তসমাহিতভাবে এক এক বার দীনবন্ধু দয়াসিন্ধুর নাম-তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া প্রাণমন শীতল কর! প্রেমময়ের প্রেমপারাবারের পারাপার নাই; তাহাতে দুঃখদারিদ্র্যের তুফান নাই, অভাব নৈরাশ্যের আবর্ত্ত নাই, মরণ যাতনায় হিংস্র জলজন্তু নাই। সেই প্রেমামৃত নীরে বারেক উচ্ছ্বাস, বারেক নিবৃত্তি হয় না; তাহাতে কখন শৈত্য, কখন উষ্মা পর্য্যায়-ক্রমে ক্রীড়া করেনা। সেই নিত্য প্রবহমান হরিনামার্ণবে যিনি নিয়ত অবগাহন করেন, তাঁহাকে আর বারম্বার ভবপন্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। সুখের কথা আর কি কহিব, স্বয়ং মুক্তি আসিয়া তাঁহার দাসিত্ব করে।

আজ সহসা সেই পবিত্র পরমনামের প্রেমামৃতে মুমূর্ষুর অন্তরাত্মা আপ্লাবিত। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, ব্যবহৃত হইলে পদার্থের গুণ প্রচার হইবেই হইবে। জানিয়া বিষপান কর, মৃত্যু তোমার অনিবার্য্য। না জানিয়া কালকূট সেবনেও তোমাকে অকালে ভবলীলা ত্যাগ করিতে হইবে। হরিনামের স্বর্গীয় পরমান্ন জ্ঞানে বা অজ্ঞানেও অন্তঃস্থ হইলে তজ্জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ অবশ্যই হইবে। ফলতঃ আজ সেই মধুমাখা হরিনামটী মুমূর্ষকণ্ঠে শিঞ্জিত হইয়াছে। আর কি তাহার মাহাত্ম্য অপহৃত হইতে পারে। মুমূর্ষুর অন্তরাত্মা অমৃতে ভাসিয়া গেল, ভবিষ্যের সংশয়চ্ছেদ হইয়া সাংসারিকতা অপসারিত হইল। ছিন্নকেশে সম্ভাব জন্মে না, ভগ্ন কাচে সন্ধিবন্ধন হয় না। মুমূর্ষুর রোগনিকুঞ্চিত জীর্ণদেহে অধুনা সংস্কার অসম্ভাবিত হইলেও কেবল নামের গুণেই কতিপয় পলকের জন্য একবার তাহা জীবন্তে নবীভূত হইয়া উঠিল; চক্ষুতে দৈবজ্যোতিঃ বিস্ফারিত ও মুখে মধুর

হাস্য বিকসিত হইল এবং মন্থরগতিতে লীলাময়ী সুষুম্না নাড়ীচক্র ও নাসারন্ধ্রে পরিক্রমা করিতে লাগিলেন।

মরি! মরি! হরিনামের কি অভাবনীয় প্রভাব, কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দময়ী স্ফূর্ত্তি। পৃথিবীর বীভৎস শ্মশানে বেগবান অমিয়ার উৎস উৎসারিত করিয়া তৃণবৎ ভবভার ভাসাইয়া দিতে এরূপ উপাদান জগতে আর কি আছে? এমন দেবদুর্লভ মধুররসে আত্মবঞ্চনা করিয়া যে ব্যক্তি অন্তঃকরণে নীরস অনুর্ব্বর মরুভূমির অবতারণা করে, সে কি হতভাগ্য, কি পাষণ্ড, কি অরসিক। আর এ রসের কণামাত্র উপযোগে হৃদয়ে যার মধুর প্রবাহ ছুটিতে থাকে, নামের মধুর সঙ্কীর্ত্তনে মনে যার আনন্দের সংকুলান হয় না, যে ব্যক্তি আত্মবিস্মৃত হইয়া সংসার ভুলিয়া তন্ময় হইয়া যায়, অহো! সে কি সারবান উন্নতহৃদয় ভক্তসাধক।

আজ সেই অত্যুন্নত আদর্শে মুমূর্ষুর চিত্র প্রকটিত। আর কি তার ভববেদনা আছে, না সংসার তৃষ্ণা আছে। এখন তাহার জীবত্বে দেবত্ব স্পর্শিয়াছে, সে আজ হরিনাম সুধানুপ্রাণীত পরম দেবতা। আর সে কাঁদিবে কেন? ভবিষ্যের ভ্রুভঙ্গী দেখিয়া অবসন্ন হইবে কেন? এখন তাহার সংশয় গিয়াছে, ভববন্ধন কাটাইয়াছে, ইহ জীবনেই আগন্তুক অমৃতজীবনের আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সেই নির্ব্বাণোন্মুখী হাস্যময়ী দীপবর্ত্তী নির্ব্বাণ হইল, মৃণ্ময় দীপ অন্ধকারে পড়িয়া রহিল কিন্তু তাহার অন্তঃসার নিহিত স্বর্গীয়দ্যুতি দিব্যধামে চলিয়া গেল।

জীব! যদি কাঁদিতে না চাও, যদি ডঙ্কামারিয়া অবহেলে ভবসমুদ্র পার হইতে চাও তবে নিষ্কাম ব্রতে আত্মনিবেদনকরিয়া বৃথা তর্ক বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক আপনি মাতিয়া ব্রহ্মাণ্ডে মাতাইয়া প্রাণ ভরিয়া রাত্রিন্দিব কেবল হরি হরি বল, আর অসার অহংকর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া, যাবৎ এ সংসারে আছ, শ্রীহরির প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে থাক।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ মিত্র
কবিরত্ন।

ইতি শ্রুত্যাং প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী হ্যভাবপীতি গীতয়া ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োবজয়োরিতি বেদস্তুতৌ চ উৎপত্তিনিষেধাৎ। যৎস্বরূপে- ত্যস্যোত্তরমাহ জগন্মূর্ত্তিরিতি জগত্যেব মূর্ত্তির্যস্যাঃ উপাদানকারণত্বাৎ ঘটেষু মৃত্তিকাদিবৎ। তথাচ শ্রুতিঃ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। নম্বেবং চেৎ জগতাং নাশে তস্যা অপি নাশ আসজ্জেতেতি চেত্তত্রাহ তযেত্যাদি। তয়া মহামায়য়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং বিস্তারিতম্ উৎপাদিতমিতি যাবৎ। নহি ঘটনাশে মৃদ্বিনাশঃ স্যাৎ কিন্তু তদবস্থানিবৃত্তিরেব প্রকৃতেরুপাদানকারণ- ত্বাৎ প্রকৃতির্যস্যোপাদানমিত্যুক্তেঃ। নমু যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি ইতি সোঽকাময়ত বহু স্যাং তন্মেজোঽসৃজতেত্যাদি- শ্রুতিভিঃ যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ইতি স্মৃত্যা জন্মাদ্যস্য যত ইতি পরামর্শসূত্রেণ চ ঈশ্বরস্যৈব চেতনস্য কারণত্বং বোধ্যতে কুতো জড়া প্রকৃতিঃ কারণং প্রত্যুত ঈক্ষতের্না- শব্দমিতি বেদান্তসূত্রে প্রকৃতেঃ কারণত্বং নিষিধ্যতে চ কিঞ্চ অনাদিরাদি- র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণমিতি সংহিতোক্তং সর্ব্বকারণত্বমীশ্বরস্য ন স্যাৎ। অত্রোচ্যতে সাংখ্যশাস্ত্রে হি একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্বিকারঃ ইত্যাদিশ্রুত্যা নির্বিকারস্য পরিণামাসম্ভবাৎ কারণত্বং ন ঘটতে প্রকৃতেস্তু পরিণামিত্বাৎ গুণপরিণত্যা বিকারসম্ভবাৎ কারণত্বমুপপদ্যত এব। তদুক্তং মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি। বিকারাযোগাৎ ন প্রকৃতিঃ জন্যত্বাভাবাৎ ন বিকৃতিরিত্যর্থঃ। তত্র প্রকৃতিরুপাদানং পুরুষস্তু নিমিত্ত- মাত্রম্ ঈক্ষিতৃত্বাৎ তদুক্তং নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ইতি স্বাবয়ববিকারেণ কার্য্যরূপতাপত্ত্যা সমবায়িকারণং বলবৎকার্য্যরূপতাপত্ত্য- যোগান্নিমিত্তং গৌণম্ ইতি তাৎপর্য্যম্। ঈশ্বরস্য কারণত্বন্তু চৈতন্যারোপং বিনা জড়স্য পরিণামাসম্ভবাৎ ঈক্ষিতৃত্বাদীশ্বর এব কারণং ন প্রকৃতিরিতি প্রাগুক্তশ্রুত্যাদীনামভিপ্রায়ঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং প্রজাং জনয়ন্তীং স ঐক্ষতেত্যাদি। অয়ং ভাবঃ। যথা আকর্ষপাষাণসন্নিধৌ অচেতনমপি লৌহং ভ্রমতি তথা পুরুষসন্নিধৌ জড়াপি প্রকৃতিঃ পরিণত্যা সর্ব্বং জনয়তীতি ব্যাপারঃ প্রকৃতেরেব। নম্বেবমপি নিমিত্তস্য কার্য্যাত্মিত্বে সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্মেতি ব্যঞ্জনাদিত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতজ্ঞানিজনানুভবসিদ্ধং জগত্রো

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ ৫৮ ॥
যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৫৯ ॥

ব্রহ্মময়ত্বং ন ঘটতে। উচ্যতে। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিত্যাদিশ্রুত্যা কাল-সংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ। ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদা-বিশদিতি ভাগবতোক্ত্যা চ সর্ব্বত্র চিদংশপ্রবেশাৎ জগতশ্চিজ্জড়াংশত্বেন অবস্থ-ত্বাৎ জড়াংশাপোহেন চিদংশগ্রহণেন চ সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবনায়াঃ সিদ্ধত্বাদুপপন্নম্। তথাচ শ্রুতিঃ, একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্বিকার ইতি অলমতিপ্রপঞ্চেন। কেচিত্তু প্রকৃতির্নিমিত্তং পুরুষ উপাদানমিতি বদন্তি তদত্রানুপযুক্তমিতি ন ব্যাখ্যায়তে জগন্মূর্ত্তিত্বেন প্রকৃতের্বর্ণনাৎ। নহি দণ্ডময়ো ঘটো ভবতীতি প্রতীতিরস্তি। ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিপাদৈঃ উভয়যুজা ভবন্ত্যাস্মভূতো জলবুদ্বুদবদিত্যত্র শ্রুত্যধ্যায়ে যথা বুদ্বুদোৎপত্তৌ জলমুপাদানং বায়ুর্নিমিত্তং তথা প্রকৃতিরুপাদানং পুরুষো নিমিত্তম্ ইত্যেব সমবায়িকারণং প্রকৃতিরিতি বিদ্যাবিনোদঃ। তদপি পূর্ব্বোক্তরীত্যা তথাবিধং ন ঘটতে। এতেন জগদ্বিস্তারঃ তস্যাঃ কর্ম্মেতি প্রত্যুত্তরম্। এতেন যত্তুত্তবেত্যনেন তৎকারণপ্রশ্নস্যোত্তরমপি তৎকারণং নাস্ত্যেবেতি। কথমুৎপন্নেত্যস্যোত্তরমাহ তথাপীতি। যদি জন্মাদি নাস্তি তথাপি তস্যা বহুধা সমুৎপত্তিরাবির্ভাবঃ। মম মত্তঃ শ্রূয়তাং তৎপ্রকাশ-কাখ্যানমেব উৎপত্তিপদেনাখ্যায়তে উপচারাৎ। এতেন তস্যা আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্রং ন ত্বিতরবজ্জন্মেত্যুক্তম্ ॥ ৫৭ ॥

দেবানামিতি। সা যদা দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং লোকে লোকমধ্যে আবির্ভবতি প্রত্যক্ষীভবতি তদা সা নিত্যাপি উৎপন্না জাতা ইত্যভিধীয়তে। এতেনান-ভিজ্ঞজনকুমতিবিলসিতমেব জন্ম ন তু তাত্ত্বিকম্। দেবানামিত্যনেন তদপি পরোপকারার্থং ন তু স্বার্থমিত্যুক্তম্ ॥ ৫৮ ॥

প্রকৃতিজ্ঞাতমর্থং বক্তুমিতিহাসং প্রস্তৌতি। যোগেতি। বিষ্ণুর্যদা কল্পান্তে প্রলয়ে জগতি একার্ণবীকৃতে সতি শেষং আস্তীর্য্য শয্যাং কৃত্বা যোগ এব নিদ্রা

কল্পান্তে ভগবান বিষ্ণু এই সংসারের প্রলয় সাধন পূর্ব্বক যখন একার্ণব সলিলে শেষ শয্যায় শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা স্বীকার করেন। ৫৯।

তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥ ৬০ ॥
স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্ ॥ ৬১ ॥
তুষ্টাব যোগনিদ্রান্তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ ॥ ৬২ ॥

তাং ন তু বাহ্যেন্দ্রিয়নিমীলনাখ্যাম্ ইতরসাধারণীম্ অভজৎ তদনুকূলাং ক্রিয়াং চকার ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যঃ প্রভুরীশ্বর ইতি স্বাতন্ত্র্যং দ্যোতয়তি ॥ ৫৯ ॥

তদেতি। তদা দ্বৌ অসুরৌ মধুকৈটভৌ মধুকৈটভনামানৌ বিখ্যাতৌ প্রসিদ্ধৌ ব্রহ্মাণং হন্তুম্ উদ্যতৌ বভূবতুরিতি শেষঃ। তযোর্নামনির্বচনং হরিবংশে, বায়ু প্রাণৌ তু সংগৃহ্য ব্রহ্মা পরিমৃশচ্ছনৈঃ। একং মৃদুতরং মেনে কঠিনং বেদ চাপরম্। নামনী তু তযোশ্চক্রে স বিভুঃ কমলোদ্ভবঃ। মৃদুস্ত্বয়ং মধুর্নাম কঠিনং কৈটভোঽভবৎ ইতি। ঘোরৌ ভয়ঙ্করৌ বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ বিষ্ণোঃ কর্ণমলাদ্ভূতৌ উৎপন্নৌ সনাতনমূর্ত্তেরভৌতিকত্বেন মলযোগাভাবাৎ কয়াপীচ্ছয়া মায়িকোঽয়ং মলঃ যদ্বা কর্ণমলাবিব দ্বাবেবাকস্মাৎ জাতৌ ॥ ৬০ ॥

স ইতি। স ব্রহ্মা বিষ্ণোর্নাভিকমলে স্থিতঃ সন্ তাং প্রসিদ্ধাং যোগনিদ্রাং তুষ্টাব স্তুতবান্ ইতি ত্রিভিরন্বয়ঃ। কিং কৃত্বা তৌ উগ্রৌ অসুরৌ দৃষ্ট্বা প্রসুপ্তং নিদ্রাণং জনার্দ্দনঞ্চ দৃষ্ট্বা জনার্দ্দনমিত্যুচিতপদোপন্যাসঃ জনাসুরমর্দ্দকত্বাৎ। কিমর্থং হরেঃ সংহারকস্য বিবোধনং জাগরণং তদেবার্থঃ প্রয়োজনং মনসি কৃত্বা। সঃ কীদৃক্ একাগ্রহৃদযঃ তদেকনিষ্ঠান্তঃকরণঃ অতএব স্থিতঃ নিশ্চলঃ উর্দ্ধীভূতো বা স্থিতোঽগতূর্দ্ধভাবযোরিতি কোষঃ। যদ্বা স্থিতির্মর্য্যাদা যথাবজ্জগৎকারণং তদ্যোগাৎ স্থিতঃ জগন্নির্মাণচেষ্টাযুক্ত ইত্যর্থ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

তখন তাঁহার কর্ণদ্বয় হইতে কর্ণমলের ন্যায় মধুকৈটভ নামে দুই ভয়ঙ্কর অসুর জন্ম লাভ পূর্ব্বক তদীয় নাভিকমলোদ্ভূত ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইল ॥ ৬০ ॥

শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা তাদৃশ উগ্রস্বভাব অসুরদ্বয় ও সেই জনার্দ্দন শ্রীহরিকে নিদ্রিত দেখিয়া ॥ ৬১ ॥

একাগ্রমানসে সেই যোগনিদ্রা মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্ ।
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্ ॥ ৬৩ ॥
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৪ ॥
ব্রহ্মোবাচ ॥ ৬৫ ॥
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারস্বরাত্মিকা ।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ ৬৬ ।

কীদৃশীং হরিনেত্রকৃতালয়াং বিষ্ণুনয়নকৃতনিকেতনাং নেত্রমিতি মুখ্যত্বাদুক্তং সর্ব্বাঙ্গাশ্রিতাং বক্ষ্যতি চ নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরস ইতি। তস্যাঃ সামর্থ্যদ্যোতনায় বিশেষণানি। তেজসঃ তেজঃস্বরূপস্য রূপিচৈতন্যঘনস্যেতি যাবৎ বিষ্ণোর্জ্জগদন্তর্য্যামিনোঽপি জগদ্ব্যাপকস্যেতি বা, বিশ্বব্যাপ্তাবিত্যস্য বিশ্ প্রবেশনে ইত্যস্য চ ধাতোঃ পুরাণে বিষ্ণুপদব্যুৎপত্তেঃ তথাভূতস্যাপি নিদ্রাং বহিরিন্দ্রিয়নিমীলনকরীম্ অতো বিশ্বেশ্বরীং সর্ব্বনিয়ন্ত্রীং তত্র হেতুঃ ভগবতীম্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাং তদাহ জগদ্ধাত্রীং জগৎকর্ত্রীং স্থিতিঃ পালনং সংহারঃ প্রলয়ঃ তৎকারিণীং জন্মপালননাশকরণশীলাং অতএবাতুলাং নিরুপমাম্। ব্রহ্মা কীদৃক্ প্রজাপতিঃ জগজ্জনকঃ। প্রভুঃ স্তুতিসমর্থঃ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ॥ ৬৫ ॥

স্তুতিমাহ ত্বমিতি। ত্বং স্বাহা দেবহবির্দানমন্ত্রঃ ত্বং স্বধা পিতৃহবির্দানমন্ত্রঃ যদ্বা পিতৃদেয়মন্নং স্বধা বৈ পিতৃণামন্নমিতি শ্রুতেঃ হি অবধারণে ত্বমেবেত্যর্থঃ। বষট্ ক্রিয়তেঽত্রেতি বষট্কারো যজ্ঞঃ যদ্বা বষট্কারোঽপি দেবহবির্দানমন্ত্রঃ। তথাচামরঃ, স্বাহা দেবহবির্দানে শ্রৌষট্ বৌষট্ বষট্ স্বধেতি। শ্রৌষড়াদীনাম্ উপলক্ষণং মন্ত্রভেদাৎ পুনরুপাদানম স্বরা উদাত্তাদয়ঃ তৌ আত্মানৌ স্বরূপে যস্যাঃ তৎস্বরূপেত্যর্থঃ। এতেন যজ্ঞতৎসাধনমন্ত্রতদবিকলাঙ্গতাপ্রতিপাদকস্বরূপত্বেন জগত্স্থিতিহেতুত্বং জগদুদ্ভবহেতুত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্। তদুক্তং গীতাসু, যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি ইতি। পরাশরশ্চ, অগ্নৌ প্রত্যাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ

প্রজাপতি তেজোময় ভগবান বিষ্ণুর প্রবোধনের নিমিত্ত হরিনেত্রকৃতালয়া, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতিসংহারকারিণী, অনুপমা সেই ভগবতী যোগনিদ্রাকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ *

বৃষ্টৈরন্নং ততঃ প্রজা ইতি। ত্বং সুধা অমৃতং দেবান্নমিত্যর্থঃ। হে নিত্যে অক্ষরে অক্ষরসমুদায়ে ত্বং মাত্রাত্মিকা সতী ত্রিধা হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতরূপা সতী স্থিতা যা চ অর্দ্ধমাত্রা সাপি ত্বমেব ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। সা কীদৃশী যা বিশেষতঃ স্পষ্টমনুচ্চার্য্যা উচ্চারয়িতুমশক্যা। তথাচ মার্কণ্ডেয়ঃ, হ্রস্বং তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়া দৈর্ঘ্যসংযুতা। তৃতীয়া চ প্লুতার্দ্ধাখ্যা বচসঃ সা ন গোচরেতি। মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং চিত্তে মানে পরিচ্ছদে। অক্ষরাবয়বে স্বল্পে ক্লীবং কার্ৎস্ন্যাবধারণে ইতি মেদিনী। যদ্বা নিত্যে কারণভূতে অক্ষরে প্রণবে ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি গীতাস্মৃতেঃ। মাত্রাত্মিকা অকারোকারমকারস্বরূপা সত্ত্বরজস্তমোময়ী যা চ অর্দ্ধমাত্রা নির্গুণা সা ত্বমেব স্থিতা। তথাচাত্রৈব, অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম। এতা এব ত্রয়ো মাত্রাঃ সত্ত্বরাজসতামসাঃ। নির্গুণা যোগিগম্যান্যা চার্দ্ধমাত্রাত্র সংস্থিতা। গান্ধারীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসংশ্রয়া। পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে ইতি। যদ্বা মাত্রা ব্যক্তাব্যক্ত-চিচ্ছক্তিপরমপদরূপা তত্র ব্যক্তং মহদাদি অব্যক্তং প্রধানং চিচ্ছক্তিঃ চৈতন্য-শক্তিঃ জীবঃ পরমপদং ব্রহ্ম এতচ্চতুষ্টয়াত্মিকা। তথাচাত্রৈব, ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াব্যক্তসংজ্ঞিতা। মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধম ত্রা পরং পদমিতি। যদ্বা মাত্রাস্ত্রয়ো লোকাঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। যদ্বা মাত্রা গার্হপত্যাহবনীয়দক্ষিণাগ্নয়-স্ত্রয়ঃ। যদ্বা মাত্রা অংশা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঃ। তথাচাত্রৈব, ওমিত্যেতত্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। বিষ্ণুক্রমাস্ত্রয়শ্চৈব ঋক্‌সামানি যজূংষি চ। মাত্রার্দ্ধশ্চ চতস্রশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ। অকারস্ত্বর্থভূলোক উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ। সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকঃ পরিকল্পিতঃ। অত্র প্রকৃতের্ব্রহ্মত্বং শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া। তথাচ শৈবাগমে, আনন্দঘনসন্দোহঃ প্রভুঃ প্রকৃতিরূপধৃক্‌ ইতি প্রাগুক্তরীত্যা চ। যদ্বা অকারোকারমকারা বিশ্বতৈজসঃ প্রাজ্ঞসংজ্ঞকা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যধিষ্ঠাতারো রামপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ। অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণস্তুরীয়স্তচ্চতুষ্টয়াত্মিকা। তথাচ, শ্রীগোপালতাপন্যামুত্তরভাগঃ। একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম মায়য়া তচ্চতুষ্টয়ম্। রোহিণীতনয়ো রামোঽকারাক্ষরসম্ভবঃ। তৈজসাত্মকঃ প্রদ্যুম্ন উকারাক্ষরসম্ভবঃ। প্রাজ্ঞাত্মকোঽনিরুদ্ধোঽসৌ মকারাক্ষ-রসম্ভবঃ। অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্। কৃষ্ণাত্মিকা জগৎ-কর্ত্রী মূলপ্রকৃতিরূপিণী ইতি প্রণবত্বেন প্রকৃতিং বদন্তি ইতি চ। অতএব ভগবতা শঙ্করেণাপ্যুক্তং, তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা মহামায়ে

অৰ্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা ॥ ৬৭ ॥
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ ॥ ৬৮ ॥
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা ॥ ৬৯ ॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে ॥ ৭০ ॥

বিশ্বং ভ্রময়সি পরব্রহ্মমহিষীতি। ত্বং সা প্রসিদ্ধা সাবিত্রী গায়ত্রী। হে দেবি ত্বমেব জননী মাতা। তস্যাঃ কার্য্যত্বং নিবারয়তি পরেতি। সর্ব্বোৎকৃষ্টা আদিকারণত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ, অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং প্রজাং জনয়ন্তীমিত্যাদি। দেবজননীতি পাঠে দেবানাং জননী ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

ত্বযেতি। ত্বযা সর্ব্বং জগৎ ধার্য্যতে এবকারেণ তস্যা আধারান্তরনিরপেক্ষত্বং দ্যোত্যতে। ব্রহ্মাদিরূপতামাহ ত্বযা এতৎ জগৎ সৃজ্যতে উৎপাদ্যতে। ত্বয়া এতৎ জগৎ পাল্যতে। অন্তে প্রলযে ত্বম্ এতৎ জগৎ অৎসি ভক্ষয়সি। সর্ব্বদেতি কাদাচিৎকতাং ব্যাবর্ত্তযতি। সৃষ্ট্যাদীনাং গুণত্রযকার্য্যত্বেঽপি গুণত্রযস্য তদংশত্বাৎ ত্বমেব করোষীতি তাৎপর্য্যম্। এতৎ সকলকর্ত্তৃত্বেঽপি আসক্তিং ব্যাবর্ত্তযতি হে দেবি প্রকাশরূপে অবিলুপ্তচিদ্রূপে চিৎপ্রকৃত্যভিপ্রাযেণৈতৎ ॥ ৬৮ ॥ ॥ ৬৯ ॥

স্রষ্টৃত্বাদিরূপমুক্ত্বা সৃজ্যত্বাদিরূপত্বাং তৎক্রিযারূপতাঞ্চ শ্লেষেণাহ বিসৃষ্টাবিতি। বিসৃষ্টৌ বিবিধসৃষ্ট্যবসরে ত্বং সৃষ্টিরূপা সৃজ্যতেঽসৌ সৃষ্টিঃ কার্য্যং কর্ম্মণি ক্তিঃ পক্ষে সৃষ্টির্নির্ম্মাণং ভাবে ক্তিঃ তৎস্বরূপা এবমুত্তরবাক্যদ্বয়েঽপি স্থীয়তেঽবস্থাপ্যতে পাল্যতে যৎ অন্তর্ভাবিণ্যর্থতা কর্ম্মপক্ষে পক্ষে ভাবে ক্তিঃ। অবস্থানং পালনং পালনে পালনাবসরে পাল্যরূপা পালনরূপা চেত্যর্থঃ। সংহ্রিযতেঽসৌ সংহৃতিঃ পক্ষে সংহরণং সংহৃতিঃ সংহার্য্যরূপা সংহাররূপা

ব্রহ্মা বলিলেন। তুমি স্বাহা তুমি স্বধা, তুমি বষট্কারস্বরাত্মিকা, তুমিই সুধা অক্ষরে নিত্যে দেবি! তুমিই ত্রিবিধমাত্রা স্বরূপে অবস্থিতা ॥ ৬৫ ॥ ॥ ৬৬ ॥

তুমিই বিশেষরূপে অনুচ্চার্য্যা অর্দ্ধমাত্রাত্মিকা, তুমিই সাবিত্রী; তুমিই সর্ব্বভূতজননী দেবী ॥ ৬৭ ॥

তুমিই সর্ব্বজগদ্ধাত্রী; তুমিই জগজ্জননী ॥ ৬৮ ॥

তুমিই এই জগতের পালনকর্ত্রী ও নাশয়িত্রী ॥ ৬৯ ॥

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥ ৭১ ॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥ ৭২ ॥

চেত্যর্থঃ। অন্তে প্রলয়ে এতেন কর্তৃকর্ম্মাধিকরণরূপতা প্রতিপাদিতা। নিরপেক্ষকর্তৃত্বাৎ কারণাকাঙ্ক্ষা নাস্ত্যেব। সম্প্রদানাপাদানসম্বন্ধতামাহ হে জগন্ময়ে জগৎস্বরূপে তস্মাৎ যস্মৈ যদর্থং যতঃ সকাশাৎ যস্য সম্বন্ধে বা ভবতি তৎ সর্ব্বং ত্বমেব যদ্বা করণস্যাপি সংহোঽত্র কার্য্যঃ তস্মাৎ সর্ব্বকারকক্রিয়াময়ী ত্বমিত্যর্থঃ। আর্ষ্য আৎ। যদ্বা জগন্তি ময়তে ব্যাপ্নোতি ইতি ময় গতৌ পচাদিত্বাৎ ঙঃ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

মহাবিদ্যেতি। ত্বং মহাবিদ্যা তত্ত্বমসীতি মহাবাক্যলক্ষণা যদ্বা বিদ্যা উক্তলক্ষণা তথাচ, বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধ ইতি। ক্ষণিকপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি মহতী মুক্তি-পর্য্যবসানা সা চাসৌ মা চেতি মহামায়া সর্ব্বমোহিনী। তদুক্তং যথা হরির্জগদ্ব্যাপীত্যাদি। মহামেধা সকলার্থাবধারণলক্ষণা বুদ্ধিঃ স্মৃতির্ধর্ম্মশাস্ত্রং মহাস্মৃতির্বেদবিদ্যা যদ্বা স্মৃতিঃ সংস্কারজন্যবিশেষঃ তস্যা মহত্ত্বং অবিলুপ্তত্বম্। তথাচোক্তং স্মৃতিঃ সংস্কারমাত্রজেতি। যদ্বা মহান্ মেধো গবাদ্যালম্ভনং যস্যাং সা মহামেধা যজ্ঞবিদ্যা ইত্যর্থঃ দীক্ষিতোঽগ্নিষ্টোমীয়ং পশুমালভেতেত্যাদ্যুৎ-পত্তিরিতি শ্রুতিরুপনিষদ্রূপা আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ইত্যাদিরূপা। এতেন প্রবৃত্তিনিবৃত্তিকর্ম্মবোধকবিদ্যারূপেতি ভাবঃ। মহামোহা মহান্ মোহো যস্যাঃ তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ যদ্বা মহামোহো ভোগেচ্ছা। তথাচ বৈষ্ণবে, মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখেঽধুনা ইতি। স্ত্রীত্বং বিশেষ-লিঙ্গাশ্রয়ণাৎ ভবতী ত্বং পূজ্যেতি বা। মহাদেবী মহাদেবশক্তিঃ যদ্বা ইন্দ্রাদি-দেবানাং শক্তিঃ সাত্ত্বিকী যদ্বা অতিপ্রকাশরূপা মহাসুরী অসুরশক্তিরপি রাজসী শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

তুমি সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা এবং পালনকালে স্থিতিরূপা ॥ ৭০ ॥

দেবি জগন্ময়ে! এই জগতের অন্তকালে তুমিই সংহৃতিরূপা ॥ ৭১ ॥

তুমিই মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি, মহামোহা, মহাদেবী এবং মহাসুরী ॥ ৭২ ॥

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্ম্মহারাত্রির্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥ ৭৩ ॥
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা ॥ ৭৪ ॥
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥ ৭৫ ॥

প্রকৃতিরিতি। ত্বং সর্ব্বস্য প্রকৃতিঃ কারণং তৎ কুত ইত্যাহ গুণত্রয়বিভাবিনীতি গুণত্রয়ং সত্বরজস্তমাংসি বিভাবয়িতুং শীলং যস্যাঃ। তথাচ শ্রীভাগবতে, সত্বং রজঃ তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবা ইতি। ত্বং কালরাত্রিঃ কালো মরণং স এব রাত্রিঃ মরণলক্ষণা রাত্রিরিতি বা যদ্বা কালস্য রাত্রিঃ বিরাম ইতি যাবৎ। তদুক্তং শ্রীভগবতা একাদশে, কালো মায়ামযে জীবে জীব আত্মনি সপ্রজে ইতি, কপিলেনাপি কালস্য প্রাকৃতত্বং পৌরুষত্বং চোক্তম অতএব, বিরামোহপ্যস্তি। তদুক্তং যঃ কালঃ পঞ্চবিংশক ইতি প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে বিপশ্চিত ইতি যদ্বা কালরাত্রির্ব্রহ্মণো মরণলক্ষণা রাত্রিঃ। তথাচাত্রৈব, উৎপত্তের্ব্রহ্মণো যাবদায়ুষো দ্বিপরার্দ্ধকম্। তাবদ্দিনং পরেশস্য তৎসমঃ সময়ো নিশেতি। মহারাত্রির্ব্রহ্মণো রাত্রিঃ মোহ উক্তলক্ষণঃ স এব রাত্রির্বুদ্ধের্মোহকত্বাৎ মানুষী রাত্রিঃ নিদ্রারূপা বা দারুণা অনতিক্রমণীয়া বা ॥ ৭৩ ॥

ত্বমিতি। ত্বং শ্রীঃ সম্পৎ বিষ্ণুবল্লভা ত্বমীশ্বরী ঈশ্বরস্য মহাদেবস্য শক্তিঃ পার্ব্বতীত্যর্থঃ যদ্বা ঈশ্বরী সর্ব্বনিয়ন্ত্রী ত্বং হ্রীঃ অকর্ম্মজুগুপ্সা তদধিষ্ঠাত্রী বা ত্বং বুদ্ধিরন্তঃকরণবিশেষঃ বোধো ব্যবসায়স্তদাত্মিকা নিশ্চিতাত্মিকেতি যাবৎ। তদুক্তং কপিলেন, সংশয়োহথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ। স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথগিতি অননুনাসিক ইতি বক্তব্যমিতি সানুনাসিকত্বে এতানি বীজানি ভবন্তি বুদ্ধির্বাগ্‌ভবং ত্বং লজ্জা জুগুপ্সিতকরণে পরজ্ঞানশঙ্কয়া দুঃখম্ ইতি ভেদঃ পুষ্টিরুপচয়ঃ তুষ্টির্যাদৃচ্ছিকলাভে সন্তোষঃ শান্তির্বিষয়-সুখানুসন্ধানরাহিত্যং ক্ষান্তিরপকারিণ্যনপকারেচ্ছা এতা মাতৃভেদা অপি ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥

তুমি সত্বরজস্তম এই ত্রিবিধ গুণ সম্পন্না ও তুমি সর্ব্বজ্ঞ প্রকৃতিরূপা; তুমিই ভীষণ কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রি ॥ ৭৩ ॥

তুমি শ্রী ও তুমি ঈশ্বরী; তুমি হ্রী ও বোধলক্ষণা বুদ্ধি; তুমি লজ্জা, তুমি তুষ্টি ও পুষ্টি; এবং তুমিই শান্তি ও ক্ষান্তিরূপে অবস্থান কর ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥

হিন্দু-সুহৃদ্।

১ম ভাগ] সন ১৩০০ চৈত্র [৬ষ্ঠ খণ্ড।

আমার জীবনবৃত্ত।

এই অবস্থায় পুনর্ব্বার গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলাম। কোথায় যাইতেছি বা যাইব তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। আমি তৎকালে বস্তুতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কোন্‌টি হেয় কোন্‌টি বা উপাদেয় তাহা জানি না। কেবল পরলোক বলিয়া কিছু আছে, তাহা জানি, তদতিরিক্ত আর কিছুই জ্ঞান নাই। উহার সাধনও দেবী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্র ও ধ্যানটি ভিন্ন আর কিছুই জানি না। অজ্ঞাত পরলোক প্রাপ্তির আশায় মন্ত্র মাত্র সহায়ে গমন করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে কতিপয় গঙ্গাসাগর-যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। কথা প্রসঙ্গে বুঝিলাম, পরলোকের মঙ্গল কামনায় তাঁহারা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানার্থ গমন করিতেছেন। তাঁহাদিগের নিকট পরলোকের কোন সমাচারই পাইলাম না। কিন্তু সাগরসঙ্গমে স্নান করিলে পরলোকে মঙ্গল হইবে শুনিয়াই আমারও তদ্বিষয়ে অভিলাষ জন্মিল। তাঁহাদিগের সঙ্গ লইলাম। অল্পকালের মধ্যেই আমরা সাগরসঙ্গমে উপনীত হইলাম। সম্মুখে অপার পারাবার [illegible] গোচর হইল। যেখানে ভাগীরথীর শ্বেতবর্ণ অম্বু সুনীল অম্বুনিধির সহিত মিলিত হইয়াছে সে স্থানটি পরম রমণীয়! প্রকৃতির সেই বিচিত্র বিস্ময়কর দৃশ্য যে ব্যক্তি একবার মাত্রও সন্দর্শন করিয়াছে, সে আর কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। অদূরে মহর্ষি কপিলের আশ্রম। ঐ কপিল ঋষিই নেত্রানলে সাগরবংশ ধ্বংশ করিযাছিলেন। কপিলাশ্রমের সন্নিকটেই ভাগীরথীর পুলিনে অসংখ্য যাত্রিনিবাস। আমিও যাত্রিগণের সহিত উক্ত যাত্রিনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সমাগত যাত্রী সকল স্নান দান ও তর্পণাদি সমাপন পূর্ব্বক আনন্দোৎসবে মত্ত হইল। আমি তদবসরে অনেকের সহিত আলাপ পরিচয় করিলাম। যাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিলাম, তাঁহাদিগের অধিকাংশই গৃহস্থ। তন্মধ্যে আবার অনেকেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ও স্বধর্ম্মাচারনিরত। তাঁহারা আমার প্রতি কৃপাপরবশ

হইয়া আমাকে বিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মাদির উপদেশ করিলেন। আমি তাঁহাদিগের অনুগ্রহে ঐ সকল কর্ম্মের সাধন এবং ফলের বিষয়ও কিছু কিছু অবগত হইলাম। আচারানুষ্ঠাননিষ্ঠ বিপ্রবর্গ আমাকে যে সকল স্তুতি-বাক্যাদি শিক্ষা দিলেন, আমি সেই সকল হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, স্বর্গ নামে এক পরলোক আছে এবং ঐ স্থান দুঃখসংভিন্ন নহে, যে কেহ ইহ-লোকের কর্ম্মফলে স্বর্গে গমন করে, তাহাকে আর দুঃখগ্রস্ত হইতে হয় না। বিশেষতঃ তিনি ঐ স্থানে যখন যে কোন কামনা করেন, তাহাই সুসিদ্ধ হয়। স্বর্গই একমাত্র জীবের সুখভোগের স্থান। এই সকল শুনিয়া আমার ঐ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উপদিষ্ট আচার সকলে শ্রদ্ধা জন্মিল। কিন্তু দেবীর আজ্ঞাও বিস্মৃত হইলাম না। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রজপটি আমার প্রধান কর্ম্ম রহিল। মন্ত্রজপের প্রভাবে কর্ম্মের প্রতি যে আস্থা জন্মিয়াছিল, ক্রমে তাহার হ্রাস হইতে লাগিল। অবশেষে কর্ম্মের প্রতি এমনই নির্ব্বেদ জন্মিল যে, আমি আর গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়াই আমার সদৃশ কতিপয় সঙ্গীর সহিত কাশী-ধামে যাত্রা করিলাম। অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই কাশীধামে উপনীত হইয়া নানাদেশীয় অদ্বৈতব্যাখ্যাবিবাদী যতিগণের সহিত মিলিত হইলাম। তাঁহাদিগের সহিত গঙ্গাস্নান, বিশ্বেশ্বর দর্শন ও অদ্বৈতব্যাখ্যা শ্রবণই আমার নিত্যকর্ম্ম হইল। গঙ্গাসাগর হইতে কাশীধামে আগমন পর্য্যন্ত ভিক্ষাই আমার জীবিকা ছিল। এক্ষণে যতিগণের সহিত মিলনে মিষ্টভোগ বড়ই সুলভ হইল। অদ্বৈতবাদিগণের সহিত প্রতিনিয়ত আলাপ করিতে করিতে বাদেও আমার পটুতা জন্মিল। বেদান্ততর্কদ্বারা সকলকেই পরাস্ত করিতে লাগিলাম। কথায় কথায় রামগীতা হইতে অভ্যস্ত শ্লোকের আবৃত্তি করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিতাম।

আমার বিচারপ্রণালী এইরূপ ছিল—

> আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
> কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
> সমর্প্য তৎ পূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ
> সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥

বেদে উক্ত হইয়াছে, "প্রথমতঃ স্বস্ববর্ণাশ্রমবিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসন প্রভৃতি কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়া, ঐ সকল কর্ম্ম, আমি অন্তর্যামী ভগবানের অধীনরূপে করিতেছি, এইরূপ চিন্তাদি দ্বারা শাস্ত্রোক্ত অর্পণবিধানানুসারে শ্রীভগবানে অর্পণ করিবে।" তদাচরণে নিখিল-দুরিতক্ষয়

ও অন্তঃকরণ সম্যক্ শুদ্ধ হইলে, সাধন চতুষ্টয় লাভ হইয়া থাকে।" সাধন চতুষ্টয় যথা; বৈরাগ্য, বস্তুবিবেক, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ।
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ম্॥
ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলম্॥
নিত্যমাত্মস্বরূপং হি দৃশ্যং তদ্বিপরীতকম্।
এবং যো নিশ্চয়ঃ সম্যক্ বিবেকো বস্তুনঃ স বৈ॥
সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোঽয়মিতি শব্দিতঃ।
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে॥
বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরিতির্হি সা।
সহনং সর্ব্বদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভা মতা॥
নিগমাচার্য্যবাক্যেষু ভক্তিঃ শ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা।
চিত্তৈকাগ্র্যন্তু সংলক্ষ্যে সমাধানমিতি স্মৃতম্॥
সংসার বন্ধনির্ম্মুক্তিঃ কথং স্যান্মে কদা বিধে।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধির্বক্তব্যা সা মুমুক্ষুতা॥

যথাবিধানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে পাপক্ষয় ও উপাসনা দ্বারা শ্রীহরির প্রীতি হয়। পাপধ্বংস ও হরিতোষণই বৈরাগ্যাদি সাধন সম্পত্তির প্রকৃষ্ট উপায়। কাকবিষ্ঠাতে যেরূপ ঘৃণা হয়, সংসারে তাদৃশ বিতৃষ্ণার নামই নির্ম্মল বৈরাগ্য। আত্মাই একমাত্র নিত্য বস্তু, এবং, তদ্ভিন্ন নিখিল বিশ্বসংসারই অনিত্যবস্তু এইরূপ জ্ঞানই বস্তুবিবেক। সদা বাসনাত্যাগের নাম শম। বাহ্যবৃত্তির নিগ্রহের নাম দম। বিষয় হইতে পরাঙ্মুখতার নাম উপরতি। সর্ব্বদুঃখের সহনের নাম তিতিক্ষা। গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। লক্ষ্য বিশেষে চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান। এবং আমার এই সংসার বন্ধন কবে কিরূপে মোচন হইবে, এই প্রকার যে সুদৃঢ়া বুদ্ধি তাহারই নাম মুমুক্ষুতা। এই সকল লাভ হইলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ॥

ধৰ্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং
পুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ ॥

যদি বল, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যেমন নিত্যকর্ম্মাদির বিধান করিয়াছেন, তদ্রূপ কাম্যকর্ম্মেরও বিধান করিয়াছেন। তদুত্তরে বক্তব্য—বেদাদিশাস্ত্রে যে সকল কাম্যকর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহারা প্রবৃত্তিপক্ষে উক্ত হয় নাই, পরন্তু নিবৃত্তি পক্ষেই তাহাদের তাৎপর্য্য। কাম্যকর্ম্ম সকল চিত্তশুদ্ধি করিতে পারে না। আবার যাহা চিত্ত শোধক নহে, তদ্দ্বারা সংসারের নিবৃত্তি ও হইতে পারেনা। সকাম জনগণ অতি যত্নে পূর্ব্বজন্মে যে সকল কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, উহারাই বর্ত্তমান শরীর উৎপাদন করে। ইহার অস্বীকারে যাঁহারা তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহাদিগের ফলভোগের নিমিত্ত পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তিতে অকৃতের অভ্যাগমরূপ মহান্ দোষ আপতিত হয়। অতএব কর্ম্মই শরীরোৎপত্তির কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। আবার তাদৃশ কর্ম্মের ফলভোগার্থ যে জন্ম হইল, ঐ জন্মে জন্মান্তরীয় সংস্কারের প্রাচুর্য্য বশতঃ পুনর্ব্বার কাম্যকর্ম্ম করিতে হয়। তদনুষ্ঠানে সমুৎপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক অদৃষ্ট ও তৎফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখের পুনঃ ভোগার্থ পুনর্জ্জন্ম অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। অন্যথা ভোগ ব্যতিরেকে কর্ম্মের নাশ স্বীকার করিতে হয়। এবং তৎস্বীকারে কৃতনাশ দোষের পরিহার করা যায় না। অতএব কর্ম্ম হইতে সংসারচক্রের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই রূপই উক্ত হইয়াছে। কামাকুলচিত্ত স্বর্গপরায়ণ ব্যক্তি সকল জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ক্রিয়াবিশেষবহুল ভোগৈশ্বর্য্যগতিতে সমাসক্ত হইয়া ঈশ্বরতত্ত্বের অস্তিত্বে শ্রদ্ধারহিত ও বৃথাবাদে রত হয়েন। সুতরাং তাঁহাদিগের প্রকৃত তত্ত্বে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে না।

অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং
তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে।
বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী
ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতম্ ॥

অজ্ঞানই এই সংসারের মূলকারণ। কর্ম্ম ইহার কারণ হইলেও মূলকারণ নহে। কর্ম্মত্যাগে চিত্তের শুদ্ধি এবং তৎশুদ্ধিতে জ্ঞানোদয়ে

অজ্ঞানের উচ্ছেদ সম্পাদিত হয়। অতএব জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক। অজ্ঞানসমুত্থ কর্ম্ম দ্বারা কখনই অজ্ঞানের নাশ হইতে পারে না।

নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো
ভবেৎ ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা
তস্মাদ্বুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ॥

কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞানের নাশ অথবা বাসনার উচ্ছেদ বা চিত্তশুদ্ধি কিছুই হয় না। পরন্তু উহার অনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ সদোষ কর্ম্মেরই উৎপত্তি হইতে থাকে। এইরূপে বারংবার কর্ম্ম ও অবারিত সংসারাবর্ত্তের গতাগতিতে জীবের বন্ধন-দশায় বিমুক্তি ঘটে না। অতএব বিবেকী তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ আত্মানাত্মবিচার-পরায়ণ হইবেন।

নমু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা
যথৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনম্।
কর্ত্তব্যতা প্রাণভৃতঃ প্রচোদিতা
বিদ্যাসহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ॥

অনেকে বলেন, কর্ম্ম সকল জ্ঞানের ন্যায় পুরুষার্থের সাধনস্বরূপে বেদাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, অতএব উহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে পুরুষার্থের সাধন না হইলেও পরম্পরাসম্বন্ধে তৎসাধন হয়। জ্ঞান পুরুষার্থের সাক্ষাৎ সাধন, কর্ম্ম উহার অঙ্গীভূত।

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ
তস্মাৎ সদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা।
নমু স্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্যকারিণী
বিদ্যা ন কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে॥

অতএব কর্ম্মও এককালে পরিত্যজ্য নহে। শ্রুতিতে বিহিত কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় উক্ত হইয়াছে। সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ব্বদাই কর্ম্ম করি-বেন। জ্ঞান মোক্ষফলক হইলেও কর্ম্মের সহায়তা ব্যতিরেকে মুক্তি প্রদান করিতে পারে না। এই নিমিত্ত কর্ম্মকে জ্ঞানের অঙ্গ বলা হয়।

ন সত্যকার্য্যোঽপি হি যদ্বদধ্বরঃ
প্রকাঙ্ক্ষতেঽন্যানপি কারকাদিকান্।

তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ-
র্বিশিষ্যতে কর্ম্মভিরেব মুক্তয়ে ॥

যজ্ঞ যেরূপ ফলোৎপাদনে দেশকালাদির অপেক্ষা করে, জ্ঞানও তদ্রূপ মোক্ষফলোৎপাদনে বিধিবিহিত নিত্যাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া থাকে। যজ্ঞ যেমন দেশকালাদিনিরপেক্ষ হইয়া কোন ফলই উৎপাদন করিতে পারে না। জ্ঞানও তদ্রূপ নিত্যাদি কর্ম্মের পূর্ব্বভাব ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে মোক্ষফল প্রদান করিতে পারে না। জ্ঞান কর্ম্মাধীন।

কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিন-
স্তদপ্যসদ্দৃষ্টবিরোধকারণাৎ।
দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া
বিদ্যাগতাহঙ্কৃতিতঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥

এই প্রকারে কোন কোন বিতর্কবাদী কর্ম্মকে জ্ঞানের ন্যায় মুক্তির হেতু বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা অযুক্ত। কারণ অজ্ঞানমূলক অভিমান হইতেই ক্রিয়ার বৃদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারা উক্ত অভিমানের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম যুগপৎ বিহিত হইতে পারে না। প্রথমতঃ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি তদনন্তর বিদ্যার উদয়। জ্ঞানোদয়ে মুক্তি।

বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিরোচনাঞ্চিতা
বিদ্যাত্মবৃত্তিশ্চরমেতি ভণ্যতে।
উদেতি কর্ম্মাখিলকারকাদিভি-
র্নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকম্ ॥

বেদান্ত বাক্যের বিচার দ্বারা লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞানই বিদ্যা। কর্ম্ম উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কর্ম্ম ফলাভিলাষোন্মুখ; জ্ঞান উহার নাশক। অতএব কর্ম্ম সকল জ্ঞানের অঙ্গ হইলেও মুক্তিতে উহাদের সহকারিতা দৃষ্ট হয় না। জ্ঞান যখন মুক্তি আনয়ন করে, কর্ম্ম তাহার পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় কখনই স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

তস্মাৎ ত্যজেৎ কার্য্যমশেষতঃ সুধী-
র্বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবেৎ।
আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদা
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ ॥

বিদ্যার সহিত কর্ম্মের বিরোধ বশতঃ উভয়ের সমুচ্চয় মোক্ষসাধক বলিয়া

স্বীকৃত হইতে পারিল না। অতএব বিবেকী ব্যক্তি কর্ম্মসকল নিঃশেষে পরিত্যাগ করিবেন এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিষয় বাহ্য শব্দাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইবেন।

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী-
স্তাবদবিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম।
নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তজ্-
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ ॥

যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকে, তাবৎ শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকে। দেহাদিতে আত্মজ্ঞান পর্য্যন্তই বেদান্তশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। পরে যখন তন্ন তন্ন করিয়া বিচার দ্বারা দেহাদি হইতে অতিরিক্তরূপে আত্মস্বরূপের জ্ঞান হয়, তখন আর কর্ম্ম করিতে হয় না। ফলতঃ দেহাদিতে অধ্যস্ত আত্মজ্ঞানের বাধ পর্য্যন্তই কর্ম্ম থাকে। পরে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইলে, আর ঐ কর্ম্ম থাকিতে পারে না। অতএব অধ্যস্ত আত্মজ্ঞানের বাধাবধি কর্ম্মের বিধান এবং পরমাত্ম বস্তু মিথ্যাজ্ঞানের নিষেধের অবশেষ রূপে বর্ত্তমান, ইহাই জানিতে হইবে।

যদা পরাত্মাত্মবিভেদভেদকং
বিজ্ঞানমাত্মন্যবভাতি ভাস্বরম্।
তদৈব মায়া প্রবিলীয়তেঽঞ্জসা
সকারকাকারণমাত্মসংসৃতেঃ ॥

যখন জীবের শুদ্ধ অন্তঃকরণে পরমাত্মা ও জীবাত্মার মায়া ও অবিদ্যা রূপ উপাধিদ্বয় কর্ত্তৃক কৃত ঔপাধিক ভেদের নাশক স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান গুরুকৃপায় বেদান্ত বাক্যের শ্রবণাদি হইতে লব্ধ হয়, তখন তাঁহার সংসারবন্ধের কারণভূত অজ্ঞান আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

শ্রুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতা চ সা
কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী।
বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্বিতীয়ত-
স্তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি ॥

জ্ঞানস্বরূপ বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় ব্রহ্মভূত জীবের অজ্ঞান শ্রুতিমাত্রপ্রমাণভূত জ্ঞান দ্বারা একবার বিনষ্ট হইলে, আর উৎপন্ন হয় না। অতএব ঐ অজ্ঞান আর কখনই স্বকার্য্যভূত কর্ম্মেরও উৎপাদন করিতে পারে না। কারণের

বিনাশে কার্য্যের পুনরুৎপত্তি কথনই সম্ভব হয় না। সুতরাং অবিদ্যার বিনাশে তজ্জন্য কর্ম্মের নাশও অবশ্যম্ভাবী।

যদি স্ম নষ্টা ন পুনঃ প্রসূয়তে
কর্ত্তাহমস্মীতি মতিঃ কথং ভবেৎ।
তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যপেক্ষতে
বিদ্যা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা॥

কারণরূপা অবিদ্যার বিনাশে যদি তাহার পুনরুৎপত্তি না হইল, তবে 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা' প্রভৃতি অজ্ঞানকার্য্যভূতা বুদ্ধিতে জন্মিতে পারিল না। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে তৎকার্য্যভূত ক্রিয়া ও কর্ত্তার অত্যন্তাভাব ঘটে। তদভাবে করণের শক্তির অভাব প্রযুক্ত প্রারব্ধভোগ পর্য্যন্ত অবস্থিত ইন্দ্রিয় সকলেরও অভাব হয়। অতএব জ্ঞান মুক্তির জন্য কর্ম্মাদি অন্য কিছুরই অপেক্ষা করে না, ইহা স্থির। জ্ঞান স্বয়ংই মোক্ষসাধক।

সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরম্
ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটম্।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতি-
র্জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্ম সাধনম্॥

শ্রুতিতে প্রশস্তরূপে বিহিত কর্ম্ম সমূহের ত্যাগকেই আদর পূর্ব্বক স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। জ্ঞানই মোক্ষসাধন, কর্ম্ম তৎসাধন নহে, ইহাই শ্রুতি সকলের তাৎপর্য্য।

বিদ্যাসমত্বেন তু দর্শিতস্ত্বয়া
ক্রতুর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ।
ফলে পৃথক্ত্বাদ্বহুকারকৈঃ ক্রতুঃ
সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্য্যযম্॥

কোন কোন স্থলে যে কর্ম্মকে মোক্ষসাধন বিষয়ে জ্ঞানের তুল্য বলা হইয়াছে, সে কেবল কর্ম্মের জ্ঞানাঙ্গিত্ব সূচনার্থই জানিতে হইবে। কর্ম্ম যে জ্ঞানের ন্যায় মোক্ষের স্বতন্ত্র সাধন, তাহা নহে। কারণ, জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল ভিন্ন ভিন্ন। কর্ম্মের কারণ অনন্ত, কিন্তু জ্ঞানের কারণ কেবল সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মের সমত্ব কথনই প্রতিপাদিত হইতে পারেনা।

স প্রত্যবায়োঽপ্যহমিত্যনাত্মধী-
র্যস্য প্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাদ্‌বুধৈস্ত্যাজ্যমবিক্রিয়াত্মভি-
র্বিধানতঃ কর্ম্ম বিধিপ্রকাশিতম্‌॥

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি জীবের সম্বন্ধেই বেদবিহিত কর্ম্ম সকলের অকরণ জন্য প্রত্যবায় জানিতে হইবে। তত্ত্বদর্শীর তাহাতে প্রত্যবায় নাই। অতএব বিকারশূন্য জ্ঞানী ব্যক্তি নিশ্চয়ই বেদোক্ত কর্ম্ম সকল বিধিবিধানে পরিত্যাগ করিবেন।

ক্রমশঃ।

ভক্তিসূত্রম্‌।

সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ॥৭

ঐ ভক্তি সকাম নহে। কারণ, ভক্তি স্বয়ং নিরোধরূপা।

ভগবৎপ্রীতিকামনায় ভক্তির পর্য্যবসান দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্দর্শনে আপাততঃ ভক্তিকে সকাম বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাদৃশ অনুমানের মূলই অশুদ্ধ। যেহেতু ভক্তির মূলে সর্ব্ববিধ বাসনার নিরোধই অবস্থান করে। যেখানে কামনা থাকে, সেখানে ভক্তি থাকে না। যেখানে কোন কামনাই নাই, সেই স্থানেই ভক্তির প্রসার। আমরা সাধারণত কামনা বলিতে যাহা বুঝি, ভগবৎপ্রীতিকামনা তাহা নহে। সর্ব্ববিধ কামনার নিরোধই ভগবৎপ্রীতিকামনা। কারণ, সর্ব্ববিধ কামনার নিরোধেই ভগবৎ-প্রীতিকামনার ভগবৎপ্রীতির অভ্যুদয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার অভ্যুদয়ের নিমিত্ত কোন কামনাই করিতে হয় না। যখন সকল কামনার স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ভগবৎপ্রেমপ্রবাহ আপনা হইতেই উচ্ছ্বলিত হয়। বস্তুতঃ ঐ প্রবাহ পূর্ব্বোক্ত নিরোধ হইতে অতিরিক্ত নহে। এই নিমিত্তই দেবর্ষি বলিলেন, নিরোধই ভক্তির স্বরূপ। ঐ নিরোধ কি, তাহাই পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন—

নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ॥৮

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের সন্ন্যাসই নিরোধ শব্দের অর্থ। যতদিন পর্য্যন্ত লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্মে জীবের প্রবৃত্তি থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যখনই ঐ সকল প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, তখনই ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। কর্ম্মমাত্রই ফলোদ্দেশ্যক। কি লৌকিক কর্ম্ম কি বৈদিক কর্ম্ম সকলই কোন না কোন ফলের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভক্তির অনুষ্ঠানে ফলোদ্দেশ্য নাই। ভগবৎপ্রীতি ভক্তির ফল নহে, উহা স্বতঃসিদ্ধ। উহাদের পরস্পর জন্যজনকতা সম্বন্ধ নাই। যে হৃদয়ে ভক্তি জন্মে, তৎপ্রতি ভগবৎপ্রীতি আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তথাপি যদি ভগবৎপ্রীতিকে ভক্তির ফল বলা হয়, তাহাতেও ভক্তির সকামত্ব ঘটিতেছে না। কারণ, অন্যের নিরোধে যাহার অভ্যুদয় হয়, তাহাকে কখনই সকাম বলা যায় না। আমরা স্বর্গসুখকামনায় যজ্ঞ করি। যজ্ঞ কর্ম্মবিশেষ, স্বর্গসুখ প্রাপ্তি তাহার ফল। যজ্ঞ করিলে স্বর্গসুখ প্রাপ্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই আমাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠান। যজ্ঞে দেবতাগণ অর্চ্চিত হইয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হয়েন এবং আমাদিগকে স্বর্গভোগের অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে আমরা স্বর্গে গমন পূর্ব্বক কামনানুরূপ সুখ-সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকি। ঐ সুখসম্পত্তি ভোগের জন্যই আমাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠান। এই নিমিত্তই যজ্ঞকে সকাম কর্ম্ম বলা হয়। ভগবৎপ্রীত্যুদ্দেশ্যক ভক্তি কিন্তু সেরূপ নহে। ভগবৎপ্রীতিসুখ ভোগের নিমিত্ত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলেও ভগবান অর্চ্চিত হইলেও তদর্চ্চনায় দেবার্চ্চনায় যেরূপ দেবতা হইতে অতিরিক্ত স্বর্গসুখভোগের লাভ হয়, তদ্রূপ ভগবান হইতে অতিরিক্ত কোন সুখই লাভ হয়না। *ভগবদর্চ্চনায় ভগবৎপ্রীতি ভগবৎপ্রেম ভগবৎসঙ্গ সুখ* প্রভৃতি যাহা কিছু লাভ হয়, তাহার কোনটিই ভগবানের স্বরূপ হইতে অতি-রিক্ত নহে। ভগবান স্বয়ংই প্রেমরূপ সুখস্বরূপ। বিশেষতঃ যজ্ঞে ও স্বর্গ-সুখে কার্য্যকারণভাব আছে, ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমে তাহা নাই। স্বর্গসুখ-ভোগকালে তৎকারণীভূত যজ্ঞ থাকে না, তাহা ফলোৎপাদন করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ভক্তিই ভগবৎপ্রেমরূপে প্রকাশ পায়। ভগবৎপ্রেমের অভ্যুদয়ে ভক্তির নাশ হয় না। ভগবৎপ্রেমিকই ভক্ত। ভক্তের ভক্ত্যানুষ্ঠানের মূলে যাজ্ঞিকের যজ্ঞানুষ্ঠানের মূলে যেরূপ আত্মসুখেচ্ছা থাকে, সেরূপ কিছুই থাকে না। তিনি আত্মসুখেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াই ভক্ত হয়েন। তবে চরমে তিনি যে *বিপুল সুখস্বরূপ ভগবানকে উপভোগ করেন*, তাহা স্বত-

স্বেচ্ছ ভগবানের ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। উহা ভক্তের ইচ্ছাধীন নহে। যাহা আত্মসুখেচ্ছায় অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহার ফল উপাস্য হইতে অতিরিক্ত তাহাই সকাম। এই নিমিত্তই সতীর স্বামিসেবা সকাম বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। ভক্তের ভক্তি আত্মসুখেচ্ছায় অনুষ্ঠিত হয় না এবং তাহার ফল ভগবৎপ্রেমসুখ ভগবান হইতে অনতিবিক্ত, অতএব ভক্তি সকাম নহে। পরন্তু উহা সর্ব্ববিধ ব্যাপারের ত্যাগরূপ নিরোধেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ঐ নিরোধ কেবল সর্ব্ববিধ ব্যাপারের ত্যাগ নহে; উহা আরও কিছু, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন--

তস্মিন্ননন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ ॥৯

শ্রীভগবানে একনিষ্ঠা অর্থাৎ অনন্যমমতা এবং তদ্বিরোধী বিষয়ে উদাসীনতা নিরোধ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোঽনন্যতা ॥১০

শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য আশ্রয়ের পরিত্যাগই তাঁহাতে একনিষ্ঠা।

ভগবদেকনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি আহারে বিহারে শয়নে জাগরণে সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই আপনাকে তদাশ্রিত বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহার কোন বিষয়েই আত্মনির্ভরতাও দেখা যায় না অথবা তিনি সুখের জন্য বা দুঃখপরিহারের নিমিত্ত কি দেবতা কি মানব কাহারও আশ্রয় প্রার্থনা করেন না। সকল বিষয়েই শ্রীভগবানের কৃপায় আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ তদেকনিষ্ঠা ভিন্ন ভক্তির উদয় হয় না। ইহাই ভক্তির মুখ্য লক্ষণ।

লোকবেদেষু তদনুকূলাচরণং তদ্বিরোধিষূদাসীনতা ॥১১

ঐ একনিষ্ঠারূপ অনন্যতা আবার লৌকিক ও বৈদিক আচারের অনুবর্ত্তন এবং তদ্বিরুদ্ধ আচারের পরিবর্জ্জন ভিন্ন ঘটে না। বেদ ও তদনুগত শাস্ত্র সকলে বিহিত আচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই এবং তদ্বিরোধী আচার সকলে শ্রদ্ধারহিত হইয়া তাহাদিগের পরিবর্জ্জন করিতে করিতেই শ্রীভগবানে একনিষ্ঠা জন্মে। ঐ একনিষ্ঠাই নির্ব্বাসন অবস্থা লাভের একমাত্র সাধন। যাহাতে তাদৃশী একনিষ্ঠা নাই, এরূপ কর্ম্ম বা জ্ঞান ঐ অবস্থা প্রদান করিতে পারে না। কারণ যাহাতে একনিষ্ঠা নাই, সে কর্ম্ম বা জ্ঞান

অবশ্য বহুনিষ্ঠ হইবে, যাহা বহুনিষ্ঠ, তাহাই বিক্ষেপক। চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা কখনই নির্ব্বাসন অবস্থা হইতে পারে না। আবার ঐ সকল কর্ম্ম কথঞ্চিৎ একনিষ্ঠ হইতে পারিলেও তাহাতে পরম-পুরুষার্থ-সিদ্ধি অসম্ভব। ভগবদেকনিষ্ঠতা ভিন্ন অন্যরূপ একনিষ্ঠাতে প্রেমরসের শোষণের সম্ভাবনা অধিক। প্রেমরস শুষ্ক হইলে নীরস হৃদয়ে আনন্দোৎস উচ্ছ্বলিত হইতে পারে না। অতএব পরমপুরুষার্থের সিদ্ধিও অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্দ্ধং শাস্ত্ররক্ষণম্ ॥১২

ঐ লোক বেদ-মর্য্যাদার রক্ষণও শ্রীভগবানে দৃঢ় শ্রদ্ধা না জন্মিলে হইতে পারে না। যতদিন না শ্রীভগবানে একান্ত বিশ্বাস জন্মে, ততদিন লোকে শাস্ত্রমর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারে না। যখন বিশ্বাস জন্মে, তখন সুখই হউক আর দুঃখই হউক, তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারা যায়। আর এক কথা, শ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, শাস্ত্রমর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি করিতেও হয় না। উহা আপনা হইতেই রক্ষিত হয়। শ্রীভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন ব্যক্তির আচারই শাস্ত্রীয়াচার। তাঁহাদিগের এমন কোন আচরণই থাকিতে পারে না, যাহা অশাস্ত্রীয় বা শাস্ত্রবিগর্হিত হইবে।

অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া ॥১৩

তবে যে কোথাও তাদৃশ দৃঢ়বিশ্বাস ভিন্নও শাস্ত্রীয় আচার পরিরক্ষণের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, সে কেবল পাতিত্য আশঙ্কাতেই জানিতে হইবে। শ্রীভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিলে, তাঁহাতে অনন্যমমতার অভ্যুদয় হয়। তদুদয়ে শাস্ত্রের বা তদুক্ত আচারের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। তদবস্থায় তাঁহার প্রেম তাঁহার অনুরাগ তাঁহাকে যাহা করায়, তিনি তাহাই করেন। কিন্তু তাহা হইলে, অনেক বিচার করিয়াই লৌকিক ও বৈদিক আচার দেখিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এইরূপ প্রবৃত্তি শাস্ত্রীয় শাসনের অনুগতই হইয়া থাকে। তদনুগতি ভিন্ন পাতিত্য জন্মিবে, এই ভয়েই তাদৃশী প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

লোকোঽপি তাবদেব কিন্তু ভোজনাদিব্যাপারস্ত্বাশরীরধারণাবধি॥১৪

লৌকিক আচারও বৈদিক আচারের ন্যায় তাবৎ পর্য্যন্তই জানিতে হইবে। কিন্তু ভোজনাদিব্যাপার শরীরধারণ পর্য্যন্তই থাকে।

শ্রীভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিলে, জীবের লৌকিক আচারের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য থাকে না। যদিও তিনি তদবস্থায় লোকক্ষয়কর কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু লোকের সুখাসুখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকে না, ইহা স্থির। কারণ, অন্যদিকে দৃষ্টি করিতে গেলে, তাঁহার তদেকনিষ্ঠত্বের ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু তদবস্থাতেও শরীরধারণোপযোগী ভোজনাদি ব্যাপারের অভাব হইতে পারে না। ভোজনাদি ব্যাপারের অভাবে জীবনের অভাব এবং তদভাবে তদেকনিষ্ঠত্বের ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই ভোজনাদিব্যাপারের অবসান হয় না। বিশেষতঃ উহাও ভগবন্নিষ্ঠত্বের বাধক না হইয়া বরং তদানুকূল্যই করিয়া থাকে। অতএব তাহাতে কোন দোষ হয় না। ভক্তিতে প্রাতিকূল্যই বর্জ্জনীয়। আনুকূল্য বর্জ্জনীয় নহে। আনুকূল্য বর্জ্জনে প্রাতিকূল্য ঘটে।

প্রার্থনা (সংগীত।)

তৃষায় পীড়িত তৃষিত জন,
ধায় কি হে নাথ গহন বন?
ধায় কি মরুতে,
ধায় কি শৈলতে,
অথবা যেখানে আছে প্রস্রবণ?

আমরা তেমতি তৃষিত জন,
তৃষিত হে নাথ সন্তোষি কারণ;
ভক্তি-কমণ্ডলু,
পাতি বলি প্রভু
দেহ সত্য দেহ যুড়াক্ পরাণ॥

সকলেই বলে অনিত্য জীবন,
মায়াময় এই নিখিল ভুবন,
এ কথা অসার,
সত্য এ সংসার,
উদ্দেশ্য যখন তুমি এ জীবন।

প্রদোষে গগনে সুধাংশু যেমন,
তমোজাল নাথ করে হে ছেদন,
তেমতি উদিয়ে,
এ পাপ-হৃদয়ে,
মোহ, মিথ্যা-জ্ঞান কর বিনাশন ॥

পাপ তাপ হর, হর অত্যাচার,
দয়া সত্য-জ্ঞান, করহ বিস্তার,
যে ভূমেতে নর,
দুঃখেতে কাতর,
কর নাথ তথা শান্তি বিতরণ।

পিতৃধামে পিতৃ-পুরুষ, বান্ধব,
করুন্ বিমল সুখ ভোগ সব,
মর্ত্তে সব জন,
দীন হীন জন,
হউক তাদের দুঃখ বিমোচন।

স্বার্থ পূর্ণ এই অবনীমণ্ডল-
স্বার্থের কারণ যত অমঙ্গল,
স্বার্থের লাগিযে,
প্রেতযোনি পেযে,
হা—হা—রবে যারা করিছে রোদন,

হউক তাদের সত্য ব্রহ্ম-জ্ঞান,
হউক তাদের দুঃখ অবসান,
অনুতাপানলে,
পবিত্র হইলে,
করুক তাহারা স্বরগে গমন।

সত্যের কারণ জীবন অর্পণ,
করেছেন যত মহোদয়গণ,
ইহ কালে জয়,
গুণ গান হয়,
পরে সুরলোক কবি আকিঞ্চন।

মধুময় হ'ক অবনী মণ্ডল,
মধুময় হ'ক গ্রহাদি সকল,
ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়ে,
একস্বর হ'য়ে,
তব নাম নাথ করুক কীর্ত্তন ॥—

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮

অন্বয়ঃ।—ভবান্ ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ অশ্বত্থামা বিকর্ণঃ চ সৌম্যদত্তিঃ জয়দ্রথঃ ॥৮

অনুবাদ।—আপনি, এবং ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্তপুত্র জয়দ্রথ ॥৮

তাৎপর্য্য।—দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের পরিতোষের নিমিত্ত কৃপাচার্য্যের নামের সহিত "সমরবিজয়ী" এই বিশেষণ এবং নিজ ভ্রাতা বিকর্ণের পূর্ব্বে অশ্বত্থামার নাম গ্রহণ করিলেন। ফলতঃ কৌশলে ভীষ্মাদির প্রাধান্যও ব্যক্ত করিলেন ॥৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯

অন্বয়ঃ।—মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ (সন্তি ॥৯

অনুবাদ।—আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প বিবিধায়ুধসম্পন্ন বীরগণ সকলেই যুদ্ধবিশারদ। তদ্ভিন্ন অসংখ্য রণপণ্ডিতও আমার পক্ষে উপস্থিত আছেন ॥৯

তাৎপর্য্য।—শ্লোকোক্ত বিশেষণ গুলির একটিও নিরর্থক নহে, ইহাই দুর্য্যোধনের অভিপ্রেত অর্থ ॥৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তন্ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ—ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং তৎ বলম্ অপর্য্যাপ্তম্। ভীমাভিরক্ষিতম্ এতেষাম্ ইদং বলং তু পর্য্যাপ্তম্ ॥১০

অনুবাদ।—ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিশেষরূপে রক্ষিত আমাদিগের সেই সৈন্য অপর্য্যাপ্ত। আর ভীম কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত ইহাদিগের সৈন্য পর্য্যাপ্ত ॥১০

তাৎপর্য্য।—উক্ত শ্লোকে উভয় বলের উল্লেখ করিয়া দুর্য্যোধন প্রচুর নিজবলের প্রাধান্য নির্দ্দেশ দ্বারা নিজের ভয়হীনতা ব্যক্ত করিলেন। বস্তুতঃ নিজপক্ষে পক্ষপাতী ভীষ্মের ও পরপক্ষে বদ্ধবৈর ভীমের সেনাপতিত্বে নামোল্লেখ করিয়া আন্তরিক আশঙ্কাও গোপন করিতে পারিলেন না ॥১০

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

অন্বয়।—ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি সর্ব্বেষু চ অয়নেষু যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ (সন্তঃ) ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু ॥১১

অনুবাদ।—আপনারা সকলেই সকল প্রবেশপথে বিভাগানুসারে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্ব প্রকারে ভীষ্মকেই রক্ষা করিতে থাকুন ॥১১

তাৎপর্য্য।—অনন্তর দুর্য্যোধন উপস্থিত সময়ে মনোনিবেশার্থ ও আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশচ্ছলে সকলের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশার্থ উল্লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন ॥১১

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

অন্বয়।—প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্মঃ) তস্য (দুর্য্যোধনস্য) হর্ষং সংজনয়ন্ (সন্) উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের হর্ষ উৎপাদনার্থ উচ্চ সিংহনাদ পুরঃসর শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্য দর্শনে ভীত হইয়াই তন্নিবৃত্ত্যর্থ আন্তরিক ভাব গোপন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। আচার্য্য কিন্তু তাঁহাকে বাক্য দ্বারাও আশ্বাস প্রদান করিলেন না। সুতরাং দুর্য্যোধনও কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া মুখে তাঁহার উপর ভারার্পণ পূর্ব্বক কৌশলে ভীষ্মকেই স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভীষ্মও রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া এবং সম্মুখ সংগ্রামে উপেক্ষা করা অনুচিত ভাবিয়া ভয় নিবারণার্থ উচ্চ সিংহনাদ সহকারে শঙ্খ বাদন করিলেন। তদ্দ্বারা দুর্য্যোধনের ভীতি নিবারণ ও পরপক্ষের ভয়োৎপাদন উভয়ই সাধিত হইল। বস্তুতঃ মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি করিয়া জয় পরাজয় উভয়ই ঈশ্বরাধীন ইহাই জানাইয়া দিলেন। উচ্চ সিংহনাদ দ্বারা বৃদ্ধাবস্থাতেও ভীষ্মের প্রতাপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই, অতএব দুর্য্যোধন তদুপরি সমরভার সমর্পণ করিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারেন, ইহাই সূচিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—ততঃ শঙ্খাঃ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ চ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত। স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—তদনন্তর (সৈন্যমধ্যে) শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি রণবাদ্য সকল সহসা বাজিয়া উঠিল। তাহাতে রণক্ষেত্রে একটি তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য। সেনাপতি ভীষ্মের যুদ্ধ প্রবৃত্তি দর্শনে অপরাপর সৈন্যগণও রণবাদ্য বাজাইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোর রণবাদ্যে রণক্ষেত্র শব্দময়

হইয়া উঠিল, কিন্তু নির্ভীক হৃদয় পাণ্ডবগণের কোনরূপ ক্ষোভই জন্মিল না ॥ ১৩ ॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব (মাধবপাণ্ডবৌ) দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—তদনন্তর (পাণ্ডবগণও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।) শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বসংযুক্ত উৎকৃষ্ট রথে আরূঢ় হইয়া দিব্য শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—কুরুগণের যুদ্ধ প্রবৃত্তি দর্শনে পাণ্ডব পক্ষও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষই প্রবল পরাক্রান্ত হইলেও পাণ্ডব পক্ষ দৈববলে অপেক্ষাকৃত বলীয়ান, ইহাই শ্লোকের গূঢ় অভিপ্রায়। কারণ, উভয়পক্ষেই রথও রথারোহীর অভাব নাই, কিন্তু পাণ্ডবপক্ষে অর্জ্জুনের শ্বেতাশ্বযুক্ত অগ্নিদত্ত ত্রৈলোক্যবিজয়ী রথ এবং তাহাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারথী এবং নরাবতার অর্জ্জুন রথী। অতএব পাণ্ডব পক্ষেই বিজয় নিশ্চয় ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ পৌণ্ড্রং মহাশঙ্খং দধ্মৌ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন। এবং ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক উৎকৃষ্ট শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—উল্লিখিত শ্লোকের প্রত্যেক পদই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের ন্যায় পাণ্ডব পক্ষের বিজয় সূচনা করিতেছে ॥ ১৫ ॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং (শঙ্খং) নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (শঙ্খৌ দধ্মৌ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ এবং নকুল ও সহদেব যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্প নামক শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকের অনুরূপই।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ চ মহারথঃ শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ চাপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও চাপশোভিত সাত্যকি ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকের তুল্যই ॥ ১৭ ॥

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—(হে) পৃথিবীপতে। দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ সর্ব্বশঃ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—পৃথিবীপতে! দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাতনয়, ইহাঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত একরূপই। অধিকন্তু "পৃথিবীপতে" এই সম্বোধন পদ দ্বারা হে ধৃতরাষ্ট্র! তোমার দুর্মন্ত্রণায় কুলক্ষয়কর অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে দেখ, ইহাই ব্যক্ত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—নভঃ চ পৃথিবীং চ এব অভ্যনুনাদয়ন্ তুমুলঃ স ঘোষঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।—(ঐ সকল শঙ্খের) সেই তুমুল শব্দ ধরাতল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া আপনার পুত্রগণের এবং সমস্ত বলের হৃদয় বিদারিত করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—কুরুকুলের শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি শ্রবণে পাণ্ডব পক্ষের হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না কিন্তু পাণ্ডবগণের শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া কৌরবগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥ ২০॥

অন্বয়।—অথ কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে ধনুঃ উদ্যম্য॥ ২০॥

অনুবাদ।—অনন্তর কপিধ্বজ অর্জ্জুন দুর্য্যোধন পক্ষীয়গণকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া শস্ত্রসম্পাত প্রবৃত্ত হইলে, শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক॥ ২০॥

তাৎপর্য্য। পাণ্ডব পক্ষের ভয়গন্ধশূন্যত্ব॥ ২০॥

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
অর্জ্জুন উবাচ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১॥

অন্বয়।—(হে) মহীপতে! তদা হৃষীকেশম্ ইদং বাক্যম্ আহ। (হে) অচ্যুত! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়॥ ২১॥

অনুবাদ।—মহীপতে, শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন।

অর্জ্জুন বলিলেন। অচ্যুত, উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন করুন॥ ২১॥

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে অর্জ্জুনের নিয়োগবাক্যে ভক্তের ভগবদ্বশীকারকত্ব ও ভগবানের ভক্তাধীনত্বের সহিত পাণ্ডব পক্ষেই বিজয় নিশ্চয়, ইহা সূচিত হইতেছে। আবার ভগবানের ভক্তনিয়োজ্যত্বেও ভগবত্ত্বের হানি হয় না, অচ্যুত শব্দ দ্বারা, ইহাই বোধিত হইতেছে॥ ২১॥

যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্য মস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২॥

অন্বয়।—যাবৎ অহং যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ এতান্ অস্মিন্ রণসমুদ্যমে ময়া কৈঃ সহ যোদ্ধব্যম্ (ইতি চ) নিরীক্ষে॥ ২২॥

অনুবাদ।—আমি ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধকামনায় অবস্থিত সৈন্য সকলকে এবং এই সমরোদ্যমে আমাকে কাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে দেখি॥ ২২॥

তাৎপর্য্য।-দেখিতেছি, ইহারা সকলেই যুদ্ধকামনায় এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের কাহাকেও সন্ধিকাম দেখিতেছি না। অতএব

পরলোক।

পরলোকের অস্তিত্বে প্রমাণ অসংখ্য। তন্নিবন্ধনই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। পরলোকের প্রমাণ এত অধিক যে, তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে মোহিত ও বিস্মিত হইতে হয়। সমুদায় প্রমাণ একত্র সংগ্রহ করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে বলিয়া আমরা তাহার কয়েকটি মাত্র প্রদর্শন করিতেছি।

আমরা এই পৃথিবীর নিবাসী কেন? আমরা কিছু এই স্থানে আসিবার নিমিত্ত কাহারও নিকট প্রার্থনা করি নাই, আমরা' কিছু জন্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করি নাই। যিনি আমাদিগকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি যদি প্রেরণের পূর্ব্বে, একবার আমাদিগের মত লইতেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই এখানে আসিবার বিষয়ে বিশেষ আপত্তি করিতাম, আমাদিগের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতাম, অথবা ক্ষণকালের জন্য এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্থানে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিতাম। আমরা যদিও কোন গতিকে পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগে' বাধ্য হইতাম, কিন্তু এই ভূলোকে না আসিয়া লোকান্তরে থাকিতেই ইচ্ছা করিতাম। আমাদিগের এই পৃথিবী যে অনভিপ্রেত দুঃখের স্থান, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। পৃথিবীর অবস্থিতির বক্রতা প্রযুক্ত স্থানে স্থানে শীতবাতাতপ ভীষণ ক্লেশকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন স্থানে শীতের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব যে, আমরা তন্নিবারণার্থ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন না করিলে, তাহাতে বিষম কষ্ট পাইতাম, আবার কোন স্থানে এত গ্রীষ্ম যে, উত্তাপে দগ্ধ হইয়া যাইতাম। আবার নৈতিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেও মানবজাতির অবস্থা অতীব শোকাবহ বলিয়াই স্থির করিতে হয়। পৃথিবীতে মন্দেরই প্রাদুর্ভাব; প্রায় সর্ব্বত্রই পাপের আদর, এবং পুণ্যের সম্মান এতই অল্প, পুণ্য এমনই হেয় যে, এ সংসারে সৎস্বভাব হইলেই দুরবস্থাপন্ন হইতে হয়। আমাদিগের মমতাই দুঃখ ও শোকের কারণ। আমরা কিছুকাল যদি বাৎসল্য বা সখ্যাদির সুখ অনুভব করি, তাহা কেবল পরক্ষণেই তত্তৎপাত্রের বিয়োগজন্য দুঃখভোগ করিবার

নিমিত্ত। সুখভোগের স্থায়িত্ব এককালে নাই বলিলেই হয়। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল অসম্পূর্ণ—অপটু। পৃথিবীতে জ্ঞানবলাদিতে প্রবলের অপেক্ষা তত্তবিষয়ে দুর্ব্বলের ভাগই অধিক। আমার কোন এক আত্মীয় বিদ্যা, বুদ্ধি, বল ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত, কিন্তু আমি ঐ সকল সম্পত্তিতে একেবারে বঞ্চিত। আমি যারপর নাই, মূর্খ, নির্ব্বোধ, দুর্ব্বল ও কুৎসিৎ। কেহ ভূমিষ্ঠ হইযা রাজ্যেশ্বর হইলেন, কেহ বা আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও সুখে উদরান্ন উপার্জ্জন করিতে পারিলেন না। আমি রাজরাজেশ্বর না হইয়া এই ভীষণ দারিদ্র্য দুঃখ অনুভব করিতেছি কেন? আমরা কেন বিজ্ঞানোজ্জ্বল ইউরোপ খণ্ডে জন্মলাভে বিপুল বিভবের অধিপতি না হইযা দুঃখসন্তপ্ত আফ্রিকাখণ্ডে কাফ্রি হইলাম। এই সকল পার্থক্যের কারণ কি? পরলোকের পুনর্জন্মের উপর বিশ্বাস সংস্থাপন ভিন্ন কি আর কোন উপায়ে এই সকল প্রশ্নের উত্তর হয়?

আমাদিগের অবস্থার পার্থক্য যদি আমাদিগের জন্মান্তরীয় কর্ম্মের ফল না হয়, তবে যিনি আমাদিগকে অকারণে এই প্রকার অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই পক্ষপাতী। কিন্তু জন্মান্তর স্বীকার করিলে, আর কোনই গোলযোগ থাকে না; সকল আপত্তিই সহজে খণ্ডিত হইযা যায়; সকল প্রশ্নই আপনা হইতেই সরল ও মীমাংসিত হইয়া আইসে। আমাদিগের এই জীবন যত কেন দুঃখ শোক সঙ্কুল হউক না, ইহা যদি শেষ জীবন না হইল, তাহা হইলে আর ক্ষোভের বিষয় কি! পথিক পথ ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক কদর্য্য স্থানে উপনীত হইয়া এবং ক্ষণকাল পরেই সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত সুখকর স্থান প্রাপ্ত হয়েন, তবে কি তাঁহার পূর্ব্ব দুঃখ চিরকাল জাগরূপ থাকে! আমাদিগের এই জীবন হয় নিকৃষ্ট পশু জীবন হইতে উন্নতির জন্য, না হয়, জন্মান্তরীয় মানব জীবন বিশোধনের জন্য। বস্তুতঃ উভয় পক্ষেই আমাদিগের এই পার্থিব জীবন পরীক্ষার স্থান, সংশোধনের ক্ষেত্র। আমরা এই মানব জীবনে জ্ঞান ও শুদ্ধি লাভ করিয়া উন্নত অমর জীবন প্রাপ্ত হইব। পৃথিবী অমাদিগের বিদ্যামন্দির, আমরা ছাত্রবৃন্দ। আমরা এই মানব-জীবন-বর্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই উন্নত শ্রেণীতে আরোহণ করিব, নতুবা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার এই মানব জীবনেই অবস্থান করিতে হইবে। এইরূপে যত দিন না আমরা পূর্ণ পরিশুদ্ধি লাভ করিব, ততদিনই আমাদিগকে এই পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে

হইবে। আমাদিগের এই জন্মান্তর শ্রীভগবানের ন্যায়পরতা ও দয়ার পরিচয় স্থল। তিনি আমাদিগকে এই পরীক্ষাযোগ্য মানব জীবন অর্পণ করিয়া পার্থিব পিতার ন্যায় আমাদিগের প্রতি যথেষ্ট স্নেহই প্রকাশ করিয়াছেন। এখন দেখুন, আমাদিগের কূট তর্কের উচ্ছেদ হইল কি না? আমাদিগের আপত্তি সকল খণ্ডিত ও প্রশ্ন সমূহ সুমীমাংসিত হইল কি না?

এই পার্থিব জীবন যদি আমাদিগের পরীক্ষার জন্যই স্থির হইল, তবে আর আমরা আমাদিগের বর্ত্তমান দুঃখশোকে অভিভূত বা তজ্জন্য অপর কাহারও উপর দোষারোপ করিতে পারিতেছি না। ঐ সকলই আমাদিগের উন্নতির নিমিত্ত—স্থায়ী সুখভোগের নিমিত্ত এবং সকলই আমাদিগেরই কৃত কর্ম্মের ফল।

আমরা পরলোক সম্বন্ধে যে কিছু জ্ঞান লাভ করিলাম, তাহা এই পর্য্যন্তই। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্র হইতে আর যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে পরলোক বিচারে আমরা যাহা কিছু বুঝিলাম, তাহা সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

১। সূর্য্যই সৌরজগতের কেন্দ্র। এই সৌরজগতের আদি ও অন্ত পরিদৃশ্যমাণ সূর্য্যই। জীব অবনতির অবস্থায় সূর্য্য হইতেই আসিয়াছেন এবং উন্নতির অবস্থায় সূর্য্যেই যাইবেন। এই সৌরজগতের—সূর্য্যের ভেদ ভিন্ন মুক্তি হয় না—অপ্রাকৃতধাম প্রাপ্তি হয় না।

২। আমাদিগের সূর্য্যলোকে গমন ও তথা হইতে আগমন উভয়েই সূর্য্যকিরণাশ্রয়ে। তৎকালে আমরা তৈজস পরমাণুরূপেই অর্থাৎ তদাবিষ্টরূপেই অবস্থান করি। চন্দ্রমণ্ডল ও চন্দ্রকিরণ মধ্যস্থলে অবস্থিত। পতন কালে বা উত্থান কালে উহার মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। যিনি চন্দ্রমণ্ডল অতিক্রম করিয়া সূর্য্যকিরণ আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই ঊর্দ্ধগতি পাইতে পারেন, আর যিনি তাহা না পারেন, তাঁহাকে চন্দ্রমণ্ডল হইতেই পুনঃ পতিত হইতে হয়।

৩। চন্দ্রমণ্ডল হইতে পতনের পর জীব উদ্ভিদ্ ভাবে ভাবিত হয়েন। ঐ ভাবও ক্রমসোপান ন্যায়ে নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট হয়।

৪। তদনন্তর জীবকে জান্তব দেহ আশ্রয় করিতে হয়। উহার ক্রম যথা, প্রথমে জলচর, পরে সরীসৃপ, তদনন্তর, পক্ষী, তৎপরে পশু এবং পরিশেষে মানব ভাব।

৫। মানব ভাবেও দুই একবার বাল্যবস্থাতেই মৃত্যু, পরে দীর্ঘজীবন লাভ।

৬। যিনি প্রথমেই পশু হইতে মানব ভাব প্রাপ্ত হয়েন, দ্বাদশ মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পশুতেও স্মরণশক্তি বিশেষ দেখা যায় না, দ্বাদশ মাসের শিশুতেও তাহা দৃষ্ট হয় না, অতএব তদুভয়ে বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। যে বালক দ্বাদশ মাস অতিক্রম করিতে পারে, সে ক্রমে মানবীয় গুণে ভূষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল বালকে আবার যে সকল গুণের ন্যূনাধিক্য দেখা যায়, তদ্দ্বারাই পূর্ব্বজন্ম বিশেষ প্রমাণিত হইতে পারে।

৭। মনুষ্য মৃত্যুর পর উর্দ্ধগত হয়েন। কিন্তু দেহ যেখানকার সেই খানেই থাকে। ঐ উর্দ্ধগতিতে যিনি পর পর সূক্ষ্মদেহ লাভ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তির অধিকারী, অন্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। জীবের পার্থিব শুদ্ধাশুদ্ধত্বই উক্ত মোক্ষ ও পতনের নিদান।

৮। পৃথিবী জীবের পরীক্ষার স্থান। মানবজন্মেই উক্ত পরীক্ষা সমাহিত হয়। ঐ পরীক্ষা উন্নতির জন্য, অবনতির জন্য নহে। তবে যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তাঁহাকে এই পৃথিবীতেই পুনঃ পুনঃ জন্মজন্মান্তর স্বীকার করিতে হয়।

৯। ঐ জন্মান্তর বা তজ্জন্য ফলভোগ প্রভৃতি সকলই আমাদিগের কৃত কর্ম্মের অনুসারেই হইয়া থাকে। সুতরাং তজ্জন্য আমরাই দায়ী। ঈশ্বর নিয়ামক মাত্র। এবং তাঁহার নিয়মও কৃপাজন্য।

১০। জীবের অপার্থিব জীবনের প্রথম সোপানই স্বর্গ। উহাও ভোগের স্থান। স্বর্গ ভিন্ন আরও কতকগুলি উত্তরোত্তর উন্নত লোক আছে। ঐ লোকগুলি ব্রহ্মলোক গমনের পথ। মুক্তিধাম ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে। ঐ মুক্তিধামের উপরও কয়েকটি ভোগস্থান আছে। গোলোকই জীবের উন্নতির অবশেষ। গোলোকধাম আনন্দময়ধাম। ঐ ধামে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। মুক্তিধামগত ব্যক্তিরও পুনরাগমনের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তদুপরিতন শান্তিধাম কৈলাশ, ঐশ্বর্য্যধাম বৈকুণ্ঠ এবং মাধুর্য্যধাম গোলোকে উপনীত ব্যক্তির আর তৎসম্ভাবনা থাকে না।

১১। পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যস্থলে পিতৃলোক। ঐ লোক হইতে পুনরাগমনও হইয়া থাকে।

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা ॥ ৭৬ ॥
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৭৭ ॥

খড়্গিনীতি। ত্বমিত্যস্যানুসঙ্গঃ। ত্বং খড়্গিনী খড়্গাযুক্তা তচ্ছক্তিরিতি বা এবং শূলিন্যাদিষু অতএব ঘোরা ভয়ঙ্করী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা এতে আয়ুধানি যস্যাঃ তচ্ছক্তিরিতি বা তত্র বাণাঃ শরা ভুশুণ্ডী লৌহলগুড়বিশেষঃ যথা, শতঘ্নী চ চতুর্হস্তা লৌহকণ্টকসঞ্চিতা। ভুশুণ্ডী সর্ব্বতো লৌহকণ্টকাস্থক্রমোন্নতা ইতি শ্রীধরস্বামিধৃতম্। ভুবি শুণ্ডতে পাতয়তীতি ভুশুণ্ডি শভিরুজায়াং জ্বালব্যাদিঃ পচাদিত্বাৎ ঙঃ, নদাদি শেষোবৃদ্ধাদিতি ধাতোরকারস্য উকারঃ পূর্ব্বপদে হ্রস্বঃ। পরিঘো লৌহলগুড়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সৌম্যেতি। ত্বং সৌম্যা আহ্লাদিকা মানুষ্যাদিশোভা সৌম্যতরা অত্যাহ্লাদিকা চন্দ্রপদ্মাদিশোভা অশেষসৌম্যেভ্যঃ আহ্লাদকবস্তুভ্যঃ অতিসুন্দরী অত্যাহ্লাদিকা পরমানন্দময়ীত্বাৎ বচনাগোচরেতি যাবৎ। তদুক্তং ভগবতা শঙ্করেণ, ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিনগিরিকন্যে তুলয়িতুম্। কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিঞ্চিপ্রভৃতয় ইতি। কথমপি নৈবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চ নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্রূপম্। ইতি সৌম্যা ঐহিকসুখকরত্বাৎ সৌম্যতরা স্বর্গাদিসুখহেতুত্বাৎ অশেষসৌম্যেভ্যঃ সকলাহ্লাদহেতুভ্যঃ অতিসুন্দরী নির্ব্বাণহেতুত্বাদিতি বিদ্যাবিনোদঃ। সৌম্যা ইত্যত্র আর্ষ আঃ। পরাপরাণাং পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অপরে ইন্দ্রাদয়ঃ তেষাং পরমেশ্বরী পরমনিয়ন্ত্রী তত্র হেতুঃ পরমা পরং ঈশ্বরং মাতি জীবভাবেন বধ্নাতি পরমা। তদুক্তং প্রথমে,যয়া সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে ইতি। ষষ্ঠে চ অস্যোঽহমুবদ্ধঃ সত্ত্বৈরস্যা ইতি। পরাপরাণাং পরমা কার্য্যকারণানাং পরমা আদিকারণস্বরূপেতি বা ॥ ৭৭ ॥

তুমি ভীষণ খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, শঙ্খ, ধনুঃ, বাণ, ভুশুণ্ডী ও পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছ ॥ ৭৬ ॥

তুমি সৌম্যা অর্থাৎ আহ্লাদজননী মানুষাদি শোভা; তুমি সৌম্যতরা চন্দ্রপদ্মাদি শোভা; এবং তুমিই অশেষ সৌম্য বস্তু হইতেও অতিসুন্দরী পরমানন্দময়ী। তুমি ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবগণেরও সম্মোহিনী পরমেশ্বরী ॥ ৭৭ ॥

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥ ৭৮ ॥
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ ৭৯ ॥
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥৮০॥

আরোপিতগুণোৎকীর্ত্তনং স্তুতিঃ সা তু তব নাস্তীত্যাহ যচ্চেতি। যচ্চ যাদৃক কিঞ্চিৎ কিমপি ক্বচিদ্দেশে কালে চ সৎ কারণম্ অসৎ কার্য্যং যদ্বা সৎ স্থূলম্ অসৎ সূক্ষ্মং যদ্বা সৎ প্রশস্তম্ অসৎ নিন্দ্যং যদ্বা সৎ বিদ্যমানম্ অসদবিদ্যমানম্ অতীতং ভাবি চ তস্য সর্ব্বস্য বস্তুনঃ যা ত্বং শক্তিরুক্তরূপা যদা তদা সা ত্বং স্তূয়সে কিম্ অপি তু তব স্তুতিরেব ন ভবতি কিন্তু যথামতি স্বরূপোৎকীর্ত্তনমাত্রমেতদিত্যর্থঃ। এতদেবোপপাদয়তি হে অখিলাত্মিকে সর্ব্বস্বরূপে ॥ ৭৮ ॥

নন্থ বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যমাহুর্মায়া গুণময্যনেকধেতি দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ইত্যাদিবচনেভ্যঃ সম্বন্ধিত্বপ্রতিপাদনেন বিষ্ণুস্তৎপরিচ্ছেদং জানাতু নেত্যাহ যযেতি। যো বিষ্ণুর্জগৎস্রষ্টা জগজ্জনকঃ যশ্চ জগৎপাতা জগদ্রক্ষকঃ যশ্চ জগৎ অত্তি জগৎ ভক্ষয়তি সোঽপি চেন্নিদ্রাবশং নিদ্রায়ত্ততাং নীতঃ নয়নত্বমানীতঃ প্রাপিতঃ অতস্ত্বাম্ স্তোতুং ইহ জগতি ক ঈশ্বরঃ সমর্থঃ অপি তু ন কোঽপীত্যর্থঃ, যদ্বা এবং সর্ব্বব্যাপারেশ্বরোঽপি ভগবাংশ্চেত্ত্বয়া নিদ্রাবশং নীতঃ তদা কো ব্রহ্মা কেবলসৃষ্টিব্যাপারেশ্বরঃ ত্বাং স্তোতুমীশ্বরো নৈবেতি কাকুক্ত্যা নিষেধঃ ॥ ৭৯ ॥

ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু শরীরগ্রহণমপি কারিতা ইত্যাহ। বিষ্ণুরিতি ॥ বিষ্ণুর্জগদ্ব্যাপকোঽপি অহং জগৎস্রষ্টাপি ঈশানো জগৎসংহারকোঽপি যতঃ ত্বয়া

তুমি চেতন ও অচেতন সমস্ত বস্তুতেই ব্যাপ্তা; তুমিই শক্তিরূপে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছ। অতএব আমি তোমার আর কি স্তব করিব ॥ ৭৮ ॥

যিনি এই সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, তুমি যখন সেই বিষ্ণুকেই নিদ্রাভিভূত করিয়াছ, তখন অস্মদাদির ন্যায় ব্যক্তি সকল কি তোমার স্তব করিবার যোগ্য হইতে পারে। ॥ ৭৯ ॥

সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দ্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৮১ ॥
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৮২ ॥
ঋষিরুবাচ ॥ ৮৩ ॥

শরীরগ্রহণং কারিতাঃ অতঃ কারণাৎ ত্বাং স্তোতুং কঃ শক্তিমান্ ভবেৎ অপি তু কোঽপি নেত্যর্থঃ অচিন্ত্যপ্রভাবত্বাৎ। অত্র তত্তৎকার্য্যায় গুণগ্রহণমেব শরীরগ্রহণং ন স্থিতববৎ। তথাচ প্রথমে—সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাঃ তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞামিতি। কিঞ্চাগমশাস্ত্রে ব্রহ্মাদীনাং জীববিশেষত্বং তদভিপ্রায়েণ বা বিষ্ণোর্জীবত্বং ন সাত্বতশাস্ত্রসিদ্ধম্। যদুক্তং, সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ। প্রাকৃতত্বং মন্যমানো নরকায়োপপদ্যতে ইতি। যদ্বা জীবত্বাপত্তিঃ। তথাচ শ্রুতিঃ অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং প্রজাং জনয়ন্তীং স ঐক্ষত বহু স্যাং জায়েয় ইতি। স্মৃতিশ্চ—বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়েতি ॥ ৮০॥

স্তবাভিমুখীকৃত্য প্রস্তুতং প্রার্থয়তে সা ত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। হে দেবি সা অনির্ব্বচনীয়প্রভাবা ত্বম্ ইত্থমুক্তপ্রকারেণ স্বৈরাত্মীয়ৈরসাধারণৈরিতি যাবৎ প্রভাবৈর্মাহাত্ম্যৈঃ স্তুতা যথাশক্তি বর্ণিতা সতী এতৌ দুরাধর্ষৌ অনভিভবনীয়ৌ মধুকৈটভাখ্যৌ অসুরৌ মোহয় বঞ্চয়। বরসমুচ্চয়মাহ। জগৎস্বামী জগদীশ্বরোঽচ্যুতঃ অপ্রতিহতবলঃ বিষ্ণুঃ লঘু শীঘ্রং প্রবোধং নিদ্রাভঙ্গং নীয়তাম্ অর্থাত্ত্বয়া ন কেবলং প্রবোধঃ নেতব্যঃ কিন্তু অস্য বিষ্ণোঃ এতৌ মহাসুরৌ হন্তুং নাশয়িতুং বোধো ব্যবসায়ঃ ক্রিয়তাং কার্য্যতামিত্যর্থঃ করোতেরুৎপত্ত্যর্থত্বাদুক্তম্ ভবত্যর্থস্য যঃ কর্ত্তা করোতেঃ কর্ম্ম জায়তে। করোত্যর্থস্য যঃ কর্ত্তা ভবিতুঃ স প্রযোজক ইতি প্রার্থনায়াং লোট্ ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥

তুমি যখন বিষ্ণু, মহেশ্বর ও আমার শরীর ধারণের কারণ, আমরা যখন তোমা হইতেই উৎপন্ন, তখন আমরা তোমার কি স্তব করিব ॥ ৮০ ॥

আমি তোমার প্রভাব যথামতি কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এই দুর্জ্জয় মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে ক্ষণকাল মোহিত কর ॥ ৮১ ॥

সত্বর জগৎস্বামী বিষ্ণুকে প্রবোধিত কর। এই ভীষণ অসুরদ্বয়ের সংহারার্থ ইহাকে জাগরিত কর ॥ ৮২ ॥

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা ॥ ৮৪ ॥
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ।
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ ॥ ৮৫ ॥
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৮৬ ॥
উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ ॥ ৮৭ ॥

ঋষিরুবাচ। মেধসো বচনম্ ॥ ৮৩ ॥

এবমিতি। তদা তস্মিন্ কালে তত্র বিষ্ণুনাভিকমলে সা দেবী দেবদেহবিহারিণী তামসী নিদ্রারূপা। তথাচ, অস্তীদং তামসী শক্তিরদৃশ্যা পশ্যতো হরেঃ। যথা হ্যমিতনেত্রোঽহং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। যদ্বা, তামসী তমোময়ী মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে ঘোরা সা তামসী শক্তিরিতি ব্যাখ্যানাৎ। বেধসা স্তুতা সতী বিষ্ণোর্নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যঃ তথা উরসঃ বক্ষসশ্চ নির্গম্য নিঃসৃত্য ব্রহ্মণো দর্শনে দর্শনবিষয়ে তস্থৌ স্থিতবতী প্রত্যক্ষা স্থিতেতি যাবৎ ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। কিমর্থং মধুকৈটভৌ নিহন্তুং বিষ্ণোঃ প্রবোধনায় জাগরণায় উক্তার্থাৎ চতুর্থী যদ্বা প্রবোধনরূপমর্থং প্রয়োজনং মনসি কৃত্বা বেধসা স্তুতেতি। হৃদয়ং মনঃ উরো বক্ষস্থলং গ্রীবাকুক্ষিললাটেষ্বিতিবৎ। বাহুল্যাৎ নৈকত্বং প্রাণ্যঙ্গমিত্যনেন অন্যসহিতঞ্চেতি। ব্রহ্মণঃ কীদৃশস্য অব্যক্তজন্মনঃ কেনাপি ন ব্যক্তং জন্ম যস্য স্বয়ম্ভুত্বাৎ সর্ব্বাদ্যত্বাচ্চ যদ্বা অব্যক্তাদ্বিষ্ণোর্জন্ম যস্য ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

উত্তস্থাবিতি। জনার্দ্দনঃ তয়া নিদ্রারূপয়া মুক্তঃ সন্ একার্ণবে একীভূতসমুদ্রে অহিশয়নাৎ শেষশয্যায়াঃ উত্তস্থৌ ততস্তদনন্তরং তৌ মধুকৈটভৌ দদৃশে চ ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। চকারাৎ তাবপি তং দদৃশাতে কর্ম্মব্যতিহারে ইত্যাত্মনেপদম্।

ঋষি বলিলেন। অনন্তর ভগবতী মহামায়া বিরিঞ্চি কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥

ভগবান বিষ্ণুর প্রবোধনার্থ তাঁহার নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও মন হইতে নির্গত এবং সম্মুখবর্ত্তী অব্যক্তজন্মা প্রজাপতির দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

ভগবতী মায়াকর্ত্তৃক পরিমুক্ত জগন্নাথ জনার্দ্দন সেই একার্ণবে অনন্তশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই দুরন্ত অসুরদ্বয়কে দর্শন করিলেন ॥ ৮৭ ॥

মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ।
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ ॥ ৮৮ ॥
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ ॥ ৮৯ ॥
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ ॥ ৯০ ॥
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥ ৯১ ॥

কীদৃশৌ দুরাত্মানৌ দুষ্টস্বভাবৌ অতিবীর্য্যপরাক্রমৌ বীর্য্যং শক্তিঃ পরাক্রমঃ উৎসাহঃ তৌ অতিশয়িতৌ যযোঃ ক্রোধেন রক্তে ঈক্ষণে চক্ষুষী যযোঃ ব্রহ্মাণং অত্তুং জনিতোদ্যমৌ কৃতপ্রযত্নৌ জনার্দ্দনঃ কীদৃক্ জগন্নাথঃ জগতাং পালকঃ অতো ব্রহ্মণোঽপি জগদন্তর্গতত্বাৎ তৎপালনায় সমর্থস্যাপি বিষ্ণোরসুরবধোদ্যমো যুজ্যতে এবেতি ভাবঃ ॥ ৮৭ ৮৮ ॥

সমুত্থায়েতি। ততঃ পরস্পরদর্শনানন্তরং সমুত্থায় হরিঃ সংহারকো ভগবান্ নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যঃ ইতি সামর্থ্যং দ্যোতয়তি। পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ব্যাপ্য তাভ্যাং সহ যুযুধে। কীদৃক্ বাহু প্রহরণে যুদ্ধসাধনে যস্য স বিভুর্জগদ্ব্যাপকঃ ইতি জলেঽপি যুদ্ধযোগ্যতাং দ্যোতয়তি ॥ ৮৯ ॥

তাবপীতি। তৌ মধুকৈটভাবপি যুযুধাতে ইত্যপিশব্দার্থঃ। অনন্তরং মহামায়াবিমোহিতৌ সন্তৌ অতিবলেন উন্মত্তৌ হিতাহিতবিচারপরাঙ্মুখৌ অস্মত্ত আবাভ্যাং সকাশাৎ বরো ব্রিয়তাম্ ইতি কেশবং শ্রীকৃষ্ণম্ উক্তবন্তৌ। অত্র কেশবমিত্যনেন সর্ব্বেশ্বরত্বমুক্তম্। তথাচ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বাতি মায়যা বধ্নাতি ইতি কেশবঃ যদ্বা সর্ব্বাবতারিত্বমুক্তম্। তথাচ মহাভারতে—অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। অতো মাং কেশবং তজ্জ্ঞাঃ প্রবদন্তি মনীষিণ ইতি। কেশা অংশাস্তেজোরূপা অবতারাঃ সন্ত্যস্য কেশবঃ। তদুক্তং প্রথমে—এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়মিতি ॥ ৯০ ॥ ৯১ ॥

সেই ভীষণপরাক্রম দুষ্ট অসুরদ্বয় তৎকালে ক্রোধে আরক্তনয়ন ও ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল ॥ ৮৮ ॥

ভগবান হরি তদ্দর্শনে তাহাদিগের সহিত ঘোরতর বাহুযুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে পঞ্চসহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল ॥ ৮৯ ॥

অতিবলোন্মত্ত সেই অসুরদ্বয় মহামায়ায় বিমোহিত হইয়া ॥ ৯০ ॥

ভগবানুবাচ ॥ ৯২ ॥

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি ॥ ৯৩ ॥

কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥ ৯৪ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ৯৫ ॥

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ ॥ ৯৬ ॥

বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ॥ ৯৭ ॥

আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ॥ ৯৮ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ৯৯ ॥

ভগবানুবাচ ॥ ৯২ ॥

ভবেতামিতি। তুষ্টৌ উভাবপি অদ্য মম বধ্যৌ ভবেতাম্। অদ্যেতি তাৎকালিকবোধায। নন্বন্যৎ কিমপি কিমিতি ন প্রার্থ্যতে ইতি চেত্তত্রাহ অত্র যুদ্ধে অন্যেন বরেণ কিং ন কিমপি প্রযোজনমিত্যর্থঃ। যুদ্ধে জয়স্যৈবেষ্টত্বাৎ হি অবধারণে এতাবদেব মম বৃতং বরঃ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ৯৫ ॥

বঞ্চিতেতি। ইত্যনেন প্রকারেণ বঞ্চিতাভ্যাং মহামাযাচ্ছলিতাভ্যাং তাভ্যাং তদা প্রলযে সর্ব্বং জগৎ আপোময়ং জলময়ং বিলোক্য ভগবান্ কমলেক্ষণো বিষ্ণুর্গদিতঃ উক্তঃ আপঃ শাস্তং পযোবাচীতি কোষঃ আপোভির্মার্জ্জনং কুর্য্যাদিতি স্মৃতিঃ। যদ্বা সর্ব্বং আ সম্যক্ প্রকারেণ আপো জলানি বিলোক্য অস্মযং অহিংসনং যথা ভবতি তথা গদিতঃ মীঙ হিংসাযাং ঙঃ ॥ ৯৬ ॥ ৯৭ ॥

কিং গদিত ইত্যাহ। আবামিত্যর্দ্ধশ্লোকোঽযম্। অত্র প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্তুং মৃত্যুরাবযোরিতি হরিবংশীযপদ্যার্দ্ধং কেচিৎ পঠন্তি তদুপেক্ষণীযং মূলসংহিতাযামদৃষ্টত্বাৎ টীকাকৃদ্ভিরব্যাখ্যাতত্বাচ্চ। যত্র স্থানে উর্ব্বী পৃথ্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ন ব্যাপ্তা তত্র আবাং জহি মারয এতেন পৃথিব্যা জলপ্লুতত্বেন স্থানাভাবাদেব মরণং ন ভবতীত্যভিপ্রাযঃ ॥ ৯৮ ॥

ভগবান বিষ্ণুকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, কেশব, আমরা তোমার যুদ্ধে প্রীত হইযাছি। আমাদিগের নিকট যথেচ্ছ বর প্রার্থনা কর ॥ ৯১ ॥

ভগবান বলিলেন। দৈত্যদ্বয়, তোমরা যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে আমার বাধ্য হও ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥

ইহাই আমার প্রার্থনা; অন্য বরে প্রযোজন নাই ॥ ৯৪ ॥

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা ॥ ১০০ ॥
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥ ১০১ ॥
এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্ ॥ ১০২ ॥
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥ ১০৩ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধঃ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ৯৯ ॥

তথেতি। ভগবতা অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যেণ শঙ্খচক্রগদাভৃতা তথা এবং কর্ত্তব্যম্ ইত্যুক্ত্বা তয়োঃ শিরসী জঘনে কৃত্বা চক্রেণ ছিন্নে নমু উর্ব্ব্যামেব ছেদনমঙ্গীকৃত্য কথং জঘনে চিচ্ছেদ সত্যং লোকাত্মকস্য ভগবতো জঘনে পৃথিব্যাঃ স্থিতত্বাৎ। তথাচ দ্বিতীয়ে—মহীতলং তজ্জঘনে মহীপতে নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তীতি। অত্র দেহস্য পার্থিবত্বাৎ ইতি বিদ্যাবিনোদঃ। তন্নৈবং ন হি তচ্ছরীরং ভৌতিকং কেবলচিদ্ঘনত্বাৎ। তথাচ তৃতীয়ে—রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়। আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসং ইতি সর্ব্বং নিত্যাশ্চেতি লিখিতবচনাচ্চ। উর্ব্বোরী শোভা যত্র জলপ্লুতা নবেতি ছল ইতি বিদ্যাবিনোদঃ ॥ ১০০ ॥ ১০১ ॥

উপসংহরতি। এবমিতি। এ। অপরোক্ষীভূতা মহামায়া এবমনেন প্রকারেণ ব্রহ্মণা সংস্তুতা সতী স্বয়ং সমুৎপন্না ॥ ১০২ ॥

প্রস্তাবান্তরং প্রতিজানীতে অস্যা দেব্যা ভূয়ঃ পুনরপি প্রভাবং শৃণু তে তুভ্যং বদামি ॥ ১০৩ ॥

ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটিকুলোদ্ভবশ্রীগোপালচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং মধুকৈটভবধঃ ॥ * ॥ * ॥ * ॥

ঋষি বলিলেন। সেই সময়ে সমস্ত পৃথিবী জলময়ী দেখিয়া মহামায়া বিমোহিত অসুরদ্বয় বিষ্ণুকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশে বলিল, ভগবন্! পৃথিবীর যে স্থান জলপ্লাবিতা নহে, আমাদিগকে সেই স্থানে বিনাশ কর ॥ ৯৫—৯৮ ॥

ঋষি বলিলেন। ভগবান্ তাহাই করিব বলিয়া শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় জঘনের উপর চক্র দ্বারা উক্ত অসুরদ্বয়ের শিরশ্ছেদন করিলেন॥৯৯—১০১॥

ব্রহ্মার স্তুতিতে ভগবতী এইরূপে ভগবানের দেহ হইতে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ১০২ ॥

আমি পুনর্ব্বার ঐ দেবীর প্রভাব বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১০৩॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভ বধ।

ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

দেবাসুরমভূদ্‌যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ ২ ॥

ভূয়ঃ শৃণু বদামি ইতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎ প্রস্তৌতি। ঋষিরুবাচেতি। ১॥ দেবাসুরেতি। পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে পূর্ণং অন্যূনাতিরিক্তম্ অব্দশতং বৎসরশতম্ ব্যাপ্য দেবাসুরং দেবাসুরনামকং যুদ্ধমভূৎ দেবাশ্চ অসুরাশ্চ যোদ্ধারো যত্র যুদ্ধে প্রযোজনযোদ্ধ্ৃভ্যামিতি টণ্ বাহুল্যাদ্‌বৃদ্ধ্যভাবঃ গুরুলঘ্বাদিত্বাৎ উত্তরপদে বা বৃদ্ধিঃ তত্রাচ তত্র দেবাসুরাণাম্ রণঃ পরমদারুণ ইতি। কদা মহিষে মহিষাসুরে অসুরাণাং অধিপে সতি দেবানাঞ্চ পুরন্দরে অধিপে সতি অত্র পুরন্দরনাম্নি ইন্দ্রে বৈবস্বতমন্বন্তরে ইতি বিদ্যাবিনোদঃ। এতদযুক্তং দ্বিতীয়মন্বন্তরে অতীতত্বেনৈতদাখ্যানস্য কথনাৎ। ন বা বৈবস্বতমন্বন্তরে পুরন্দরনামা ইন্দ্রঃ। বারাহিকল্পে, ওজস্বী নাম তত্রেন্দ্রো মহাত্মা যজ্ঞভাগ্ভুবঃ ইতি মার্কণ্ডেয়েন বৈবস্বতমন্বন্তরে উক্তত্বাৎ ইন্দ্রমাত্রস্যৈব পুরন্দরনামত্বাৎ। তথাচাত্রৈব, সর্ব্বে তে ত্রিদশেন্দ্রাস্তু বিজ্ঞেযাস্তুল্যলক্ষণাঃ। সহস্রাক্ষাঃ কুলিশিনঃ সর্ব্ব এব পুরন্দরাঃ ইতি তস্মাৎ স্বারোচিষমন্বন্তর এবৈতদ্ব্যাখ্যানং তত্রৈব মহিষাদীনামুৎপত্তেঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণম্—এষ মন্বন্তরে ব্রহ্মন্ স্বর্গঃ স্বারোচিষেঽন্তরে ইতি। নন্ পুরন্দরস্তথৈবাত্র মৈত্রেয়ত্রিদশেশ্বর ইতি বৈষ্ণবোক্তেঃ অশ্বিনাবভবো রাজন্নিন্দ্রস্তেষাং পুরন্দর ইতি ভাগবতোক্তেশ্চ বিদ্যাবিনোদোক্তং যুক্তম্ ইতি বক্তব্যং ন। বারাহ ইতি কল্পোঽযং প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ইতি মার্কণ্ডেয়েন কথয়িত্বা তৎক্রমেণৈব কথিতত্বাৎ বরাহকল্পীয়মাখ্যানমেতৎ প্রস্তাবসম্বাদাচ্চ। তস্য নাভেঃ সমভবৎ পদ্মকোষো হিরণ্ময় ইত্যাদি সপ্তমমন্বংশাখ্যানোপক্রমে পদ্মে সৃষ্ট্যনুস্মরণাৎ বিষ্ণুপুরাণভাগবতোক্তং পাদ্মকল্পীয়মবগন্তব্যম্। অনুক্রমানুরোধাৎ সম্ভবাচ্চ অতএব সর্ব্বৈর্নিবন্ধৃভিঃ এবং বিরোধে কল্পভেদ এব সিদ্ধান্তত্বেনোক্তঃ। যদুক্তং কৌর্ম্মে, বিরোধো বাক্যয়োর্যত্র নাপ্রামাণ্যং তদিষ্যতে। যথা বিরোধো ন ভবেত্তথৈবার্থঃ প্রকল্প্যতে ইতি ॥ ২॥

ঋষি বলিলেন। পূর্ব্বকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের অধিপতি পুরন্দর দেবগণের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়ে দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে একটি শতবর্ষব্যাপী ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল ॥ ১ ॥ ২ ॥

হিন্দু-সুহৃদ্।

১ম ভাগ] সন ১৩০১ বৈশাখ [১ম খণ্ড।

আমার জীবনবৃত্ত।

শ্রদ্ধান্বিতস্তত্ত্বমসীতি বাক্যতো
গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমথাত্মজীবয়োঃ
সুখী ভবেন্মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ॥

শুদ্ধচিত্ত, গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাসবান্ ও পর্ব্বতের ন্যায় ক্ষোভশূন্য হইয়া গুরু-শুশ্রূষার অনন্তর তদনুগ্রহে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়া অর্থাৎ জীবকে আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া স্বয়ং আত্মানন্দে নিমগ্ন হইবে।

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং
বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ।
তত্ত্বম্পদার্থৌ পরমাত্মজীবকা—
বসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ॥

প্রথমতঃ বেদান্তোক্ত বিধান অনুসারে পদার্থবোধ কর্ত্তব্য। যেহেতু, পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ। "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অন্তর্গত "তৎ" পদের অর্থ পরমাত্মা এবং "ত্বং" পদের অর্থ জীবাত্মা। উক্ত পদদ্বয়ের অর্থ দ্বিবিধ। প্রথম বাচ্যার্থ; দ্বিতীয় লক্ষ্যার্থ। "তৎ" পদের বাচ্যার্থ, অজ্ঞানাদি সমষ্টি, তদুপহিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্য ও তদনুপহিত চৈতন্য। তৎ-পদের বাচ্যার্থ দ্বারা উক্ত বস্তুত্রয়ের একত্ব বোধিত হয়। তপ্ত লৌহপিণ্ড যেরূপ অগ্নি না হইয়াও অগ্নির সহিত একত্র অগ্নিস্বরূপেই প্রতীত হয়, অজ্ঞানাদি জড় সমূহও তদ্রূপ ব্রহ্মভাবে ভাসমান হয়। তাদৃশ অবভাসই তৎ-পদের বাচ্যার্থ। এবং অজ্ঞানাদি সমষ্টি ও তদুপহিত চৈতন্যের আধার স্বরূপ অনুপহিত শুদ্ধ চৈতন্যই "তৎ" পদের লক্ষ্যার্থ। ঐরূপ, অজ্ঞানাদি ব্যষ্টি

তদুপহিত অল্পজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য ও তদনুপহিত চৈতন্য এই বস্তুত্রয়ই "ত্বং" পদের বাচ্যার্থ। এবং উহাদের আধারভূত অনুপহিত শুদ্ধ চৈতন্যই "ত্বং" পদের লক্ষ্যার্থ। "তৎ" "ত্বং" এই পদদ্বয়ের সংযোজক "অসি" পদের অর্থ ঐক্য। অর্থাৎ বাক্যস্থ "অসি" পদ দ্বারা "তৎ" ও "ত্বং" এই পদদ্বয়েব অর্থেব ঐক্য বোধিত হইতেছে। অতএব "তৎ ত্বমসি" এই বাক্যের অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য। এইরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বোধিত হইতেছে।

প্রত্যক্‌পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনো-
বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাম্।
সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাদ্বয়ো ভবেৎ ॥

যদি বল, সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট পরমাত্মার সহিত অল্পজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট জীবাত্মার ঐক্য কিরূপে হইবে? অত্যন্ত বিলক্ষণ বস্তুদ্বয়ের ঐকাত্ম্য সম্ভব হয় না, সত্য বটে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিরুদ্ধাংশেব পরিত্যাগে উভযের অবিরুদ্ধ চিৎরূপতা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এইরূপ তত্ত্ববিচার এবং লক্ষণা দ্বাবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার শুদ্ধ চিদ্রূপত্বই অবগত হওয়া যায। উভযেই যদি চিৎস্বরূপ হইল, উহাদেব ঐক্য সম্বন্ধে আব কোনই সংশয থাকিতে পারিল না। এই কারণেই অভিযুক্তগণ বলিয়া থাকেন, কণ্ঠমণি যেরূপ কণ্ঠস্থ হইযাও বিস্মৃতি বশতঃ অনুভূত হয় না এবং ছায়াতে যেরূপ ভ্রম বশত পিশাচাদির প্রতীতি হয়, তদ্রূপ জীবেব অজ্ঞান বশতই আত্মস্বরূপের অববোধ হয না। অতএব গুরু-বেদান্তবাক্য হইতে উক্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এবং তখনই পরসুখ অধিগত হয়।

একাত্মকত্বাৎ জহতী ন সম্ভবেৎ
তথাজহল্লক্ষণতা বিরোধতঃ।
সোঽয়ং পদার্থাবিব ভাগলক্ষণা
যুজ্যেত তত্ত্বম্পদয়োরদোষতঃ ॥

সর্ব্বথা অবাচ্য ব্রহ্মে বাচ্যার্থ সম্ভব হয় না। হয় না বলিয়াই লক্ষণা স্বীকার করিতে হয। ঐ লক্ষণারও আবার জহল্লক্ষণা বা অজহল্লক্ষণার কোনটিই পৃথক্‌ভাবে তাঁহাতে গমন করিতে পারে না। চিদ্রূপে ঐক্য প্রযুক্ত "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থের জহল্লক্ষণা যুক্ত হয় না। কারণ, বাক্যার্থের পরি-

ত্যাগে তৎসম্বন্ধী অর্থান্তরে বর্ত্তনই জহল্লক্ষণার কার্য্য। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্যে গঙ্গা ও ঘোষ উভয়ের আধারাধেয় স্বরূপ বাক্যার্থের বিশেষতঃ বিরোধ বশতঃ গঙ্গাশব্দের স্বীয় অর্থ যে জলপ্রবাহ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষণা দ্বারা তৎসম্বন্ধী তীর বোধিত হইতে পারে। "তত্ত্বমসি" বাক্যে ঐ লক্ষণার প্রয়োগ করিতে হইলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবিরুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ভাগকেও পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহা করা যায় না। সুতরাং তাহাতে জহল্লক্ষণাও সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ দৃষ্টান্তে তীরপদার্থ অনুক্ত বলিয়াই লক্ষণার প্রয়োজন হয়। এখানে এমন কিছুই অনুক্ত নাই, যাহার জন্য লক্ষণা করিতে হইবে। অজহল্লক্ষণাতেও দোষ হয়। কারণ, বাচ্যার্থের পরিত্যাগ না করিয়াই অজহল্লক্ষণার কার্য্য হয়। "তত্ত্বমসি" বাক্যে যদি বিরুদ্ধ স্বার্থ পরিত্যাগ না করা যায়, তবে ঐ বিরোধের অপরিহার্য্যতা প্রযুক্ত মহান দোষ ঘটে। এই নিমিত্তই বিরুদ্ধার্থের পরিত্যাগ ও অবিরুদ্ধার্থের স্বীকার করিয়া ঐক্যাবধারণার্থ তদুভয়াত্মক ভাগলক্ষণাই স্বীকার্য্য হইতেছে। অতএব "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য সকল শুদ্ধ ব্রহ্মবস্তুকে না বলিয়া দিলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য কথন দ্বারা তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ ঘটে না।

রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং
ভোগালয়ং দুঃখসুখাদিকর্ম্মণাম্।
শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্ম্মজং
মায়াময়ং স্থূলমুপাধিমাত্মনঃ।

আত্মতত্ত্ব বিচারের ক্রম এইরূপ ;—জীবের এই শরীর আত্মার স্থূল উপাধি। পৃথিব্যাদি ভূত সকলের পঞ্চীকরণে ইহার উৎপত্তি। ইহা সুখদুঃখাদিজনক কর্ম্মের ভোগের স্থান। ইহার উৎপত্তিও আছে এবং নাশও আছে। ইহা প্রারব্ধকর্ম্মজন্য ও মায়াময় অর্থাৎ মায়ারই বিকার।

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং
প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।
ভোক্তুঃ সুখাদেরপি সাধনং ভবেৎ
শরীরমন্যদ্ বিদুরাত্মনো বুধাঃ।

মন, বুদ্ধি, দশেন্দ্রিয়, ও পঞ্চপ্রাণ, এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট, অপঞ্চীকৃত

আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন এবং ভোক্তা জীবের সুখাদির সাধন যে দ্বিতীয় একটি শরীর আছে, তাহাই আত্মার সূক্ষ্ম উপাধি।

অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমপীহ কারণং
মায়া প্রধানন্তু পরং শরীরকম্।
উপাধিভেদাৎ তু যতঃ পৃথক্ স্থিতং
স্বাত্মানমাত্মন্যবধারয়েৎ ক্রমাৎ॥

জীবের অপর একটি শরীর আছে, উহার নাম, কারণশরীর। উহা প্রবাহরূপে আদিবিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ বস্তুর ন্যায় নির্ব্বাচ্য নহে। উহা মায়াপ্রধান, পূর্ব্বোক্ত শরীরদ্বয় হইতে ভিন্ন, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে নাশযোগ্য এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের কারণ স্বরূপ। ব্রহ্মবস্তু স্থূল উপাধি সকল হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত। অতএব ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে উক্ত শরীরত্রয় এবং অনুক্ত অথচ সঙ্কেতিত অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে সাবধানে পৃথক্ করিয়াই জানিতে হইবে।

কোষেষু পঞ্চস্বপি তত্তদাকৃতি-
র্বিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলো যথা।
অসঙ্গরূপোঽয়মজো যতোঽদ্বয়ো
বিজ্ঞায়তেঽস্মিন্নভিতো বিচারিতে॥

স্ফটিক যেরূপ শুভ্র হইয়াও নীলপীতাদি বর্ণ বিশিষ্ট দ্রব্যের সন্নিধানে নীলপীতাদি বর্ণে অবভাত হয়, শুদ্ধ ব্রহ্মও তদ্রূপ অন্নময়াদি কোষপঞ্চক হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন হইয়াও অন্নময়াদিকোষ স্বরূপেই প্রতীত হইয়া থাকেন। বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ আত্মাকে উহাদিগের হইতে পৃথক্ বলিয়াই অবগত হওয়া যায়। আত্মা অসঙ্গ, অজ ও অদ্বয়, অতএব উহার অন্নময়াদিত্ব কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

বুদ্ধেস্ত্রিধাবৃত্তিরপীহ দৃশ্যতে
স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ।
অন্যোঽন্যতোঽস্মিন্ ব্যভিচারতো মৃষা
নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলে শিবে॥

ইহলোকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি রূপ অন্তঃকরণের বৃত্তিত্রয় গুণত্রয়াত্মক কোষপঞ্চকেই দৃষ্ট হয়, আত্মাতে নহে। আত্মা নিত্য, কোষাদি হইতে ভিন্ন,

অদ্বৈত ও শুদ্ধ। অতএব জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় আত্মাতে থাকিতে পারে না। আবার ঐ অবস্থা তিনটি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও, পরস্পরে ব্যভিচার হেতু মিথ্যাই।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনশ্চিদাত্মনাং
সঙ্ঘাদজস্রাৎ পরিবর্ত্ততে ধিয়ঃ।
বৃত্তিস্তমোমূলতয়াজ্ঞলক্ষণা
যাবস্তবেৎ তাবদসৌ ভবেস্তবঃ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও চিদাত্মার অধ্যাসকৃত নিরন্তর একত্র অবস্থান হেতু অন্তঃকরণের বৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়। ঐ বৃত্তি তমোমূলা বলিয়া যাবৎ অজ্ঞস্বরূপে অবস্থান করে, জীবের সংসারও তাবৎই থাকে, জানিতে হইবে।

নেতি প্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো
হৃদা সমাস্বাদিতচিদ্ঘনামৃতঃ।
ত্যজেদশেষং জগদাত্তসদ্রসং
পীত্বা যথাম্ভঃ প্রজহাতি তৎফলম্॥

দ্বৈতস্বরূপ সমস্ত জগৎ মিথ্যা। মিথ্যা জগৎ ব্রহ্ম নহে। এই প্রকার জ্ঞান দ্বারা নামরূপাত্মক মিথ্যা জগতের নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে নির্ম্মল চৈতন্যঘনামৃত আস্বাদন পূর্ব্বক জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করেন। মনুষ্য যেরূপ রসময় ফলের রস পান করিয়া তাহার হেয়াংশ পরিত্যাগ করেন, জ্ঞানীও তদ্রূপ ব্রহ্মামৃতরস আস্বাদন পূর্ব্বক হেয় জগৎ পরিত্যাগ করেন।

কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽমরঃ।
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ
স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ॥

আত্মার মৃত্যু, জন্ম, ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণাম ও জন্মান্তর, এই ষড়্‌বিধ বিকারের কোন বিকারই নাই। বিকার প্রাকৃতিক শরীরের ধর্ম্ম। উহা স্বরূপতঃ পরমানন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বগত ও অদ্বয়।

এবংবিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে
কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে।
অজ্ঞানতোঽধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে
জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাৎ।

এবংবিধ জ্ঞানানন্দময় আত্মার দুঃখময় সংসার সম্ভব হয় না। উহারা আলোকময় ও অন্ধকারময় বস্তুর ন্যায় একান্ত বিসদৃশ। তবে স্বস্বরূপের অবোধ হেতু অধ্যাসবশেই আত্মাতে উক্ত সংসারের প্রতীতি হইযা থাকে। জ্ঞানের উদয় হইলেই ঐ অজ্ঞানের নিবৃত্তির সহিত সংসারেরও বিলয় হয়।

যদন্যদন্যত্র বিভাব্যতে ভ্রমা-
দধ্যাসমিত্যাহুরমুং বিপশ্চিতঃ।
অসর্পভূতেঽহিবিভাবনং যথা
রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে জগৎ॥

অন্য বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রমজন্য বোধই অধ্যাস বলিযা অভিহিত হয়। অসর্পভূত রজ্জু প্রভৃতিতে ভ্রম বশতঃ যেরূপ সর্পের ভান হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বরে জগতের ভান হয।

বিকল্পমায়ারহিতে চিদাত্মকে-
ঽহঙ্কার এষ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ।
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ব্বকারণং
নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে॥

সকল বিকল্পের কারণভূতা মাযার সহিত সঙ্গরহিত, চিদ্রূপ, প্রত্যগাত্মা, নির্বিকার, ব্যাপক ও অদ্বিতীয স্বরূপ অথচ সমষ্ট্যজ্ঞানোপহিত পরমেশ্বরে এই অহঙ্কারলক্ষণ অধ্যাস প্রথম প্রকল্পিত হইযা সমস্ত জগদধ্যাসের কারণ হইয়াছে।

ইচ্ছাদিরাগাদিসুখাদিধর্ম্মকাঃ
সদা ধিযঃ সংসৃতিহেতবঃ পরে।
যস্মাৎ সুষুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ
সুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হি নঃ॥

ইচ্ছা, উপেক্ষা, রাগ, দ্বেষ এবং সুখ ও দুঃখাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণের বৃত্তি সকলই অহন্তা ও মমতাদি দ্বারা সংসারের হেতু হইযা থাকে। কারণ, সুষুপ্তির অবস্থায় ঐ সকল বৃত্তির অভাববশত তৎকালে আত্মা সুখস্বরূপেই প্রতীত হয়েন, এইরূপই দেখা যায়। অতএব আত্মার স্বরূপতঃ অসংসারিত্বই স্থির।

অনাদ্যবিদ্যোদ্ভববুদ্ধিবিম্বিতো
জীবঃ প্রকাশোঽয়মিতীর্য্যতে চিতঃ।

আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্ স্থিতঃ
বুদ্ধ্যাপরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি ॥

অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধি, তাহাতে প্রতিবিম্বিত চিদ্রূপ আত্মার চিদংশই জীবপদবাচ্য। ঐ জীবই ইহলোকে ও পরলোকে সংসারী হয়েন। এবং তিনিই বিজ্ঞানময় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন। ঐ জীবাত্মা বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টারূপে পৃথক্‌ভাবেই অবস্থান করেন। অন্তঃকরণাদি দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ হয় না বলিয়াই তিনি পরশব্দে অভিহিত হয়েন।

চিদ্বিম্বসাক্ষ্যাত্মধিযাং প্রসঙ্গত-
স্ত্বেকত্র বাসাদনলাক্তলৌহবৎ।
অন্যোন্যমধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে
জড়াজড়ত্বঞ্চ চিদাত্মচেতসঃ ॥

সাক্ষী চৈতন্য ও অন্তঃকরণের পরস্পর অধ্যাস বশে জড়ত্ব ও অজড়ত্ব প্রতীত হইয়া থাকে। সাক্ষী চৈতন্য চিদাভাস ও অন্তঃকরণের একত্র বাসই উক্ত প্রতীতির নিদান। অনলাক্ত লৌহে যেরূপ অগ্নির দাহকত্বাদি এবং অগ্নিতে লৌহের স্থূলত্বাদির প্রতীতি হয়, অন্তঃকরণে তদ্রূপ চিদ্রূপত্ব এবং আত্মায় জড়ত্ব প্রতীত হইয়া থাকে।

গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ
সঞ্জাতবিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্য তম্।
স্বাত্মানমাত্মস্থমুপাধিবর্জ্জিতং
ত্যজেদশেষং জড়মাত্মগোচরম্ ॥

তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট হইতে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সঞ্জাততত্ত্বজ্ঞান ব্যক্তি কার্য্যকারণসঙ্ঘাত স্বরূপ, আত্মস্থ, উপাধিশূন্য স্বস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আত্মচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত বুদ্ধ্যাদি স্বরূপ সমস্ত জড়কে মিথ্যা ভাবিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

প্রকাশরূপোঽহমজোঽহমদ্বয়ঃ
সকৃদ্বিভাতোঽহমতীব নির্ম্মলঃ।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানময়ো নিরাময়ঃ
সম্পূর্ণ আনন্দময়োঽহমক্রিয়ঃ ॥

আমি প্রকাশস্বরূপ, জন্মরহিত, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ, অতীব নির্ম্মল,

বিশুদ্ধ, বিজ্ঞানময়, শরীররাহিত্য প্রযুক্ত নিরাময়, দেশকালাদিকৃত-পরিচ্ছেদ-শূন্য, আনন্দময় ও নিষ্ক্রিয়, ইহাই বিদ্বদনুভব।

সদৈব মুক্তোঽহমচিন্ত্যশক্তিমা-
নতীন্দ্রিয়জ্ঞানমবিক্রিয়াত্মকঃ।
অনন্তপারোঽহমহর্নিশং বুধৈ-
র্বিভাবিতোঽহং হৃদি বেদবাদিভিঃ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন, আমি কালত্রয়ে মুক্ত, অচিন্ত্যশক্তি, অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানস্বরূপ, অবিক্রিয়াত্মা ও অনন্তপার।

এবং সদাত্মানমখণ্ডিতাত্মনা
বিচার্য্যমাণস্য বিশুদ্ধভাবনা।
হন্যাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈঃ
রসায়নং যদ্বদুপাসিতং রুজঃ॥

উক্ত প্রকারে বৈষয়িক জ্ঞানান্তর দ্বারা অখণ্ডিত অন্তঃকরণে সর্ব্বদা যিনি আত্মবিচারে রত থাকেন, তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান, রসায়ন যেরূপ রোগ সকল নষ্ট করে, তদ্রূপ, অজ্ঞানকে অবিলম্বেই নষ্ট করিয়া থাকে।

বিবিক্ত আসীন উপারতেন্দ্রিয়ো
বিনির্জ্জিতাত্মা বিমলান্তরাশয়ঃ।
বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনো
বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ॥

বিঘ্ন বশত বিচারাক্ষম মুমুক্ষু ব্যক্তি অনন্যসাধন হইয়া নির্জ্জনে পদ্মাদি আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়বর্গের প্রত্যাহরণের অনন্তর প্রাণায়াম দ্বারা বিনির্জ্জিতাত্মা ও শমদমাদি দ্বারা বিমলান্তঃকরণ হইয়া সম্যক্ প্রকারে বিজ্ঞানদৃষ্টিতে অদ্বিতীয় আত্মার ধারণা করিবেন। আত্মচিন্তাতেই তাঁহার চরিতার্থতা ঘটে, তজ্জন্য সাধনান্তরের প্রয়োজন হয় না।

বিশ্বং যদেতৎ পরমাত্মদর্শনং
বিলাপয়েদাত্মনি সর্ব্বকারণে।
পূর্ণশ্চিদানন্দময়োঽবতিষ্ঠতে
ন বেদ বাহ্যং ন চ কিঞ্চিদান্তরম্॥

প্রথমতঃ পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে সমস্ত প্রপঞ্চের বিবর্ত্তোপাদানস্বরূপ ব্রহ্মে লয় করিবে। তদনন্তর পরিচ্ছেদক বস্তন্তরের অভাব হেতু পরিপূর্ণ

চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিবে। তখন বাহ্য ও আন্তর কোন জ্ঞানই থাকিবে না।

পূর্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়ে-
দোঙ্কারমাত্রং সচরাচরং জগৎ।
তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো
বিভাব্যতেঽজ্ঞানবশাৎ ন বোধতঃ॥

পরিদৃশ্যমান জগৎ বাচ্য এবং প্রণব উহার বাচক, এইরূপ জ্ঞান অজ্ঞানকৃত হইলেও সাধক সমাধির পূর্ব্বে চরাচর নিখিল জগৎকেই ওঁকার স্বরূপে ভাবনা করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে আর ঐ ভাবনা থাকিবে না।

অকারসংজ্ঞঃ পুরুষো হি বিশ্বক
উকারকস্তৈজস ঈর্য্যতে ক্রমাৎ।
প্রাজ্ঞো মকারঃ পরিপঠ্যতেঽখিলৈঃ
সমাধিপূর্ব্বং ন তু তত্ত্বতো ভবেৎ॥

প্রণবের অন্তর্গত অকার বিশ্ব, উকার তৈজস ও মকার প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হয়েন। এই জ্ঞানও সমাধির পূর্ব্বকালীন। ইহা তত্ত্বতঃ নহে।

বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়ে-
দুকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতম্।
ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং
দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবস্য চান্তিমে॥

অকারাখ্য পুরুষকে প্রণবের দ্বিতীয় বর্ণাখ্য তৈজসে এবং তাহাকে আবার চরমবর্ণ মকারে লয় করিবে।

মকারমপ্যাত্মনি চিদ্ঘনে পরে
বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণম্।
সোঽহং পরং ব্রহ্ম সদা বিমুক্তবৎ
বিজ্ঞানদৃঙ্‌মুক্ত উপাধিতোঽমলঃ॥

পরে মকারাখ্য প্রাজ্ঞকে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় আত্মাতে লয় করিবে। তদনন্তর আপনাকে বিমুক্ত বিজ্ঞানাদিদ্রষ্টা উপাধিশূন্য শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবে।

এবং পরিজ্ঞাতপরাত্মভাবনঃ
স্বানন্দতুষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ।

আস্তে স নিত্যাত্মসুখপ্রকাশকঃ
সাক্ষাদ্বিমুক্তোঽচলবারিসিন্ধুবৎ।

তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত সবিকল্পসমাধিসম্পন্ন সাধক পুনঃ পুনঃ সবিকল্প সমাধি অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় রূপ ত্রিপুটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ সত্য আত্মস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ সুখসম্পন্ন ও লয়বিক্ষেপাদিবিবর্জ্জিত অতএব বিমুক্ত হইয়া অচল সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিবে।

এবং সদাভ্যস্তসমাধিযোগিনো
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরস্য হি।
বিনির্জ্জিতাশেষরিপোরহং সদা
দৃশ্যো ভবেয়ং জিতষড়্গুণাত্মকঃ॥

এইরূপে নিরন্তর যে যোগী নির্বিকল্প সমাধি অভ্যাস করেন, তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তির নিবৃত্তি ও কামাদির জয় হয়। এবং অন্তে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনি-
স্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ।
প্রারব্ধমশ্নন্নভিমানবর্জ্জিতো
ময্যেব সাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ॥

মননশীল ব্যক্তি উক্ত প্রকারে অপরোক্ষরূপে অনুভূত আত্মাকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভে জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করেন। তাদৃশ পুরুষের প্রারব্ধভোগেও অভিমান দৃষ্ট হয় না। পরিশেষে তাঁহার বিদেহ কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে।

আদৌ চ মধ্যে চ তথৈব চান্ততো
ভবং বিদিত্বা ভয়শোককারণম্।
হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচোদিতং
ভজেৎ স্বমাত্মানমথাখিলাত্মনাম্॥

এই সংসারকে আদিমধ্যাবসানে ভয়শোককারণ জানিয়া বিধিবোধিত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বজ্ঞান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানে নিরতিই জীবন্মুক্তির লক্ষণ।

ইদং যদীক্ষেত হি লোকসংস্থিতো
জগন্মৃষৈবেতি বিভাবয়ন্মুনিঃ।

নিরাকৃতত্বাচ্ছ্রুতিযুক্তিমানতো
যথেন্দুভেদো দিশি দিগ্‌ভ্রমাদয়ঃ ।

জ্ঞানী ব্যক্তি শুক্তি রজতের ন্যায় বাধ হেতু এই জগৎকে মিথ্যা বলিয়াই ভাবিয়া থাকেন। ঐ মিথ্যাজ্ঞান চন্দ্রে দ্বিচন্দ্রভ্রম এবং দিকে দিগ্‌ভ্রমের তুল্য। শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারাই উক্ত ভ্রমের নিরাকরণ হইয়া থাকে।

যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং
তাবন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ ।
শ্রদ্ধালুরত্যূর্জ্জিতভক্তিলক্ষণো
যস্তস্য দৃষ্টোঽহমহর্নিশং হৃদি ।

যাবৎ কাল অখিল বিশ্বসংসারে আত্মস্ফূর্ত্তি না হয়, তাবৎ অনন্যভাবে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে থাকিবে। এরূপ করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহা অতীব রহস্যভূত। নিরন্তর এই ভক্তির অনুষ্ঠানে স্বয়ং ভগবানই ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

এই যুদ্ধে আমার প্রতিযোগী কে, তাহা অবগত হওয়া আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—যে এতে ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধেঃ যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ (সন্তঃ) অত্র সমাগতাঃ তান্ অহং যোৎস্যমানান্ অবেক্ষে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।— ভীষ্মাদি এই যে সকল বীর যুদ্ধে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের প্রিয়-কামনায় এই রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের সকলকেই যুদ্ধোদ্যত দেখিতেছি ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—এই ভীষ্মপ্রমুখ রাজন্যবর্গ যখন নিজ রক্ষণোপায় নির্দ্ধারণে অনভিজ্ঞ দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়া এই সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা যখন দুর্য্যোধনকে পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দেন নাই, তখন সকলেই যে যুদ্ধার্থী ইহা স্থির। [illegible] যদি যুদ্ধকাম হইলেন, তবে অবশ্যই আমাকেও বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে।

যুদ্ধ করিতে হইলে, অগ্রে প্রতিযোগী পর্য্যবেক্ষণ করাই উচিত হইতেছে। অতএব আমি যতক্ষণ তাহাই অবলোকন করি, ততক্ষণ আপনি উভয়পক্ষের মধ্যস্থলে রথ রাখুন ॥ ২৩ ॥

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—সঞ্জয়ঃ উবাচ। ভারত, গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ (সন্) হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা ইতি উবাচ। পার্থ, এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।—সঞ্জয় বলিলেন, ভরতবংশাবতংস, গুড়াকেশ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে সমস্ত ভূপতি এবং ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখে রথোত্তম স্থাপন পূর্ব্বক এই বলিলেন, পার্থ, এই সমবেত কুরুগণকে দর্শন কর ॥ ২৪ ।২৫

তাৎপর্য্য।—এই প্রকারে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহিংসারূপ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেও করিতে পারেন, পুত্রস্নেহপরবশ ধৃতরাষ্ট্রের এই আশা দূরীকরণার্থ সঞ্জয় বলিতেছেন, ভরতবংশাবতংস, তুমি স্বীয় বংশমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া জ্ঞাতিদ্রোহ পরিত্যাগ কর। অর্জ্জুন কার্য্যকালে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বা নিশ্চেষ্ট হয়েন না বলিয়াই গুড়াকেশ নামেই প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ তিনি যখন নিজ প্রেম দ্বারা ভগবানকেই বশীভূত করিয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট মায়াজাল আসিতেই পারে না। ভগবানও এতই ভক্তাধীন যে, অর্জ্জুনের সেই সারথ্য কার্য্যে নিয়োগসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরক্ত হওয়া দূর থাকুক, বরং সন্তোষের সহিত তৎক্ষণাৎ অগ্নিদত্ত সেই স্বাধিষ্ঠিত রথ ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ বীরবর্গের সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, পার্থ, তুমি যথেচ্ছ সকলকে দর্শন কর। আবার তদ্দর্শনে পাছে অর্জ্জুনের স্নেহজন্য মোহ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তজ্জন্য উপহাসচ্ছলে পার্থ, বলিয়া সম্বোধন করিলেন; অর্থাৎ বলিলেন, দেখ অর্জ্জুন, তুমি যেন উপস্থিত সংগ্রামে স্ত্রীস্বভাবসুলভ স্নেহে

মুগ্ধ হইও না। এখন তোমার পৌরুষ অবলম্বনই উচিত হইতেছে। পক্ষান্তরে নিজ পিতৃস্বসা পৃথাকে স্মরণ করাইয়া অর্জ্জুনকে বিশেষ আশ্বাসই প্রদান করিলেন যে তুমি ভীত হইও না। তুমি যখন আমার পিতৃস্বসার পুত্র, তখন আমি তোমার জন্য সকলই করিব। আমি সহায় থাকিতে তোমার কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই॥ ২৪॥ ২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥ ২৬॥

অন্বয়।—পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি স্থিতান্ পিতৄন অথ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্ শ্বশুরান্ সুহৃদঃ এব অপশ্যৎ॥ ২৬॥

অনুবাদ।—অর্জ্জুন সেই স্থানে উভয় সৈন্য মধ্যেই পিতৃব্য সকল ও পিতামহবর্গ আচার্য্যসমূহ মাতুলবৃন্দ ভ্রাতৃগণ পৌত্রসমূহ ও সখা সকল শ্বশুরমণ্ডল এবং বন্ধুগণকে দর্শন করিলেন॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন সেই রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যেই ভূরিশ্রবা প্রভৃতি পিতৃব্য, ভীষ্মপ্রমুখ পিতামহ, দ্রোণাদি আচার্য্য, শকুনি প্রভৃতি মাতুল, দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি পুত্র, তৎপুত্রাদি পৌত্র, অশ্বত্থামাদি সখা ও অপরাপর আত্মীয় সকলকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন॥২৬॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২৭॥

অন্বয়।—সঃ কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন ইদম্ অব্রবীৎ॥ ২৭॥

অনুবাদ।—সেই কুন্তীতনয় অর্জ্জুন সেই সকল বন্ধুগণকে দর্শন করিয়া অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়া দুঃখ করিতে করিতে ইহা বলিতে লাগিলেন॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—স্বতন্ত্রেচ্ছু ভগবানের জগদুদ্ধরণলীলাপোষক অভিপ্রায় অনুসারে প্রশান্তহৃদয় মহাবীর অর্জ্জুনের হৃদয়ে কি স্বপক্ষ কি বিপক্ষ উভয়ের প্রতি একটি অসাময়িক মমতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাতেই আকুল হইয়া কাতর হৃদয়ে এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ২৭॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—কৃষ্ণ, যুযুৎসূন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।—কৃষ্ণ, যুদ্ধাভিলাষী এই আত্মীয় সকলকে সমবেত দেখিয়া আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন ও মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—কৃষ্ণ, তুমি এই সংসারের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা ও একমাত্র শান্তিদাতা। উপস্থিত ক্ষেত্রে অযোগ্য হইলেও সঙ্গোপনীয় নয় বলিয়াই বলিতেছি, আমাকে প্রবল মমতারোগে আক্রমণ করিয়াছে। আমি কোনক্রমেই উহা নিবারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি স্বয়ং ভগবান্, স্বভাবতই আমার সহায় রহিয়াছ, জানিয়াও মনের আবেগ গোপন করিতে পারিতেছি না। আমার শরীরে বাহ্য কম্পাদি দেখা দিয়াছে। তুমি ভিন্ন আর কেহই আমার এই রোগ নিবারণ করিতে পারে, তাহা জানি না। অতএব যাহাতে আমার এই অনুচিত স্নেহরোগের নাশ হয়, তাহার উপায় কর, কেবল সারথ্য করিলে হইবে না ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—মে শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে। হস্তাৎ গাণ্ডীবং চ স্রংসতে। ত্বক্ চ এব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।—আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ জন্মিতেছে। হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধনু স্খলিত হইতেছে। এবং চর্ম্মও দগ্ধ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবন্! চিরদিন পুরুষকারের উপর প্রবল বিশ্বাস ছিল। মনে করিতাম, দৈব অর্থাৎ কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট পুরুষকারের অধীন; উহা চেষ্টানুসারী। কিন্তু এখন দেখিতেছি, পুরুষকারই দৈবাধীন। আমি বীরদর্পে গর্ব্বিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলে কি হইবে! কোথা হইতে অনুচিতা মমতা আসিয়া আমাকে যুদ্ধে অক্ষম করিয়া দিতেছে। অথবা আমরা যাহাকে সাধারণতঃ পুরুষকার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি, উহা প্রকৃত পুরুষকার নহে। উহা দৈবেরই

আকার বিশেষ। দৈবের অনধীন পুরুষকার যদি কিছু থাকে, তাহা পরদেবতাতে আত্মসমর্পণ। অতএব তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিতেছি। তুমি যাহা করাইবে, তাহাই করিব, করিতেও পারিব। আমি নিজে প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন, আমার অধীন কেহই নহে। এই দেখ, আমার শরীর মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছে। আমি যুদ্ধে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি॥ ২৯॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশবঃ॥ ৩০॥

অন্বয়।— কেশব, অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি। মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব। বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি॥ ৩০॥

অনুবাদ।— কেশব, আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার মনও যেন ঘুরিতেছে। এবং বিরুদ্ধ দুর্লক্ষণ সকল দেখিতেছি॥ ৩০॥

তাৎপর্য্য।—কেশব, বুঝিযাও বুঝিতেছি না বা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার চিত্তের স্থিরতা নাই। এই ঘোর বিপদে তুমিমাত্র রক্ষাকর্ত্তা॥ ৩০॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১॥

অন্বয়।— কৃষ্ণ, আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ চ ন অনুপশ্যামি। বিজয়ং চ রাজ্যং সুখানি চ ন কাঙ্ক্ষে॥ ৩১॥

অনুবাদ।— কৃষ্ণ, যুদ্ধে আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া শুভও দেখিতেছি না। জয় এবং রাজ্য ও সুখ সকল আকাঙ্ক্ষা করি না॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য।— আত্মীয়বর্গের বিনাশ সাধন করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজ্যসুখ ভোগ করিব, এই আকাঙ্ক্ষার ফল যখন এইরূপ, তখন, উহা কার্য্যে পরিণত হইলে যে ফল ফলিবে, তাহাতেই বুঝিতেই পারিতেছি। আমার আকাঙ্ক্ষায় যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা কর। আমি আর আত্মীয় স্বজনকে বধ করিয়া জয়ী হইতে বা রাজ্যসুখ ভোগ করিতে চাই না। আমার যথেষ্ট ফল লাভ হইয়াছে। আমার পাপকামনায় উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে॥ ৩১॥

ক্রমশঃ।

যোগশাস্ত্র।

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, অর্জ্জুন, যোগী, তপস্বী হইতে ও কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি যোগী হও। বস্তুতঃ জীবসংসারে মানব শ্রেষ্ঠ এবং মানবের মধ্যে যোগী শ্রেষ্ঠ। অযোগী মানব ও নিকৃষ্ট জীব, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প। যে বিবেকশক্তির অস্তিত্বনিবন্ধন জীবজগতে মানবের শ্রেষ্ঠতা, সেই বিবেকশক্তি যোগীতেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অযোগী মানবের বিবেক কেবল কতকগুলি বাহ্য সম্বন্ধের জ্ঞানমাত্র। কিন্তু যোগীর বিবেক প্রকৃত কার্য্য-কারণ জ্ঞান—বস্তু সকলের আদি, মধ্য ও অবসানের জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান। অযোগী মানব দর্শন-বিজ্ঞানাদি হইতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়া বস্তু সকলের কার্য্যকারণভাব বা তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে পারিলেও নিজের বাহ্যদর্শিত্ব প্রযুক্ত উহাদিগের প্রকৃত মূল কি, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে বা বুঝাইয়া দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কিন্তু প্রকৃত যোগী নিজের অন্তর্দর্শিত্ব প্রযুক্ত সংসারের মূল তত্ত্ব বুঝিতে ও বুঝাইয়া দিতে সমর্থ। তাঁহার অনুষ্ঠিত যোগ, তাঁহাকে তত্ত্ব সকলের মূলেই লইয়া যায়। যোগ, নিজ সাধককে বস্তুসকলের বাহ্য আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক অনাবৃত তত্ত্ব সন্দর্শন করাইয়া থাকে। উহা সাধকের আত্মার আবরণ- জ্ঞানাবরণ উন্মুক্ত করিয়া আত্মশক্তি প্রকাশ করে, সুতরাং যোগী সকলই দেখেন, সকলই বুঝেন; তাঁহার অদৃষ্ট বা অজ্ঞেয় কিছুই থাকে না। ঐ যোগের প্রকরণ স্বরূপতঃ, অর্থাৎ অন্বয়মুখী নহে, কিন্তু তটস্থতঃ, অর্থাৎ ব্যতিরেকমুখী। ঐ প্রকরণ ব্যতিরেকমুখী বলিয়াই যোগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মশক্তির স্ফুরণ না করাইয়া—আত্মাতে শক্তিবিশেষের উদ্ভাবন বা স্বতন্ত্র শক্তির সংযোগ না করাইয়া আত্মগত আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক আত্মনিহিত স্বরূপশক্তির প্রকাশ করিয়া দেয়। এই কারণেই যোগিগণ, 'যাহা আত্মশক্তির উৎপাদক, তাহাই যোগশব্দ বাচ্য,'—যোগের এই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিয়া "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" 'চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ,' এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। এই লক্ষণ হইতে যাহা চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধন দ্বারা আত্মশক্তির উদ্বোধন করে, তাহারই নাম যোগ, এইরূপই বুঝা যায়। অতএব, যোগের প্রকরণ যে অন্বয়ী প্রকরণ নহে;

অর্থাৎ যোগ আত্মশক্তির উদ্বোধমার্থই অনুষ্ঠিত হইলেও, উহা যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মশক্তির উদ্বোধনে বা উদ্ভাবনে নিযুক্ত হয় হয় না, তাহা সুস্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ফলতঃ, যোগ, এরূপ একটি অসাধারণ সাধন, যে সাধন, পরিণামে আত্মশক্তির উদ্বোধন করিবেন বলিয়া, প্রথম হইতে যে সকল কারণে আত্মার শক্তি সুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে, যে সকল কারণ বিদ্যমান থাকাতেই আত্মার শক্তি জাগরিত হইতে পারিতেছে না, সেই সকল প্রতিকূল কারণের বিনাশ সাধন করে। বস্তুতঃ যোগে এইরূপ একটু জটিলতা আছে, বলিয়াই, যোগ একটি অসাধারণ সাধন হইয়াছে। যাহা জটিল, তাহা কখনই সাধারণ হইতে পাবে না, তাহা কখনই ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রী হইতে পারে না। অসাধারণ বস্তু কখনই অনায়াসলভ্য হইতে পারে না। হইতে পারে যে, অনেকেই যোগশাস্ত্রোক্ত দুই চারিটি বচন বা প্রক্রিয়া অবগত আছেন, কিংবা সেই সকলের অনুষ্ঠানও করেন, এবং তাহাদের অনুষ্ঠানের ফলও সময়ে সময়ে পাইয়া থাকেন; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের যোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সূচিত না হওয়াতে তাঁহারা যোগিপদের বাচ্য অথবা যোগোপদেষ্টা বলিয়া সমাদৃত হইতে পারেন না। কারণ, যিনি যোগী, তিনি তত্ত্বজ্ঞ। তাঁহার নিকট কোন তত্ত্বই আচ্ছন্ন বা আবৃত থাকিতে পাবে না। বস্তুতঃ এই নিমিত্তই তাঁহাদিগের নিকট হইতে লব্ধ উপদেশ বিশেষ কার্য্যকারক হয় না। তাঁহাদিগের নিকট উপদেশ লাভ করিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সময়ে সময়ে অনেকে যে অনেক প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, সেই সকল ক্ষতির কথা ছাড়িয়া দিলেও উহার দোষাংশ পরিত্যাগ করিলেও উহা যে বিশেষ উপকারজনক হইতে পারে না, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ সকলের অনুষ্ঠানে আপাততঃ কিছু ফল—বিভূতির আভাস লাভ হইলেও যোগের প্রকৃত ফল যাহা, তাহা যে সুদূর ভবিষ্যদ্‌গর্ভে নিহিত, তাহা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন! কয়েক খানি চিকিৎসাগ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং যিনি স্বয়ং চিকিৎসাতত্ত্বে ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ, তাদৃশ চিকিৎসকের উপদেশ লাভ করিয়া যেরূপ চিকিৎসাতত্ত্বের পারদর্শী হওয়া যায় না, কেবল দুই একটি রোগই আরোগ্য করা যায় মাত্র, যোগের সম্বন্ধেও ঐরূপই বলিতে পারা যায়। অতএব প্রকৃত যোগী হইতে হইলে, প্রকৃত যোগীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত যোগীও সুপ্রাপ্য নহেন এবং প্রকৃত যোগীর পরিচয় প্রাপ্তির আশাও অনেকের পক্ষে অসম্ভব। এই সকল অপরিহার্য্য কারণ বশতঃ যাহাকে তাহাকে দুই একটি

অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া যোগী ভাবিয়া তাহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করা বা তদীয় উপদেশানুসারে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। করুণাময়ী প্রকৃতি কোন বিষয়ই অসম্পূর্ণ রাখেন নাই, বা রাখিবেন না। এ সংসারে প্রকৃত যোগী দুর্লভ নহে। যোগী সকল নিরন্তরই পরোপকারার্থ সাধারণের অজ্ঞাতসারে সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতেছেন। প্রত্যেক জ্ঞানই যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ সাপেক্ষ—অবস্থাবিশেষসাপেক্ষ, জ্ঞাতার জ্ঞানচেষ্টা ও জ্ঞেয় বস্তুর আত্মপ্রকাশ যেরূপ সাম্য প্রাপ্ত না হইলে, তদুভয়ের সম্বন্ধ ঘটে না, জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্ট চেষ্টা না হইলে, তত্ত্বজ্ঞানীরও দর্শন পাওয়া যায় না। তত্ত্বজ্ঞানী লাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হওয়া চাই—তত্ত্বভূমিতে—যে তত্ত্ব লাভ করিতে হইবে তাহার সমান ভূমিতে—আরোহণ করা চাই। তত্ত্বভূমিতে আরোহণ ব্যতিরেকে তদারূঢ় ব্যক্তির দর্শন পাওয়া যাইতে পারে না। শাস্ত্র সকলই তত্ত্বভূমিতে আরোহণের সোপানস্বরূপ। উহারা আবার গুরূপদেশ ব্যতিরেকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু মানবকে তত্ত্বভূমিতে—যে স্থানে আরোহণ করিলে, তত্ত্বজ্ঞের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, সেই স্থানে—আরোহণ করাইতে—উত্থাপন করিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অযোগীর হস্তে তাহারাও সময়ে সময়ে এরূপ বিকৃতিভাবাপন্ন হয় যে, মানবকে তত্ত্বভূমিতে উত্থাপন করা দূরে থাকুক, তাহা হইতে বহু দূরে প্রভূত নিম্নে প্রেরণ করে। যাহা হউক, তজ্জন্য হতাশ হইতে হইবে না; কারণ, মহাত্মা সকল গুপ্ত ভাবে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের প্রেরণা দ্বারা ঐ সকল ভ্রম অপনয়ন করিয়া দেন। চিত্তস্থ সংশয়ের নিরসনই তাহার সাক্ষী। যদ্দ্বারা চিত্তগত সংশয়ের নিরাকরণ হয়, তাহাই প্রকৃত তত্ত্বব্যাখ্যান। যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ যোগের ব্যাখ্যাটি যোগসম্বন্ধী সকল সংশয়ই দূর করিতে পারে। এক্ষণে দেখা যাউক, উক্ত ব্যাখ্যান হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি।

ক্রমশঃ।

আর্য্য-উপাসনা-তত্ত্ব।

আজকাল আমাদিগের এই আর্য্যসমাজে উপাসনাতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা নানাবিধ তর্কজাল উত্থাপিত হইতেছে। অতএব এবিষয়ের একটি সুমীমাংসার

প্রয়োজন। এক পক্ষ বলিতেছেন, নিরাকারের উপাসনা অলীক কথা ; অপর পক্ষ বলিতেছেন, সাকারের উপাসনা কুসংস্কারের ফল। কেহ বলিতেছেন, সগুণ ঈশ্বরই উপাস্য, নির্গুণ ঈশ্বর আকাশকুসুম ; আবার কেহ বলিতেছেন, নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য ; তাঁহার উপাসনাই উপাসনার উচ্চ অঙ্গ, সগুণ ব্রহ্ম মায়িক ; তাঁহার উপাসনা অধম অধিকারীর পক্ষে। কোন পক্ষই হীনবল নহে। যুক্তি তর্ক এবং প্রমাণ-প্রয়োগ উভয় পক্ষেই সমান ভাবেই দেখা যায়। কোন পক্ষই পরাজয় স্বীকার করিতে চাহেন না। কোন পক্ষই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে না পারিলেও স্বপক্ষ সমর্থনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। এরূপ বিবাদের স্থলে কোন একটি পক্ষ অবলম্বন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বস্তুত ভাবিয়া দেখিলে, উভয় পক্ষেরই অনেক কথা গ্রাহ্য করিতে হয়। সাকারবাদী নিরাকারবাদীর ও সগুণবাদী নির্গুণবাদীর এবং নিরাকারবাদী সাকারবাদীর ও নির্গুণবাদী সগুণবাদীর যে সকল দোষ যে সকল ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন, তাহার অধিকাংশই সত্য। অতএব প্রকৃত সত্য কি? কোন পক্ষই অবলম্বনীয়? তাহার কিছুই স্থির হইল না। ফলত যে প্রণালীতে উভয়পক্ষের বিচার চলিতেছে, তাহাতে কোন কালেও যে স্থির হইবে, এরূপ বোধ হয় না। অতএব অনির্ণয়ের প্রকৃত কারণ কি? সত্য উদ্ভাবনের প্রকৃত উপায় কি? তাহাই অনুসন্ধেয় হইতেছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য সাকার ও নিরাকার এবং সগুণ ও নির্গুণ এই পদার্থচতুষ্টয়ের লক্ষণ স্থির করা। লক্ষণ স্থির হইলেই সকল মিটিয়া যাইবে।

বিবাদিগণের লক্ষণ। যাঁহার আকৃতি, বিস্তৃতি, বেধ ও বর্ণ প্রভৃতি আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের যোগ্য কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে; তিনিই সাকার এবং যাঁহার ঐ সকল গুণ নাই, তিনিই নিরাকার। যাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদি কতকগুলি মানবীয় বিশেষ গুণ আছে, তিনিই সগুণ এবং যাঁহার ঐ সকল গুণ নাই তিনিই নির্গুণ।

শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ।—যাঁহার আকৃতি, বিস্তৃতি বেধ ও বর্ণ প্রভৃতি আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য অথচ তাঁহার ইচ্ছানুসারে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের যোগ্য কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে, তিনিই সাকার এবং তিনিই নিরাকার। আমাদিগের ইচ্ছাধীন প্রাকৃতিক আকার নাই বলিয়াই তাঁহাকে নিরাকার বলা হয় এবং আমাদিগের ইচ্ছার অনধীন অথচ তাঁহার ইচ্ছার অধীন অপ্রাকৃত বিশেষ আকার আছে বলিয়াই তাঁহাকে সাকার বলা হয়। প্রাকৃতিক

আকারও তাঁহারই ; কিন্তু ঐ আকারে তিনি উপাস্য হয়েন না। পরিদৃশ্যমান বিশ্বই তাঁহার প্রাকৃত আকার। তিনি সগুণ এবং নির্গুণও ঐরূপেই। তাঁহার সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব ভিন্ন নহে। তাঁহার প্রাকৃত গুণ নাই বলিয়াই তিনি নির্গুণ এবং অপ্রাকৃত বিশেষ গুণ আছে বলিয়াই তিনি সগুণ। প্রাকৃত গুণও তাঁহারই। তবে ঐ গুণে তিনি উপাস্য নহেন।

এখন দেখুন দেখি, বিবাদ মিটিয়া আসিতেছে কি না? সাকারবাদী ও সগুণবাদী প্রাকৃত আকার ও প্রাকৃত গুণ উপাস্য ঈশ্বরে আরোপিত করিতেছিলেন বলিয়াই কি নিরাকারবাদী ও নির্গুণবাদী উঁহাদিগের শিরোপরি খড়্গাধারণে উদ্যত হইতেছিলেন না? নিরাকারবাদী ও নির্গুণবাদী তাদৃশ সাকার ও সগুণ পক্ষ খণ্ডনের প্রযাস করিয়া ভালই করিলেন বটে, কিন্তু তিনিও কি অতিরিক্ত পরিমাণে অগ্রসর হইলেন না? সাকার ও সগুণ পক্ষে দোষারোপ করিতে হইবে বলিয়াই কি অলীক কথা কহিতে হয়? বরং পূর্ব্বোক্ত সাকারবাদী ও সগুণবাদীর কথা ক্ষণকাল বিচারসহ হইতে পারে, কিন্তু শেষোক্ত নিরাকারবাদী ও নির্গুণবাদীর কথা মুহূর্ত্তমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না। যাহা প্রমাণের অবিষয় তাহাই অলীক। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম প্রমাণ করা যায় না, অতএব উহা অলীক। জাতি, গুণ ও ক্রিয়াই প্রমাণের সাধক। যাঁহার ঐ তিনটির কোনটি নাই,তিনি কখনই প্রমাণের বিষয় হইতে পারেন না। ব্রহ্ম ভিন্ন বস্ত্বন্তরের অনস্তিত্ব হেতু তাঁহার জাতি এবং নির্গুণত্ব ও নিক্রিয়ত্বহেতু তাঁহার গুণ ও ক্রিয়ার অভাব হইতেছে। ব্রহ্মের এমন কিছুই নাই, যদ্দ্বারা তিনি প্রমাণের বিষয় হইবেন। বস্তুতঃ নির্গুণবাদী এমন একটি অদ্ভুত ব্রহ্মের কল্পনা করিতেছেন যে, তাঁহার শক্তি পর্য্যন্ত অস্বীকার করিযা অজ্ঞাতসারে নাস্তিকেরই পোষকতা করিতেছেন। নাস্তিকেরা নিরাশ্রয় শক্তি এবং নির্গুণবাদীরা শক্তিরহিত আশ্রয় স্বীকার করিযাছেন। এ স্বীকারের প্রয়োজন কি? যাহা সম্পূর্ণ কল্পনার সামগ্রী, কল্পনার নিবৃত্তির নিমিত্ত তাহা কি কখন বুদ্ধিমান ব্যক্তির স্বীকার্য্য হইতে পারে? অথবা তৎস্বীকারে কি অভিষ্টসিদ্ধি—কল্পনার নিবৃত্তি—হইতে পারে? নির্গুণবাদীই হউন আর সগুণবাদীই হউন, আস্তিকমাত্রই উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিযা থাকেন। আবার উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইলে, উপাস্য পরমেশ্বরের উপাস্য হইবার উপযুক্ত গুণাবলীও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। যে পরমেশ্বরে তাদৃশ গুণ স্বীকার করা না হয়, সে পরমেশ্বর কখনই উপাস্য হইতে পারেন না। যিনি উপাস্য

না হইবেন, তাঁহার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব উভয়ই উপাসকের পক্ষে সমান। উপাসক উপাসনার অযোগ্য ঈশ্বর লইয়া কি করিবেন? উপাসক যদ্দ্বারা উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হইবেন, উপাস্য ঈশ্বরে অবশ্য তৎসম্বন্ধ হওয়া চাই। উপাসক ভক্তি দ্বারাই উপাস্য পরমেশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইবেন। অতএব ঐ ভক্তির সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ হওয়া চাই। উপাসক উপাস্যের উদ্দেশে স্বীয় ভক্তি প্রেরণ করেন। অতএব উপাস্য ঈশ্বরের ঐ ভক্তির গ্রাহক হওয়া চাই। যিনি ভক্তিগ্রাহক নহেন, তিনি কখনই উপাস্যও নহেন। সেবারই নামান্তর ভক্তি। অতএব যে গুণ বা যে শক্তি থাকিলে সেব্য হওয়া যায়, উপাস্য পরমেশ্বরে অবশ্য সেই গুণ বা সেই শক্তি আছেই আছে। আমরা পরমেশ্বরের সৃষ্ট শরীর ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ তত্তচ্চেষ্টা দ্বারা এবং প্রাকৃতিক প্রিয় বস্তুসমূহ দ্বারা উপাস্য পরমেশ্বরের সেবা করিতে ইচ্ছা করি। অতএব উপাস্য পরমেশ্বরও অবশ্য আমাদিগের ঐ সকল চেষ্টার ও পদার্থের গ্রাহক। ইহাই যদি স্থির হইল, তবে এখন দেখুন দেখি, উপাস্য ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ? নির্গুণ ঈশ্বরে কি ঐ সকলের গ্রাহকতা সম্ভবে। যিনি সর্ব্বতো-ভাবে নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় তিনি কি কখন ঐ সকলের গ্রাহক হইতে পারেন? কখনই না। অথচ পরমেশ্বরকে প্রাকৃত গুণে গুণবান বলাও নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব ঈশ্বর নির্গুণ হইয়াও সগুণ, স্বাধীন হইয়াও ভক্তাধীন, এইরূপ বিরোধী গুণের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহাতে সকলই সম্ভবে। তিনি প্রকৃতির অতীত। তাঁহার সকলই অপ্রাকৃত। অথচ তিনি উপাসকের ভাবানুসারে প্রকৃতিগত হইয়া প্রাকৃতরূপেই প্রকাশ হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরে এই শক্তি স্বীকার না করিলে, উপাসনাই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। উপাসক প্রকৃতির অন্তর্গত। তিনি প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া তদ্বহির্ভাগস্থিত পরমেশ্বরে উপাসনার প্রয়োগ করিবেন, এরূপ ধারণাও করিতে পারেন না। সুতরাং উপাস্য পরমেশ্বরকে নিত্যই প্রকৃতির বহির্ভাগে থাকিয়াও প্রাকৃতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে হয়। ঐ প্রকাশের নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, উহার নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে, উপাসনার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ঘটে। জীব অনন্ত। অনন্ত জীবের উপাসনার বিচ্ছেদ সম্ভব হয় না। অতএব উপাস্য ঈশ্বরেরও তাদৃশত্ব অবিচ্ছেদেই স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে উক্ত প্রকাশ যদি নিত্য ও সত্য হইল, তাহা হইলে, উহাও পরমেশ্বরের স্বরূপানুবন্ধী অর্থাৎ নিত্য সত্য পরমেশ্বরের প্রকাশমাত্র নিত্য ও সত্য হওয়াতে ঈশ্বরের স্বরূপ

হইতে অনতিরিক্তই হইল। নিত্যের ত্রিকালসত্তার বিচার করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই তাহা স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, নির্গুণ ও সগুণ স্বরূপত একই হইতেছে। একান্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের একত্র সমাবেশ যুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব পরমেশ্বর নির্গুণ বলিলেও যাহাই বুঝিব, সগুণ বলিলেও তাহাই বুঝিব। ঈশ্বর নির্গুণ, অর্থাৎ প্রাকৃতগুণরহিত। আবার তিনি সগুণ, অর্থাৎ অপ্রাকৃতগুণসমন্বিত। প্রাকৃত-গুণরহিত ঈশ্বর অপ্রাকৃতগুণসমন্বিত ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন। যিনি অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট, তিনিই প্রাকৃতগুণশূন্য। বস্তুগত বিরোধ নাই, শব্দ মাত্রেই বিরোধ। অতএব বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই যদি শব্দ মাত্রের প্রতি দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে আর কোনই বিরোধ থাকে না। নির্গুণবাদী যে মনে মনে পরমেশ্বরের ধ্যানাদিতে রত হয়েন, তাহাও সঙ্গত, আবার সগুণবাদীও যে প্রাকৃত উপহারাদি দ্বারা প্রাকৃতপদার্থ নির্ম্মিত বিগ্রহে পরমেশ্বরের আবির্ভাব ও তদীয় বিগ্রহাদির চিন্তা করেন, তাহাও সঙ্গত। তবে যে আমরা সগুণ উপাসককে অজ্ঞ বলিয়া হেয় জ্ঞান করি, অথবা নির্গুণ উপাসককে দাম্ভিক বা নাস্তিক বলিয়া উপহাস করি, সে কেবল আমাদিগের মূর্খতার বা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় মাত্র। ভাবিয়া দেখিলে, দুই-পক্ষ সমান বলবান। কোন পক্ষই দুর্ব্বল নহেন, অথবা কোন পক্ষই ভ্রান্ত নহেন। ফল উভয় পক্ষেরই সমান। কোন পক্ষেরই উপাসনা নিষ্ফল হয় না। আমি মনে মনে কল্পিত উপহার দ্বারা ভগবানের পূজা করিলেও যে ফল পাইব, প্রাকৃতিক উপহার দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেও সেই ফলই প্রাপ্ত হইব। কি আমার মনঃকল্পিত উপহার, কি প্রাকৃতিক উপহার, উভয়ই পর-মেশ্বর কল্পিত। উভয়ই পরমেশ্বরের অধীন। তবে একথা অবশ্য বক্তব্য যে, উভয় পক্ষেই ভক্তির অপেক্ষা আছে। ভক্তিনিরপেক্ষ অর্চ্চনই অসিদ্ধ। যে অর্চ্চনার মধ্যে ভক্তি নাই, সে অর্চ্চনায় কোন ফলই ফলে না। ফলতঃ ভক্তিই ভগবানের উপহার। ভক্তি ভিন্ন কোন উপ-হারই তাঁহার নিকটে গমন করিতে পারে না। তিনিও ভক্তি ভিন্ন অপর কিছুই গ্রহণ করেন না। ঈশ্বরের সহিত জীবের নৈকট্য সম্বন্ধ সঙ্ঘটন করিতে ভক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় সাধন নাই। পরমেশ্বর উন্নতির চরমসীমায় আরূঢ়। জীব অবনতির শেষ সীমায় অবস্থিত। উভয়ের সমভূমিকত্ব ভিন্ন মিলন অস-ম্ভব—জীবের পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ অসম্ভব। ভক্তিই উক্ত সমভূমিকত্ব

সংস্থাপনের সহায়। উপযুক্ত আলোক ভিন্ন যেমন দর্শন জ্ঞান সিদ্ধ হয় না, উপযুক্ত শব্দাদি ভিন্ন যেমন শ্রবণাদি জ্ঞান সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ উপযুক্ত সাধন ভিন্ন পরমেশ্বরের সান্মুখ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভক্তিই সেই উপযুক্ত সাধন। তিনি আমাদিগের জ্ঞানসীমার বহির্ভূত হইলেও ভক্তি তাঁহাকে আমাদিগের জ্ঞানগোচর করাইয়া দেয়। অতএব আমাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য যে বৃথা বাদবিসম্বাদ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে অধিকারানুরূপ সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া। ঐ ভক্তিরও আবার বিভিন্ন অবস্থা শ্রবণ করা যায়। অবস্থা ও ভেদে ফলগত তারতম্য যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। আমরা এই স্থানেই এই প্রস্তাব শেষ করিয়া প্রস্তাবান্তরে ঐ অবস্থা তাহার ফলের বিষয় বিচার করিব।

কর্ম্মযোগ।

ক্রিয়ানুষ্ঠানে গুরুপরম্পরাগত সদাচারই অবলম্বনীয়। কারণ, সদাচার অবলম্বন ব্যতিরেকে কাহারও কোন দিন কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে শ্রীমদালসালর্ক সম্বাদে উক্ত আছে;—"গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্। ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ॥ যজ্ঞ-দানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে। ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে॥ গুরুপরম্পরাগতসদাচারবিহীন ব্যক্তি, কি ইহলোক কি পরলোক, কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারেন না। যিনি সদাচার সমুল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান বা তপস্যাও মঙ্গলের নিমিত্ত হয় না। ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠির-সংবাদেও উক্ত হইয়াছে;—আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ। ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥" কোন ব্যক্তি যদি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াও থাকেন, কিন্তু সদাচার পরিপালন করেন না, তাঁহার ঐ অধ্যয়ন কার্য্যকালে ফলদায়ক হয় না এবং উহা মৃত্যুকালেও তাঁহার কিছুমাত্র সাহায্য করে না। অনাচারের অধীত শাস্ত্র, তাঁহার মৃত্যুকালে, উদিতপক্ষ শকুন্ত যেরূপ নিজ নীড় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। "আচার এব নৃপপুঙ্গব সেব্যমানো ধর্ম্মার্থকামফলদো ভবিতেহ পুংসাম্।

তস্মাৎ সদৈব বিত্ববাবহিতেন রাজন্ শাস্ত্রোদিতো হ্যনুদিনং পরিপালনীয়ঃ ॥” কার্য্যমাত্রই যখন সদ্দৃষ্টান্তের মুখাপেক্ষা করিতেছে; অন্যের অনুকরণ ভিন্ন যখন কোন সুখস্বাচ্ছন্দই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে লাভ করা যায় না, তখন সদাচারের অনুবর্ত্তন ভিন্ন অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক সুখ ও ধর্ম্মের ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়! সদাচারের অনুবর্ত্তন ব্যতিরেকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ, কিছুই পাওয়া যাইতে পারে না। দোষরহিত সাধুগণের আচারই সদাচার। বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন;—“সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ। তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে” ॥ স্বার্থাদিদোষশূন্য তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লব্ধভগবৎসাক্ষাৎকার ব্যক্তিই সৎশব্দবাচ্য। যাঁহার সকল কর্ম্মের মূলেই স্বার্থ পরিদৃষ্ট হয়, যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, যিনি অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই, তিনি সাধু নামের যোগ্য নহেন। অতএব তাদৃশ লুব্ধক ব্যক্তির বাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। অনাপ্ত অস্মদাদির বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। যাঁহাদিগের কোন বাক্যই এপর্য্যন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, যাঁহাদিগের উপদিষ্ট পথে প্রয়াণ করিয়া কেহ কখন বিফলমনোরথ হয়েন নাই, তাদৃশ ঋষিগণই সাধু এবং তাঁহাদিগের উপদিষ্ট আচারই সদাচার। ধর্ম্ম সদাচারেই প্রতিষ্ঠিত। ঐ ধর্ম্মের লক্ষণ যিনি যাহাই করুন, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা যেরূপই করা হউক, আমরা সাধারণত ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি, যাহা আমাদিগের সকলেরই অনুষ্ঠেয়, যদনুষ্ঠানে দেশ, কাল বা পাত্রের ভেদের অপেক্ষা নাই, যাহার আচরণে অধিকার অনধিকার বিচার করিতে হয় না, সেই সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্ম যে সদাচার ভিন্ন অন্য কোন ভিত্তির উপরই তিষ্ঠিতে পারে না, একমাত্র সদাচারের অনুবর্ত্তন ভিন্ন সেই ধর্ম্ম এসংসারে স্থান পাইতে পারে না, ইহা স্থির। জীবজগতে নিকৃষ্ট জীব হইতে উৎকৃষ্ট জীব মানবের পার্থক্যবিধানের সামগ্রীই মানবের ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। আবার সাধু ও তদনুষ্ঠিত আচারই ঐ ধর্ম্মের আশ্রয়। অতএব যিনি ধর্ম্মকাম, তিনি অবশ্যই উক্ত সদাচারের অনুবর্ত্তন করিবেন। অতঃপর আমরা তাঁহাদিগের কয়েকটি সদাচারেরই—আমাদিগের দৈনন্দিন অতীব প্রয়োজনীয় কয়েকটি সদাচারেরই—সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

তত্রাসুরৈর্ম্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ ॥ ৩ ॥
ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ ॥ ৪ ॥
যথা বৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দ্দেবাভিভববিস্তরম্ ॥ ৫ ॥
সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকাবান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৬ ।

তত্রেতি। তত্র যুদ্ধে মহাবীর্য্যৈরসুরৈর্দ্দেবসৈন্যং পরাজিতম্ অভিভূতম্। ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু সকলান্ দেবান্ জিত্বা মহিষাসুর ইন্দ্রশ্চাভূৎ ॥ ৩ ॥

ততঃ ইতি। ততস্তদনন্তরং দেবাঃ পরাজিতাঃ সন্তঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিং ব্রহ্মাণং পুরস্কৃত্য তত্র গতাঃ যত্র ঈশগরুড়ধ্বজৌ হরিহরৌ বর্ত্তেতে। দক্ষাদিব্যাবৃত্তয়ে পদ্মযোনিপদম্। তথাচ কোষঃ, প্রজাপতির্না দক্ষাদৌ মহীপালে বিধাতরি ইতি ॥ ৪ ॥

যথেতি। ত্রিদশা দেবাঃ তয়োঃ সম্বন্ধে মহিষাসুরচেষ্টিতং যথা বৃত্তং যথা জাতং তদ্বৎ তথৈব কথযামাসুঃ। কীদৃক্ দেবাভিভববিস্তরং দেবানাম্ অভিভবস্য বিস্তরো বাহুল্যং যত্র। কথনক্রিযাবিশেষণং বা ॥ ৫ ॥

তদেবাহ সূর্য্যেতি। স মহিষাসুরঃ সূর্য্যশক্রাগ্নিপবনচন্দ্রানাং যমবরুণয়োঃ অন্যেষাং গণদেবতাদীনাং চাধিকারান্ স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি অধিকরোতি অধিতিষ্ঠতেরধিকারার্থতাত্র ॥ ৬ ॥

উক্ত যুদ্ধে মহাবলপরাক্রান্ত অসুরগণ ও দেবগণ পরাজিত হইলেন এবং জম্ভাসুরের পুত্র মহিষাসুর ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইল। ৩॥

অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া যেস্থানে ভগবান বিষ্ণু ও মহাদেব অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৪ ॥

তাঁহারা ঈশ্বরদ্বয়ের নিকট মহিষাসুরকৃত দেবগণের অনিষ্ট ও তাঁহাদিগের পরাজয় সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন ॥ ৫ ॥

দেবতারা বলিলেন, মহিষাসুর সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম ও বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাদিগের আধিপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং সর্ব্বাধিকারী হইয়াছে ॥ ৬ ॥

স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি ।
বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা ॥ ৭ ॥
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বমমরারিবিচেষ্টিতম্ ।
শরণঞ্চ প্রপন্না স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৮ ॥
ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটীকুটিলাননৌ ॥ ৯ ॥

স্বর্গাদিতি । সর্ব্বে দেবগণাস্তেন মহিষেণ নিরাকৃতাঃ দূরীকৃতাঃ সন্তঃ যথা মর্ত্যা মনুষ্যাঃ তথা ভুবি বিচরন্তি প্রতিচ্ছন্না গতাগতং কুর্ব্বন্তি । দুরাত্মনা দুষ্ট-স্বভাবেন ॥ ৭ ॥

এতদিতি । এতৎ সর্ব্বম্ অমরারিবিচেষ্টিতম্ অসুরচরিত্রং বো যুষ্মান্ প্রতি কথিতম্ । ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু স্মো বয়ং শরণং প্রপন্নাঃ । তস্য বধোপায়ঃ বিচিন্ত্যতাম্ ইতি প্রার্থনা ॥ ৮ ॥

ইত্থমিতি । মেধসো বচনমিদম্ । দেবানাম্ ইত্থম্ এবংবিধানি বচাংসি নিশম্য মধুসূদনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কোপং চকার । শম্ভুঃ শিবশ্চ কোপং চকার । মধুসূদন ইতি শম্ভু ইতি চ উচিতপদোপাদানাৎ দৈত্যনাশকত্বাৎ কল্যাণকরত্বাচ্চ মধুনামান-মসুরং সূদিতবান্ মধুসূদনঃ শং কল্যাণায় ভবতি শম্ভুঃ তৌ কীদৃশৌ ভ্রূকুটী ললাটসংকোচনং তয়া কুটিলং ভীষণম্ আননং যযোঃ তৌ । অত্র ভ্রূকুংশাদীনাং হ্রস্বাত্তাবিতি হ্রস্বাতোবিষয়ে ছান্দস ঋকারাদেশঃ । যথা—নাহং বিভেম্যজিত তেঽতিভয়ানকস্য জিহ্বার্কনেত্রভ্রুকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাদিতি সপ্তমে । ভ্রূকুটীত্যু-কারবৎ পাঠং কেচিৎ পঠন্তি ভাষারসিকাঃ । অত্র সমুদায়সংখ্যাগ্রহণাদুক্তম্ ॥৯॥

দেবতা সকল দুরাত্মা মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মনু-ষ্যের ন্যায় পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

অসুরের কার্য্য সমস্তই আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম । এক্ষণে আমরা শরণাগত । যাহাতে দুরাত্মার বিনাশ হয়, সেই উপায় অবধারণ করুন ॥৮ ॥

দেবতাদিগের এই কথা শুনিয়া ভগবান বিষ্ণু ও শিব উভয়েই ক্রুদ্ধ হইলেন । কুটিল ভ্রূভঙ্গীতে তাঁহাদিগের বদনমণ্ডলে ঐ ক্রোধ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥ ১০ ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥ ১১ ॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥ ১২ ॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ ১৩ ॥

তত ইতি। ততস্তদনন্তরং চক্রিণো বিষ্ণোর্বদনাৎ মহৎ প্রচুরং তেজো নিশ্চক্রাম নিঃসৃতম্। ততো বিষ্ণোস্তেজোনিক্রমণানন্তরং ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ তেজো নিশ্চক্রাম। কীদৃশস্য অতিকোপেন পূর্ণস্য। পদাবৃত্ত্যা ত্রযাণামেব বিশেষণম। কোপপূর্ণত্বেন তেজসঃ স্থানাভাবাৎ নিষ্ক্রমণম্। অন্যস্মিন্নপি ঘটাদৌ পূর্ণে সতি তদন্তঃস্থং দ্রব্যং বহির্নিঃসৃত্য পততীতি লোকপ্রসিদ্ধমপি ॥ ১০ ॥

অন্যেষামিতি। অন্যেষাং শক্রাদীনামপি দেবানাং শরীরতঃ সুমহদতিপ্রচুরং তেজো নির্গতং। তচ্চ তেজ ঐক্যং মেলনং সমগচ্ছত প্রাপ্তম্। আত্মনেপদমিচ্ছন্তি পরস্মৈপদিনাং কচিদিতি সংপূর্ব্বাৎ সকর্ম্মকাদপি গমেরাত্মনেপদম্। যদ্বা একমেব ঐক্যং স্বার্থে ষন্। একমভূদিতি। সমিত্যাদিনা আত্মনেপদম্ ॥ ১১ ॥

অতীবেতি। তে সুরা দেবাস্তত্র কাত্যায়নাশ্রমে ইতি পরম্পরয়া জ্ঞেয়ম্। তত্তেজসঃ কূটং তেজোরাশিং দদৃশুঃ। কীদৃশম্ অতীব জ্বলন্তং দেদীপ্যমানং জ্বালাভিঃ শিখাভির্ব্যাপ্তানি দিগন্তরাণি যেন। পর্ব্বতমিব অত্যুচ্চত্বে দৃষ্টান্তঃ। যদ্বা বনদাহাদিনা জ্বলন্তং পর্ব্বতমিব ॥ ১২ ॥

তখন ক্রোধপরিপূর্ণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বদনমণ্ডল হইতে বিপুল তেজঃপুঞ্জ বহির্গত হইল ॥ ১০ ॥

তদন্তর ইন্দ্রাদিদেবতাদিগেরও শরীর হইতে এইরূপ তেজ বহির্গত হইয়া পূর্ব্বোক্ত তেজের সহিত সম্মিলিত হইল ॥ ১১ ॥

দেবগণ দেখিলেন, সেই সম্মিলিত তেজঃপুঞ্জ প্রকাণ্ড জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় উত্থিত হইয়া জ্বালাসমূহে দিগন্তর ব্যাপ্ত করিতেছে ॥ ১২ ॥

যদভূচ্ছাম্ভবস্তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্ ।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ॥ ১৪ ॥
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥ ১৫ ॥

অতুলমিতি । ততস্তদনন্তরং তত্র স্থানে তত্তেজঃ একস্থং মিলিতং সৎ নারী স্ত্রীরূপম্ অভূৎ । কীদৃক্ ত্বষা কান্ত্যা ব্যাপ্তং লোকত্রয়ং ভূরাদি যেন । অতএব অতুলং নিরুপমং সর্ব্বদেবানাং শরীরেভ্যো জাতং প্রাদুর্ভূতম্ ॥ ১৩ ॥

যস্য তেজসা যদভূদিতি যদিতি । শাম্ভবং শম্ভুসম্বন্ধি যত্তেজঃ অভূৎ তেন তেজসা তস্যা মুখমজায়ত যাম্যেন যমসম্বন্ধিনা তেজসা তস্যাঃ কেশা অভবন্ বিষ্ণুতেজসা তস্যা বাহবঃ অভবন্ ॥ ১৪ ॥

সৌম্যেনেতি । সৌম্যেন সোমসম্বন্ধিনা তেজসা অস্যাঃ স্তনযোর্যুগ্মং স্তনদ্বয়ম্ অভবৎ । নমু স্তনযোর্যুগ্মমিত্যুক্তে দ্বযোর্দ্বিত্বাপত্ত্যা চতুষ্টয়ং স্যাৎ । নৈবং সন্নিহিতত্বেন প্রকৃত্যর্থ স্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ । বিভক্তিস্তু পদসাধুত্বার্থিকৈব । ব্যাখ্যাতং চৈবং স্মৃতিকৃদ্ভিঃ । বৈভক্তিকার্থাপেক্ষয়া প্রাতিপদিকার্থস্য বলবত্তঃ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্যৈ তে স্বধেত্যত্র যে চেতি বহুবচনান্তস্য তস্মৈ ইত্যেকবচনান্তেনোপাদানে একোদ্দিষ্টেঽপি একত্বঃ পিতরো বাস ইত্যত্র চ । অত্র সৌম্যেনেতি যমাদিত্যাৎ ণ্য ইত্যত্র সোমশব্দস্যাপ্যুপলক্ষণীয়ত্বে ণ্যঃ । যদ্বা সোমাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ সোমো দৈবতম্ ইতি সোমাট্টণ্ ইতি টণ্ । ইন্দ্রেণ তেজসা মধ্যং মধ্যভাগোঽভবৎ । বারুণেন বরুণসম্বন্ধিনা তেজসা জঙ্ঘোরূ অভবতাম্ ইত্যর্থঃ । জঙ্ঘাসহিতাবুরূ জঙ্ঘোরূ । যদ্বা দ্বন্দ্বেঽপি পূর্ব্ববদ্বাবস্থাদিত্বাভাবঃ । তদা জাতিবৃত্ত্যা একবচনান্তয়োঃ সমাসঃ । ভুবঃ পৃথিব্যাস্তেজসা নিতম্বোঽভবৎ ॥ ১৫ ॥

সমস্ত দেবতার দেহ হইতে বিনিঃসৃত সেই তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া নারীরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল । এবং তাঁহার তেজে ত্রিভুবন দীপ্তিময় হইয়া উঠিল ॥ ১৩ ॥

সেই তেজঃপুঞ্জের মধ্যে শাম্ভব তেজে তাঁহার মুখ, যাম্য তেজে কেশ ও বৈষ্ণব তেজে বাহু সকল উৎপন্ন হইল ॥ ১৪ ॥

সৌম্য তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রতেজে মধ্যভাগ, বারুণ তেজে উরু ও জঙ্ঘা এবং পার্থিব তেজে নিতম্ব ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা ॥ ১৬ ॥
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥ ১৭ ॥
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা ॥ ১৮ ॥
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মণ ইতি। ব্রহ্মণস্তেজসা পাদাবভবতাম্। অর্কতেজসা তযোঃ পাদয়োরঙ্গুল্যঃ। যদ্বা তদিত্যব্যয়ং তস্যা ইত্যর্থঃ। উত্তরত্র করগ্রহণাৎ পাদয়োরিতি জ্ঞেয়ম্ অঙ্গুল্যোঽভবন্। বসূনাং-ধরাদীনাম্ অষ্টানাং তেজসা চকারাৎ সম্বন্ধঃ করয়োরঙ্গুল্যঃ অভবন্। কৌবেরেণ কুবেরসম্বন্ধিনা তেজসা নাসিকা অভবৎ ॥ ১৬ ॥

তস্যাঃ ইতি। তস্যা দন্তাঃ প্রাজাপত্যেন প্রজাপতীনাং দক্ষাদীনাং তেজসা সম্ভৃতাঃ পত্যন্তাদনম্বপত্যাদেরিতি ণাঃ। তথাশব্দশ্চার্থঃ পাবকস্য বহ্নেস্তেজসা নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তেজোরূপত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

ভ্রুবাবিতি। সন্ধ্যয়োঃ পূর্ব্বাপরযোঃ তেজঃ ভ্রুবৌ জজ্ঞাতে ইতি চকারেণ সম্বন্ধঃ। অনিলস্য পবনস্য তেজঃ শ্রবণৌ শ্রবণে জজ্ঞাতে। উক্তলিঙ্গস্য কচিৎ ব্যভিচারাৎ পুংস্ত্বম্। অন্যেষাং বিশ্বেদেবাদীনাং তেজসাং সম্ভব উৎপত্তিঃ শিবা জজ্ঞে ইত্যভেদেনান্বয়ঃ বৃক্ষাদ্মৌরিতিবৎ। এতেন তস্যা দেহস্যাভৌতিকত্বমুক্তম্ ॥ ১৮ ॥

তত ইতি। ততস্তদনন্তরং সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাং তাং বিলোক্য দৃষ্ট্বা মহিষার্দ্দিতাঃ মহিষাসুরপীড়িতাঃ অমরাঃ দেবাঃ মুদং হর্ষং প্রাপুঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্ম তেজে পদদ্বয়, সৌরতেজে পাদাঙ্গুলি সকল, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি সমূহ এবং কৌবের তেজে নাসিকা ॥ ১৬ ॥

প্রাজাপত্য তেজে দন্ত সকল এবং পাবক তেজে নয়নত্রয় সমুৎপন্ন হইল ॥ ১৭ ॥

উভয় সন্ধ্যার তেজে ভ্রুদ্বয়, অনিলের তেজে কর্ণযুগল এবং অপরাপর দেবতার তেজ সম্মিলিত হইয়া ভগবতীরূপে প্রকাশিত হইল ॥ ১৮ ॥

শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিণাকধৃক্ ।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ ॥ ২০ ॥
শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী ॥ ২১ ॥
বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্গজাৎ ॥ ২২ ॥

শূলমিতি । পিণাকধৃক্ মহেশঃ শূলাৎ শূলান্তরং বিনিষ্কৃষ্য নিঃসার্য্য উৎপাদ্যেতি যাবৎ তস্যৈ দেব্যৈ দদৌ । এতেনাস্ত্রশস্ত্রাদীনাম্ অলৌকিকত্বং দর্শিতম্ । কৃষ্ণঃ স্বচক্রাৎ নিজচক্রাৎ সুদর্শনাৎ চক্রং সমুৎপাদ্য তস্যৈ দত্তবান্ ॥ ২০ ॥

শঙ্খঞ্চেতি । বরুণোঽত্র সমুদ্রঃ অভেদবিবক্ষয়া বরুণঃ সমুদ্রঃ শঙ্খং চকারাৎ শঙ্খান্নিষ্কৃষ্য দদৌ । এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্ । হুতাশনোবহ্নিঃ শক্তিং শল্যাখ্যমস্ত্রবিশেষং দদৌ । মরুদেব মারুতঃ স্বার্থে টণ্ পবনশ্চাপং ধনুঃ তথা বাণপূর্ণে এতেনাক্ষয়শরত্বং প্রতিপাদিতম্ ইষুধী তূণৌ দত্তবান্ । ইষবো ধীয়ন্তে যস্যাং ইষুধিঃ ॥ ২১ ॥

বজ্রমিতি । ইন্দ্রঃ কুলিশাৎ বজ্রাৎ বজ্রং সমুৎপাদ্য ঐরাবতাৎ গজাৎ ঘণ্টাং চ অর্থাৎ ঘণ্টায়াঃ সকাশাৎ ঘণ্টামুৎপাদ্য তস্যৈ দদৌ ইতি জ্ঞেয়ং তথৈবোপক্রমাৎ । সঃ কীদৃক্ অমরাধিপঃ দেবাধ্যক্ষঃ । অতো দেবকার্য্যার্থমাদরাতিশয়ঃ । সহস্রমক্ষীণি যস্য ভাবিকার্য্যহর্ষোৎফুল্ললোচনত্বাৎ তদানীমেবাক্ষীণি সহস্রতয়া জাতানীব তদ্দর্শনার্থমিত্যুৎপেক্ষাগর্ত্তকং বিশেষণম্ ॥ ২২ ॥

মহিষাসুর কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেবগণ আপনাদিগের তেজঃসম্ভূতা সেই দেবীকে নিরক্ষণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন ॥ ১৯ ॥

তখন মহাদেব আপনার শূল হইতে অপর একটি শূল উৎপাদন করিয়া এবং বিষ্ণু নিজ চক্র হইতে চক্রান্তর উৎপাদন করিয়া ঐ দেবীকে প্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥

ঐরূপে বরুণ শঙ্খ, হুতাশন শক্তি এবং মারুত চাপ ও বাণপূর্ণ তূণীর তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ২১ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র আপনার বজ্র হইতে বজ্র উৎপাদন করিয়া এবং ঐরাবতের গলদেশ হইতে ঘণ্টা লইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ২২ ॥

কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দ্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্ ॥ ২৩ ॥
সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম্ম চ নির্ম্মলম্ ॥ ২৪ ॥
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ॥ ২৫ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ব্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্ গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥
অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ ॥ ২৭ ॥

কালেতি। কালো যমঃ কালদণ্ডাৎ কালাত্মকদণ্ডাৎ দণ্ডং সমুৎপাদ্য দদৌ। কালরূপো দণ্ডঃ কালদণ্ডঃ। অম্বুপতির্ব্বরুণঃ পাশং পাশাদুৎপাদ্য দদৌ। ব্রহ্মা অক্ষমালাং জপমালাং কমণ্ডলুং বারিপাত্রঞ্চ দদৌ। ব্রহ্মাক্ষমালাঞ্চ কমণ্ডলুং চেতি বামনপুরাণাৎ। প্রজাপতির্দক্ষঃ অক্ষমালাং প্রাজাপত্যেন তেজসা ইতি পৃথগুক্তত্বাদিতি কেচিৎ ॥ ২৩ ॥

সমস্তেতি। দিবাকরঃ সূর্য্যঃ তস্যা দেব্যাঃ সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ স্বকিরণান্ দদৌ। কালো মৃত্যুঃ খড়্গং নির্ম্মলম্ অতিচিক্কণং চর্ম্মফলকঞ্চ দদৌ অর্থাৎ তস্যৈ। তস্যা ইতি পূর্ব্বস্মাদস্যেতব্যং বা শৈষিকষষ্ঠী ॥ ২৪ ॥

ক্ষীরোদ ইতি। সার্দ্ধদ্বয়েনাহ। ক্ষীরোদঃ অমলং স্ফুটকিরণং হারং অজরে অবিনশ্বরে অম্বরে বস্ত্রে তথা দিব্যমলৌকিকং চূড়ামণিং শিরোরত্নং কুণ্ডলে কর্ণাভরণে কটকানি বলয়ানি শুভ্রং নিষ্কলঙ্কম্ অর্দ্ধচন্দ্রং সর্ব্ববাহুষু কেয়ূরান্ অঙ্গদানি বিমলৌ স্ফুটকিরণৌ নূপুরৌ তদ্বদ্বিমলম অনুত্তমং অত্যুৎকৃষ্টং গ্রৈবে-

---

যম নিজ কালদণ্ড হইতে দণ্ড, বরুণ নাগপাশ এবং ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ২৩ ॥

দিবাকর তাঁহার রোমবিবরে স্বীয় রশ্মিজাল প্রবেশিত করিলেন। এবং কাল তাঁহাকে খড়্গ ও নির্ম্মল চর্ম্ম প্রদান করিলেন ॥ ২৪ ॥

ক্ষীরোদ তাঁহাকে উজ্জ্বল হার, অজর অম্বর, দিব্য চূড়ামণি, কুণ্ডল, কটক ॥ ২৫ ॥

বিশ্বকর্ম্মা দদৌ তস্যৈ পরশুঞ্চাতিনির্ম্মলম্ ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্ ॥ ২৮ ॥
অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্ ।
অদদজ্জলধিস্তস্যৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্ ॥ ২৯ ॥
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ ।
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ ॥ ৩০ ॥

য়কং গ্রীবাভরণং সমস্তাসু অঙ্গুলীষু অঙ্গুরীযকরত্নানি মুদ্রিকাশ্রেষ্ঠানি দদৌ । কেয়ূরং বা নপুংসকমিতি কোষঃ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বকর্ম্মেতি । বিশ্বকর্ম্মা অতিনির্ম্মলং পরশুং কুঠারম্ অনেকরূপাণ্যস্ত্রাণি অভেদ্যং ছেত্তুমশক্যং দংশনং কবচঞ্চ দদৌ । চূড়ামণ্যাদিকং সর্ব্বং বিশ্বকর্ম্মা দদাবিতি কেচিৎ ॥ ২৮ ॥

অম্লানেতি । জলনিধির্জলসমুদ্রঃ অম্লাননি অপর্য্যুষিতানি অমলানি ইতি বা পঙ্কজানি যস্যাঃ তাদৃশীং মালাং শিরসি অপরাং তাদৃশীং উরসি বক্ষসি চ তস্যৈ অদদৎ । দদ দানে আত্মনেপদানিত্যত্বাৎ পরস্মৈপদম্ । অতিশোভনং মনোহরতরং পঙ্কজং লীলাকমলং চ দদৌ ॥ ২৯ ॥

হিমবানিতি । হিমবান্ হিমালয়ঃ সিংহং বাহনং বিবিধানি রত্নানি চ দদৌ । ধনাধিপঃ কুবেরঃ সুরয়া অশূন্যং সর্ব্বদা সুরাপূর্ণং পানমাত্রং চষকং দদৌ ॥৩০॥

শুভ্র ললাটভূষণ অর্দ্ধচন্দ্র, বাহুসমূহভূষণ কেয়ূর, সুনির্ম্মল নূপুর এবং অত্যুত্তম কণ্ঠভূষণ ও অঙ্গুলি সমূহে রত্নাঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে তীক্ষ্ণধার কুঠার, অন্যান্য অস্ত্র এবং অভেদ্য কবচ প্রদান করিলেন ॥ ২৮ ॥

জলধি তাঁহাকে মস্তক ও বক্ষস্থলের অলঙ্কার স্বরূপ অম্লানলক্ষণা পদ্মমালা এবং অতিশোভন পঙ্কজ প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥

হিমালয় তাঁহাকে সিংহবাহন ও বিবিধ রত্ন এবং সুরাপূর্ণ পান পাত্র প্রদান করিলেন ॥ ৩০

হিন্দু-সুহৃদ্।

১ম ভাগ] সন ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ [৮ম খণ্ড।

আমার জীবনবৃত্ত।

এইরূপ বেদান্তবিচারপরায়ণ হইয়া আমি সেই কাশীধামেই বাস করিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসিগণের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমারও সন্ন্যাস গ্রহণে অভিলাষ জন্মিল। কিন্তু আমি দেবীবাক্যের গৌরব হেতু এবং তন্মন্ত্রজপে আনন্দলাভ হয বলিযা উহা এক দিনের জন্যও পরিত্যাগ করি নাই। হঠাৎ এক দিন স্বপ্নে সেই মন্ত্রের অভীষ্ট দেবতাকে দর্শন করিলাম। তাঁহার মাধুর্য্যে চিত্ত এতই আকৃষ্ট হইল যে, তন্মন্ত্র জপ ভিন্ন সন্ন্যাসাদি প্রবৃত্তিতে চিত্ত উৎসাহান্বিত হইল না। তখন আমি সন্ন্যাসাবলম্বন [illegible] জপ এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি কর্ত্তব্য তন্নির্দ্ধারণে বিমূঢ় হইয়া [illegible]লাম। ঐ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় একদা নিদ্রাযোগে স্বপ্নে দেখিলাম, সেই দেবীর সহিত শ্রীমন্মহাদেব স্বয়ং সমাগত হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "রে মূর্খ! সন্ন্যাস অবলম্বন করিও না। সত্বর শ্রীমথুরা ধামে গমন কর; ঐ মথুরামণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" স্বপ্নে এইরূপ আদিষ্ট হইয়া আমি পরদিন প্রভাতেই কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কযেক দিন ভ্রমণের পর পথিমধ্যে প্রয়াগ প্রাপ্ত হইলাম। প্রয়াগপুরী অতীব মনোহারিণী। উহা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। আবার আমি যে সময়ে প্রয়াগে ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইলাম, সেটি মাঘ মাস। অসংখ্য গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ঐ ত্রিধারার নিকট একটি সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া কল্পবাস করিতেছেন। দেখিলাম, চতুর্দ্দিকে সন্ন্যাসী সকল গীত, বাদ্য ও জপাদি দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগের অর্চ্চনা

মাত্রই বুঝিলাম। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর কি কাহার অর্চনা করিতেছেন, তাহা জানি না। ঐ অর্চনার তত্ত্বানুসন্ধানে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলাম। আমাকে জিজ্ঞাসু জানিয়া অনেকে অনেক প্রকার উপহাস ও বিদ্রূপও করিলেন। যাহাই হউক, অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, আমার অভীষ্ট শ্রীবিষ্ণুই তাঁহাদিগের কর্তৃক অর্চিত হইতেছেন। তাঁহারা কেহ শ্রীনৃসিংহের কেহ শ্রীরঘুনাথের কেহ বা শ্রীগোপালের অর্চনা করিতে ছিলেন। শ্রীনৃসিংহাদির মূর্তিগত পার্থক্য দর্শনেও তাঁহারা যে, আমার অভীষ্ট শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় রহিল না। পরন্তু অভীষ্ট মন্ত্রজপের ফলেই এই পরম লাভ হইয়াছে, ইহাই স্থির করিলাম। তদবধি মন্ত্র জপই দৃঢ় করিলাম। যদি কোন দিন কোন গতিকে আহার-নিদ্রাদিতে অথবা সন্ন্যাসীদিগের পূজার্চ্চন দর্শনাদিতে জপকাল অতিবাহিত হইয়া যাইত, তবে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইতাম। এইরূপে মাঘ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল। পুনর্ব্বার একদিন স্বপ্নযোগে দেখিলাম, আমার অভীষ্ট শ্রীমাধব আমাকে বলিতেছেন, "বিপ্রবর! উমাপতির বাক্য স্মরণ করিয়া মথুরামণ্ডলে গমন কর। সেই স্থানেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আর কোথাও পথিমধ্যে এখানকার ন্যায় বিলম্ব করিও না।" এইরূপ আদেশ করিয়া শ্রীমাধব অন্তর্হিত হইলেন, আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তৎক্ষণাৎ মথুরাভিমুখে প্রয়াণ করিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্ত হইলাম। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিবস কেশীতীর্থের পূর্ব্বদিকে একটি ক্রন্দনশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তখন আমি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলাম, যমুনাপুলিনে নীপনিকুঞ্জান্তরে গোপবেশধারী এক সুন্দর কিশোরবিগ্রহ মনোহর পুরুষ। তদ্দর্শনে আমার অভীষ্ট দেবতা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিল। আমি তৎক্ষণাৎ প্রেমভরে তাঁহার চরণতলে পতিত হইলাম। তিনি আমাকে তদবস্থ জানিয়া স্বহস্তে উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বিপ্রকুলতিলক! আমি তোমার অভীষ্ট-দেব নহি। তুমি কৃতার্থপ্রায় হইয়াছ। তুমি সত্বরই নিজ অভীষ্ট দেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। তোমার জপের সাফল্য ঘটিয়াছে। মন্ত্রজপে যতদূর ফল লাভ হইতে পারে, তুমি তাহা লাভ করিয়াছ। অতঃপর নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজন। নামসঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে না। পারে না বলিয়াই তুমি এখনও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে

পার নাই। আমি তোমাকে আমার স্বীয় ইতিবৃত্ত বলিব, তাহা হইলেই তুমি তোমার অনন্তরকর্ত্তব্য বুঝিয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে। আমারও এক সময়ে তোমার ন্যায় অবস্থা ঘটিয়াছিল। পরে আমি যেরূপে সকলমনোরথ হইয়াছি, আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, তুমিও সেইরূপে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিবে।

আমি এই গোবর্দ্ধনের অধিবাসী এক বৈশ্যের তনয়। আমার পিতা গোপ ছিলেন। আমিও পিতার গোধন রক্ষা করিতাম। এই স্থানটিই আমার গোচারণের স্থান। আমি যখন গাভি সকলকে চরাইতাম, তখন প্রতিদিনই এইস্থানে এক দ্বিজোত্তমকে দেখিতে পাইতাম। তাঁহার মূর্ত্তি অতীব মনোহারিণী ছিল। তিনি এই নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে একাকী ভগবদারাধনেই নিরত ছিলেন। আমি তাহাকে কোন দিন গমন করিতে, কোন দিন আনন্দে নৃত্য করিতে, কোন দিন জপধ্যানাদিতে রত থাকিতে, কোন দিন বা বিসংজ্ঞ অবস্থায় ধূলিধূসরিত কলেবরে অবস্থান করিতে দেখিতাম। আমরা কয়েকটি রাখাল বালক মিলিয়া তাঁহার ঐ সকল ভাব দর্শন করিতাম, এবং তদ্দর্শনে পরম প্রীতি উপভোগ করিতাম। তিনিও আমাদিগকে দেখিলে, অতীব আনন্দ প্রকাশ করিতেন, এবং প্রায়ই আলিঙ্গন ও অভিবাদনাদি দ্বারা আমাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতেন। আমরা যেন তাঁহার প্রিয় বন্ধুর ন্যায় হইয়াছিলাম। আমি দুগ্ধাদি দ্বারা নিত্যই তাহার পরিচর্য্যা করিতাম।

তার পর শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন। তিনি একদিবস আমাকে একাকী পাইয়া বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি অচিরেই সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হইতে পারিবে। ঐ কেশীতীর্থে অবগাহন করিয়া আইস, আমি তোমাকে একটি অপূর্ব্ব পদার্থ প্রদান করিব। আমি তদনুসারে যন্ত্রপুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার আদেশে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সমীপস্থ হইলাম। তিনি আমাকে তোমার ঐ মন্ত্রটি জপ করিতে বলিয়াই প্রেমবিবশ হইয়া পড়িলেন। তিনি আমাকে পূজার বিধি প্রভৃতি আর কিছুই উপদেশ করিতে পারিলেন না। আমি কেবল জানিলাম যে, ঐ মন্ত্রটি জগদীশ্বরসাধক। যাহাই হউক, অপর কিছু শিক্ষা না হইলেও তদীয় গৌরবে আমি মুখে নিরন্তর ঐ মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ঐ মন্ত্রের ও তদুপদেষ্টা সেই মহাপুরুষের প্রভাবে অচিরেই আমার চিত্তশুদ্ধির সহিত উক্ত মন্ত্রে শ্রদ্ধা জন্মিল। আমি অল্প দিনের মধ্যেই গৃহাদি পরিত্যাগ

পূর্ব্বক কেবল জগদীশ্বরসাধক সেই মন্ত্রমাত্র সহায়ে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলাম। দূর হইতে শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধ্বনিলক্ষ্যে গঙ্গাপুলিনে সমুপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কতকগুলি ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন?" আমার তাদৃশ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজন হাস্য করিয়া বলিলেন, "বালক, ইনি জগদীশ্বর, তাহা কি তুমি জান না?" আমি তচ্ছ্রবণে নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভে বা বান্ধব বন্ধুলাভে যেরূপ আনন্দিত হয়েন, তদ্রূপ আনন্দিত হইলাম। সম্ভ্রম বশত আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বারংবার সেই শিলারূপী জগদীশ্বরকে দর্শন করিতে ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করিতে লাগিলাম। পূজাবসানে ব্রাহ্মণগণ আমাকে কৃপা করিয়া যে স্নানোদক ও নির্ম্মাল্য প্রদান করিলেন, আমি ভক্তি পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলাম। কিন্তু পরিশেষে আমার দুঃখের কথা শ্রবণ করুণ, ঐ ব্রাহ্মণেরা যখন গৃহগমনোদ্যত হইলেন, তখন তাঁহারা আমার সেই জগদীশ্বরকে করণ্ড মধ্যে স্থাপন করিলেন। তদ্দর্শনে আমার হৃদয় দুঃখাবেগে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "হায়। আপনারা কি করিতেছেন? আমার জগদীশ্বরকে করণ্ডমধ্যে স্থাপন করিতেছেন? আমার জগদীশ্বর ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইবেন। তাঁহার আহার ও নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে। তিনি কতই কষ্ট পাইবেন।" বস্তুতঃ তখন ঐ শিলা হইতে অতিরিক্ত পরমেশ্বর আছেন কি না অথবা তাঁহার স্বরূপ কি, আমি তাহার কিছুই জানি না। আমার ধারণা উনিই পরমেশ্বর। ব্রাহ্মণেরাও আমার সেই অকৃত্রিম সন্তাপ দেখিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশে লজ্জা-বিনম্র-হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, "তাত, আমরা দরিদ্র বৈষ্ণব, কি করিব, জগদীশ্বরকে কোথায় রাখিব, কি বা দিব। আমরা যখন যেখানে গমন করি, ইঁহাকেও এই ভাবে সেইখানেই লইয়া যাই। এবং যখন যাহা আহারের বস্তু লব্ধ হয়, তখন তাহাই ইঁহাকে দিয়া থাকি। আমাদের কি কখন এমন সৌভাগ্য হইবে, যে, তোমার জগদীশ্বরকে রাজার ন্যায় মন্দিরে রাখিয়া রাজভোগে সেবা করিব। তুমি ঐ অদূরবর্ত্তী রাজপুরে গমন কর। ঐ স্থানে রাজৈশ্বর্য্য-সুশোভিত জগদীশ্বরকে দর্শন করিলে, তুমি আপনার নয়ন ও মন সার্থক করিতে পারিবে।" তাঁহারা এই বলিয়া অভিলষিত পথে প্রস্থান করিলেন।

বিপ্রগণ প্রস্থিত হইলে, আমি তাঁহাদিগের কথিত রাজপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে ঐ রাজপুরীতে প্রযাণকারী কতিপয় অতিথির সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে ঐ পুরীমধ্যে উপনীত হইলাম। তথায় উপনীত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। চতুর্দ্দিক নানা বাদ্যকোলাহলে পরিপূর্ণ। ঐরূপ পূজামহোৎসব আর কখন কোথাও দেখি নাই। মন্দিরমধ্যে স্বযং জগদীশ্বর চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। গলদেশে বনমালা বিলম্বিত। নবজলধরনীল শ্রীবিগ্রহ মণিময় অলঙ্কারে বিমণ্ডিত। রাজা স্বযং পরিবারবর্গের সহিত নানা উপহারে জগদীশ্বরের পূজায় নিরত রহিয়াছেন। তত্রত্য বৈষ্ণবগণের কৃপায় আমি সেই জগদীশ্বরের আলযেই স্থান পাইলাম। নিত্য জগদীশ্বরের প্রসাদান্ন ভোজন করি এবং রাজকৃত তদীয় পূজার্চ্চনা অবলোকন করিযা তৃপ্তিলাভ করি। কিন্তু মন্ত্র জপ বিস্মৃত হই নাই। তৎপ্রভাবে ব্রজভূমি বা গোপক্রীড়াসুখ বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, ঐ সকলের নিমিত্ত মন সদাই কাতর থাকিত।

যাহাই হউক, কিছু দিন থাকিতে থাকিতে রাজার ন্যায় আমারও পূজাভিলাষ জন্মিল। নিযতই রাজসৌভাগ্য কামনা করি। এইরূপে দিন দিন আমার পূজালালসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ রাজা অপুত্রক ছিলেন। আমি অপরিচিত বিদেশী হইলেও আমাকে সুশীল দেখিযা রাজা অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পরে যখন তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তিনি আমাকেই নিজ অধিকারের সহিত ঐ জগদীশ্বরের পূজাভার অর্পণ করিযা লোকান্তরিত হইলেন। আমি তখন লব্ধমনোরথ হইযা জগদীশ্বরের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলাম। নামমাত্র রাজকার্য্য করি। অধিকাংশ সময়ই জগদীশ্বরের পূজায অতিবাহিত হইযা যায। এইরূপে প্রকৃত পক্ষে রাজ্যভার রাজপরিবারবর্গের উপর বিন্যস্ত করিযা দেবপূজায রত হইলেও আমার চিত্তের তৃপ্তি হইল না। যদিও আমার সময়ে ভগবানের সেবাকার্য্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইযাছিল। কিন্তু তাহাতেও মনের তৃপ্তি হইল না। সামান্য রাজ্যসম্বন্ধও আমার মনে ক্লেশ প্রদান করিতে লাগিল। আমি নিয়মিত ও অভ্যাগত বৈষ্ণবগণের সহিত সদাই ভগবদ্বার্ত্তায কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। যদিও রাজ্যে আমার আসক্তি ছিল না বটে, কিন্তু কখন নিজ রাষ্ট্র হইতে ভয় কখন বা প্রবলপরাক্রান্ত অপর রাজা হইতে ভয় প্রভৃতি অস্বতন্ত্রতা নিবন্ধন

দারুণ মনোবেদনা অনুভব করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলাম। এই ত গেল, রাজ্যসম্বন্ধীয় কষ্ট। তদ্ভিন্ন আরও ক্লেশ ছিল। কখন জগদীশ্বরের সেবায় ত্রুটি, কখন অশৌচ, কখন অতিথিগণের উপযুক্ত সমাদর প্রভৃতি চিন্তা করিতে করিতে বিষম কষ্ট পাইতে লাগিলাম। এইরূপ নানা কষ্টে কাল-যাপন করিতেছি, এমন সময়ে একদিন দক্ষিণ দেশ হইতে কতকগুলি অভ্যা-গত বৈষ্ণব আসিয়া আমার পুরীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের নিকট পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের দারুব্রহ্ম জগন্নাথের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। শুনিলাম, সেখানে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী জগদীশ্বরের সেবা করিয়া থাকেন। সেখানে অন্নের বিচার নাই। অশৌচ প্রভৃতি সেবাপরাধের সম্ভাবনা নাই। ঐ সকল শ্রবণ করিয়া আমার উড়িষ্যা গমনের অভিলাষ জন্মিল। আমি তদ্দণ্ডেই সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিলাম। অচিরেই অপুনর্ভবদর্শন জগন্নাথদেব আমাকে দর্শন দিলেন। জগন্নাথদেবের শ্রীমুখ ও তদীয় মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া আমার নয়ন ও মন উভয়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিল। কিছুদিন সেই স্থানে অবস্থান করাতে আমার পূর্ব্ব দুঃখ সকলই অপগত হইল। দিন দিন অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইতে লাগিলাম। এমন কি, ব্রজভূমির জন্য উৎকণ্ঠারও ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। আমার এই সৌভাগ্য নিজ ইষ্টমন্ত্র জপের ফল, ইহাই বিবেচনা করিলাম।

এই ভাবের উদয়ে চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পুরুষোত্তমদেবের সেবা করিয়া উড়িষ্যাধিপতির যে সুখ হয়, তাহাতেই লোভ জন্মিল। সঙ্কল্প পূর্ব্বক মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে করিতে লাগিলাম, ইনিই প্রকৃত আমার সেব্য জগদীশ্বর। ইহাঁর সেবাতেই কৃতার্থ হইব। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল জগদীশ্বর দেখিয়াছি, তাঁহারা আমার এই জগদীশ্বরের প্রতিরূপ। ইহাঁকে দেখিলে, যেরূপ আনন্দ হয়, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সেরূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারি নাই। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াও আনন্দ অনুভব না করিয়াছি এমন নয়, কিন্তু সে আনন্দ এ আনন্দের ন্যায় স্থায়ী হয় নাই। সে সকল স্থানেও চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অধিক আনন্দের জন্য ব্রজভূমির জন্য মন কাঁদিয়াছিল। কিন্তু এখানে ত সেরূপ হইতেছে না। অতএব ইনিই আমার জগদীশ্বর। ইহাঁর সেবা না করিতে পারিলে আমার চরিতার্থতা লাভ হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন শ্রীমুখ

দর্শন করিতেছি, এমন সময়ে আমার গুরুদেবকে নিমিষের জন্য দেখিলাম। কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র, চিত্ত এমনই আনন্দ রসে আপ্লুত হইল, এতই বিমোহিত হইলাম, যে, তাঁহার সহিত আলাপ করিব বা তাঁহার চরণতলে পতিত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না। আনন্দমূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে নয়ন মেলিয়া দেখি, আমি সে স্থানে নাই আর আমার গুরুদেবও নাই। আমি তখন সিন্ধুতীরে অদূরে দেখিলাম, গুরুদেব একাকী অনন্যমনে নামসঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেছেন। তদ্দর্শনে দ্রুতগতি তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া পড়িলাম। তিনিও তৎক্ষণাৎ আমাকে তুলিয়া আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। এবং বলিলেন "বৎস! মন্ত্রজপ বিস্মৃত হইও না। তুমি যখন যে সঙ্কল্প করিয়া ঐ মন্ত্রজপ করিবে, তখনই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ঐ মন্ত্র জপই তোমার জগদীশ্বরের সেবা জানিবে।" এই বলিয়া গুরুদেব অন্তর্হিত হইলেন। আমিও তদবধি পুনর্ব্বার দৃঢ়তর প্রযত্নের সহিত জপপরায়ণ হইলাম। সময়ে সময়ে ব্রজভূমির জন্য মন কাঁদিয়া উঠিত, কিন্তু শ্রীজগন্নাথের মুখারবিন্দ দর্শন করিলেই চিত্তে শান্তি দেখা দিত। শ্রীক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনরূপে অন্তরে প্রতিভাত হইত। ক্ষেত্রান্তর্গত উপবন-শ্রেণী বৃন্দারণ্যরূপে, লবণসিন্ধু যমুনারূপে এবং পুরুষোত্তমদেব জগদীশ্বর স্বরূপেই অনুভূত হইতেন। সুতরাং তৎকালে সকলই বিস্মৃত হইতাম। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, একদা শুনিলাম, তত্রত্য রাজা লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্ব্বেদ বশত রাজ্যগ্রহণে অনভিলাষী। জগন্নাথদেবের আদেশ হইয়াছে যে, আমাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইবে। ইতি পূর্ব্বে, যখন যখন রাজা শ্রীপুরুষোত্তম দর্শনার্থ বা তাঁহার পূজার নিমিত্ত সপরিবারে অথবা একাকী আগমন করিতেন, তখন রাজার আদেশ ভিন্ন অন্য কেহই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না, সুতরাং আমারও দর্শনাদির ব্যাঘাত হইত বলিয়া রাজাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। তদনুসারে আমারও অভিপ্রায় মত আমাকেই রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইল। আমি সিংহাসনারূঢ় হইয়া নিজ অভিলাষানুরূপে শ্রীজগদীশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইলাম। এক বৎসর পর্য্যন্ত মহানন্দে পুরুষোত্তমের যাত্রামহোৎসবাদি সমধিক সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ করিলাম। অতঃপর ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে হঠাৎ একদিন শ্রীবৃন্দাবনের জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুরুষোত্তমের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া পূর্ব্ববৎ পরিতৃপ্তি

লাভের নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেদিন সকল চেষ্টাই বিফল হইল। চিত্তে শান্তি পাইলাম না। সেই দিন রাত্রিযোগে স্বপ্নে পুরুষোত্তম দেব আমাকে বলিলেন, "গোপতনয়! তুমি কাতর হইও না। তোমার শ্রীবৃন্দাবনের জন্য মন চঞ্চল হইয়া থাকে, তুমি সেই স্থানে গমন কর। বৃন্দাবন ধাম ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র উভয়ই আমার সমান প্রিয়। আমি উভয় স্থানেই নিয়ত অবস্থান করি। তুমি সেই স্থানে থাকিয়াই আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইও না।" এইরূপ আদেশ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেব অন্তর্হিত হইলেন। আমিও নিদ্রাভঙ্গে শর্ব্বরী প্রভাতা হইয়াছে জানিয়া, জগদীশ্বরের আজ্ঞা গ্রহণার্থ শ্রীমন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরে প্রবেশমাত্র জগদীশ্বরের আজ্ঞামাল্য প্রাপ্ত হইয়া আমি তখনই শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কয়েক মাস পরিভ্রমণের পর অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইয়া মহানন্দে নিমগ্ন হইলাম।

ক্রমশঃ

বেদান্তদর্শন।

উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ত্রিবিধ বিষয় লইয়াই সকল দর্শনশাস্ত্রের প্রবৃত্তি। নামোল্লেখ দ্বারা পদার্থের অভিধানের নাম উদ্দেশ। উদ্দিষ্ট বিষয়ের যে ধর্ম্ম দ্বারা উদ্দিষ্ট হইতে অতিরিক্ত বিষয়ের ধর্ম্মের ভেদ প্রদর্শিত হয়, সেই ধর্ম্মকেই উহার লক্ষণ বলা হয়। ঐ লক্ষণ লক্ষিত বিষয়ের সম্বন্ধে উপপন্ন হয় কি না, প্রমাণ দ্বারা তাহার অবধারণের নামই পরীক্ষা। বেদান্ত দর্শনে প্রধানতঃ পাঁচটি পদার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের নাম যথা, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। ঐ পাঁচটি পদার্থের সাধারণ নাম প্রমেয়। এই পাঁচটি পদার্থই বেদান্তোক্ত প্রমাণের বিষয়ীভূত। প্রমাতৃ জীব বেদান্তোক্ত প্রমাণ দ্বারা ঐ পাঁচটি প্রমেয় পদার্থের প্রমিতি বা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। অতএব প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ ও প্রমিতি এই চারিটিই নিখিল অর্থতত্ত্বের নিদানস্বরূপ। তন্মধ্যে প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রমেয়সিদ্ধি ঘটে না বলিয়া প্রথমতঃ বৈদান্তিক প্রমাণ নিরূপিত হইতেছে।

প্রমাণ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। চার্ব্বাকের মতে এক প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৈশেষিক মতে প্রমাণ দুইটি; প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে শব্দ আর একটি প্রমাণ। ন্যায়মতে

উপমান নামে অপর একটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়া থাকে। মীমাংসক মতে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই দুইটিও পৃথক্ প্রমাণ। পৌরাণিক মতে সম্ভব ও ঐতিহ্য এই দুইটি অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকৃত হওয়াতে সর্ব্বসমেত আটটি প্রমাণ গণনা কর যায়। *

প্রমাজ্ঞান অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের সাধনই প্রমাণ। "আমি চক্ষু দ্বারা ঘট দর্শন করিতেছি," ইত্যাদি স্থলে ঘটাদি বিষয়ে সন্নিকৃষ্ট চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই দর্শনাদি জ্ঞানের সাধন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যাপার। ধূমাদি লিঙ্গ দর্শনে পর্ব্বতাদি পক্ষে যে বহ্ন্যাদির জ্ঞান হয়, তাহারই নাম অনুমিতি। ঐ অনুমিতির করণভূত ধূমাদি-ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমান প্রমাণ। পক্ষে লিঙ্গপরামর্শই অনুমিতির ব্যাপার। নদীতীরে পাঁচটি বৃক্ষ রহিয়াছে; স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যাগ করিবে, ইত্যাদি আপ্তবাক্যের নামান্তর শব্দ। পদজ্ঞান ও পদার্থজ্ঞানই যথাক্রমে উহার করণ ও ব্যাপার। গোসদৃশ জন্তুটি গবয়সংজ্ঞক, ইত্যাদি স্থলে যে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধ জ্ঞান তাহারই নাম উপমিতি। এবং উহার করণভূত সাদৃশ্য জ্ঞানই উপমান প্রমাণ। স্থূলকায় দেবদত্ত দিবসে ভোজন করেন না, ইত্যাদি স্থলে দিবসে অনাহারী দেবদত্তের স্থূলত্ব অনুপপন্ন হয় বলিয়া তাঁহার রাত্রিভোজিত্ব অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা কল্পিত হইতেছে। যদ্দ্বারা ঘটাদি বস্তুর উপলব্ধির অভাব নিশ্চিত হয়, তাহাই অনুপলব্ধি প্রমাণ। শত বস্তুতে তদপেক্ষা অল্প দশাদি বস্তুর অস্তিত্বের সম্ভাবনাই সম্ভব প্রমাণ। এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে, ইত্যাদি অজ্ঞাত বক্তৃকতাগত পারম্পর্য্যপ্রসিদ্ধ প্রমাণের নাম ঐতিহ্য। এতদ্ভিন্ন অঙ্গুলিসঙ্কেতাদি জ্ঞাপকরী চেষ্টাকেও কেহ কেহ স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ বলিযা থাকেন।

তন্মধ্যে প্রত্যক্ষমাত্রবিশ্বাসী চার্ব্বাকের মত কোন ক্রমেই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। কারণ, অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকারে শাস্ত্রপ্রবৃত্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। পুরুষগত অজ্ঞানাদির দূরীকরণের নিমিত্তই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। ঐ অজ্ঞানাদি অভিপ্রায়ভেদ ও বাক্যভেদ প্রভৃতি লিঙ্গ হইতে অনুমেয়; উহার প্রত্যক্ষ হয় না। উহা যদি প্রত্যক্ষ না হইল, তবে অবশ্য উহার অনুমান করিয়াই——অনুমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াই—শাস্ত্রের প্রবৃত্তি বলিতে হইবে। আবার বৈশেষিক মতে শব্দ ও উপমানকে অনুমানেরই অন্তর্গত বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় না। গ্রহচেষ্টাদি স্থলে এক শব্দ

ভিন্ন অনুমানাদি কোন প্রমাণই যাইতে পারে না। এই নিমিত্তই বৈদান্তিকেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। উপমানাদি অপর প্রমাণগুলি তাঁহাদের মতে ঐ তিনটিরই অন্তর্গত। তাঁহাদিগের মতে গবয় গোসদৃশ এই বাক্যটি 'এবং তজ্জন্য জ্ঞান আগমাপরনামধেয় শব্দ প্রমাণেরই অন্তর্গত। গবয় শব্দ গোসদৃশ জন্তুর বাচক, এই জ্ঞান অনুমানান্তর্গত। আর ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট গবয়ের গোসাদৃশ্য জ্ঞান প্রত্যক্ষান্তর্গত। বৈদান্তিকগণ উপমানের ন্যায় অর্থাপত্তি প্রভৃতি অপর কয়েকটিকেও উক্ত প্রমাণত্রয়ের মধ্যেই নিবেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, অর্থাপত্তি ব্যতিরেকানুমানের অন্তর্গত। অনুপলব্ধি পৃথক্ প্রমাণই নহে, কারণ বিশেষণমুখেই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সম্ভব অনুমানেরই অন্তর্গত। ঐতিহ্য অনির্দ্দিষ্টবক্তৃকত্বরূপে সংশয়াপন্ন বলিয়া প্রমাণই নহে। উহা যখন আপ্তবক্তৃকরূপে নিশ্চিত হয়, তখন আগমের মধ্যেই নিবিষ্ট হয়। অতএব প্রমাণ সাকল্যে তিনটিমাত্র—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে——

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্ ॥
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা।" ইতি ॥

এই রূপে প্রত্যক্ষাদি তিনটির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া বৈদান্তিকগণ আরও একটু সূক্ষ্ম কথা বলিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইন্দ্রিয় অতিদূরবর্ত্তী আকাশচর পক্ষী প্রভৃতি এবং অতিসমীপবর্ত্তী নেত্রস্থ অঞ্জন প্রভৃতিকেও গ্রহণ করে না। আবার চিত্ত অনবস্থিত হইলে, অতিস্থূল বিষয়েরও গ্রহণ হয় না। "আমার মন অন্যদিকে ছিল, আমি দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই।" এরূপ কথা আমরা সকলেই বলিয়া থাকি। রবিকিরণাভিভূত গ্রহনক্ষত্রাদি, দুগ্ধে অনুদ্ভূত দধিভাবাদি; জলাশয়ের জলে সম্পৃক্ত জলদবিমুক্ত জলকণাদি এবং প্রত্যক্ষসন্নিকৃষ্ট সূক্ষ্ম পরমাণু প্রভৃতির ও গ্রহণ হয় না। এইরূপ মায়ামুণ্ডাবলোকাদি স্থলেও প্রত্যক্ষের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুখ্য প্রত্যক্ষের ব্যভিচার বশতঃ তন্মূলক অনুমানের এবং গৌণ অপরাপর প্রমাণেরও ব্যভিচার ঘটে। কিন্তু আপ্তবাক্য-লক্ষণ শব্দের কুত্রাপি ব্যভিচার দেখা যায় না। অধিকন্তু আপ্তবাক্য দ্বারা প্রত্যক্ষের এবং অনুমানাদির ভ্রমের বারণ হইয়া থাকে। অতএব শব্দই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ। তদনুগত প্রত্যক্ষ এবং অনুমানও প্রমাণ, কিন্তু

মুখ্য প্রমাণ নহে, গৌণ প্রমাণ। তদতিরিক্ত কয়েকটি উহাদেরই অন্তর্গত। শব্দ বলিতে অপৌরুষেয় বেদবাক্য। বেদাবিরুদ্ধ ঋষিবাক্যও শব্দমধ্যে গণ্য। যাহা কিছু বেদবিরুদ্ধ, যাহা কিছু তদননুগত তাহাই অপ্রমাণ। বিশেষতঃ অলৌকিক বিষয়ে শব্দ ভিন্ন কোন প্রমাণই যাইতে পারে না। কি ব্রহ্মজ্ঞান, কি বৈষয়িক জ্ঞান, কিছুই বেদ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ দ্বারাই অভ্রান্ত রূপে লাভ করা যায় না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে——"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্। "ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।" স্মৃতিতেও উক্ত হইযাছে——"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥" বেদ বাক্য নিত্য ও অভ্রান্ত। মনুষ্যের বাক্য অনিত্য ও ভ্রমাদিদোষ-দুষ্ট। অতএব নির্দ্দোষ ঈশ্বর কর্ত্তৃক উক্ত বেদশব্দই বস্তুতত্ত্বনির্ণযে একমাত্র প্রমাণ। এইরূপ সংক্ষেপে বেদান্তোক্ত প্রমাণ নির্ণীত হইল। অতঃপর তদুক্ত প্রমেয় নির্ণীত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইযাছে, বেদান্তোক্ত প্রমেয়, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি কাল ও কর্ম্ম ভেদে পঞ্চবিধ। তন্মধ্যে বিভু, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণবিশিষ্ট পুরুষোত্তমই ঈশ্বর। ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ স্বরূপলক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ শ্রুত্যৈকগম্য। বেদে বলিয়াছেন,—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম; সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম; যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ স উত্তমঃ পুরুষঃ," ইত্যাদি। ঈশ্বরের আরও একটি লক্ষণ আছে, উহার নাম তটস্থ লক্ষণ। ঐ তটস্থ লক্ষণের আশ্রযেই মনুষ্যের বুদ্ধি সাধারণতঃ ঈশ্বরে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যের সদৃশ ঈশ্বরজ্ঞান অনুমানমূলক। অনুমানমূলক বলিয়াই উহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। বেদোক্ত তটস্থ-লক্ষণ-নির্দ্দেশক বাক্য সকল দ্বারাই ঐ ভ্রমের বারণ হয়। অতএব ব্রহ্মের যে তটস্থ লক্ষণ লইয়া বিচার করিতে হইবে, তাহাও বেদানুগত হওয়া চাই।

এখন দেখা যাউক, তাঁহার তটস্থ লক্ষণ কি? এবং তাহা কি প্রকারেই বা দর্শনশাস্ত্র সকলে বিচারিত হইয়া থাকে?

এই জগতের সৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তৃত্বই ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ। নাস্তিকগণ উহা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা বলেন, জড় পরমাণুসমূহের সংযোগ-বিয়োগেই জগতের সৃষ্ট্যাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বেদান্ত বলিতেছেন, জগতের বৈচিত্র্যই জ্ঞানসম্পন্ন সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকারের

প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিতেছে। এই বিচিত্র রচনাময় বিশ্ব কি কখন দর্শনশক্তিশূন্য অন্ধ জড়পরমাণু বা জড়শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? জগৎ পরমাশ্চর্য্যকৌশলময়। কৌশল জ্ঞানের পরিচায়ক। জ্ঞানহীন অচেতন জড় বা জড়শক্তি কি এই দুরবগম্য কৌশলালয় বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি সম্পাদন করিতে পারে?

বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ অতি উচ্চ। পরিদৃশ্যমান বিশ্ব একটি অদ্ভুত কৌশলময় যন্ত্রস্বরূপ। যন্ত্রের যেরূপ প্রত্যেক অংশের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডযন্ত্রের অংশ সকলেরও তদ্রূপ পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে সকল দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কনিকরের কিরণজাল সৃষ্টিকাল হইতে অচিন্তনীয় দ্রুত-বেগে ধাবিত হইয়াও অদ্যাবধি পৃথিবীতে আগমন করিতে পারে নাই,— তাহাদিগেরও সহিত আমাদিগের পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে। সমষ্টিভাবে সমুদায় বিশ্বের বিষয় আলোচনা কর, অথবা ব্যষ্টিভাবে তদন্তর্গত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রত্যেক পদার্থের তত্ত্ব আলোচনা কর—অনুসন্ধান কর, যে ভাবে কেন চিন্তা কর না, যে ভাবে কেন দেখ না, সর্ব্বত্রই অত্যাশ্চর্য্য কৌশল নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত হইতে হইবে, বিমোহিত হইতে হইবে। ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে প্রকাণ্ডকায় মার্ত্তণ্ড পর্য্যন্ত, সামান্য তৃণখণ্ড হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত অদৃশ্যপ্রায় ধূলিকণা হইতে উত্তুঙ্গ হিমাচল পর্য্যন্ত অগণ্য নীহারবিন্দু হইতে সুবিশাল সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমণ্ডলই এক অদ্ভুত কৌশলের জ্ঞাননৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নিম্নে আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী এক মহান জ্ঞানময় পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, আবার উর্দ্ধে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐ পবিত্র সঙ্কীর্ত্তনের প্রতিধ্বনি হইতেছে।

বিজ্ঞানশাস্ত্র খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণি জগতের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখাইতেছে যে, উহাদের নির্ম্মাণে পরিরক্ষণে ও নাশে সর্ব্বত্রই একটি জ্ঞানময়ী শক্তি কার্য্য করিতেছে। এই ভূগর্ভমধ্যে আকরে বিবিধ খনিজ পদার্থ সকল যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া ক্রমিক পরিবর্ত্তনে রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্ন গুণে বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইতেছে, অক্ষয় প্রকৃতিভাণ্ডারে সংরক্ষিত হইতেছে এবং পরিশেষে স্বস্বকারণে বিলীন হইতেছে। এই যে উদ্ভিজ্জ সমূহ অপূর্ব্ব সংযোগে ক্ষুদ্রতম আকারে অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্পাদি প্রসব করিয়া ভবিষ্যদ্বংশের বীজ সঞ্চয় পূর্ব্বক বিনাশ প্রাপ্ত

হইতেছে, এই যে প্রাণিসমূহ অদ্ভুত কৌশলে স্বেদজ অণ্ডজ ও জরায়ুজ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ পূর্ব্বক উৎপত্তির পর কিয়ৎকাল জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে লোকলোচনের অবিষয়ীভূত হইয়া যাইতেছে, ইহাদিগের এই যে সকল পরিণাম এই যে সকল অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা কি ইহাদিগের মূলে এক ত্রিকালবর্ত্তী জ্ঞানময়ী শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে না? যিনি সর্ব্বদর্শী শিল্পীর ন্যায় অপূর্ব্বকৌশলে সর্ব্ববস্তুতত্ত্বাভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় অদ্ভুত সংযোগনৈপুণ্যে পাঞ্চভৌতিক উপাদানে এই বিচিত্র সংসার রচনা করিয়াছেন, যিনি প্রতিক্ষণেই এই নিখিল জগৎকে সামঞ্জস্য সূত্রে পরিণামিত করিতেছেন, যিনি এই অখিল বিশ্বকে সর্ব্ববিদ্যাবিচক্ষণা ধাত্রীর ন্যায় পোষণ করিতেছেন, যিনি এই বিপুল প্রাণিজগৎ অপূর্ব্বসংস্থাননৈপুণ্যে উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগের উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই নিযোজিত উপযুক্ত ভৃতি প্রদানে তাঁহাদিগকে সুনিয়মে সংরক্ষণ করিতেছেন আবার যখন তাহারা অকর্ম্মণ্য হইতেছে তখন তাহাদিগের বংশরক্ষার্থে উপযুক্ত বীজ রাখিয়া তাহাদিগকে অবস্থান্তরিত করিয়া নবকলেবরে পুরস্কৃত করিতেছেন, তিনি কি কখন জ্ঞানশূন্য জড়শক্তি হইতে পারেন?—তাহা কখনই নহে। তবে যিনি এই বিশ্বরাজ্যমধ্যে কোন জ্ঞানবান রাজার অধিষ্ঠান দেখিতে না পান, তাঁহার নিজের অন্ধতাই তাহার কারণ।

যে শক্তি শ্রীগোলোকে মাধুর্য্যধামে নিত্য চিদ্বিলাসের প্রকাশক রূপে অবস্থান করিতেছেন, যে শক্তি পরব্যোমে ঐশ্বর্য্যধামে শ্রীবৈকুণ্ঠে নিত্যৈশ্বর্য্য প্রকটিত করিতেছেন, যে শক্তি প্রথমপুরুষরূপী কারণার্ণবশায়ী মহৎস্রষ্টার রূপে বিরাজ করিতেছেন, যে শক্তি গর্ভোদশায়ী গুণাবতারত্রয়ের প্রকাশকারী দ্বিতীয় পুরুষে কার্য্য করিতেছেন, যে শক্তি তৃতীয়পুরুষরূপী প্রপঞ্চান্তর্গত ক্ষীরোদশায়ী মায়েশ্বর ব্যষ্ট্যন্তর্য্যামী মহাবিষ্ণুর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছেন, আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য বলিয়া তাঁহার কথা পরিত্যাগ করিলেও যে শক্তি জড়াজড়রূপে অনির্দ্দেশ্য চেষ্টারূপ কালেরও প্রবর্ত্তন করিতেছেন, যে শক্তি ঐ কাল দ্বারা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণক্ষোভ উৎপাদন পূর্ব্বক মহদাদিক্রমে জীবভোগ্য বিচিত্র সংসার উৎপাদন করিতেছেন, যে শক্তি অব্যক্ত প্রকৃতিকে ব্যক্তদশায় আনয়ন করিতেছেন, যে শক্তি শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপ, রূপ হইতে তেজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে এই স্থূল প্রপঞ্চ উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাতে

অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য্য সাধন করিতেছেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিষয় বলিয়া তাঁহার আলোচনা পরিত্যাগ করিলেও যে শক্তি উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ প্রাণিনিকরের দেহ নির্ম্মাণ করিতেছেন, যে শক্তি তাহাদিগকে স্বস্বকর্ম্মফলভোগার্থ এই সংসারে প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি সকল প্রাণীর পরিপোষণার্থ পূর্ব্ব হইতেই তাহার আয়োজন করিয়া রাখিতেছেন, যে শক্তি প্রাণিগণের যাহার যাহা প্রয়োজন, ইচ্ছামাত্র আদেশমাত্র তাহার তাহাই সংস্থান করিয়া দিতেছেন, যে শক্তি জড়পরমাণু-সমূহের সংযোগ-বিয়োগে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছেন, যে শক্তি একই ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বীজকে ভিন্ন আকারে আকারিত করিতেছেন, যে শক্তি একই রসদানে বিভিন্ন তরুলতায় বিভিন্ন পত্রপুষ্পফল সকল উৎপাদন করিতেছেন, যে শক্তি একই উপাদান হইতে বিভিন্ন প্রাণিশরীর নির্ম্মাণ করিতেছেন, যে শক্তি একই শুক্রশোণিত হইতে অতি উগ্রস্বভাব হইতে অতি শান্ত স্বভাব জীব সকলকে প্রকাশ করিতেছেন, যে শক্তি একই পিতামাতার সংযোগে সুন্দর কুৎসিৎ, সুর অসুর, পণ্ডিত মূর্খ, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের সৃষ্টি করিতেছেন, সেই মহীয়সী মঙ্গলময়ী শক্তি কি কখন অন্ধ জড়শক্তি হইতে পারেন ?—কখনই নহে।

যে ব্রহ্মাণ্ডের রচনানৈপুণ্য দর্শনে মহা মহা জ্ঞানিগণও মোহ প্রাপ্ত হয়েন, যে শক্তির মহিমায় মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—

"ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কীদৃগ্‌বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্‌॥"

প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই সকলে সংবেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তন্মধ্যে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তি-পরিমিত যাহার শরীর সেই আমি কোথায় ? এবং যে ব্রহ্মাণ্ডকে আমার শরীর বলিতেছি, সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অসংখ্য পরমাণু গবাক্ষপথসদৃশ যাঁহার রোমবিবরে অবিরত গতায়াত করিতেছে, সেই মহামহিম পুরুষই বা কোথায় ? উভয়ের মহদন্তর !

ক্রমশঃ

ভক্তিসূত্রম্।

তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ॥ ১৫

অনন্তর নানামতভেদানুসারে ভক্তির লক্ষণ সকল বলিতেছেন॥ ১৫

ভক্তির তত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ না থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিকৃত ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দিগ্দর্শনার্থ তাহারই দুই একটি বলিতেছেন॥ ১৫

পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ॥ ১৬

বেদব্যাসের মতে শ্রীভগবানের পূজা প্রভৃতিতে অনুরাগই ভক্তির লক্ষণ॥ ১৬

কথাদিষ্বিতি গর্গঃ॥ ১৭

গর্গ মুনির মতে শ্রীভগবানের লীলাকথাদিতে অনুরাগই ভক্তির লক্ষণ॥ ১৭

আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ॥ ১৮

আত্মরতির অবিরোধে তৎপূজাদিতে অনুরাগই ভক্তি, ইহা শাণ্ডিল্য মুনির মত॥ ১৮

বস্তুতঃ উক্ত মতত্রয়ে আভ্যন্তরিক কোনই বিরোধ দেখা যায় না। ভগবানে রতি এবং তাঁহার পূজাতে বা তাঁহার কথাদিতে রতি একই কথা। আবার আত্মরতির——ভগবদ্রতির অবিরোধে পূজাদিতে অনুরাগ বলিতে ভগবানেরই পূজাদিতে অনুরাগ বুঝিতে হয়। অতএব উক্ত তিন লক্ষণেই শ্রীভগবানে অনুরাগ শ্রীভগবানে পরম প্রেমই ভক্তির স্বরূপে বোধিত হইতেছে। শ্রীভগবানে প্রেমই যে ভক্তি, ইহা ভক্তমাত্রই স্বীকার করিবেন। অতএব শব্দগত বাহ্য পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও অর্থগত আন্তর ঐক্য স্থির হইতেছে। এই নিমিত্তই পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণের মত সকল ক্রোড়ীকৃত করিয়া দেবর্ষি পুনর্ব্বার ভক্তির স্বরূপলক্ষণ পরিষ্কৃত করিতেছেন——

নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরম-ব্যাকুলতেতি॥ ১৯

শ্রীভগবানের পরম প্রেমই ভক্তি। ঐ ভক্তির উদয়ে নিখিল কর্ম্মের শ্রীভগবানে অর্পণ ও তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা জন্মে॥ ১৯

আমরা ইহ সংসারে যাঁহাকে প্রিয় বিবেচনা করি, আমাদিগের অনুষ্ঠিত

সমস্ত কর্ম্ম তদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হওয়াতে তত্তৎ কর্ম্মের ফল তাঁহাতেই অর্পিত হইয়া থাকে। আবার সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, আত্মাকেই একমাত্র প্রিয় বস্তু বলিয়া স্থির করা যায়। সুতরাং আমাদিগের নিখিল কর্ম্মই স্বার্থ-মূলক হইয়া পড়ে। অতএব আমাদিগের ঐ প্রিয়তা যখন আত্মার আত্মা ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখন নিখিল কর্ম্মও সেই ভগবানে অর্পিত হইয়া থাকে। একান্ত প্রিয় বস্তুর বিস্মরণে যে অত্যন্ত ব্যাকুলতা জন্মে, তাহাও প্রসিদ্ধ। ১৯

অস্ত্যেবমেবম্ ॥ ২০

ভক্তের সমস্ত কর্ম্মের শ্রীভগবানে অর্পণ ও তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতার দৃষ্টান্তও প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা যে কেবল কল্পনাগত তাহা নহে। ২০

যথা ব্রজগোপিকানাম্ ॥ ২১

শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজগোপিকাগণই উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ॥ ২১

সত্য বটে, শ্রীব্রজদেবীগণের লৌকিক গৃহকর্ম্মাদিও শ্রবণ করা যায়, কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ গৃহকর্ম্মাদিতে অনাসক্তির সহিত নিখিল কর্ম্মই যে ভগবৎ-প্রীতিসাধনার্থ অনুষ্ঠিত হইত, তাহা অপ্রসিদ্ধ নহে। এমন কি, তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণস্মরণে ব্যাকুল হইতেন, তখন তাঁহারা আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। গৃহ-পরিবারের ত কথাই নাই। যখন শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিয়া শ্রীগোপিকাগণকে আহ্বান করেন, তখন তাঁহারা যেভাবে গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যমনে বংশীধ্বনিলক্ষ্যে অরণ্যমধ্যে আগমন করেন, তদ্ভাগবত পাঠেই তাহা অবগত হওয়া যায়। বস্তুত শ্রীব্রজদেবীগণের ন্যায় ভগবৎপ্রীতির পরাকাষ্ঠা আর কোথাও দেখা দূরে থাকুক, শ্রবণ করাও যায় না ॥ ২১

তত্রাপি ন মাহাত্ম্যজ্ঞানবিস্মৃত্যপবাদঃ ॥ ২২

ভগবৎপ্রেমে ভগবদ্ভক্তিতে তন্মাহাত্ম্যজ্ঞানের বিস্মৃতি বিষয়ে অপবাদ অর্থাৎ কোন বিশেষ নিয়ম নাই ॥ ২২

আপাততঃ বোধ হয় যে, প্রেমভক্তিতে বুঝি ভগবদ্বিষয়ে গৌরববুদ্ধি থাকিতে পারে না; ভগবানের মাহাত্ম্য যদি অন্তরে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা হইলে, ভগবানের সহিত প্রেমসম্বন্ধ সংস্থাপন করা যায় না। কিন্তু এরূপ কোন বিশেষ নিয়ম নাই। ভগবানে প্রেম ভক্তির উদয় হইলে যে আর কখনই হৃদয়ে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইবে না, এরূপ কোন বিশেষ নিয়ম করা যাইতে পারে না। কারণ, লৌকিকেই যখন পুত্রের মহত্ত্বে পিতা-

মাতার বাৎসল্য এবং পিতা-মাতার মহত্বে পুত্রের স্নেহের হানি হয় না, যখন প্রভুর মহত্বে দাসের দাস্যবুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটে না, যখন সখার মহত্ত্বে সখি-ভাবের অপগম হয় না, যখন স্বামীর মাহাত্ম্যে পত্নীর প্রণয় বিচ্ছিন্ন হয় না, তখন অলৌকিক প্রেমেও সেরূপ না হইবে কেন? সময়ে সময়ে ভক্তের হৃদয়ে ভগবন্মাহাত্ম্যের উদয়ে ভাবের পুষ্টি ভিন্ন ক্ষয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্‌ভক্ষণাদি লীলাতে এই বিষয়টি পরিস্ফুট হইয়াছে ॥ ২২

তদ্বিহীনং জারাণামিব ॥ ২৩

সময়ে সময়ে ঐ মাহাত্ম্যবুদ্ধির উদয় না হইলে, প্রেম স্থায়ী হইতে পারে না। উপপতি সম্বন্ধে ব্যভিচারিণীর প্রেমই উহার দৃষ্টান্ত ॥ ২৩

স্বৈরিণী সকল উপপত্তিতে প্রেম করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ প্রেম স্থায়ী হয় না। উহা স্থায়ী না হইবার কারণ কি? জীবের মাহাত্ম্য-জ্ঞানের অভাবই উহার কারণ। অর্থাৎ যে জীবে প্রেম করা হইয়াছে, স্বৈরিণী যখনই তাঁহার মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইবেন, যখনই জারান্তরকে তদপেক্ষা মহান্ বলিয়া বোধ হইবে, এবং তখনই পূর্ব্ব জারের প্রেম নষ্ট হইয়া যাইবে। ভগবৎসম্বন্ধে ভক্তের সেরূপ ঘটে না। কারণ, ভক্তের জ্ঞানে ভগবান্ পরমমহান্, তদপেক্ষা মহান্ আর নাই, অতএব তাঁহার প্রেম আর কেহই পাইতে পারে না। সুতরাং ভক্তের ভগবৎপ্রেম স্থায়ী প্রেম। কোন কালেই উহার নাশ নাই ॥ ২৩

নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎসুখসুখিত্বম্ ॥ ২৪

জারসম্বন্ধী প্রেমে তৎসুখসুখিত্বও দৃষ্ট হয় না ॥ ২৪ .

পূর্ব্বোক্ত কারণে, জার, প্রেমের চরমবিশ্রান্তির স্থল হইতে পারে না। ঐ প্রেম কেবল স্বার্থসাধনোদ্দেশে বিনিময় করা হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবৎপ্রেম সেরূপ নহে। আপ্তকাম ভগবানের স্বার্থ নাই এবং ভগবৎ-প্রীতিকাম ভক্তেরও স্বার্থ নাই। ভগবৎপ্রেমেই ভক্ত সুখী এবং ভক্তপ্রেমেই ভগবান সুখী ॥ ২৪

সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা ॥ ২৫

অতএব ঐ ভগবদ্‌ভক্তি কি কর্ম্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কি অষ্টাঙ্গযোগ, এই সকল সাধন হইতেই শ্রেষ্ঠতরা ॥ ২৫

যাহার মূলে স্বার্থ আছে, যাহার অনুষ্ঠানের মূলে ফলোদ্দেশ্য আছে,

তাহা সকাম। সকাম নিষ্কাম হইতে স্বভাবতই নিকৃষ্ট। কি কর্ম্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কি অষ্টাঙ্গযোগ সকলই সকাম। অষ্টাঙ্গযোগসাধক অনিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য যমনিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কর্ম্মযোগী স্বর্গাদিভোগের নিমিত্তই বহ্বায়াসসাধ্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জ্ঞানযোগীকে আপাততঃ কোন কামনা করিতে না দেখিয়া নিষ্কামই বলা যায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনিও নিষ্কাম নহেন, কামনার নিবৃত্তিতেই তাঁহার একান্ত কামনা রহিয়াছে। নিষ্কাম শব্দের অর্থ কামনার অভাব কামনার একান্তবিনিবৃত্তি নহে। কারণ, কামনার একান্ত অভাবে সাধনচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। যাহার কোন কামনা নাই, তাহার সাধনচেষ্টাও নাই। সর্ব্ববিধ কামনার অভাবে সাধনপ্রয়াসই আকাশকুসুম চয়নের প্রয়াসের ন্যায় মিথ্যা হয়। প্রাকৃতকামই সকাম এবং অপ্রাকৃতকামই নিষ্কাম। কাম্যাবস্থার বিশুদ্ধিতেই নির্ব্বাসনাবস্থা পর্য্যবসিত হয়। সর্ব্ববিধ *প্রাকৃত কামনা যখন অপ্রাকৃতে আত্মসমর্পণ করে, তখনই কামনার বিশুদ্ধিতে* জীব নিষ্কাম বা নির্ব্বাসন হয়েন। ভগবৎকাম—ভগবৎপ্রীতিকামই নিষ্কাম। কামনার একান্ত বিনাশচেষ্টায় জড়ত্ব অপরিহার্য্য। কামনার বিশুদ্ধিতে চিত্তের সারস্য ঘটে। বিশেষতঃ ভক্তের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকল ভক্তি হইতে প্রীতি হইতে শ্রীভগবান হইতে অতিরিক্ত কোন বিষয়ের উদ্দেশ্যে পৃথক্ ফলের কামনায় অনুষ্ঠিত হয় না। যেখানে সাধ্য, সাধন, ফল ও ফলদাতা পৃথক, সেই খানেই কর্ম্ম সকাম হয়, আর যেখানে চারিটিই এক, সেখানে কর্ম্মও নিষ্কামই হইয়া থাকে। কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগীর সাধ্য স্বর্গাদি সুখ, সাধন যজ্ঞাদি কর্ম্ম, ফল স্বর্গাদি সুখ এবং তত্তৎফলদাতা ঈশ্বর স্বতন্ত্র। ভক্তের সাধ্য ভগবৎশক্তিভূতা ভগবদ্‌ভক্তি, সাধনও তাহাই। আবার তাহার ফল প্রেমরূপ ভক্তিরই অবস্থাবিশেষ, এবং ফলদাতাও শক্তিমান্ শ্রীভগবান, চারিটি এক পদার্থ॥ ২৫

এই নিমিত্তই দেবর্ষি বলিতেছেন—

ফলরূপত্বাৎ॥ ২৬

ফলরূপত্ব হেতুই ভক্তির উৎকর্ষ॥ ২৬

ভক্তি স্বয়ংই সাধন এবং স্বয়ংই সাধ্য বলিয়া অপরাপর কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধন হইতে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়॥ ২৬

ঈশ্বরস্যাপ্যভিমানিদ্বেষিত্বাদ্দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ ॥ ২৭

ঈশ্বরের অভিমানীর প্রতি দ্বেষ ও দীনের প্রতি প্রীতিও উহার অপর কারণ ॥ ২৭

ঈশ্বর অভিমানীকে অহঙ্কারীকে ভাল বাসেন না। যিনি দীনভাবাপন্ন তিনিই ঈশ্বরের প্রীতিভাজন। "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা," ইত্যাদি জ্ঞানই অহঙ্কারের পরিচয়। যিনি আপনাকেই কর্ত্তা ভাবেন, তাঁহার আর ঈশ্বরকে কর্ত্তা ভাবিবার প্রয়োজন দেখা যায় না, এবং তিনি তদ্রূপ ভাবিতেও পারেন না। অতএব তাদৃশ ব্যক্তি অবশ্য ঈশ্বরদ্বেষী। যিনি ঈশ্বরদ্বেষী তিনি কখনই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন না। পরন্তু তিনি ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরমধ্যেই গণ্য হয়েন। যিনি অসুরস্বভাব তাঁহারই তাদৃশ অহঙ্কারের উদয় হইয়া থাকে। যতদিন না ঐ অহঙ্কারের ক্ষয় হয়, ততদিন দৈবস্বভাবের অভাব বশত ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়া যায় না। নিজের দৈন্যবুদ্ধিতেই উক্ত অহঙ্কারের ক্ষয় হয়। কর্ম্মফলে অপেক্ষারহিত—আকাঙ্ক্ষাশূন্য না হইলে আবার দৈন্য আসিতে পারে না। অতএব কর্ম্মফল-নৈরপেক্ষ্যই প্রেমের ভক্তির প্রথম ও প্রধান সোপান ॥ ২৭

তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে ॥ ২৮

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞানই ঐ ভক্তির প্রধান সাধন ॥ ২৮

অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যেকে ॥ ২৯

আবার কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরাশ্রয়। জ্ঞান ভক্তির আশ্রয় এবং ভক্তি জ্ঞানের আশ্রয় ॥ ২৯

স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারঃ ॥ ৩০

দেবর্ষি বলেন, ভক্তি স্বয়ং জ্ঞান। জ্ঞানের পারই ভক্তি। অতএব ভক্তির পৃথক্ সাধন নাই। ভক্তিই ভক্তির সাধন। ভক্তিই সাধ্য ভক্তিই সাধন। ভক্তিই কর্ম্ম এবং ভক্তিই তাহার ফল। নৈরপেক্ষ্য ও দৈন্য প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গবিশেষ। ঐ সকল অঙ্গ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া সাধনাঙ্গ সকল একত্র সম্মিলিত হইয়া ভাবরূপে এবং ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া প্রেমরূপে প্রেমভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব ভক্তিই সাধ্য ভক্তিই উহার সাধন। ভক্তিই কর্ম্ম ভক্তিই উহার ফল ॥

রাজগৃহভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩১

রাজগৃহে ভোজনাদি ব্যাপারে ঐ রূপই দেখা যায়। অতএব তদ্দৃষ্টান্তানুসারে অহঙ্কারীর অপ্রিয়ত্ব এবং দীনভাবাপন্নের প্রিয়ত্বই স্থির ॥ ৩১

রাজ্যই রাজার গৃহ। রাজ্যের প্রজাবর্গের সকলেই রাজগৃহে ভোজন করিয়া থাকেন। রাজগৃহে ভোক্তা দ্বিবিধ; চেষ্টাশীল ভোক্তা ও চেষ্টানিরপেক্ষ ভোক্তা। যিনি চেষ্টানিরপেক্ষ ভোক্তা তিনি দীনভাবে রাজদত্ত অন্নে প্রতিপালিত হয়েন। আর যিনি চেষ্টাশীল ভোক্তা তিনি সাহঙ্কারে স্বোপার্জ্জিত অন্নে জীবন ধারণ করেন। যিনি দীন রাজদত্ত অন্নে প্রতিপালিত, তাঁহার উচ্চ আশা রাজৈশ্বর্য্যে লোভ বা রাজবিদ্বেষ থাকে না। আর যিনি অহঙ্কারী স্বোপার্জ্জিত অন্নে জীবিত, তাঁহার উচ্চ আশা, রাজসম্মানাকাঙ্ক্ষায় রাজৈশ্বর্য্যে লোভ জন্মে। অতএব পূর্ব্বোক্তের প্রতি রাজার প্রীতি এবং শেষোক্তের প্রতি রাজার দ্বেষ ঘটে ॥ ৩১

ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুচ্ছান্তির্বা ॥ ৩২

অহঙ্কারে লোভে রাজার পরিতোষ বা অহঙ্কৃতের ক্ষুধার শান্তি আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই ॥ ৩২

তস্মাৎ সৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৩৩

অতএব দৈন্য-নৈরপেক্ষ্যমূলক ভক্তিই মুক্তিকাম ব্যক্তির একান্ত আশ্রয়ণীয়া ॥ ৩৩

তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৩৪

আচার্য্যগণ ঐ ভক্তির বক্ষ্যমাণ কয়েকটি সাধন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥৩৪

যদিও ভক্তিই ভক্তির সাধন, ভক্তির পৃথক্ সাধন কিছুই নাই, তথাপি ভক্তিলাভের উপায় স্বরূপে অনুষ্ঠেয় কয়েকটি ভক্ত্যঙ্গই আচার্য্যগণকর্তৃক ভক্তির সাধন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ সকল সাধন যথা—

তত্তু বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ ॥ ৩৫

নিখিল বিষয়ের ভগবদর্পণাদি দ্বারা ত্যাগ এবং সৎসঙ্গ দ্বারা অসৎসঙ্গের পরিবর্জ্জনই ভক্তিলাভের প্রথম ও প্রধান উপায় ॥ ৩৫

বিষয়ের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। সঙ্কল্প পূর্ব্বক বিষয়ত্যাগ অতীব দুরূহ। বিশেষতঃ তাহাতে ত্যাগের কামনাতে কামনা জন্মে বলিয়া উহা পরিশেষে অমঙ্গলজনকই হইয়া পড়ে। অতএব বিষয় সকল শ্রীভগবানে

অর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগে সৎসঙ্গে অভিলাষ হয়। পরে সৌভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ লাভ হইলে শ্রীভগবানের কথাদিতে রতি জন্মে। অতএব বিষয়ত্যাগ ও সঙ্গত্যাগ এই দুইটি ভক্তির পরম উপকারক অর্থাৎ ভক্তিলাভের প্রধান সহায়॥ ৩৫

অব্যাবৃত্তভজনাৎ॥ ৩৬

পরে নিরন্তর ভজনে ভক্তি প্রকাশিত হয়॥ ৩৬

সাধুসঙ্গের গুণে ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধার অনন্তর ভজনে রতি জন্মে। ঐ রতি গাঢ় হইলে, অবিশ্রান্ত ভজনে পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়॥ ৩৬

লোকেঽপি ভগবদ্গুণশ্রবণকীর্ত্তনাৎ॥ ৩৭

সাধুসঙ্গে ভগবদ্গুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীভগবানে প্রেম ও অবিশ্রান্ত ভজনে প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত ইহ লোকে যথেষ্টই প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৩৭

মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা॥ ৩৮

অতএব দেখা যাইতেছে, সাধুর কৃপা বা শ্রীভগবানের কৃপালেশই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়॥ ৩৮

সাধুসঙ্গ ব্যতিরেকে যখন ভক্তির উদয় হয় না, এবং ঐ সাধুসঙ্গ লাভ যখন শ্রীভগবদেকহৃদয় সাধুরই কৃপাকে অপেক্ষা করিতেছে, তখন ঐ সাধুকৃপা অথবা তদ্রূপে প্রকাশিত ভগবৎকৃপা ভিন্ন ভক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই॥ ৩৮

মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ॥ ৩৯

মহৎসঙ্গ দুর্লভ, অগম্য ও অমোঘ॥ ৩৯

সাধুসঙ্গ অতি দুর্লভ। উহা আমাদিগের চেষ্টায়ত্ত নহে। সাধুসকল নিষ্কাম স্বার্থশূন্য। তাঁহাদিগের কৃপা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সঙ্গ লাভের উপায় দেখা যায় না। ঐ কৃপার কারণও দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা যে কখন কাহার প্রতি কি নিমিত্ত কৃপা প্রকাশ করেন, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। আবার যদি কোন সৌভাগ্যক্রমে একবার সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তাহা অমোঘ। ঐ সাধুসঙ্গ কোন প্রকারেই ব্যর্থ হইবার নহে। সাধুসঙ্গের ফল অবশ্যই ফলিবে॥ ৩৯

লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব॥ ৪০

সাধুসঙ্গ সাধুর কৃপাতেই লাভ হইয়া থাকে॥ ৪০

তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ ॥ ৪১

ভগবানে ও ভগবজ্জনে ভেদের অভাবই উহার হেতু ॥ ৪১

ভগবান যাঁহার প্রতি কৃপা করেন, তিনিই সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রতি সাধুরও কৃপা হইয়া থাকে। ভগবান ও ভগবদ্ভক্তে ভেদ নাই। ভেদ নাই বলিয়াই ভগবানের কৃপা হইলেই ভক্তের কৃপা হইয়া থাকে। ভগবানের ইচ্ছা ও ভক্তের ইচ্ছা এক হইয়া যায়। অতএব ভগবান যাঁহার প্রতি কৃপা করিতে অভিলাষ করেন, তিনিই তাঁহার নিদর্শনস্বরূপ সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবানের কৃপার একটি উপযুক্ত কাল আছে। জীব যখন ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত একান্ত আগ্রহান্বিত হয়েন, তখন তাঁহার হৃদয় দৈন্য ও নৈরপেক্ষ্যে বিভূষিত হয়। জীবহৃদয় দৈন্য ও নৈরপেক্ষ্যে পূর্ণ হইলেই জীব সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪১

তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাম্ ॥ ৪২

সৎসঙ্গই প্রার্থনীয়। সৎসঙ্গই প্রার্থনীয় ॥ ৪২

ভূতিকাম—ভক্তিকাম ব্যক্তি একান্তচিত্তে সাধুসঙ্গই প্রার্থনা করিবেন। কারণ, একান্তমনে যাহা কিছু প্রার্থনা করা যায়, অচিরেই তাহা লাভ করিতে পারা যায় ॥ ৪২

দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ ॥ ৪৩

দুঃসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ॥ ৪৩

সাধুসঙ্গ যেমন প্রার্থনীয়, তেমনি দুঃসঙ্গ পরিহরণীয় ॥ ৪৩

কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশসর্ব্বনাশ-কারণত্বাৎ ॥ ৪৪

কারণ, দুঃসঙ্গ হইতে কামোদ্রেক, ক্রোধাগম, মোহোৎপত্তি, স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিনাশ প্রভৃতি অনর্থ ঘটিয়া থাকে ॥ ৪৪

তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি ॥ ৪৫

ঐ সকল অসদ্বৃত্তি স্বভাবতই জীবের অন্তরে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। উহারা যদি আবার দুঃসঙ্গরূপ বায়ুর সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, সত্বরই সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠে ॥ ৪৫

দুঃসঙ্গের সম্মিলনে ধূমায়িত অসদ্বৃত্তিসমূহ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। যাহারা ইতিপূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায় চিত্তকে ক্ষুভিত করিতেছিল, তাহারাই অসৎসঙ্গের বলে বিপুল হইয়া দুস্তর সাগরের আকার ধারণ করে ॥ ৪৫

কস্তরতি কস্তরতি মায়াং যঃ সঙ্গংস্ত্যজতি যো মহানুভাবং সেবতে নির্ম্মমো ভবতি ॥ ৪৬

এ সংসারে কে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়?—যে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ আশ্রয় করে। নির্ম্মম হইবার একমাত্র উপায়ই সাধুসঙ্গ ॥ ৪৬

যো বিবিক্তস্থানং সেবতে যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি যো যোগক্ষেমং ত্যজতি ॥ ৪৭

যিনি বিবিক্তসেবী হয়েন, যিনি লোকবন্ধন উন্মূলন করেন, যিনি যোগক্ষেম ত্যাগ করেন, তিনিই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন ॥ ৪৭

যিনি নির্জনে সাধুসঙ্গ করেন এবং সদুপদিষ্ট ধ্যানাদির অনুশীলন করিতে থাকেন, যিনি প্রবৃত্তিমার্গের প্রতি গতস্পৃহ হয়েন, যিনি স্বর্গাদিফলে কামনারহিত ও দেহদৈহিক বিষয়ে আসক্তিশূন্য হয়েন, তিনিই এই মায়াজাল হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারেন, তিনিই সুদৃঢ় মায়াবন্ধন ছেদন করিতে পারেন ॥ ৪৭

যঃ কর্ম্মফলং ত্যজতি কর্ম্মাণি সংন্যসতি ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি ॥ ৪৮

যিনি কর্ম্মফলে অপেক্ষাবর্জ্জিত হয়েন, যিনি স্বকৃত কর্ম্ম সকল শ্রীভগবানে সমর্পণ করেন, যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে বিগতস্পৃহ হয়েন, তিনিই মায়াপাশ হইতে উন্মুক্ত হইতে পারেন ॥ ৪৮

বেদানপি সংন্যসতি কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে ॥ ৪৯

যিনি শাস্ত্রশাসনেরও অতীত হয়েন, যিনি অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীভগবানে অনুরক্ত হয়েন, তিনিই মায়াবৈভব অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ৪৯

যিনি শাস্ত্রশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া বিধিমার্গে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, তিনিও ভক্তমধ্যেই গণ্য ; কিন্তু বৈধীভক্তি ও রাগভক্তিতে মহদন্তর। লোভ প্রযুক্ত শ্রীভগবানের গুণাদিতে লোভ প্রযুক্ত যে ভজন তাহাই রাগভজন। ঐ রাগভক্তিতে ভক্তের চিত্ত অবিচ্ছেদেই শ্রীভগবানে অনুরক্ত হইয়া থাকে। তাদৃশ অনুরাগ ভিন্ন পরমপুরুষার্থের সিদ্ধি হইতে পারে না। বৈধী ভক্তিতেও অবিচ্ছিন্ন প্রেম আছে, কিন্তু উহাতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ থাকিতে হয় ; রাগভক্তিতে তাহা হয় না। রাগভজনে গৌরব

বুদ্ধি থাকে না, সুতরাং তদবস্থায় তাঁহার মাধুর্য্যরসেই ভক্ত নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অতএব ইহাই শ্রেষ্ঠ ও একান্ত প্রার্থনীয় ॥ ৪৯

এই নিমিত্তই বলিতেছেন——

স তরতি স তরতি লোকাংস্তারয়তি ॥ ৫০

যিনি অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীভগবানে প্রেম করিতে পারেন, তিনিই দুরন্ত ভবপারাবার অতিক্রম করেন। আবার তিনি যে কেবল স্বয়ংই উত্তীর্ণ হইয়া যান, এরূপ নহে, পরন্তু তদীয় নিদর্শনানুসারে অপরেও কৃতার্থ হয়েন ॥ ৫০

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৈধীভজনে ও রাগভজনে প্রভেদ থাকিলেও প্রেম-প্রবাহের ঐক্যনিবন্ধন অর্থাৎ উভয় অবস্থাতেই অবিচ্ছিন্ন প্রেমধারার প্রবাহ বশতঃ উভয় ভক্তই মায়াবৈভব হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং আপনা-দিগের সদৃষ্টান্ত দ্বারা অপর জীবকেও কৃতার্থ করেন ॥ ৫০

অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্ ॥ ৫১

ঐ প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয় ॥ ৫১

উক্ত প্রেমের স্বরূপ বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রেমের স্বরূপ প্রেমিকই জানেন। জানিলেও তিনি উহা ব্যক্ত করিতে পারেন না। এ সংসারে এমন কোন বস্তু বা তদ্বোধক বাক্য নাই, যদ্দ্বারা প্রেমকে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। প্রেম শব্দের অর্থ ভালবাসা। কিন্তু লৌকিক ভালবাসা ও শ্রীভগবানকে ভালবাসা একরূপ নহে। লৌকিক ভালবাসার মূলই অশুদ্ধ, যেহেতু উহা স্বার্থমূলক। কিন্তু শ্রীভগবানে যে প্রেম, উহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। উহার মূলে স্বার্থগন্ধ নাই। ঐ প্রেম নিঃস্বার্থ প্রেম। অতএব লৌকিক হইতে একান্ত বিসদৃশ ভগবৎপ্রেমকে লৌকিক বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবার আশাও করিতে পারা যায় না ॥ ৫১

মূকাস্বাদনবৎ ॥ ৫২

ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন মূক ব্যক্তির আস্বাদনের সদৃশ ॥ ৫২

মূক ব্যক্তি যেরূপ বাক্‌শক্তির অভাব বশতঃ অতি সুস্বাদু বস্তু আস্বাদন করিয়াও তাহার ভাব অন্য লোকের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে না, ভগবৎ-প্রেমিক ভক্তও তদ্রূপ ভগবৎপ্রেমসুখ নিজে ভোগ করিয়াও অন্যকে তাহা বুঝাইতে পারেন না। উহা বাক্যের অবিষয় ॥ ৫২

শেষশ্চ সর্ব্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্ ।
নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৩১ ॥
অন্যৈরপি সুরৈর্দ্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা ।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩২ ॥
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ ।
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ ॥ ৩৩ ॥

শেষেতি । শেষোঽনন্তঃ তস্যৈ নাগহারং নাগলোকভবং হারং যদ্বা নাগাকারং যদ্বা নাগ এব হারঃ নাগহারঃ তং দদৌ যঃ শেষঃ ইমাং পৃথ্বীং ধত্তে ইতি মহত্ত্বপ্রতিপাদনায যদ্বা বিষ্ণোঃ পর্য্যঙ্কীভূতমূর্ত্ত্যান্তরনিবারণায় । কীদৃক্ সর্ব্বনাগানাং ঈশঃ । কীদৃশং মহামণির্বহুমূল্যমণিঃ তেন বিভূষিতম্ । তথাচ আকাশে শক্রচাপানামুদয়স্তু যতো ভবেৎ । অসৌ ধন্যতরো জ্ঞেয়ো বহুমূল্যো মণিঃ সদেতি ॥ ৩১ ॥

অন্যৈরিতি সা দেবী অতিদ্যোতমানা অন্যৈরপি সুরৈঃ বসুবিশ্বেদেবাদিভিঃ ভূষণৈঃ আভরণৈঃ তথা আয়ুধৈরস্ত্রৈঃ সম্মানিতা সতী সাট্টহাসং মহাহাসসহিতং যথা স্যাৎ তথা মুহুর্মুহুরুচ্চৈর্ননাদ শব্দং চকার । তস্যাঃ সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিত্বান্নিরপরাধানাং হননাযোগাদসুরাণাং অপরাধোদ্ভবার্থং তথা চকারেতি ভাবঃ । ন তু তত্তদ্বস্তুলাভেন হর্ষাৎ ॥ ৩২ ॥

তস্যা ইতি । তস্যা ঘোরেণ ভয়ানকেন নাদেন কৃৎস্নং সমগ্রং নভ আকাশং আপূরিতং মহান্ প্রতিশব্দশ্চাভূৎ । যদ্যপ্যমূর্ত্তেন শব্দেন শূন্যস্য নভসঃ পূরণং ন

নাগরাজ অনন্ত যিনি এই পৃথিবী ধারণ করেন, তিনি তাঁহাকে মহামণিবিভূষিত নাগহার প্রদান করিলেন ॥ ৩১

দেবী ভগবতী এইরূপে অপরাপর সুরগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূষণ ও অস্ত্রাদি দ্বারা সম্মানিত হইয়া বারংবার উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

তাঁহার সেই অট্টহাসজনিত অপরিমিত ভয়ঙ্কর ধ্বনিতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই দিগন্তরে মহান্ প্রতিধ্বনি সমুত্থিত হইল ॥ ৩৩

চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥ ৩৪ ॥
জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্।
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সম্ভবতি নভসোঽনন্তস্যাপি সামগ্র্যং ন সম্ভবতি তথাপি শব্দস্যাপি মহত্ত্বেন জগদ্ব্যাপ্তিরেব তাৎপর্য্যম্। প্রধানধ্বন্যনুকারী শব্দঃ প্রতিশব্দঃ মহানভূৎ অতএব অতিমহত্তা তত্রাপি হেতুঃ অমা যত্তা মানং মাঃ তাং যন্ প্রাপ্নুবন্ ততো নঞ্ সমাসঃ ইণঃ শতৃঃ তেন অপরিমিতেনেত্যর্থঃ। যদ্বা অমা রবিরশ্মি-বিশেষঃ তাং যন্ গচ্ছন্ তথা তেন। তদুক্তম্—অমা নাম রবেঃ রশ্মিশ্চন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিত ইতি তাৎপর্য্যান্তরেণেত্যর্থঃ। পক্ষান্তরাণ্যন্যৈর্ব্যাখ্যাতান্যপি পরি-ত্যক্তানি তথাবিধসংগতার্থত্বাভাৎ ॥ ৩৩ ॥

চুক্ষুভুরিতি। সকলা লোকাঃ সমস্তভুবনানি সর্ব্বে জনাঃ চুক্ষুভুঃ চলিতাঃ সমুদ্রাঃ সপ্তজলধয়শ্চ কম্পিতাঃ বসুধা পৃথ্বী চলিতবতী সামান্যবিশেষ-ন্যায়াদিদমুক্তং গামানয় বলীবর্দ্দঞ্চ ইতিবৎ। লোকত্বাবিশেষাৎ বসুধায়াঃ প্রাপ্তেঃ অধিচলনার্থং বা সকলা মহীধরাশ্চ চলিতবন্তঃ। পর্ব্বতানামপি পৃথিবীত্বে প্রাগুক্তন্যায়াদুক্তং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্ব্বতামিতিবৎ ॥ ৩৪ ॥

জয়েতীতি। দেবা ইন্দ্রাদয়ো মুদা হর্ষেণ তাং সিংহবাহিনীং দেবীং জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু ইতি ঊচুঃ। তথাচ জয়া ইতি নামনির্বচনমপি চক্রুঃ। জয়তি অসুরান্ ইতি জয়া। সিংহং বাহয়িতুং শীলং যস্যাঃ ইতি নিন্। আর্ষত্বাজ্জাত্যুপপদেঽপি নিন্। সাধ্বর্থে বা। যদ্বা বহতীতি বাহঃ সিংহ এব বাহঃ সিংহবাহঃ। ততঃ প্রশংসায়াং মত্বর্থীয় ইন্ বহুব্রীহেরর্থপ্রতিপত্তিকরত্বা-ভাবাৎ। মুনয়শ্চ ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ সন্তঃ এনাং তুষ্টুবুঃ স্তুতবন্তঃ। ভক্ত্যা ভাবেন নম্রা আত্মা মনঃ মূর্ত্তয়ো দেহাশ্চ যেষাম্। এতেন কায়িকবাচিকমান-সিকতৎপ্রবণত্বমুক্তম ॥ ৩৫ ॥

তাহাতে লোক সকল ক্ষুভিত হইল। সমুদ্রসমূহ কম্পিত হইতে লাগিল। পৃথিবী প্রচলিত হইলেন এবং পর্ব্বত সকলও কাঁপিয়া উঠিল ॥৩৪

তদ্দর্শনে দেবতা সকল সেই সিংহবাহিনী দেবীকে বলিলেন, "তোমার জয় হউক।" এবং মুনিগণও ভক্তিনম্রহৃদয়ে প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ।
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ॥ ৩৬॥
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ।
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ॥ ৩৭॥
স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়ত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্॥ ৩৮॥

দৃষ্ট্বেতি। তেঽমরারয়ঃ মহিষাদয়োঽসুরাঃ সমস্তং ত্রৈলোক্যং সংক্ষুব্ধং ব্যাকুলীভূতং দৃষ্ট্বা উদায়ুধাঃ উদ্যতাস্ত্রাঃ সন্তঃ সমুত্তস্থুঃ উদ্যোগং কৃতবন্তঃ দেবোদ্যমাশঙ্কয়েতি ভাবঃ। কীদৃশাঃ সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাঃ সন্নদ্ধানি কৃতসন্নাহানি অখিলানি সমগ্রাণি সৈন্যাণি যেষাং তে॥ ৩৬॥

আঃ ইতি। মহিষাসুরঃ আঃ এতৎ কিমিতি ক্রোধাৎ আভাষ্য ত্বরয়া সম্যগনুক্ত্বা অশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ বেষ্টিতঃ সন্ তং শব্দম্ অভি আভিমুখ্যেন অধাবত অভিলক্ষীকৃত্যেতি বা। আ ইত্যব্যয়ং কোপাবিষ্কারে বর্ত্ততে। আস্ত স্যাৎ কোপপীড়য়োরিত্যমরঃ॥ ৩৭॥

স দদর্শেতি। ততঃ শব্দাভিমুখগমনানন্তরং স মহিষাসুরঃ তাং দেবীম্ অতি প্রকাশমানাং দদর্শ ইতি শ্লোকদ্বয়েনান্বয়ঃ। কীদৃশীং ত্বিষা কান্ত্যা ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ব্যাপ্তং লোকত্রয়ং ভূরাদি যয়া পাদাক্রান্ত্যা পাদয়োরাক্রমণেন নতা নম্রীকৃতা ভূর্যয়া। কিরীটেন মুকুটেন উল্লিখিতং ঘৃষ্টমম্বরম্ আকাশং যয়া আকাশস্যামূর্ত্তত্বেনোল্লেখনাসম্ভবাৎ সর্ব্বব্যাপিত্বাচ্চ অত্যুচ্চতাখ্যমেব তাৎপর্য্যম্। যদ্বা অম্বরং মহর্লোকঃ সম্ভবপরত্বাৎ। ধনুর্জ্যানিস্বনেন চাপারূঢ়মৌর্ব্বীশব্দেন

এদিকে অসুরবর্গ সমস্ত ত্রৈলোক্য সংক্ষুব্ধ হইতেছে দেখিয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন॥ ৩৬

তখন মহিষাসুর ক্রোধভরে আঃ! ইহা কিসের শব্দ! এইরূপ বলিতে বলিতে সমস্ত অসুরগণে পরিবৃত হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্যে ধাবিত হইল॥ ৩৭

তদনন্তর সে সেই দেবী ভগবতীকে দেখিতে পাইল। তাঁহার লাবণ্যপ্রভায় ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, পাদভরে ধরাতল নিম্ন হইতেছে এবং শীর্ষস্থ কিরীট গগনতল স্পর্শ করিতেছে॥ ৩৮

ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্জ্যানিস্বনেন তাম্ ।
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতাম্ ॥ ৩৯ ॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্ ।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥ ৪০ ॥
মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ ।
যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥ ৪১ ॥

ক্ষোভিতানি চঞ্চলীকৃতানি সমগ্রাণি পাতালানি যযা । নির্বিসর্গো নিস্বনশব্দঃ নের্গদনদস্বনহস ইতি লক্ষণস্মরণাৎ । যদ্যপি জ্যাশব্দেনৈব মৌর্ব্বী উচ্যতে তথাপি ধনুঃশব্দোপাদানং আরূঢ়ত্ববোধায । তথাচ সাহিত্যদর্পণম—ধনুর্জ্যাদিষু শব্দেষু শব্দাস্ত ধনুরাদয়ঃ আরূঢ়ত্বাদিবোধাযেতি । এবমন্যত্রাপি । ভুজ-সহস্রেণ সমন্ততঃ সর্ব্বতো দিশো ব্যাপ্য সম্যক্ স্থিতাম্ । অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা রণে ইতি যামলম্ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

তত ইতি । ততস্তদনন্তরং তযা সহ সুরদ্বিষাম্ অসুরাণাং যুদ্ধং প্রববৃতে প্রবৃত্তম্ । কৈঃ শস্ত্রাস্ত্রৈঃ শস্ত্রং হিংসাসাধনং খড়্গাদি অস্ত্রং ক্ষেপণীয়ং হিংসা-সাধনং শরাদি ইতি ধাত্বর্থানুসারাদ্ভেদঃ । যদ্বা শস্ত্রং লৌহং তন্ময়ৈরস্ত্রৈঃ শস্ত্রমাযুধলৌহযোরিতি কোষঃ । বহুধা বহুপ্রকারেণ ক্ষিপ্তৈঃ । কীদৃশম্ আদীপিতং দিগন্তরং আ সম্যক্ দীপিতানি প্রকাশিতানি দিগন্তরাণি যত্র যুদ্ধে । ক্ষেপণক্রিযাবিশেষণং বা ॥ ৪০ ॥

সৈন্যসংখ্যাং দর্শয়তি মহিষেতি । মহিষাসুরস্য সেনানীঃ সর্ব্বসৈন্যাধিপঃ চিক্ষুরাখ্যঃ চিক্ষুরনামা মহাসুরঃ অসুরশ্রেষ্ঠঃ চামরশ্চামরাখ্যঃ সর্ব্বসেনাধিপঃ ইতি চকারার্থঃ চত্বারি হস্ত্যশ্বরথপাদাতরূপাণ্যঙ্গানি যস্য তাদৃশেন বলেন

তাঁহার ধনুষ্টঙ্কারশব্দে সমস্ত পাতাল ক্ষোভিত হইতেছে । তিনি আবিষ্কৃত-ভুজসহস্র দ্বারা দিক্ সকল আচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৯

তদনন্তর সেই দেবীর সহিত ঐ অসুরদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল । উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে দিগন্তর আলোকময় হইয়া উঠিল ॥ ৪০

মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর এবং চামর অপরাপর সেনানায়কগণের সহিত ও চতুরঙ্গবলের মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪১

রথানামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ।
অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ ॥ ৪২ ॥
পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ।
অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্ব্বাস্কলো যুযুধে রণে ॥ ৪৩ ॥
গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ।
বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত ॥ ৪৪ ॥
বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ।
যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ ॥ ৪৫ ॥

সৈন্যেনান্বিতোঽনুগতঃ। অন্যৈরপি প্রধানভূতৈরসুরৈঃ সহ যুযুধে সর্ব্বসেনাধিপতিত্বাৎ সর্ব্বে সেনাপতয়োঽপি তযোরেব পশ্চাৎ যযুরিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

রথেতি। উদগ্রনামা মহাসুরঃ রথানাং ষড়্ভিরযুতৈঃ ষষ্টিসহস্রৈঃ সহ অন্বিত ইতি পূর্ব্বোক্তমনুষঞ্জনীয়ং বা এবমুত্তরত্রাপি অযুধ্যত মহাহনুনামা অসুরঃ রথানামিত্যনুষঞ্জনীয়ম্ উপক্রান্তবশাৎ অযুতানাং সহস্রেণ রথকোট্যা সহ অযুধ্যত ॥ ৪২ ॥

পঞ্চাশদ্ভিরিতি। অসিলোমা অসিলোমাখ্যঃ অসয় ইব লোমান্যস্য স মহাসুরঃ রথানাং পঞ্চাশদ্ভির্নিযুতৈঃ পঞ্চকোটিভিঃ সহ যুযুধে। বাস্কলনামা মহাসুরঃ রথানাম্ অযুতানাং ষড়্ভিঃ ষষ্টিলক্ষৈঃ সহ রণে যুযুধে ॥ ৪৩ ॥

গজবাজীতি। পরিবারিতঃ পরিবারিতনামা অনেকৈরসংখ্যৈঃ গজবাজিসহস্রাণাং বৃন্দৈঃ রথানাং কোট্যা চ বৃতঃ সন্ তস্মিন্ যুদ্ধেঽযুধ্যত ॥ ৪৪ ॥

বিড়ালাক্ষেতি। বিড়ালস্য অক্ষিণী অস্যেতি ব্যুৎপত্তিঃ। দুর্দ্ধরো দুর্ম্মুখশ্চৈব

উদগ্র নামক মহাসুর ষষ্টিসহস্র রথ এবং মহাহনু নামক অসুর কোটিসংখ্যক রথ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪২

অসিলোমা নামক মহাসুর পঞ্চকোটি রথ এবং বাস্কল ষষ্টিলক্ষ রথ লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৩

পরিবারিত নামা অসুরপ্রধান সহস্র সহস্র গজাশ্বাদি এবং এক কোটি রথ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪৪

বিড়ালাক্ষ নামক সেনাপতি পঞ্চাশৎ কোটি রথে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল ॥ ৪৫

অন্যে চ তত্রাযুতশো রথনাগহয়ৈর্বৃতাঃ।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ॥ ৪৬॥
কোটিকোটিসহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা।
হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ॥ ৪৭॥
তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুষলৈস্তথা।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ॥ ৪৮॥

বিড়ালনয়নোঽপরঃ ইতি বামনপুরাণদর্শনাৎ। সমকারককবর্গদ্বিতীয়যুক্তঃ পাঠো হেয়ঃ অমূলকত্বাৎ। অথশব্দশ্চার্থঃ। বিড়ালাক্ষোঽসুরশ্চ রথনাং পঞ্চাশদ্ভির-যুতৈঃ পঞ্চভির্বৃন্দৈঃ পরিবারিতঃ বেষ্টিতঃ তত্র সংযুগে যুদ্ধে যুযুধে॥ ৪৫॥

অন্যে ইতি। তত্র যুদ্ধে অন্যে চ যে মহাসুরাঃ অসুরশ্রেষ্ঠা রক্তবীজাদয়ঃ তে অযুতশো অনেকাযুতরথহস্তিতুরগৈর্বৃতাঃ দেব্যা সহ যুযুধুঃ যুযুধিরে। রথাদিষু প্রত্যেকম্ অযুতান্বয়ো বা বীপ্সার্থং শস্প্রত্যয়করণাৎ॥ ৪৬॥

ইতি সেনাপত্যানুযায়িনাং সংখ্যাং প্রদর্শ্য মহিষাসুরানুযায়িনাং তু সংখ্যা অশক্যৈবেত্যাহ কোটীতি। তত্র যুদ্ধে মহিষাসুররথানাং কোটিকোটিসহস্রৈঃ তথাশব্দশ্চার্থঃ দন্তিনাং গজানাং চ কোটিকোটিসহস্রৈঃ হয়ানাঞ্চ কোটিকোটি-সহস্রৈর্বৃতো বেষ্টিতোঽভূৎ। পরার্দ্ধপারে গণনায়া অশক্যত্বাৎ অপরিমিতমেব। সংখ্যানিয়মমাহ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্। একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতন্তথা। লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্বুদমেব চ। বৃন্দং খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমমিতি। এবং সহস্রকোট্যা পূরয়িত্বা পুনঃ কোট্যা পূরণে পরার্দ্ধসংখ্যা ভবতি। তদেবং রথাদীনাং প্রত্যেকং পরার্দ্ধ-সংখ্যতয়া অপরিমিতত্বম্॥ ৪৭॥

তোমরৈরিতি। যুদ্ধং বর্ণয়তি কেচিদিত্যাত্তরেণান্বয়ঃ। কেচিদসুরাঃ তোমরৈঃ

অন্যান্য প্রধান প্রধান অসুর সকলও অযুত অযুত রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল॥ ৪৬

মহিষাসুর স্বয়ংও কোটি কোটি সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল॥ ৪৭

অসুরগণের মধ্যে কেহ তোমর লইয়া কেহ ভিন্দিপাল লইয়া কেহ শক্তি

কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে।
দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ ॥ ৪৯ ॥
সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা।
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী ॥ ৫০ ॥
অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।
মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী ॥ ৫১ ॥

সর্ব্বলাদিভিঃ দেব্যা সহ যুযুধুঃ যুযুধিরে কেচিৎ ভিন্দিপালৈঃ হস্তক্ষেপণীয়-শরৈঃ কেচিত্তু শক্তিভিঃ শল্যৈঃ কেচিন্মুষলৈঃ কেচিৎ খড়্গৈঃ কেচিৎ পরশুভিঃ কেচিৎ পট্টিশৈঃ। তত্র মুষলপট্টিসৌ মহাপট্টিসভল্লবান্ গুরুপূকমুসলমিতি ভট্টি-ভাষাসমাবেশদর্শনাৎ দন্ত্যসকারযুক্তৌ মুশলপট্টিশপাশকপাশ ইতি তালব্য প্রসঙ্গে উষ্মভেদদর্শনাৎ তালব্যযুক্তৌ চ। শাব্দিকনৃসিংহস্তু মুশলং মুষলং মূর্দ্ধণ্যযুক্তমপ্যাহ ॥ ৪৮ ॥

কেচিদিতি। কেচিদসুরাঃ শক্তীশ্চিক্ষিপুঃ ক্ষিপ্তবন্তঃ। কেচিচ্চ পাশাংশ্চিক্ষিপুঃ। তথা অপরে অসুরাঃ খড়্গপ্রহারৈস্তাং দেবীং হন্তুং প্রচক্রমুঃ প্রচক্রমিরে আরব্ধবন্তঃ। আর্ষ আত্মনেপদাভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

সাপীতি। জগন্মাতৃত্বাৎ সর্ব্বত্র সাম্যেন প্রথমহননযুক্তমিতি। ততস্তেষাং প্রহারানন্তরং সাপি চণ্ডিকা ক্রোধবতী দেবী ক্রীড়নপরা তানি শস্ত্রাণি চ লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ ছিন্নবতী। সর্ব্বপ্রাণৈঃ প্রহারাভাবাল্লীলয়েত্যুক্তম্ অত এব শব্দোপাদানঞ্চ। নিজানি অসাধারণানি শস্ত্রাস্ত্রাণি বর্ষিতুং শীলং যস্যাঃ ॥ ৫০ ॥

অনায়স্তেতি। ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু তান্ জঘান অপীত্যাহ। সা দেবী

লইয়া কেহ মুষল লইয়া কেহ খড়্গ লইয়া কেহ বা পরশু ও পট্টিশ লইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪৮

কেহ কেহ শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা পাশাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অন্যান্য অসুরগণ খড়্গাঘাতে দেবীকে সংহার করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল ॥ ৪৯

কিন্তু দেবী নিজ শস্ত্রাস্ত্র বর্ষণ করিয়া অসুরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ঐ সকল অস্ত্র অবলীলাক্রমেই ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

দেবতা ও ঋষি সকল দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী ভগবতীও

সোঽপি ক্রুদ্ধো ধুতসটো দেব্যা বাহনকেশরী।
চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষ্বিব হুতাশনঃ ॥ ৫২ ॥
নিশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা।
ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৫৩ ॥

অনায়স্তাননা অবিকৃতমুখী সতীতানাযাসং দ্যোতযতি। অসুরদেহেষু শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি চ মুমোচ। অসুরদেহেষ্বিত্যনেনাব্যর্থপ্রহারিত্বমুক্তম্। যত ঈশ্বরী সর্ব্বশক্তিযুক্তা সুরাশ্চ ঋষযশ্চ তৈঃ স্তূযমানা। আযস্তং বিকৃতে ক্ষিপ্তে ক্লিশিতে কুপিতে হত ইতি কোষঃ ॥ ৫১ ॥

সোঽপীতি। সোঽপি দেব্যাঃ বাহনকেশরী বাহনরূপঃ সিংহঃ ক্রুদ্ধঃ সন্ অসুরসৈন্যেষু চচার। কুত্র ক ইব বনেষু হুতাশনো বহ্নিরিব। দৃষ্টান্তদ্বারা স্পর্শমাত্রেণ অসুরহননমুক্তম্ শাক্যবিংশতিনিবেশকেশরা ইতি তালব্যপ্রকরণে পুরুষোত্তমশভেদাৎ কেশরী তালব্যবান্ সবিতৃকিসলযকেসরসহা ইতি উষ্মভেদাৎ কেসরো দন্ত্যবাংশ্চ তদ্‌যোগাৎ কেশরী। স কীদৃক্ ধুতাঃ কম্পিতাঃ সটাঃ স্কন্ধলোমানি যেন সঃ সটা জটাকেশরযোরিতি মেদিন্যাং দন্ত্যাদৌ পাঠাৎ সটা দন্ত্যাদিঃ সটি অংশ ইতি ধাতুঃ তালব্যবতীতি নবসিংহঃ ॥ ৫২ ॥

নিশ্বাসানিতি। রণে যুধ্যমানা অম্বিকা যান্ নিশ্বাসান্ মুমুচে ত্যক্তবতী ত এব নিশ্বাসাঃ সদ্যস্তৎক্ষণমেব শতসহস্রশো গণাঃ প্রমথাঃ সম্ভূতাঃ অনেনাপ্রতিহতেচ্ছত্বং সূচিতম্ স্বস্বসামগ্রীসহিতা এব জাতা ইতি জ্ঞেয়ম্ উত্তরত্র যুদ্ধবাদ্যক্রিয়াকথনাৎ ॥ ৫৩ ॥

প্রসন্নবদনে সেই অসুরগণের প্রতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

দেবীর বাহন সেই সিংহও ক্রোধে সটা সঞ্চালন করিতে করিতে বনমধ্যে হুতাশনের ন্যায় অসুরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৫২

অম্বিকা যুদ্ধ করিতে করিতে যে নিশ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিলেন, তাহা হইতে সদ্য শতসহস্র বীরগণ উৎপন্ন হইলেন ॥ ৫৩

হিন্দু-সুহৃদ্।

১ম ভাগ] সন ১৩০১ আষাঢ় [৯ম খণ্ড।

শ্রীমদ্ভাগবতরহস্য।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ আর্য্যজাতির মহত্তম ও প্রাচীনতম গ্রন্থ। ইহা আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান শাস্ত্র। যেরূপ পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, নদী সকলের মধ্যে গঙ্গা, বৃক্ষ সকলের মধ্যে বটবৃক্ষ, প্রাণিসমূহের মধ্যে সিংহ, ঋষিগণের মধ্যে ভৃগু, দেববৃন্দের মধ্যে ইন্দ্র, মণিসকলের মধ্যে কৌস্তুভ এবং বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ ও জ্যোতিষ্ক সকলের মধ্যে সূর্য্য, তদ্রূপ শাস্ত্রসকলের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত। কথিত আছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদবিভাগ ও পুরাণেতিহাস সংগ্রহ এবং বেদার্থনির্ণায়ক ব্রহ্মসূত্র প্রণয়নের অনন্তর একদা যথানিয়মে যথাবিধানে ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া চিত্তের অশান্তি নিবন্ধন তল্লাভের উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেদব্যাস তদাগমনে পরমানন্দিত হইয়া তাঁহাকে পাদ্যার্ঘ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে তিনি বেদব্যাসের চিত্তের অশান্তির কারণ অবগত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মুনিবর! আপনি যথাবিধানে বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন। ভবৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনাও অনুষ্ঠিত হয় নাই, এরূপ নহে; পরন্তু আপনি পুরাণেতিহাসে বেদার্থও আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি আপনার চিত্ত অশান্তি ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ কেবল সম্যক্ প্রকারে ভগবল্লীলাবর্ণনের অভাব। যদিও আপনি পুরাণ সকলে ও ইতিহাসে ঈশ্বরাবতার সকলের গুণও চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সকলে শ্রীভগবানের লীলা সম্যক্ বর্ণিত হয় নাই, অতএব ভগবল্লীলাবর্ণনপ্রধান মহাপুরাণ প্রণয়ন করুন। উহাতে তদ্বর্ণনের সহিত বেদবেদান্তের রহস্যও পরিব্যক্ত করুন। যদিও আপনি তদ্বিষয় অবগতই

আছেন, তথাপি আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়াই বলিতেছি. তাহা হইলেই আপনার চিত্ত শান্তি লাভ করিতে পারিবে। লোকোপকারার্থ আপনার এই বিষয়টিরই প্রয়োজন হইয়াছে।” তদনুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমাধিস্থ হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের ইতিবৃত্ত।

আর্য্যজাতির বেদান্তশাস্ত্র সমগ্র শিক্ষিত ভূমণ্ডলেই সম্মানিত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের পণ্ডিতগণের ত কথাই নাই। সুদূর সমুদ্রপারবর্ত্তী পাশ্চাত্যপ্রদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীও উহার যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, স্কোপেনহাউয়ার, স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ যাবজ্জীবন বেদান্তেরই আলোচনা করিয়া ছিলেন।

“ In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life ; it will be the solace of my death.—Schopenhauer.

“ It is impossible to read the Vedanta without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same fountain with the sages of India. ”

—Sir William Jones.

“ We feel constrained to bend the knee, before that philosophy, and to see in this cradle of the human race the native land of the highest philosophy.”—Victor Cousin.

“ It cannot be denied that the early Indians possessed a knowledge of the true God ; all their writings are replete with sentiments and expressions, noble, clear, and severely grand, as deeply conceived and reverentially expressed as in any human language in which men have spoken of their God.” —Audogain.

“ Even the loftiest philosophy of the Europeans, the realism of reason, as it is set forth by Greek philosophers, appears, in comparison with the abundant light and vigour of Oriental idealism, like a feeble promethean spark in the full flood of heavenly glory of the noonday sun, faltering and feeble, and ever ready to be extinguished.”

——Fredrick Schlegel.

আর্য্য উপাসকসম্প্রদায় বহু শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে বৈদিক উপাসক সম্প্রদায় প্রধানতঃ পাঁচটি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ পাঁচ সম্প্রদায় যথা শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব। উক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে শাক্ত সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই অধিক। সমগ্র ভারতবর্ষের বৈষ্ণব গণনা করিলে শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়। শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বৈরভাব বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় রাজস ও তামস ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু শাক্তগণ ঐ দুই ভাবের অত্যন্ত পক্ষপাতী। উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর বিরোধের কারণও বোধ হয়, উহাই। বৈষ্ণবগণ সুযোগ পাইলে শাক্তগণের নিন্দা করিতে পশ্চাৎপদ নহেন, কিন্তু শাক্তগণের বৈষ্ণবনিন্দা কিছু অতিরিক্ত। বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রের আশ্রয়ে শাক্তগণের হীনতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগের প্রবল শাস্ত্র সকলের মূলেই কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা করেন। বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত। শাক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্যই স্বীকার করিতে চাহেন না। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বেদবেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত। শাক্তগণ ঐ শ্রীমদ্ভাগবতকে আর্ষগ্রন্থ বলিয়াও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত আর্ষগ্রন্থ কি না, এই বিচার উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবত অনেক আর্ষগ্রন্থের শীর্ষস্থানীয়। অন্য গ্রন্থের কথা দূরে থাকুক, রচনার উদ্দেশ্য অনুসারে বিচার করিলে, শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আসন পাইবার যোগ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম পুরাণ। পুরাণ সকল মহর্ষি বেদব্যাসের রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। তদনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতকেও মহর্ষি বেদব্যাসের রচিতই বলিতে হয়। শাক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত বা মহর্ষি বেদব্যাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, প্রচলিত দেবী ভাগবতই অষ্টাদশ পুরাণের একখানি পুরাণ; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণই নহে। কেহ বা শ্রীমদ্ভাগবতকে উপপুরাণের মধ্যে গণনা করিতে চাহেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উহা উপপুরাণও নহে; উহা বোপদেবের রচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ।

এই শেষোক্ত কথাটি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেবের সমসাময়িক হেমাদ্রির রচিত গ্রন্থে বোপদেবকৃত গ্রন্থসহের,

নির্দ্দেশ আছে। নির্দ্দিষ্ট তালিকার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের নামগন্ধও নাই। বিশেষতঃ যে গ্রন্থে ঐ তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থও আবার বোপদেবের রচিত গ্রন্থেরই টীকা। বোপদেবের রচিত গ্রন্থখানিও আবার শ্রীমদ্ভাগবতেরই টীকাবিশেষ বা তৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধবিশেষ। এতদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত যে বোপদেবের রচিত নহে, তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক বোধ হয় না। তারপর আরও অনেক কথা আছে। হেমাদ্রি চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি নামে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ঐ গ্রন্থে নিজ বাক্যের পোষণার্থ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমাদ্রি নিজকৃত ধর্ম্মগ্রন্থের পোষণার্থ আর্যবাক্যের উদ্ধার না করিয়া সম-সাময়িক বোপদেবের গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। রচনার পারিপাট্যবিশেষ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদব্যাসের রচনা নয় এবং বোপদেবের রচনা বলাও নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয়। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রচনা যে একরূপই হইবে, এ কথা কে বলিয়া দিল? আবার বোপদেবের কোন্ গ্রন্থের রচনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের রচনার ঐক্য দেখিয়া তাঁহারা ঐ প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। বিষয়ের গুরুত্ব বিচার করিলে, যে শ্রীমদ্ভাগবত, নিজগৌরবে মহাভারত অপেক্ষা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করিতে চাহেন, সেই শ্রীমদ্‌ভাগবতকে বোপদেবের রচিত কাব্য বলিয়া বিবেচনা করাও কি মূর্খের কার্য্য বা বাতুলের ব্যবহার নহে? রচনাগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দ্বারা রচয়িতার অনুমান অভ্রান্ত হইবে, এরূপ স্থির করা নির্ব্বোধের কার্য্য। এই পৃথিবীর অনেক গ্রন্থকারের এমন অনেক গ্রন্থই দেখা যায়, যাহার একখানিকে উক্ত গ্রন্থকারের রচিত বলিলে, অপর খানিকে তাঁহার বলিয়া স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না।

শ্রীমদ্‌ভাগবত যে উপপুরাণ বা কাব্য নহে, ইহার প্রভূত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী অদ্বৈতগুরু শঙ্করাচার্য্য স্বরচিত সহস্র-নামভাষ্যমধ্যে এবং চতুর্দ্দশমতবিবেক নামক গ্রন্থমধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। আবার তদ্রচিত গোবিন্দাষ্টকে যে বস্ত্রহরণ-লীলা স্বীকৃত হইয়াছে, এক শ্রীমদ্‌ভাগবতই তাহার মূল। শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থেই উক্ত লীলার নামগন্ধও নাই। শঙ্করাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী হনুমৎ ও চিৎসুখ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ যে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা

করিয়াছেন, তাহা কি কখন বোপদেবের রচিত অনার্ষ গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে? আর্য্যশাস্ত্র সাগরস্বরূপ। আর্য্যধর্ম্মের ন্যায় ভূরিগ্রন্থ আর কোন ধর্ম্মেই প্রাপ্ত হইয়া যায় না। ঐ অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের যেরূপ সমাদর, তাদৃশ সমাদর অপর কোন গ্রন্থেরই দেখা যায় না। স্থানে স্থানে পাঠের প্রচলন ও টীকাকারের সংখ্যা গণনা দ্বারা ঐ সমাদরের সিদ্ধান্ত করা যায়। যেস্থানেই অষ্টাদশ পুরাণ পঠিত হয়, সেই স্থানেই শ্রীমদ্ভাগবত পঠিত হইয়া থাকে। আবার যেস্থানে একখানি পুরাণ পাঠ হইবে, সেস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতই পাঠ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য না থাকিলে, অথবা তৎসম্বন্ধে সংশয় থাকিলে, অবশ্যই তাহার অন্যথাও হইত। আর এক কথা, নারদীয় পুরাণে যে একটি অষ্টাদশ পুরাণের অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতীয় অনুক্রমণিকাটি প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থেই সঙ্গত হইতে পারে না। এটিও যদি শ্রীমদ্ভাগবতের অক্ষুণ্ণ প্রামাণ্য সংস্থাপন না করে, তবে আর কিছুরই দ্বারাই কাহারও প্রামাণ্য সংস্থাপিত হইতে পারিবে না। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচলিত টীকা সকলের উল্লেখ করিয়া আমরা এই উপক্রমণিকার উপসংহার পূর্ব্বক প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচলিত টীকা ও প্রবন্ধ সর্ব্বসমেত ১৩৪ খানি।

১ অমৃততরঙ্গিণী, ২ আত্মপ্রিয়া, ৩ কৃষ্ণপদী ৪ চৈতন্যচন্দ্রিকা, ৫ জয়মঙ্গলা, ৬ তত্ত্বপ্রদীপিকা, ৭ তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, ৮ তাৎপর্য্যপ্রদীপিকা, ৯ ভগবল্লীলাচিন্তামণি, ১০ রসমঞ্জরী, ১১ শুকপরীক্ষা, ১২ আনন্দতীর্থকৃত ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয়, ১৩ তাৎপর্য্যপ্রদীপিকা, ১৪ প্রবোধিনী, ১৫ জনার্দ্দন ভট্টকৃত টীকা, ১৬ বরদাচার্য্যপুত্রনরহরিকৃত টীকা, ১৭ শ্রীনিবাসকৃত প্রকাশ, ১৮ কল্যাণরায় কৃত তত্ত্বদীপিকা, ১৯ কৃষ্ণভট্টকৃত টীকা, ২০ কৌরসাধুকৃতটীকা ২১ গোপালচক্রবর্ত্তিকৃত টীকা, ২২ চূড়ামণিচক্রবর্ত্তিকৃত অন্বয়বোধিনী, ২৩ নরসিংহাচার্য্যকৃত ভাবপ্রকাশিকা, ২৪ নৃহরিকৃত তাৎপর্য্য দীপিকা, ২৫ নারায়ণকৃতচক্রবর্ত্তী, ২৬ ভেদবাদিকৃত টীকা, ২৭ যদুপতিকৃত টীকা, ২৮ বল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনী, ২৯ বিজয়ধ্বজতীর্থকৃত পদরত্নাবলী, ৩০ বিঠলকৃত টীকা, ৩১ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী, ৩২ বিষ্ণুস্বামিকৃত টীকা, ৩৩ বীররাঘবকৃত ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা, ৩৪ ব্রজভূষণকৃত টীকা, ৩৫ শিবরামকৃত ভাবার্থদীপিকা, ৩৬ শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকা, ৩৭ কেশবদাসকৃত

ভাবার্থদীপিকা-স্নেহপূরণী, ৩৮ শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত টীকা, ৩৯ সত্যাভিনব-তীর্থকৃত টীকা, ৪০ সুদর্শনসূরিকৃত টীকা, ৪১ হরিভানুশুক্লকৃত ভাগবতপুরাণার্কপ্রভা, ৪২ মহেশ্বরকৃত ভাগবতচূর্ণিকা, ৪৩ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভ, ৪৪ গিরিধরকৃত বালপ্রবোধিনী, ৪৫ হনুমদ্ভাষ্য, ৪৬ বাসনাভাষ্য, ৪৭ সম্বন্ধোক্তি, ৪৮ বিদ্বৎকামধেনু, ৪৯ শুকহৃদয়, ৫০ পরমহংসপ্রিয়, ৫১ রামকৃষ্ণকৃত ভাগবতকৌমুদী, ৫২ সদানন্দকৃত ভাগবতপদ্যত্রয়ী-ব্যাখ্যান ৫৩ জয়রামকৃত ভাগবতপুরাণপ্রথমশ্লোকটীকা, ৫৪ মধুসূদনসরস্বতীকৃত ভাগবতপুরাণাদ্যশ্লোকত্রয়টীকা, ৫৫ বংশীধরশর্ম্মকৃত শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যপদ্য-ব্যাখ্যাশতক, ৫৬ ভগবল্লীলাকল্পদ্রুম, ৫৭ বালকৃষ্ণদীক্ষিতকৃত সুবোধিনী, ৫৮ সনাতন গোস্বামিকৃত বৈষ্ণবতোষণী, ৫৯ বাসুদেব কৃত বুধরঞ্জিনী, ৬০ বল্লভাচার্য্যকৃত ভাগবততত্ত্বদীপ, ৬১ বল্লভাচার্য্যকৃত ভাগবততত্ত্বনিবন্ধ, ৬২ পীতাম্বরকৃত ভাগবততত্ত্বদীপপ্রকাশাবরণভঙ্গ, ৬৩ পুরুষোত্তমকৃত ভাগবত-নিবন্ধযোজনা, ৬৪ বিঠলদীক্ষিতকৃত নিবন্ধবিবৃতিপ্রকাশ, ৬৫ শ্রীজীবগোস্বামি-কৃত লঘুতোষণী, ৬৬ বল্লভাচার্য্যকৃত অনুক্রমণিকা, ৬৭ বেদস্তুতিব্যাখ্যা, ৬৮ একাদশস্কন্ধতাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, ৬৯ রাধাচরণগোস্বামিকৃতদীপিকাদীপন, ৭০ সর্ব্বোপ-কারিণী, ৭১ ব্রহ্মানন্দভারতীকৃত একাদশস্কন্ধসার, ৭২ শিবসহায়কৃত ভাগবতা-শঙ্কানিরাবরণমঞ্জরী, ৭৩ বোপদেবকৃত অনুক্রম, ৭৪ বোপদেবকৃত মুক্তাফল, ৭৫ বোপদেবকৃত হরিলীলা, ৭৬ সুদর্শনী, ৭৭ মুনিপ্রকাশিকা, ৭৮ প্রহর্ষণী, ৭৯ বোধিনীসার, ৮০ মাধবীয, ৮১ বামনী, ৮২ একনাথী, ৮৩ শ্রীজীবগোস্বামি-কৃত ষট্সন্দর্ভ, ৮৪ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত সর্ব্বার্থসংবাদিনী, ৮৫ শিবপ্রকাশ-সিংহকৃত ভাগবততত্ত্বভাস্কর, ৮৬ রাধামোহন শর্ম্মকৃত ভাগবততত্ত্বসার, ৮৭ কেশবশর্ম্মকৃত ভাগবতদশমস্কন্ধকথাসংগ্রহ, ৮৮ অভিনবকালিদাস-কৃত ভাগবতচম্পূ, ৮৯ অক্ষযশাস্ত্রীকৃত ভাগবতচম্পূ, ৯০ চিদম্বরকৃত ভাগবত-চম্পূ, ৯১ রঘুনাথকৃত ভাগবতচম্পূ, ৯২ শ্রীরূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃত, ৯৩ শ্রীসনাতনগোস্বামিকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত, ৯৪ মন্ত্রভাগবত, ৯৫ তন্ত্রভাগবত, ৯৬ বিষ্ণুপুরীকৃত ভক্তিরত্নাবলী, ৯৭ বিষ্ণুপুরীকৃত ভাগবতামৃত, ৯৮ শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃতভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ৯৯ কবিকর্ণপূরকৃত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, ১০০ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত গোপালচম্পূ, ১০১ ভাগবতপুরাণক্রোড়পত্র, ১০২ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণতত্ত্বসংগ্রহ, ১০৩ প্রিয়াদাসকৃত ভাগবত-পুরাণপ্রকাশ, ১০৪ ভাগবতপুরাণপ্রসঙ্গদৃষ্টান্তাবলী, ১০৫ বিশ্বেশ্বরনাথকৃত

ভাগবতপুরাণপ্রামাণ্য, ১০৬ ভাগবতপুরাণবন্ধন, ১০৭ ভাগবতপুরাণবৃহৎ-সংগ্রহ, ১০৮ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণভাবার্থদীপিকাপ্রকরণক্রম-সংগ্রহ, ১০৯ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণভাবার্থদীপিকাসংগ্রহ, ১১০ ভাগবতপুরাণভূষণ, ১১১ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণমঞ্জরী, ১১২ ভাগবত-পুরাণমহাবিবরণ, ১১৩ অনুপনারায়ণকৃত ভাগবতপুরাণসূচিকা, ১১৪ পুরুষোত্তমকৃত ভাগবতপুরাণস্বরূপবিষয়কশঙ্কানিরাস, ১১৫ ভাগবত-পুরাণানুক্রমণিকা, ১১৬ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণাশয়, ১১৭ বৃহদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য, ১১৮ লঘুভাগবতমাহাত্ম্য, ১১৯ বৃন্দাবনগোস্বামিকৃত ভাগবত-রহস্য, ১২০ গণেশকৃতভাগবতাদিতোষিণী, ১২১ ভাগবতশ্রুতিগীতা, ১২২ ভাগবতসংক্ষেপব্যাখ্যা, ১২৩ ভাগবতসংগ্রহ, ১২৪ ভাগবতসপ্তাহানু-ক্রমণিকা, ১২৫ গোবিন্দবিদ্যাবিনোদকৃত ভাগবতসার, ১২৬ ভাগবতসার-সংগ্রহ, ১২৭ ভাগবতসারসমুচ্চয়, ১২৮ ভাগবতসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ১২৯ ভাগবত-স্তোত্র, ১৩০ ভাগবতামৃতকণিকা, ১৩১ ভাগবতাষ্টক, ১৩২ ভাগবতোৎপল, ১৩৩ ভাগবতাদিতন্ত্র, ১৩৪ রামাশ্রয়কৃত দুর্জ্জনমুখচপেটিকা।

ক্রমশঃ

ভক্তিসূত্রম্।

প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে ॥ ৫৩

উহা পাত্রবিশেষে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫৩

ঐ প্রেম অনির্ব্বচনীয় হইলেও উহার এমনই একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, প্রেমিকের সংসর্গে প্রেম আপনা হইতেই হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সংক্রামক রোগ সকল যেরূপ রুগ্নের সংসর্গেই অলক্ষিতভাবে দেখা দেয়, কাব্যগত রস যেরূপ রসিকসংসর্গেই অন্তরে অলক্ষ্যে আবির্ভূত হয়, প্রেমও তদ্রূপ প্রেমিকসঙ্গে অলক্ষ্যভাবে ধীরে ধীরে হৃদয়প্রদেশ অধিকার করিয়া থাকে ॥ ৫৩

গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্ ॥ ৫৪

উহা গুণরহিত, কামনারহিত, প্রতিক্ষণে বর্দ্ধমান, অবিচ্ছিন্ন ও সূক্ষ্মতর অনুভবস্বরূপ ॥ ৫৪

ঐ প্রেম প্রাকৃত গুণ ও প্রাকৃত কামনার সম্পর্কশূন্য। উহা নিত্যনূতন-ভাবে পরিবর্দ্ধিতভাবে আস্বাদিত হইতে থাকে। উক্ত প্রেমধারার বিচ্ছেদ নাই। উহা অতিসূক্ষ্ম অনুভবস্বরূপ আত্মধর্ম্ম। আত্মাতেই উহার প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ৫৪

তৎ প্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব চিন্তয়তি ॥ ৫৫

প্রেমিকের প্রেম ভিন্ন অন্য অবলোকনের শ্রবণের বা চিন্তনের বিষয় নাই। প্রেমিক যাহা কিছু দর্শন, শ্রবণ বা চিন্তা করেন, তাহাই প্রেমময দেখেন, শুনেন ও বোধ করেন। প্রেমই প্রেমিকের একমাত্র আলোচ্য বিষয। তাঁহার চক্ষুতে তাঁহার মনে তাঁহার জ্ঞানে সংসারই প্রেমের প্রতিচ্ছবি ॥ ৫৫

গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্ত্তাদিভেদাদ্বা ॥ ৫৬

গুণভেদে বা আর্ত্তাদি ভেদে গৌণী ভক্তি ত্রিবিধা ॥ ৫৬

ভক্তি প্রধানতঃ দ্বিবিধা ;—মুখ্যাভক্তি ও গৌণীভক্তি। তন্মধ্যে গৌণী ভক্তি আবার সত্ত্বাদি গুণভেদে অথবা আর্ত্তাদি ভেদে ত্রিবিধা উক্ত হইযা থাকে। ঐ ত্রিবিধা গৌণী ভক্তি যথা,—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী অথবা অর্থার্থিপ্রযোজ্যা, আর্ত্তিপ্রযোজ্যা এবং জিজ্ঞাসুপ্রযোজ্যা। অধিকার ভেদে এই প্রকার ভক্তির ভেদ হয। যিনি যাদৃশ অধিকারী তদনুষ্ঠিতা ভক্তিও তাদৃশী। যিনি সাত্ত্বিক অধিকারী তিনিই জিজ্ঞাসু ভক্ত। যিনি রাজস অধিকারী তিনিই আর্ত্ত ভক্ত। আর যিনি তামস অধিকারী তিনিই অর্থার্থী ভক্ত। ৫৬

উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বা শ্রেয়ায় ভবতি ॥ ৫৭

উত্তরোত্তরবর্ত্তিনী ভক্তি হইতে পূর্ব্বপূর্ব্বা ভক্তি শ্রেয়স্করী ॥ ৫৭

তামসী ভক্তি হইতে রাজসী ভক্তি এবং রাজসী ভক্তি হইতে সাত্ত্বিকী ভক্তি উৎকৃষ্টা। ত্রিবিধা ভক্তিই শ্রেয়স্করী হইলেও তামসী হইতে রাজসীর এবং রাজসী হইতে সাত্ত্বিকীর অপেক্ষাকৃত শ্রেয়স্করত্ব জানিতে হইবে। উক্ত ত্রিবিধ ভক্তের ত্রিবিধ চেষ্টার পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। অর্থার্থী তামস ভক্ত অর্থকামনাতেই ভগবানে ভক্তি করেন। ঐ কামিত অর্থের অভাব না হইলে, তিনি ভগবানে ভক্তি করিতেন কি

না সন্দেহ। অধিকন্তু তল্লাভে অহঙ্কার জন্মিলে, তাঁহার আর ভগবানকে স্মরণই থাকে না। আর্ত্ত ভক্তেরও আর্ত্তি ব্যতিরেকে ভক্তি হয় না। বিপদে না পড়িলে আর তিনি ভগবানকে ডাকেন না, ইহা সত্য, কিন্তু বিপদ হইতে মুক্তিলাভের পর তাঁহার অহঙ্কারোৎপত্তির সম্ভাবনা অতি অল্প। বিশেষতঃ তদবস্থায় তিনি নিজের হীনতা অনুভব করিয়া শ্রীভগবানেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার আর কখনই ভগবদ্বিস্মৃতি ঘটে না। এইরূপে অর্থার্থী হইতে আর্ত্তের উৎকর্ষ বুঝা যায়। জিজ্ঞাসু ইহাঁদিগের উভয় হইতেই উৎকৃষ্ট। অর্থার্থী ও আর্ত্তের ভক্তির মূলে সম্পূর্ণ স্বার্থ পরিদৃষ্ট হয়; জিজ্ঞাসুর তাহা হয় না। আর্ত্ত ও অর্থার্থী সকাম ভক্ত; জিজ্ঞাসু নিষ্কাম ভক্ত। জিজ্ঞাসু আত্ম-যাথাত্ম্য জ্ঞানের নিমিত্তই শ্রীভগবানে ভক্তি করেন। জিজ্ঞাসুর ভক্তি ভগবানের জন্য ভগবানকেই জানিবার জন্য। জিজ্ঞাসুর ভক্তির মূলে আপনার ক্ষুদ্রত্ব ও ভগবানের মহত্ত্ব দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত ভক্তদ্বয়েরও তাহা না হয়, এরূপ নহে; কিন্তু উহাঁদিগের শ্রীভগবান হইতে অতিরিক্ত তৎপ্রসাদসুখ ভোগের অভিলাষ বিদ্যমান থাকে। জিজ্ঞাসুর তাহা থাকে না। জিজ্ঞাসু শ্রীভগবান হইতে অতিরিক্ত কিছু অভিলাষ করেন না। অতএব জিজ্ঞাসুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৫৭

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ ॥ ৫৮

অন্য সাধন অপেক্ষা ভক্তিরূপ সাধনেই ভগবান সুলভ হয়েন ॥ ৫৮

যিনি শ্রীভগবানকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তের পক্ষে শ্রীভগবান যেরূপ সুলভ, অন্যের পক্ষে তিনি সেরূপ সুলভ নহেন। এই ভগবানের প্রাপ্তিসাধন ভক্তিও অপরাপর সাধন অপেক্ষা সুলভ অর্থাৎ সুকর। ভক্তি ভিন্ন অন্য সাধন ভগবানের নিকটেই গমন করিতে পারে না। কিন্তু ভক্তি ভগবানকে ভক্তের নিকটবর্ত্তী করিয়া দেয়। ভক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা। এই কারণেই ভক্তিতে ভগবান সুলভ হয়েন। আবার অন্যান্য সাধনে বিঘ্নাশঙ্কা আছে, ভক্তিতে তাহা নাই। ভক্তি একবারমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই সত্বরই হউক বা বিলম্বেই হউক, ভগবৎপ্রাপ্তিফল উৎপাদন করিবেই করিবে। অন্য মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, ভক্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ভক্তির অনুষ্ঠানও অত্যন্ত সহজ। একমাত্র ভগবানের নাম

আশ্রয় করিলেই যথেষ্ট। ভগবন্নামই সাধককে ভক্তির চরম অবস্থায় লইয়া যাইতে ভগবানকে ভক্তের আয়ত্ত করিয়া দিতে সমর্থ। ঐ নামের আশ্রয়েও অধিকার অনধিকার বিচার নাই। সুতরাং ভক্তির ন্যায় সুলভ সাধনও আর নাই ॥ ৫৮

প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ ॥ ৫৯

ভক্তি নিজের সৌলভ্য প্রকাশে প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করেন না। ভক্তি স্বয়ং নিজ সৌলভ্যে প্রমাণ ॥ ৫৯

সত্য বটে, ভগবান জীবকে মুক্তি পর্য্যন্ত দেন, কিন্তু ভক্তি সহজে দেন না, এরূপ শাস্ত্র আছে; কিন্তু তথাপি ভক্তির সৌলভ্যে প্রমাণান্তরের অনুসন্ধান করিতে হয় না। উক্ত শাস্ত্রবাক্য সকল অপরাধীর পক্ষে। যাঁহারা তাঁহার নামের প্রতি সেবার প্রতি ভক্তির প্রতি অপরাধী, তাঁহারাই মুক্তি পর্য্যন্ত পাইতে পারেন, কিন্তু উক্ত অপরাধের ক্ষয় না হইলে, ভক্তিলাভ করিতে পারেন না। যাঁহার অপরাধ নাই, তিনি একবারমাত্র যে কোন ভাবেই হউক, শ্রীভগবানের নামকে আশ্রয় করিতে পারিলেই ভক্তিলাভে কৃতার্থ হইবেন। আবার যিনি অপরাধী, তাঁহাকেও হতাশ্বাস হইতে হইবে না; কারণ, তিনিও ঐ নামের শরণাপন্ন হইলেই অপরাধবিমুক্তিতে ভক্তির উদয়ে চরিতার্থ হইতে পারিবেন ॥ ৫৯

শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ ॥ ৬০

ভক্তির শান্তিরূপত্ব এবং পরমানন্দরূপত্বও তৎসৌলভ্যে হেতু ॥ ৬০

ভক্তি ভিন্ন সাধন সকল চিত্তকে অশান্তির ক্ষেত্র করিয়া তুলে। চিত্তে শান্তির অভাবে সুখেরও উদয় হয় না। ভক্তি কিন্তু সেরূপ নহে; ভক্তির আবির্ভাবে—স্বয়ং শান্তিস্বরূপা ও আনন্দরূপা ভক্তির অভ্যুদয়ে চিত্ত আপনা হইতেই শান্তিনিকেতন হইয়া ভগবৎপ্রেমানন্দে নিমগ্ন হয় ॥ ৬০

লোকহানৌ চিন্তা ন কার্য্যা নিবেদিতাত্মলোকবেদত্বাৎ ॥ ৬১

ভক্তিতে আত্মা, লোক ও বেদ সকলই শ্রীভগবানে নিবেদিত হয়, অতএব যদি ভক্তির অনুষ্ঠানে লোকহানি হয়, তজ্জন্য চিন্তা করিতে হইবে না ॥ ৬১

যিনি ভক্তির গাঢ়তার সহিত আত্মাকে, সংসারকে ও শাস্ত্রকে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে আর লোকাপেক্ষা করিতে হয় না। তিনি লৌকিক ব্যবহার রক্ষা না করিলে—তিনি লোকমর্য্যাদা রক্ষা না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, তিনি তৎকালে লোকাতীত প্রদেশেই অবস্থান

করিতেছেন। তিনি লোকবহির্ভূত; তাঁহার অলৌকিক আচারে লোকের কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। ৬১

ন তদসিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু ফলত্যাগস্তৎ-সাধনঞ্চ কার্য্যমেব ॥ ৬২

কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত ভক্তির দৃঢ়তা না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত লোক-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। ততদিন পর্য্যন্ত লৌকিক ব্যবহারের অনুবর্ত্তনে যথোক্তবিধানে সাধন সকলের অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য ॥ ৬২

ভক্তির অধিকারী ত্রিবিধ,—স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। স্বনিষ্ঠ অর্থাৎ স্বাশ্রমস্থ অধিকারী ফলোদয় পর্য্যন্ত নিষ্কামভাবে স্বাশ্রমবিহিত অহিংস্র কর্ম্ম সকল আচরণ করিতে থাকিবেন। যিনি আশ্রমে অবস্থিত ও প্রতিষ্ঠাশালী পরিনিষ্ঠিত ভক্ত, তিনি লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ভক্তির প্রাধান্য রক্ষা পূর্ব্বক তদনুষ্ঠানেই রত থাকিবেন। আর যিনি শ্রীহরি-নিরত নিরপেক্ষ ভক্ত, তিনি কেবল মানসেই শ্রীভগবানের অর্চ্চনাদি করি-বেন, এ সংসারের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার বা ত্যাগ করিবার পক্ষে তিনি কোন বিধি বা নিষেধের অপেক্ষা করিবেন না। তিনি এরূপ করিলে, তাঁহার বা সংসারের কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ॥৬২

স্ত্রীধননাস্তিকচরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্ ॥ ৬৩

স্ত্রীসঙ্গ, ধনলোভ ও নাস্তিকের সংসর্গ ভক্তিসাধনে বর্জনীয়। উহাদিগের বিষয় শ্রবণও কর্ত্তব্য নহে ॥ ৬৩

অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্ ॥ ৬৪

অভিমান এবং দম্ভ প্রভৃতিও পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ৬৪

তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্ ॥ ৬৫

ভক্ত নিখিল কর্ম্মই শ্রীভগবানে অর্পণ করিবেন। এমন কি, কামনা বা ক্রোধ প্রভৃতিরও যদি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তাহাও তাঁহাতেই করিবেন ॥ ৬৫

ত্রিরূপভঙ্গপূর্ব্বকং নিত্যদাস্যনিত্যকান্তাভজনাত্মকং প্রেম কার্য্যং প্রেমৈব কার্য্যম্ ॥ ৬৬

ভগবৎপ্রেমিক সংসারের কুত্রাপি প্রেম করিবেন না। তিনি ভগবান্

ভিন্ন আর কাহাকেও নিজের প্রেমের পাত্র দেখিবেন না। তাঁহার প্রেম কেবল শ্রীভগবানেই অর্পিত হইবে। তিনি কেবল শ্রীভগবৎ-প্রেমেই প্রেমিক হইবেন। তিনি আপনাকে নিত্য ভগবদ্দাস বিবেচনা করিয়া প্রভু শ্রীভগবানেই প্রেম করিবেন। তাঁহার ঐ প্রেম আপনাকে কান্তা ও শ্রীভগবানকে কান্ত ভাবিয়াই করিতে হইবে। ইহাই প্রেমের উৎকৃষ্ট ভাব। এই ভাবেই শ্রীভগবানে প্রেম কর্ত্তব্য॥ ৬৬

ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ॥ ৬৭

একান্ত ভক্তই মুখ্য॥ ৬৭

যাঁহাদিগের প্রেমের পাত্র শ্রীভগবান ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না, সেই একান্তভক্তই মুখ্য ভক্ত॥ ৬৭

কণ্ঠাবোরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ
পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ॥ ৬৮

যাঁহারা ঈদৃশ প্রেমিক, ভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে যাহাদিগের রোমাঞ্চ, অশ্রু ও কণ্ঠাবরোধ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা কুলের সহিত আপনাকে ও পৃথিবীকে পবিত্র করেন॥ ৬৮

তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি সুকর্ম্মীকুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি সচ্ছাস্ত্রীকুর্ব্বন্তি শাস্ত্রাণি॥ ৬৯

তাঁহারাই তীর্থকে পবিত্র, কর্ম্মকে বিশুদ্ধ ও শাস্ত্র সকলকে সার্থক করেন॥ ৬৯

তন্ময়াঃ॥ ৭০

তাঁহারা শ্রীভগবানে তন্ময় হইয়া সংসারকেই তন্ময় দর্শন করেন। তাঁহারা সর্ব্বভূতেই ভগবদ্ভাব দর্শন করেন। তাঁহারা নিখিল সংসারকেই ভগবদাশ্রিত দেখেন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে দিক্ সকল সুখময় হইয়া উঠে॥ ৭০

মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি॥ ৭১

তাঁহাদিগের প্রেমে পিতৃলোক, দেবলোক ও ভূলোক সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েন। তাদৃশ পুত্রপৌত্রাদিকে দর্শন করিয়া পিতৃলোক অমৃত হইবেন বলিয়া আমোদিত হয়েন। তাদৃশ ভগবদ্ভক্তকে দর্শন করিয়া দেবতাগণ

আপনাদিগের অম্বিকাবের মঙ্গল ভাবিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। এবং তাদৃশ সাধুর সমাগমে নিখিল ভূতই শান্তিসুখসাগরে নিমগ্ন হয়েন ॥ ৭১

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ ॥ ৭২

ভগবৎপ্রেমিক সাধুগণের ভেদদৃষ্টি থাকে না। তাঁহারা জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়াদিতে সকলকেই সমান দেখেন ॥ ৭২

যতস্তদীয়াঃ ॥ ৭৩

কারণ, তাঁহারা সকলকেই শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আপনার বলিয়াই ভাবিয়া থাকেন। তাঁহাদের পর নাই ॥ ৭৩

বাদো নাবলম্ব্যঃ ॥ ৭৪

ভগবদ্ভক্তিতে বৃথাবাদ অর্থাৎ কুতর্ক একান্ত বর্জ্জনীয় ॥ ৭৪

বাহুল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাৎ ॥ ৭৫

বাদ ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া জীবনের অপব্যয় ঘটায়। বিশেষতঃ তর্কের ব্যবস্থা নাই ॥ ৭৫

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।" বিশ্বাস ভিন্ন তত্ত্বনির্ণয় হয় না। কেবল কুতর্কে যে সময় নষ্ট হইবে, সেই সময়ে ভগবানের শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে চরিতার্থ হইতে পারা যায়। অতএব কুতর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে ভজনা করাই উচিত ॥ ৭৫

ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বোধককর্ম্মাণি করণীয়াণি॥ ৭৬

সদা ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা ও তদনুমোদিত ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠানই জীবের কর্ত্তব্য ॥ ৭৬

সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষমাণে ক্ষণার্দ্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্ ॥ ৭৭

মানবের জীবন একেই পরিমিত। তাহার আবার অধিকাংশই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ক্ষণার্দ্ধপরিমিত কালও সুখাদিচেষ্টায় বৃথা অপব্যয় করা উচিত নহে ॥ ৭৭

অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়াস্তিক্যাদিচারিত্র্যাণি পরিপালনীয়ানি ॥ ৭৮

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া ও আস্তিক্য প্রভৃতি যমনিয়মাদি অবশ্য পালনীয় ॥ ৭৮

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবানেব ভজনীয়ঃ ॥ ৭৯

অন্য চিন্তা পবিহার পূর্ব্বক সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানেরই ভজনা কবিবে ॥ ৭৯

স কীর্ত্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্ ॥ ৮০

ভগবান সঙ্কীর্ত্তিত হইয়া শীঘ্রই ভক্তেব হৃদযে আবির্ভূত হযেন এবং ভক্তকে তদীয স্বরূপ অনুভব করাইযা থাকেন ॥ ৮০

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী ॥ ৮১

ত্রিসত্য শ্রীভগবানেব ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ৮১

গুণমাহাত্ম্যাসক্তিরূপাসক্তিপূজাসক্তিস্মরণাসক্তিদাস্যাসক্তি-সখ্যাসক্তিবাৎসল্যাসক্তিকান্তাসক্ত্যাত্মনিবেদনাসক্তিতন্ময়াসক্তি-পরমবিরহাসক্তিরূপৈকধাপ্যেকাদশধা ভবতি ॥ ৮২

শ্রীভগবানেব ভক্তি এক হইযাও অবস্থাভেদে একাদশ প্রকার হইযা থাকেন। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাব গুণ ও মাহাত্ম্যে আসক্তি জন্মে। তদনন্তর তাঁহাব রূপে আসক্তি জন্মিযা থাকে। পবে ঐ সকল রূপগুণাদির স্মবণে আসক্তি হয। এই কযেকটি আসক্তি পববর্ত্তী চাবিটি ভাবেই সমানভাবে পবিদৃষ্ট হইযা থাকে। উক্ত ভাবচতুষ্টয যথা, দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্য-ভাব ও কান্তাভাব। সকল ভাবেই আত্মনিবেদন, তন্ময়তা ও পরমবিবহ দৃঢ়সম্বন্ধ ॥ ৮২

ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একমতাঃ কুমার-ব্যাস-শুক-শাণ্ডিল্য-গর্গ-বিষ্ণু-কৌণ্ডিল্য-শেষোদ্ধবারুণি-বলি-হনূমদ্বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৮৩

লোকবাদনির্ভয কুমার, ব্যাস. শুক, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিল্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি. হনুমান্ ও বিভীষণ প্রভৃতি ভক্ত্যাচার্য্য সকল একবাক্যে ভক্তির এইরূপ স্বরূপলক্ষণাদি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৮৩

য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি

শ্রদ্ধত্তে স ভক্তিমান্ ভবতি স শ্রেষ্ঠং লভতে স শ্রেষ্ঠং লভতে ইতি ॥ ৮৪

যিনি এই নারদপ্রোক্ত মঙ্গলজনক অনুশাসনে বিশ্বাস করেন, তিনি প্রিয়তম শ্রীহরিকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮৪

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তং ভক্তিসূত্রং সম্পূর্ণম্।

আমার জীবনবৃত্ত।

গোপকুমার বলিলেন, মাথুরোত্তম, আমি বিশ্রান্তি তীর্থে স্নান করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলাম। এই গোবর্দ্ধনের চতুস্পার্শ্বে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। তৎকালে গোদুগ্ধই একমাত্র আমার আহার হইয়াছিল। আমি যখন অরণ্যমধ্যে ও যমুনাপুলিনে বিচরণ করিতাম, আমার পূর্ব্ব বন্ধুগণও সেই সকল স্থানে গোচারণ করিতেন, কিন্তু কেহই আমাকে দেখিতে পাইতেন না। আমি সর্ব্বদাই নিজ অভীষ্ট মন্ত্র জপে নিরত থাকিতাম। এইরূপে কিছুদিন অতিক্রম করিলাম। অশান্ত চিত্তে শান্তি পাইলাম না। পুনর্ব্বার জগন্নাথ দর্শনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম। চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। ভগবান পুরুষোত্তম প্রতিনিয়তই স্মৃতিপটে সমুদিত হইতে লাগিলেন। মন কোন ক্রমেই প্রবোধ মানিল না। পুনর্ব্বার জগন্নাথ দর্শনার্থ উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে গঙ্গাতটে কতকগুলি স্বধর্ম্মাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলাম। তাঁহারা সকলেই নানাশাস্ত্রজ্ঞ। তাঁহাদিগের মুখে শুনিলাম, ঊর্দ্ধদেশে অন্তরীক্ষে স্বর্গনামে এক স্থান আছে। ঐ স্থানে দেবতা সকল বাস করিয়া থাকেন। উহার চতুর্দ্দিক সতত বিমানাবলী দ্বারা সুশোভিত থাকে। ঐ স্থানে জরা মরণ রোগ শোক প্রভৃতির লেশমাত্রও নাই। উহা সর্ব্বতোভাবে দুঃখভয়াদি-বিবর্জ্জিত ও মহাসুখকর স্থান। বিশেষ পুণ্যের বলেই লোকে ঐস্থান প্রাপ্ত হয়েন। জগদীশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্র ঐ স্থানের রাজা। যদিও পাতাল-

পুরী নামে আরও এক অতি সুখকর স্থান আছে বটে, কিন্তু উহা স্বর্গের সদৃশ সুখকর স্থান নহে। স্বর্গ পাতাল অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। স্বর্গে সাক্ষাৎ জগদীশ্বর অদিতিনন্দনরূপে বিরাজিত আছেন। স্বর্গের সকলই অদ্ভুত। স্বর্গে উপেন্দ্র ও ইন্দ্রের বিচিত্র লীলা। উপেন্দ্র সেই স্থানে নিজ বাহন গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অসুরসংহার পূর্ব্বক সুরগণ-মনোহারী কতই অদ্ভুত লীলা করিয়া থাকেন। ইন্দ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াও নিরন্তর তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

সেই ব্রাহ্মণগণের প্রমুখাৎ এই প্রকার স্বর্গবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত তদ্দর্শনে আকুলিত হইল। আমি তদনুসারে স্বর্গপ্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্ববৎ নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অত্যল্পকাল-মধ্যেই স্বর্গ হইতে এক বিচিত্র বিমান আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি সানন্দচিত্তে তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে উপনীত হইলাম। স্বর্গে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বে গঙ্গাতীরস্থ রাজান্তঃপুরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত যেরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছিলাম, সুরগণাবৃত সচ্চিদানন্দ-সান্দ্র সেই শ্রীবিগ্রহই সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। দেখিলাম, ভগবান গরুড়-স্কন্ধে দিব্যসিংহাসনে সমারূঢ়। দেবর্ষি নারদ সুমধুর বীণা বাদন পূর্ব্বক সম্মুখভাগে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন। আমি তদ্দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া দূর হইতেই দণ্ডবৎ পতিত হইলাম। তখন ভগবান অনুগ্রহ সূচক সুস্নিগ্ধ বাক্যে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, অয়ে গোপনন্দন, তোমার দণ্ডপ্রণামের প্রয়োজন নাই। তুমি নির্ভয়ে আমার নিকটে আগমন কর। আমি কিন্তু হঠাৎ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে সাহস করিলাম না। তখন জগদীশ্বরের নির্দ্দেশানুসারে মহেন্দ্র-প্রেরিত ত্রিদশগণ আসিয়া আমাকে সাদরে লইয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। পরে পরমরমণীয় নন্দনকানন আমার বাসস্থল নির্দিষ্ট হইল। নিখিল দিব্য দ্রব্যই আমার ভোগ্য হইল। অবস্থার কথা কি বলিব, সুখের অবধি নাই। প্রতিদিন মহেন্দ্রের সহিত ভগবান উপেন্দ্রের অর্চ্চনা করি, এবং ইন্দ্রভোগ্য যথেষ্ট ভোগসামগ্রী উপভোগ পূর্ব্বক স্বর্গের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াই। স্বর্গ অতীব সুখকর স্থান। কোথাও ভয়, শোক, রোগ, মৃত্যু, গ্লানি, আর্ত্তি বা জরাদির লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। যদিও কোথাও কোথাও স্পর্দ্ধাদি কোন কোন দোষ দেখা যাইত, সুখের সহিত

তুলনায় আমি তাহা গণনাই করিতাম না। বিশেষতঃ জগদীশ্বরের সন্দর্শনরূপ তাদৃশ সুখের নিকট আর কিছুই লক্ষ্য হইত না। মহেন্দ্র প্রতিদিন সেই জগদীশ্বরকে ভ্রাতৃভাবে, ঈশ্বরভাবে ও নিজ আশ্রয়স্বরূপে অর্চনা করেন। তদ্দর্শনে আমি মনে মনে শতক্রতুকে ধন্য বিবেচনা করিতে লাগিলাম। মহেন্দ্র জগদীশ্বরপ্রসাদলব্ধ ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া স্বর্গবিভূতি দ্বারা পরমানন্দে স্বয়ং শ্রীজগদীশ্বরের পূজা করেন, আমারও কি ঐরূপ সৌভাগ্য হইবে যে, আমিও ঐরূপে তাঁহার পূজা করিব, অন্তরে ঈদৃশ অভিলাষ জন্মিল। তদবধি সঙ্কল্প করিয়া নিজ ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলাম।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, একদা শুনিলাম, ত্রিদশেশ্বর বলপূর্ব্বক কোন মুনিপত্নীর সতীত্ব হরণ করিয়া লজ্জায় ও শাপভয়ে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন। দেবতারা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও অমরনাথকে প্রাপ্ত হইলেন না। ত্রৈলোক্য অরাজক হইল। স্বর্গে ও মর্ত্তে নানাবিধ উপদ্রব ঘটিতে লাগিল। তখন বৃহস্পতিপ্রেরিত দেবগণ শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে আমাকেই ইন্দ্রের পদে অভিষিক্ত করিলেন। অদিতি প্রভৃতি দেবমাতৃগণও তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। আমি এইপ্রকারে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া দেবমাতা অদিতি, শচীদেবী, দেবগুরু বৃহস্পতি ও গৌতমাদি ঋষি সকলের যথোচিত সম্মাননা সহকারে ত্রিলোক পালন করিতে লাগিলাম। আমার সুশাসনে ত্রিলোকীমধ্যে বিষ্ণুভক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রচারিত হইল। আমি স্বয়ংও ঐ বিষ্ণুভক্তির প্রভাবে পূর্ব্ববৎ অকিঞ্চনভাবেই নন্দনকাননে অবস্থান করিতে লাগিলাম। অকৃতজ্ঞ হইবার আশঙ্কায় যাহার প্রভাবে আমার এই অভাবনীয় ঐশ্বর্য্য, সেই স্বীয় ইষ্টমন্ত্রজপ একদিনের জন্যও পরিত্যাগ করিলাম না। তাহারই ফলে, এই ব্রজভূমির প্রতি আগ্রহও আমার ক্ষণেকের নিমিত্ত অপগত হইল না। স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও ব্রজভূমির বিরহে দিন দিন কাতর হইতে লাগিলাম। জগদীশ্বর আমার এই ভাব অবলোকন করিয়া আমাকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। যাহাই হউক, আমি তদবস্থাতেই কালযাপন করিতেছি, হঠাৎ একদিন জগদীশ্বর উপেন্দ্রও আমার নয়নের অবিষয় হইলেন। শুনিলাম, শ্রীবিষ্ণু বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অদর্শনে নীলাচলে প্রভু জগন্নাথের

জন্য মন কাঁদিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আবার জগদীশ্বরের দর্শন পাইলাম। তাঁহার দর্শন লাভে চিত্তও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার অদর্শনও ঘটিতে লাগিল। কখন শুনি, তিনি শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছেন, আবার কখন শুনি, তিনি ধ্রুবলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। এইরূপ জগদীশ্বরের দর্শনবিরহে দুঃখ এবং তাঁহার পুনরাগমনে সুখ পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—গোবিন্দ! নঃ রাজ্যেন কিং ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্? যেষাম্ অর্থে নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং তে ইমে আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ চ তথা এব চ পিতামহাঃ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ। মধুসূদন! মহীকৃতে কিং নু ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি (মাং) ঘ্নতঃ অপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি। জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ ॥ ৩২—৩৫ ॥

অনুবাদ—গোবিন্দ, আর আমাদিগের রাজ্যের প্রয়োজন নাই। আমাদিগের ভোগের এবং জীবনেরই বা প্রয়োজন কি? যাঁহাদিগের জন্য

রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করিতে হয়, তাঁহারই যখন—সেই সকল আচার্য্য, পিতৃস্থানীয, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধী সকলেই যখন—ধনের ও প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন, রাজ্যাদি কাহার জন্য? মধুসূদন, ইহাঁরা আমাকে বধ করিলেও আমি ইহাঁদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না। জনার্দ্দন, পৃথিবীর ত কথাই নাই, ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভ হইলেও আমি ইহাঁদিগকে সংহার করিতে পারিব না। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিলে, আমাদিগের কি সুখোদয় হইবে? ॥ ৩২—৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।—সমরে আত্মীয়বর্গের বধসাধন করিয়া কোন শুভাগমই দর্শন করিতেছি না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা সম্মুখসংগ্রামে নিহত হয়েন, তাঁহারা যোগীর ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল ভেদ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন। যাঁহারা নিহত হয়েন, তাঁহাদেরই সদ্গতি শ্রবণ করা যায়; যাঁহারা হনন করেন, তাঁহাদিগেরত সদ্গতি শ্রবণ করা যায় না। এই রূপে অনাত্মীয়ের হননেই যখন সদ্গতির শুভের সম্ভাবনা নাই, তখন আত্মীয়ের সংহারে যে শুভাগম হয় না, তাহার আর বক্তব্য কি? যদি বলেন, অদৃষ্ট শুভফল না থাকিলেও রাজ্যাদিলাভরূপ দৃষ্ট শুভফল আছে। আমার তাহাও নাই। যিনি রাজ্যাকাঙ্ক্ষী, তাহারই জয়লাভ শুভাগম বলিতে হইবে, আমার যখন রাজ্যাদিতে স্পৃহাই নাই, তখন তাহাতে কি শুভ হইবে, বুঝিতে পারি না। গোবিন্দ, তুমিত সকলই জান; আমার অভিপ্রায়ত তোমার অবিদিত নহে। আত্মীয় স্বজনকে সংহার করিয়া রাজ্যলাভ অপেক্ষা বনবাসই আমি শুভকর বিবেচনা করি। বিশেষতঃ যাহাদের জন্য রাজ্যাদি, তাহারাই যখন সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তখন সে রাজ্যাদিতেই বা প্রয়োজন কি? আমার এই অসাময়িক বৈরাগ্য বুঝিয়া যদি ইহারা আমাকে এই সমরাঙ্গণে-সংহার করে, সেও ভাল, তবুও আমি ইহাদিগকে সংহার করিতে পারিব না। পৃথিবীত তুচ্ছ কথা, ইহাদিগকে সংহার করিয়া যদি ত্রৈলোক্য-রাজ্য পাইতাম তথাপি আমি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিতাম না। সত্য বটে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাদিগকে অনেক কষ্টই দিয়াছে, কিন্তু তথাপি আমি তাহাদিগকে মারিয়া ইহলোকেও সুখী হইতে পারিব না, এবং পরলোকেও সুখী হইতে পারিব না। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিয়া রাজ্য-

ভোগ পাণ্ডবের পক্ষে সুখকর নহে। তার পর, ভ্রাতৃবধের পাপে নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী। তুমি পরমেশ্বর, সংহার তোমার স্বাভাবিক কার্য্য। দুর্বৃত্তগণের সংহার যদি একান্ত কর্ত্তব্য হইযা থাকে, তবে তুমি স্বয়ংই উহাদের সংহার কর। তোমার পাপও নাই, শোকও নাই ॥ ৩২—৩৫ ॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—আততাযিনঃ (অপি) এতান্ হত্বা (স্থিতান্) অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রযেৎ। তস্মাৎ বযং সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং নার্হাঃ। মাধব, স্বজনং হি হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ।—মাধব, যদিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আততায়ী, এবং আততায়ীর হননে দোষও শ্রবণ করা যায় না, তথাপি বান্ধবগণের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য বিবেচনা করি না। ইহাদিগের হননে পাপ অবশ্যম্ভাবী, এবং স্বজনগণকে বধ করিয়া সুখী হইবই বা কিরূপে? ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য।—লক্ষ্মীপতে, এরূপ অমঙ্গলজনক কর্ম্মে তুমি আমাকে প্রবৃত্ত করিও না। এই যুদ্ধ আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গলকর। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আততায়ী, এবং আততায়িবধে দোষ নাই, সত্য; কিন্তু দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি বান্ধবগণের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্রবর্গের সংহারে পাপত হইবেই হইবে। অধিক হউক, আর অল্পই হউক, যজ্ঞাদি ভিন্ন হিংসার পাপত অবশ্যম্ভাবী। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাপের ভয় করে না, তাহারা সকলই করিতে পারে তা বলিয়া আমি জানিয়া শুনিযা কিরূপে পাপে প্রবৃত্ত হইব। বিশেষতঃ আত্মীয়হননে ঐহিক সুখেরও মূলোচ্ছেদ হইবে। যাহাতে কোন শুভ ফল নাই, অথচ কুফল আছে, এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি বুদ্ধিমানের উচিত নহে ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয।—লোভোপহতচেতসঃ এতে যদ্যপি কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্র-দ্রোহে চ পাতকং ন পশ্যন্তি ॥ ৩৭

অনুবাদ।—ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লোভে হতবুদ্ধি হইযাছে বলিয়াই কুলক্ষয়-জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতকের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না॥ ৩৭

তাৎপর্য্য।—যদিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লোভ বশতঃ অন্ধ হইযা এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইযাছে, কুলক্ষয়ের দোষ ও বন্ধুবধের পাতকের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেছে না, এবং ভীষ্মাদিও তাহাদেরই অনুবর্ত্তী হইযাছেন, তথাপি আমরা তাহাতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তিরহিত হইয়া কিরূপে প্রবৃত্ত হইব। যুদ্ধ ক্ষত্রিযের ধর্ম্ম হইলেও উহাকে তৎপ্রবৃত্তিরহিত ক্ষত্রিযের পক্ষে ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। আমাদিগের যখন যুদ্ধে প্রবৃত্তিই নাই, তখন অনর্থক কুলক্ষয়কর দোষে বা বন্ধুবধজন্য পাপে লিপ্ত হইতে পারি না।

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥ ৩৮॥

অন্বয।—(তথাপি হে) জনার্দ্দন, কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্॥ ৩৮

অনুবাদ।—তথাপি জনার্দ্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিযাও আমরা কিরূপে এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে জানিব না?॥ ৩৮

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি অজ্ঞানাভিভূত, সে সকলই করিতে পারে। আমরা যখন কুলক্ষযে দোষ স্পষ্ট বুঝিতেছি, তখন জানিযা শুনিযাও কিরূপে ঐ ভীষণ পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না? শাস্ত্র সকল যাহাতে অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, তাহাতেই লোককে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। যাহাতে পদে পদে অমঙ্গল, তাহাতে কি কখন শাস্ত্র কাহাকেও প্রবৃত্ত করে?—কখনই নহে। যে যুদ্ধে আত্মীযবধ নাই, যে যুদ্ধে কুলক্ষয় হয না, সেই যুদ্ধই ক্ষত্রিযের ধর্ম্ম। আবার যে ক্ষত্রিয়ের রাজ্যাদির বাসনা নাই, কোন যুদ্ধই তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না। উপস্থিত যুদ্ধ আমার পক্ষে ধর্ম্ম নহে, পরন্তু অধর্ম্মই। অতএব আমি কোন ক্রমেই উহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। এ যুদ্ধ আপনারই উপযুক্ত। যেহেতু দুষ্টের দমন দ্বারা শিষ্টের পালন, আপনারই কর্ম্ম। ৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি। ধর্ম্মে নষ্টে (সতি) অধর্ম্মঃ কৃৎস্নম্ উত (অপি) কুলম্ অভিভবতি ॥ ৩৯

অনুবাদ।—কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে, অধর্ম্ম অবশিষ্ট কুলকে অভিভব করে ॥ ৩৯

তাৎপর্য্য।—যদি কোন কারণে কোন কুলের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে, সেই কুলের কুলপরম্পরা প্রাপ্ত ধর্ম্মও নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে ধর্ম্মের নাশ ঘটিলে, অধর্ম্ম আসিয়া সেই কুলের অবশিষ্ট বালকদিগকেও আক্রমণ ও অভিভূত করিয়া ফেলে, সুতরাং ঐ কুলের আর অভ্যুত্থান সম্ভব হয় না ॥ ৩৯

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।—(হে) কৃষ্ণ, অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি। বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীষু দুষ্টাসু (সতীষু) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে ॥ ৪০

অনুবাদ।—কৃষ্ণ, অধর্ম্মপ্রাবল্যে কুলস্ত্রী সকল ব্যভিচারিণী হয়, এবং স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে, কুলে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইতে থাকে ॥ ৪০

তাৎপর্য্য।—যে কুলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অধর্ম্মের প্রাবল্য হয়, সেই কুলের কামিনী সকলও হতবুদ্ধি হইয়া ভর্ত্তৃগণের প্রতি দোষ প্রদান পূর্ব্বক আপনারা ব্যভিচার পথ অবলম্বন করে। যে কুলের কুলকামিনী সকল এইরূপে ব্যভিচারিণী হয়, সেই কুলে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তিও অবশ্যম্ভাবিনী ॥ ৪০

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—কুলস্য সঙ্করঃ চ কুলঘ্নানাং নরকায় এব। এষাং পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (সন্তঃ) পতন্তি হি ॥ ৪১

অনুবাদ।—কুলের বর্ণসঙ্কর কুলঘ্নগণের নরকের নিমিত্তই হইয়া থাকে। কেবল তাঁহারাই নরকগামী হয়, এরূপ নহে; তাহাদিগের পিতৃলোকও পিণ্ডোদকাদির অভাব বশতঃ নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪১

তাৎপর্য্য।—সুগম।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—বর্ণসঙ্করকারকৈঃ কুলঘ্নানাম্ এতৈঃ দোষৈঃ জাতিধর্ম্মাঃ শাশ্বতাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ উৎসাদ্যন্তে ॥ ৪২

অনুবাদ।—কুলঘ্নগণের এই বর্ণসঙ্করকারক দোষ বশতঃ শাশ্বত জাতি ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম প্রভৃতি উৎসন্ন হইয়া যায় ॥ ৪২

তাৎপর্য্য।—সুগম।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—জনার্দ্দন, উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম ॥ ৪৩

অনুবাদ।—জনার্দ্দন, শুনিতে পাই, যে সকল মনুষ্যে কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহারা নিয়ত নরকেই বাস করিয়া থাকে ॥ ৪৩

তাৎপর্য্য।—পরিস্ফুট।

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়।—অহো বত! বয়ং যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ (তৎ) মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ ॥ ৪৪

অনুবাদ।—হায় কি দুঃখের বিষয়! আমরা তুচ্ছ রাজ্যসুখলোভে স্বজনগণের বিনাশে উদ্যত হইয়া কি মহাপাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি! ॥ ৪৪

তাৎপর্য্য।—বিশদ।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়।—যদি শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রং মাং রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

অনুবাদ।—আত্মীয় স্বজনের বধের অধ্যবসায়েই আমার যে পাপ

হইযাছে, আমি তাহাব প্রাযশ্চিত্ত করিতে পারিলাম না। অতএব এই অবস্থায, আমি অশস্ত্র, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যদি শস্ত্রধারণ পূর্ব্বক আমার বধসাধন করে, আমাব পক্ষে তাহাও শ্রেয়স্কব ॥ ৪৫

তাৎপর্য্য।—বিস্ফুট।

সঞ্জয উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতাযাং বৈযাসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সৈন্যদর্শনো নাম প্রথমোঽধ্যাযঃ ॥ ১॥

অন্বয।—শোকসংবিগ্নমানসঃ অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে সশরং চাপং বিসৃজ্য বথোপস্থে উপবিশৎ ॥ ৪৬

অনুবাদ।—সঞ্জষ বলিলেন, শোকসংবিগ্নচিত্ত অর্জ্জুন, এই কথা বলিয়া সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই সশবশবাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি উপবিষ্ট রহিলেন ॥ ৪৬

তাৎপর্য্য।—এই অধ্যাযে হিংসাশূন্য দযার্দ্রচিত্ত ব্যক্তিই আত্মজিজ্ঞাসু হযেন, অর্জ্জুনের দৃষ্টান্তে ইহাই প্রদর্শিত হইল। মহাভাগ অর্জ্জুন হিংসাবিমুখ করুণহৃদযে ভগবানকে নিজ অবস্থা জানাইলেন। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি যাহা বুঝিযাছেন, এবং তদনুসাবে যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য কি না, এই সংশয ভগবানই দূর করিবেন। তিনি ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিযা দিলেন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয, তাহা শ্রীভগবানই করিবেন। অন্যথা, তাঁহাব যদি যুদ্ধ ত্যাগই কর্ত্তব্য বলিযা স্থিব হইত, তাহা হইলে, বথে থাকিতেন না, যুদ্ধক্ষেত্রই পবিত্যাগ করিতেন। এতদ্বারা ধৃতবাষ্ট্রকেও বিদিত করা হইল যে, তিনি যেন অর্জ্জুনের তাদৃশ বৈমুখ্যে একান্ত বিশ্বস্ত না হযেন। কারণ, কৃষ্ণের ন্যায় অস্ত্রত্যাগ করিলেও এখনও অর্জ্জুন রণক্ষেত্র বা যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ৪৬

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ।
নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥ ৫৪ ॥
অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে।
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে ॥ ৫৫ ॥
ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ।
খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্ ॥ ৫৬ ॥
পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্।
অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধ্বা চান্যানকর্ষয়ৎ ॥ ৫৭ ॥

যুযুধুরিতি। তে গণাঃ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ দেব্যাঃ সামর্থ্যেনোপচিত-সামর্থ্যাঃ সন্তঃ পরশ্বাদিভিরসুরান্নাশয়ন্তো যুযুধুঃ যুযুধিরে ॥ ৫৪ ॥

অবাদয়ন্তেতি। কেচিৎ গণাঃ পটহান্ অবাদয়ন্ত লক্ষ্যন্তঃ। অপরে শঙ্খান্ তথা অন্যে মৃদঙ্গান্ অবাদয়ন্ত। তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে যুদ্ধমেব মহোৎসবঃ বীরাণাং হর্ষবর্দ্ধনত্বাৎ ॥ ৫৫ ॥

ততঃ ইতি। ততো গণজননানন্তরং দেবী ত্রিশূলাদিভিঃ শতশো মহাসুরান্ নিজঘান ॥ ৫৬ ॥

পাতয়ামাসেতি। দেবীতি যোজ্যম্। চকারাৎ অন্যান্ কাংশ্চিদসুরান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্ ঘণ্টাধ্বনিনা বিচেতসঃ কৃত্বা পাতয়ামাস। অন্যাংশ্চাসুরান্ পাশেন বদ্ধ্বা ভুবি অকর্ষয়ৎ আকৃষ্টবতী। আকর্ষযদিতি পাঠে অন্যেঽপি ধাতবঃ ক্বচিদিতি চুরাদিত্বাৎ লিঙ্ ॥ ৫৭ ॥

এবং দেবীর শক্তি দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের কেহ বা পরশু দ্বারা ও কেহ বা পট্টিস দ্বারা অসুরসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল ॥ ৫৪

দেবীর নিশ্বাস হইতে সমুৎপন্ন গণ সকলের কেহ শঙ্খ কেহ পটহ কেহ মৃদঙ্গ আর কেহ কেহ বা অপরাপর রণবাদ্য বাদন করিতে লাগিল ॥ ৫৫

তদনন্তর দেবী ত্রিশূল, গদা ও শক্তি বর্ষণ করিয়া এবং খড়্গাদি প্রহার করিয়া শত শত মহাসুর সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

দেবী ঘোর ঘণ্টারবে কত শত অসুরকে বিমোহিত করিয়া ভূমিতলে

কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈস্তথাপরে।
বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে ॥ ৫৮ ॥
বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুষলেন ভৃশং হতাঃ।
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি ॥ ৫৯ ॥
নিরন্তরাঃ শরৌঘেন কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে।
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দ্দনাঃ ॥ ৬০ ॥

কেচিদিতি। কেচিদসুরাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈঃ খড়্গধারাভিঃ দ্বিধাকৃতাঃ অর্থাদ্দেব্যা পাতযত্যনেনেতি পাতঃ যদ্বা তীক্ষ্ণৈঃ অত্যগ্রৈঃ খড়্গপ্রহারৈঃ অপরে গদয়া বিপোথিতাঃ হিংসিতাঃ সন্তঃ নিপাতেন নিপতনেন ভুবি শেরতে স্মেত্যাহং ছান্দসো বা লট্। যদ্বা গদযা যো নিপাতো হননং তেন বিপোথিতাঃ সুপাং সুবিতি ষষ্ঠ্যাঃ বা তৃতীয়া গদযা নিপাতেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

বেমুরিতি। কেচিদসুরা মুসলেন ভৃশমত্যর্থং হতাস্তাড়িতাঃ সন্তঃ রুধিরং রক্তং বেমুঃ বমন্তি স্ম ববমুরিতি বক্তব্যে ছান্দসো দ্বিলুক্ এত্বঞ্চ অস্য বকারস্য দন্ত্যত্বেন শশাদিত্বাৎ কেচিদোষ্ঠ্যত্বমপীচ্ছন্তি তদবহুসম্মতম্। কেচিদ্বক্ষসি শূলেন ভিন্না বিদীর্ণাঃ সন্তঃ ভূমৌ নিপাতিতাঃ অর্থাদ্দেব্যা ॥ ৫৯ ॥

নিরন্তরাঃ ইতি। কেচিৎ সেনানুকারিণঃ সেনামনু পশ্চাৎ কর্ত্তুং শীলং যেষাং তে সেনাগ্রে বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ। ত্রিদশার্দ্দনাঃ অসুরাঃ রণাজিরে রণাঙ্গনে শরৌঘেন বাণসমূহেন দেব্যেত্যাহং নিরন্তরাঃ নিরবকাশাঃ জর্জ্জরীকৃতাঃ সন্তঃ প্রাণান্ মুমুচুঃ তত্যজুঃ। শ্যেনানুকারিণ ইতি পাঠে শ্যেনঃ পক্ষিবিশেষঃ

নিপাতিত করিলেন এবং কত শত অসুরকে পাশবদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

কত শত অসুরকে তীক্ষ্ণধার খড়্গের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। তদীয় গদার আঘাতে কত অসুর ভূতলশায়ী হইল ॥ ৫৮

কেহ কেহ মুষল দ্বারা অতিমাত্র আহত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ বা শূল দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী হইল ॥ ৫৯

সমরে অগ্রগামী অসুর সকল নিরন্তর বাণবর্ষণে রণাঙ্গনে জর্জ্জরীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ৬০

কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে।
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ॥ ৬১ ॥
বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসুরাঃ।
একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধা কৃতাঃ ॥ ৬২ ॥
ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ ॥ ৬৩ ॥

তমনুকর্ত্তুং সদৃশীকর্ত্তুং শীলং যেষাং তে অতিবেগশালিন ইত্যর্থঃ। যদ্বা তমপি পশ্চাৎ কর্ত্তুম্। এতেন নিরুপমবেগা ইতি ভাবঃ। যদ্বা শ্যেনঃ শ্যেনকাখ্যো জন্তুবিশেষঃ সর্ব্বত্র কণ্টকাবৃতশবীবঃ তদনুকবণশীলাঃ নিরন্তবশরনিকর-বিদ্ধশবীরত্বাৎ। শ্যেনঃ পত্রিণি শব্দে চ ইতি অজয়ঃ ॥ ৬০ ॥

কেষাঞ্চিদিতি। দেব্যোক্ত্যাকম্। কেসাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্না দ্বৈধীকৃতাঃ তথা অপরে দৈত্যাঃ ছিন্না গ্রীবা যেষাং তে তথা বভুবুঃ। অন্যেষাং শিরাংসি পেতুঃ পতিতানি। অন্যে মধ্যে মধ্যদেশে বিদাবিতা বভুবুঃ ॥ ৬১ ॥

বিচ্ছিন্নেতি। অন্যে মহাসুবাঃ বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাঃ সন্তঃ উর্ব্ব্যাং পেতুঃ। বিচ্ছিন্নে জঙ্ঘে যেষাং তে তথা। অন্যে দেব্যা দ্বিধা কৃতাঃ দ্বিদলীকৃতাঃ সন্তঃ একবাহ্বক্ষিচরণাঃ একবাহ্বক্ষিচবণং যেষাং তে তথা শিবঃপ্রভৃতিপায়ুপর্য্যন্তং দ্বিদলীকৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

ছিন্নে ইতি। অর্দ্ধশ্লোকোঽয়ম্। অন্যে অসুরাঃ শিরসি ছিন্নে পতিতা অপি পুনরুত্থিতাঃ। কবন্ধোত্থানপরিমাণং প্রাচীনপন্থং পঠন্তি যথা—নাগানামযুতং তুবঙ্গনিযুতং সার্দ্ধং রথানাং শতম্। পত্তীনাং দশকোটয়ো নিপতিতা এবং কবন্ধা রণে। তেষাং কোটিনিপাতনর্ত্তনবিধৌ খেলচ্চলৎ খে শিরঃ তেষাং

কাহারও কাহারও বাহু ছিন্ন হইল। আবার কাহারও কাহারও গ্রীবা ছিন্ন হইল। কাহারও কাহারও মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কাহারও কাহারও মধ্যদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল ॥ ৬১

অনেক অসুরপ্রধান বিচ্ছিন্নজঙ্ঘা হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। সমরে কাহারও একটি হস্ত কাহারও একটি চক্ষু এবং কাহারও বা একটি চরণ ছিন্ন হইল। কেহ বা দেবী কর্ত্তৃক একবারেই দ্বিখণ্ডিত হইল ॥ ৬২

অনেক অসুর শিরশ্ছেদে ভূমিতলে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৬৩

কবন্ধা যুযুধুর্দ্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ।
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ ॥ ৬৪ ॥
কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ ॥ ৬৫ ॥

কোটিনিপাতনে রঘুপতেঃ কোদণ্ডঘণ্টারবঃ ইতি মহানাটকস্থেতদিতি কেচিৎ ॥ ৬৩ ॥

তেষাং কর্ম্ম আহ কবন্ধা ইতি। কেচিদিত্যূহ্যম্। কেচিৎ কবন্ধা গৃহীত-পরমায়ুধাঃ সন্তঃ দেব্যা সহ যুযুধুঃ। তত্র যুদ্ধে অপরে কবন্ধাঃ তূর্য্যলযাশ্রিতাঃ বাদ্যলয়ানুসারিণঃ সন্তঃ ননৃতুঃ। গীতবাদ্যনৃত্যানাং ক্রিয়াকলয়োঃ সাম্যং লযঃ ॥ ৬৪

কবন্ধাঃ ইতি। অপরে কবন্ধাঃ কবন্ধদেশোদ্ভবাঃ কবন্ধাখ্যজাতিবিশেষাঃ বা মহাসুরাঃ দেবীং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো ভাষমাণা এব ছিন্নশিরসো বভুবুঃ। কীদৃশা খড়্গশক্ত্যৃষ্টয়ঃ পাণিষু যেষাং তে। ঋষ্টিঃ খড়্গবিশেষঃ। যদ্বা পূর্ব্বো-ণান্বয়ঃ। অপরে কবন্ধাঃ তূর্য্যলযাশ্রিতাঃ সন্তোঃ ননৃতুঃ। অন্যে মহাসুরাঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণযো গৃহীতশস্ত্রা দেবীং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষমাণা এব ছিন্না বভুবুঃ। এতেন দেব্যা অতিলঘুহস্তত্বং সূচিতম্। মহাসুরাঃ কবন্ধাঃ কীদৃশাঃ ছিন্নশিরসঃ ছিন্নানি অন্যেষাং শিরাংসি যৈঃ তে। যদ্বা অন্যে মহাসুরাঃ ছিন্নশিরসঃ সন্তঃ কবন্ধাঃ এব খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণযঃ দেবীং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তোঃ ভাষমাণা বভুবুঃ। ননু মুখরহিতানাং ভাষণং কথং সম্ভবতু সত্যং ভুবি পতিতস্বশিরোনযনবদনেন তেষাং দর্শনভাষণাসম্ভবাৎ। তদুক্তম্ অষ্টমস্কন্ধে দেবাসুরযুদ্ধে, কবন্ধাস্তত্র চোৎপেতুঃ পশ্যন্তঃ স্বশিরোক্ষিভিঃ। উদ্যতাযুধদোর্দণ্ডৈরাধাবন্তো ভটান্ মৃধে ইতি ॥ ৬৫ ॥

কোন কোন কবন্ধ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। আবার কোন কোন কবন্ধ যুদ্ধে রণবাদ্য বাজাইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৬৪

কবন্ধদেশোদ্ভব অসুরপ্রধান সকল শক্তি ও খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র লইযা দেবী ভগবতীকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিতে বলিতেই দ্বিধা খণ্ডিত হইতে লাগিল ॥ ৬৫

পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা ।
অগম্যা সাভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ ॥ ৬৬ ॥
শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্ ॥ ৬৭ ॥
ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা ।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্ ॥ ৬৮ ॥
স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধুতকেশরঃ ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ॥ ৬৯ ॥

পাতিতৈরিতি। যত্র যস্যাং ভুবি স মহারণোঽভূৎ সা বসুন্ধরা পাতিতৈঃ রথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ অগম্যাভূৎ গবাশ্বাদিত্যস্য কচিদ্ব্যভিচারাৎ নৈকত্বম্ যথা গবাশ্বাদিবিধানানন্তরমেকশেষাদ্বহুত্বম্ ॥ ৬৬ ॥

শোণিতৌঘা ইতি। তত্র মহাসুরসৈন্যমধ্যে বারণাসুরবাজিনাং হস্তি-দৈত্যাশ্বানাং শোণিতৌঘাঃ রক্তপ্রবাহাঃ সদ্যস্তৎক্ষণং মহানদ্যঃ বিসুস্রুবুঃ মহানদ্য ইব লুপ্তোপমা বা ॥ ৬৭ ॥

ক্ষণেনেতি। অম্বিকা অসুরাণাং তন্মহাসেনাম্ অতি প্রচুরং বলং ক্ষণেন তথা ক্ষয়ং নিন্যে যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ং মহারাশিং ক্ষয়ং নয়তি। অনায়াসেন নাশে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৬৮ ॥

স চেতি। স প্রসিদ্ধঃ সিংহশ্চ ধুতকেশরশ্চলিতসটঃ সন্ মহানাদম্ উৎসৃজন্

এই প্রকারে সেই রণস্থলে নিপাতিত রথ, নাগ, অশ্ব ও অসুরসৈন্যে বসুন্ধরা অগম্যা হইয়া উঠিলেন। ৬৬

নিহত সৈন্যসামন্ত ও অশ্বগজাদির মধ্য দিয়া রুধিরস্রোত স্রোতস্বিনীর আকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৬৭

বহ্নি যেমন তৃণদারুসমূহকে মুহূর্তমধ্যে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, দেবীও তদ্রূপ সেই অসুর সৈন্যকে নিমেষমধ্যেই ক্ষয় করিলেন। ৬৮

দেবীবাহন সিংহ বিঘূর্ণিতকেশরে ঘোরতর গর্জন করিয়া অসুরগণের দেহ হইতে প্রাণ আকর্ষণ করিতে লাগিল। ৬৯

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুতুষুর্দ্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥ ৭০ ॥

* ॥ * ॥ * ॥ * ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মহিষাসুরসৈন্যবধঃ ॥ ২ ॥

কুর্ব্বন্ অমরারীণাং মহাসুরাণাং শরীরেভ্যঃ প্রাণান্ বিচিন্বতি বিচিনোতীব নিঃসারয়তীবেত্যুৎপ্রেক্ষা শব্দশ্রবণমাত্রেণৈব তেষাং প্রাণত্যাগাৎ। বিচিন্বতী-ত্যার্ষো বকারাদেশঃ ॥ ৬৯ ॥

দেব্যা ইতি। তৈর্নিশ্বাসজাতৈর্দেব্যা গণৈরসুরৈঃ সহ তথা যুদ্ধং কৃতং যথা এষাং গণানাং সম্বন্ধে পুষ্পবৃষ্টিমুচঃ সন্তো দিবি দেবাঃ তুতুষুঃ পরিতোষং প্রাপ্তাঃ। অনেন নিরতিশয়াসুরনাশঃ সূচিতঃ ॥ ৭০ ॥

ইতীতি। অত্র পুষ্পিকায়াং দেবীমাহাত্ম্যে ইত্যেতৎপর্য্যন্তমেব মূলসংহিতায়াং পাঠো দৃশ্যতে ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রাচীনপুস্তকে চ ॥

ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীযকুলোদ্ভব শ্রীগোপালচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং
চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং মহিষাসুরসৈন্যবধঃ ॥ ২ ॥ * ॥

দেবীর নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন বীরগণ সেই রণস্থলে অসুরসৈন্যের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিল। তদ্দর্শনে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭০

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরসৈন্যবধনামক অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥
নিহন্যমানং তৎ সৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্ যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম ॥ ২ ॥
স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ ॥ ৩ ॥
তস্য ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্।
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্ ॥ ৪ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

নিহন্যেতি। অথ সৈন্যবধানন্তরং চিক্ষুরনামা মহাসুরঃ সেনানীঃ সেনাপতিঃ নিহন্যমানং তৎ সৈন্যমবলোক্য কোপাৎ যোদ্ধুম্ অম্বিকাং যযৌ ॥ ২ ॥

স ইতি। স চিক্ষুরোঽসুরঃ সমরে যুদ্ধে শরবর্ষেণ দেবীং তথা ববর্ষ যথা তোযদো মেঘস্তোযবর্ষেণ জলবর্ষেণ মেরুগিরেঃ সুমেরুপর্ব্বতস্য শৃঙ্গং শিখরং বর্ষতি। মেরুনামা গিরিঃ মেরুগিরিঃ। অনয়োপময়া অসুরস্য লঘুপ্রহারিত্বং দেব্যা অচলত্বমুক্তম্। মেরোরুপরি মেঘসঞ্চারাযোগ্যত্বাদদ্ভুতোপমেয়ম্। যদ্বা শৃঙ্গপদেন একদেশ উচ্যতে। যদ্বা তোয়দঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যাদেব বৃষ্টিসম্ভবাৎ। তথাচ, অগ্নৌ প্রত্যাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি ॥ ৩ ॥

তস্যেতি। ততস্তদনন্তরং দেবী তস্য শরোৎকরান্ শরনিকরান্ বাণেন লীলযা কৌতুকেনৈব ছিত্ত্বা তুরগান্ অশ্বান্ বাজিনাং যন্তারং সারথিঞ্চ জঘান ॥ ৪ ॥

ঋষি বলিলেন, সৈন্যগণকে নিহত দেখিযা, সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ ভগবতীর সম্মুখীন হইল ॥ ১ ॥ ২ ॥

বর্ষাকালীন মেঘ যেরূপ সুমেরুশৃঙ্গে জলবর্ষণ করে, মহাসুর চিক্ষুরও তদ্রূপ ভগবতীর উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩

তখন দেবী শরনিকর দ্বারা অবলীলাক্রমে চিক্ষুরের বাণ সকল ছিন্ন করিয়া তাহার অশ্ব ও সারথি প্রভৃতিকে সংহার করিলেন ॥ ৪

চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতম্ ।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ ॥ ৫ ॥
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্ম্মধরোঽসুরঃ ॥ ৬ ॥
সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি ।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥ ৭ ॥
তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন ।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥ ৮ ॥

চিচ্ছেদেতি। দেবীত্যনুষঙ্গনীয়ম্। আশুগৈর্বাণৈঃ সদ্যস্তৎক্ষণং ধনুঃ অতিসমুচ্ছ্রিতম্ অত্যুচ্ছ্রিতং ধ্বজঞ্চ চিচ্ছেদ। ছিন্নধন্বানং ছিন্নং ধনুর্যস্য স তথাভূতং অসুরং গাত্রেষু সকলশরীরেষু বিব্যাধ চ ॥ ৫ ॥

স ইতি। সোঽসুরঃ চিক্ষুরঃ খড়্গচর্ম্মধরঃ সন্ তাং দেবীম্ অভ্যধাবত আভিমুখ্যেনাধাবত। স কীদৃক্ ছিন্নং ধনুর্যস্য ধনুষঃ সলোপশ্চেতি অন্ সমাসান্তঃ সলোপশ্চ ছিন্নধন্বা তত্র সাদৌ লুপ্তে স্বরসন্ধেরেব নিষেধাৎ ছকারস্য দ্বিত্বম্। বিগতো রথো যস্য সঃ হতা অশ্বা যস্য সঃ হতঃ সারথির্যস্য সঃ ॥ ৬ ॥

সিংহমিতি। স ইত্যনুষঙ্গনীয়ম্। সোঽসুরঃ তীক্ষ্ণধারেন খড়্গেন মূর্দ্ধ্নি মস্তকে সিংহম্ আহত্য দেবীমপি সব্যে বামভুজে আজঘান যতোঽতিবেগবান্ ক্ষিপ্রকারী ॥ ৭ ॥

তস্যাঃ ইতি। খড়্গস্তস্যাঃ ভুজং প্রাপ্য পফাল ভগ্নবান্ ফ্রিকলাবিবরণে ধাতুঃ। হে নৃপনন্দন সুরথ। যদ্বা নৃপং নন্দয়তীতি নৃপনন্দনঃ বিশেষেণাপীতি

পরে তাহার ধনুঃ উন্নত ধ্বজাদি ছেদন পূর্ব্বক বাণ দ্বারা সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিলেন। ৫

মহাসুর চিক্ষুর এইরূপে ছিন্নধন্বা হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়া দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। ৬

চিক্ষুর অতিবেগে গমন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা প্রথমতঃ সিংহের মস্তকে আঘাত করিয়া পরে দেবীর বাম [illegible] আঘাত করিল। ৭

৳হিন্দু-সুহৃদ্।

১ম ভাগ] সন ১৩০১ শ্রাবণ [১০ম খণ্ড।

আমার জীবনবৃত্ত।

অকস্মাৎ একদিন ভৃগুপ্রমুখ মহর্ষিবৃন্দ ধরাতলগমনব্যাজে স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথিবীর তীর্থসমূহ পবিত্র করাই তাঁহাদিগের সেই যাত্রার উদ্দেশ্য। ঐ সময়ে স্বর্গে আমার রাজত্ব দেবপরিমাণে এক বৎসর হইয়াছিল। মহর্ষিগণের আগমনে দেবগণ পরমানন্দে দেবগুরু বৃহস্পতি ও উপেন্দ্রের সহিত তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে তাঁহারা দেবসভায় সমাগত হইলে, দেবগণ যথাবিধানে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তাঁহারা সেই দেবগণকৃত মদীয় পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। উপেন্দ্রও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিযা গেলেন। তখন আমি দেবগণের নিকট উক্ত মহর্ষিবর্গের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। অভিমানপূর্ণ দেবগণ আমার প্রশ্নের কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। পরন্তু সেই ত্রিলোকপূজিত মহর্ষিগণের উৎকর্ষ ও আপনাদিগের অপকর্ষ ভাবিয়া লজ্জায় স্ব স্ব বদন অবনত করিলেন। তদ্দর্শনে প্রশান্তহৃদয় দেবগুরু আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! এই স্বর্গলোকের উপরিভাগে মহর্লোক বলিয়া একটি লোক আছে। স্বর্গপ্রাপক কর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম যাগযোগাদির ফলে উক্ত লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ত্রিলোকীর নাশেও ঐ মহর্লোকের নাশ হয় না। পৃথিবীর সুখসমৃদ্ধি হইতে স্বর্গসুখসমৃদ্ধি যেরূপ উৎকৃষ্টতর, ঐ মহর্লোকের ঐশ্বর্য্যও তদ্রূপ স্বর্গৈশ্বর্য্য হইতে উৎকৃষ্টতর। ঐ মহর্ষিগণ মহর্লোকে বাস করেন। সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি জগদীশ্বরকে যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করাই তাঁহাদিগের নিত্যকর্ম্ম।"

দেবগুরুর কথা শ্রবণমাত্র আমার ঐ মহর্লোক দর্শনে অভিলাষ হইল। পূর্ব্ববৎ মহর্লোকদর্শনসঙ্কল্পে নিজ ইষ্টমন্ত্র জপে প্রবৃত্ত হইলাম। অচিরেই

ঊর্দ্ধ হইতে এক খানি বিমান আসিয়া আমাকে উক্ত লোকে লইয়া গেল। আমি ইতিপূর্ব্বে দেবগুরুর মুখে যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম, ঐ স্থানে উপনীত হইয়া তাহাই নেত্রগোচর করিলাম। দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত মহর্ষিবৃন্দ প্রভৃতি যজ্ঞসমারোহে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন। জগদীশ্বরও তাঁহাদিগের তাদৃশ অর্চ্চনায় প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাদিগের যথোচিত পূজা গ্রহণ করিলেন। আমি সেই পরম-মনোহর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া মহানন্দে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনিও কৃপা করিয়া স্বহস্তে আমাকে নিজোচ্ছিষ্ট প্রসাদ প্রদান করিলেন। তদনন্তর আমি সেই মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট আবাসে বাস করিতে লাগিলাম এবং প্রতিদিন যজ্ঞাবির্ভূত জগদীশ্বরের প্রসাদান্ন গ্রহণে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলাম। একদিন ঐ মহর্ষিগণ যজ্ঞাবসানে আমাকে বলিলেন, "গোপনন্দন, তুমি এই লোকের স্বভাবানুসারে আমাদিগের প্রদত্ত বিপ্রত্ব স্বীকার পূর্ব্বক আমাদিগের ন্যায় যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও।" আমি ভাবিলাম, স্বয়ং মহর্ষিগণের একতম হইয়া যজ্ঞেশ্বর অর্চ্চনা অপেক্ষা আমার এই বৈশ্যভাবই উৎকৃষ্ট। এখন আমি যে ভাবে রহিয়াছি, তাহাতে আমার কিছুই অভাব নাই। আমি যজ্ঞেশ্বরের সহিত তদীয় ভক্ত মহর্ষিগণেরও সেবা করিতেছি। স্বয়ং মহর্ষি হইলেত আর মহর্ষিগণকে সেবা করিতে পাইব না। অধিকন্তু প্রত্যক্ষফলপ্রদ গুরূপদিষ্ট ইষ্টমন্ত্রে আর তাদৃশী শ্রদ্ধা থাকিবে না। অতএব আমি বিপ্রত্ব গ্রহণ করিব না। তদনুসারে মহর্ষিগণের নিকট নিজের বিপ্রত্বগ্রহণে অনভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। মহর্ষিগণ আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। আমিও তাঁহাদিগের সেবার সহিত যজ্ঞেশ্বরের প্রসাদসুখ ভোগ করিতে লাগিলাম। ঐ স্থান স্বর্গ হইতে বহুগুণে উৎকৃষ্ট। স্বর্গে বিষয়ভোগ আছে, ঐ স্থানে তাহার সম্পর্ক নাই। মহর্লোকে একমাত্র যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞোৎসবই কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম নাই। মহর্লোকে যজ্ঞাবসানে পুনর্যজ্ঞ পর্য্যন্ত যজ্ঞেশ্বরের অদর্শনজন্য দুঃখ ভিন্ন আর কোন দুঃখই নাই। এইরূপে পরমসুখে চতুর্যুগ-সহস্র-পরিমিত মহর্লোকীয় দিনমান বিগত হইলে, ত্রিলোকীর প্রলয়কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ত্রিলোকদাহে মহর্লোকের তাপাশঙ্কায় ঋষিগণ তদূর্দ্ধবর্ত্তী জনলোকে গমন করিলেন। আমিও তাঁহাদিগের সহিত ঐ স্থানে গমন করিলাম। ত্রিলোক একার্ণবে

নিমগ্ন হইল। স্বয়ং ব্রহ্মা শ্রীভগবানের সহিত ঐ একার্ণবে শয়ন করিলেন। তৎকালে যজ্ঞাদির অভাব বশত জনলোকে রাত্রিব্যবহার হইল। মহর্ষিগণ প্রবৃত্তিবিরহে নিদ্রিত হইলেন। আমিও তাঁহাদিগের সহিত নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে লাগিলাম। পুনর্ব্বার দিবসাগমে মহর্ষিগণ যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞে পুনর্ব্বার যজ্ঞেশ্বরের আবির্ভাব হইল। আমি পূর্ব্ববৎ তদীয় প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থতা বোধ করিলাম। এইরূপে অনেকগুলি দিবস ও অনেক গুলি রাত্রি যাপন করিলাম। দিবাভাগে জগদীশ্বরের দর্শনে ও তদীয় প্রসাদভোগে আনন্দানুভব করি। রাত্রিতে তদীয় অদর্শনে কাতর হইয়া একদৃষ্টিতে প্রপঞ্চান্তবর্তী পুরুষোত্তমক্ষেত্র ও মথুরামণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে নিদ্রিত হই। তদবলোকন সময়ে পৃথিবীতে আগমনের ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দিবসীয় প্রসাদসুখ স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার আশাযন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া পড়ি। সুতরাং জগদীশ্বরের অদর্শনকালেও ঐ উর্দ্ধতন লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যধামে আসিতে পারি না।

এই প্রকারে কিয়ৎকাল অবসানে একদা ঐ মহর্লোকে একটি অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ নয়নগোচর হইল। দেখিলাম, মহাতেজস্বী একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক ঐ স্থানে আগমন করিতেছেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ যজ্ঞকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যজ্ঞেশ্বরের ন্যায়ই পূজা করিতে লাগিলেন। ঐ তেজঃপুঞ্জ সদৃশ মহাপুরুষ মহর্ষিবৃন্দের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থান হইতে গমন করিলে পর, আমি উক্ত মহর্ষিবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উনি কে? কোথা হইতেই বা আগমন করিয়াছিলেন? এবং আপনারাই বা উহাঁর পূজা করিলেন কেন?

মহর্ষিগণ বলিলেন, 'উনি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ, উহাঁর নাম সনৎকুমার। উনি আত্মারাম, মুনিগণের আদ্যাচার্য্য। উনি এই লোক হইতে উর্দ্ধতর তপোলোকে বাস করেন। উহাঁরা চারি ভ্রাতা। উহাঁরা সকলেই অগৃহস্থ, উর্দ্ধরেতা ও নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী। আমরা গৃহস্থ, উহাঁরা আমাদিগের সেব্য।

মহর্ষিগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ তপোলোকের প্রতি আমার চিত্ত সমাকৃষ্ট হইল। আমি মনে মনে তপোলোকের প্রভাব দর্শন করিব এবং ঐ লোকের লোক সকল ও তাঁহাদিগের পূজ্য জগদীশ্বরকে দর্শন করিব, এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া একাগ্রচিত্তে নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে

লাগিলাম। অচিরেই আমি প্রভূত তেজঃসম্পন্ন হইয়া তপোলোকে গমন করিলাম। ঐ লোকে উপনীত হইয়া দেখিলাম, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন, এই ঋষিচতুষ্টয় ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই সমানরূপ ও সমতেজস্বী। তাঁহারা চারিজনেই তত্রত্য অপরাপর ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণের সেব্য। তাঁহারা সকলেই ধ্যাননিষ্ঠ। তাঁহাদিগের অধিকাংশ সময়ই ধ্যানে অতিবাহিত হয়। অবশিষ্ট কাল তাঁহারা অস্মদাদির অগম্য সদালাপে রত থাকেন। আমি যদিও ঐ স্থানে গমনাবধি আমার জগদীশ্বরকে দর্শন করি নাই, কিন্তু তন্নিমিত্ত আমার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। সনকাদি ঋষিচতুষ্টয়কে দর্শন করিয়া আমার মনে এক অতি অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইত, এবং আমি তাহাতেই বিভোর থাকিতাম। এইরূপে কিছুকাল সেই স্থানে বাস করিতে করিতে একদিবস ঐ ঊর্দ্ধরেতা ঋষিসকল যখন ধ্যানস্থ হইলেন, তখন হঠাৎ আমার অন্তরে জগদীশ্বরকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষ হইল। তদভিপ্রায়ে তপোলোকের সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার দর্শন পাইলাম না। আমার হৃদয় জগদীশ্বরের দিদৃক্ষায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উন্মত্তের ন্যায় যাঁহাকে সন্মুখে পাই, তাঁহাকেই জগদীশ্বরের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু তাঁহাদিগের কেহই আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন না। আমার সেই অপূর্ব্ব ভাবান্তর দর্শনে, একদা পিপ্পলায়ন নামে এক ঋষি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি জগদীশ্বরের দর্শনের নিমিত্ত এরূপ অযথা ব্যাকুল হইতেছ কেন? তুমি যে ভাবে জগদীশ্বরকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছ, সে ভাবে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। চিত্ত সমাহিত কর, আপনা হইতেই তাঁহার দর্শন পাইবে। জগদীশ্বর সর্ব্বব্যাপী; তিনি সদা সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু ধ্যান ভিন্ন কেহই তাঁহাকে দেখিতে পান না। সেই পরমাত্মার স্থূল শরীর নাই; তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ঐ মূর্ত্তি দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়। নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় শুদ্ধচিত্তে উহা স্বতই স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে। যখন চিত্তে ভগবৎস্ফূর্ত্তি হয়, তখন মনোমধ্যে বৃত্ত্যন্তরের অভাব বশত এবং নয়ন দ্বারা দর্শনের ন্যায় মনেই দর্শনসম্পত্তি হেতু চক্ষুর কার্য্য মন দ্বারাই সুসিদ্ধ হয়। চক্ষু পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তদ্দ্বারা সম্যক্ গ্রহণ সম্ভব হয় না, কিন্তু মন দ্বারা সম্যক্ দর্শন সম্ভব হয়। আবার চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিলে, কেবল চাক্ষুষ সুখই জন্মে, কিন্তু মানস দর্শনে কেবল তাহাই নহে;

উহাতে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইয়া থাকে। দেখ, এক মনোবৃত্তির অভাবে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিই বিফল হয়। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনব্যাপার সাধিত হইতে পারিলেও মনোবৃত্তি ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। জ্ঞান না জন্মিলে ইন্দ্রিয়ব্যাপার কোন ফলই উৎপাদন করে না। ভক্তবৎসল ভগবান অনেকবার অনেক ভক্তের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে, কিন্তু সেই দর্শনও চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা দর্শন নহে, জ্ঞানচক্ষু দ্বারাই দর্শন। কারণ, অপরিচ্ছিন্ন ভগবান কখনই চর্ম্মচক্ষুর বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। তবে যে সেই সকল ভক্তের দর্শনাভিমান শ্রবণ করা যায়, সেও ভগবানেরই কৃপার মাহাত্ম্য জানিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে ঐ দর্শন বাহ্য দর্শন নহে, আন্তর দর্শন। অন্যথা, অভক্ত সকলও প্রকটলীলায় শ্রীভগবানকে দর্শন করেন, কিন্তু তাহার ফল হয় না, কেন? প্রেমানন্দময় ভগবানের দর্শনে ভক্তের ন্যায় অভক্তের হৃদয়ে প্রেমানন্দের উদ্রেক হয় না, কেন? ঐ দর্শন বাহ্য হইলে অভক্তেরও দর্শনজন্য আনন্দ হইত। অনেক অসুরই শ্রীভগবানকে অনেকবারই দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু তদ্দর্শনেও তাহাদিগের অন্তরের দুষ্টভাব অপনীত হয় নাই। শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন ভগবদ্দর্শন সিদ্ধ হয় না। তিনি কৃপা করিলে অন্তরেই তদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে। অচিন্ত্যশক্তি ভগবান নিজ ইচ্ছানুসারে স্বয়ং অদৃশ্য হইয়াও লোকলোচনের বিষয়ীভূত হয়েন। ভক্তের ভক্তিই উহার সাধক। ঐ ভক্তি আবার নবধা বিভক্ত। তন্মধ্যে স্মরণলক্ষণা ভক্তিই মুখ্যা। ঐ স্মরণ, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান ইন্দ্রিয় মনকে শ্রীভগবানে অভিনিবিষ্ট করে। ঐ মন সমাহিত হইলে, সকল কার্য্যই সাধন করিতে পারে। উহাই জীবের হৃদয়ে প্রেমভক্তি প্রকাশিত করে। যাহা অশেষ সাধন দ্বারা সাধনীয়, যাহা সমস্ত বিষয় হইতেই শ্রেষ্ঠ, যাহা ভগবদ্বশীকারের অদ্বিতীয় উপায়স্বরূপ, যাহা ভগবৎপ্রসাদৈকলভ্য, সেই অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য ও ভগবৎপ্রেম চিত্ত বৃত্তির পরিণাম বিশেষেই অভ্যুদিত হয়। মনঃসমাধান যদি তোমার দুষ্কর বোধ হয়, তুমি যদি ভগবৎসাক্ষাৎকারে চক্ষুর সাফল্যই নিতান্ত অভিলাষ কর, তাহা হইলে, ভারতবর্ষে গমন কর। তথায় গন্ধমাদনপর্ব্বতে শ্রীভগবান লোকশিক্ষার্থ নরনারায়ণরূপে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে তপোনিরত অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া নয়ন সফল করিতে পার। আমরা সমাধিযোগে সর্ব্বদাই তাঁহাকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন

করিতেছি। এই নিমিত্তই আমাদিগকে তাঁহার বিরহে সন্তপ্ত হইতে হয় না।"

এই কথা বলিযা, সেই সনকাদি ঋষিচতুষ্টয শ্রীবিষ্ণুর শ্রীনৃসিংহাদি বিবিধ রূপ ধারণ করিলেন। আমি তদ্দর্শনে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইযা বলিলাম, "দীনবৎসল ঋষিগণ, আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন।" তখন তাঁহাবা নিজ নিজ শান্তমূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক আমার মস্তক স্পর্শ কবিলেন। তাহাতেই আমি সমাধিস্থ হইলাম। এবং তদবস্থায ভগবানেব বিবিধ মনোহর রূপ সকল সন্দর্শন কবিতে লাগিলাম। পবক্ষণেই ব্যুত্থানদশা প্রাপ্ত হইলাম বটে কিন্তু তখনও সমযে সমযে ঐ সকল মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ কবিতে লাগিলাম। আমাব অভীষ্ট মন্ত্রজপে আবও দৃঢ়তা জন্মিল। উহাই আমার সমাধির সাধনস্বরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকাবে আনুকূল্য কবিতে লাগিল। আমিও তদবস্থায় পবম সুখে কালাতিপাত কবিতে লাগিলাম।

একদা হংসবাহনে আরূঢ় হইযা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আমাদিগেব বসতি স্থানে সমাগত হইলেন। তদ্দর্শনে সনকাদি ঋষি সকল মহাসমাদবে তাঁহাব অভ্যর্থনা কবিলেন। ভগবান হংসবাহন তাঁহাদিগেব পূজা গ্রহণ ও তাঁহা-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিযা প্রস্থিত হইলে, আমি তাঁহাদিগের নিকট হংস—বাহনের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা কবিলাম। তাঁহাবা আমার প্রশ্ন অবগত হইযা বলিতে লগিলেন, "ইনি ব্রহ্মা, এই বিশ্বেব স্রষ্টা প্রজাপতি। ইনি সর্ব্ব-লোকের পিতামহ ও স্বযম্ভু। এই লোকেব উপবিভাগে সত্যলোক নামে যে লোক আছে, ইনি সেই স্থানেই অবস্থান কবিযা থাকেন। ইনি ভগবান বিষ্ণুর গুণাবতার। বিষ্ণু হইতে ইঁহার কোন বিশেষ নাই। শত শত জন্মের পুণ্যবলে ইঁহাবলোকে গমন হইযা থাকে।"

ঋষিগণ এইপর্য্যন্ত বলিযা ক্ষান্ত হইলেন। আমি তদবধী ব্রহ্মলোক গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। অচিবেই আমার মনোবথ পূর্ণ হইল। একদিন সমাধিভঙ্গের পব দেখিলাম, আমি তপোলোক হইতে স্থানান্তবে আসিযাছি।

ক্রমশঃ।

বেদান্তদর্শন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদান্ত মতে বেদই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ। বেদান্তে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের পৃথক্ প্রামাণ্য অস্বীকৃত না হইলেও উহাদের

মুখ্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। ঐ মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান গৌণ প্রমাণ। প্রমাতৃ-জীবগত ভ্রমাদিদোষ বশতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রায়ই সদোষ হইয়া থাকে। সর্ব্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞান-নিদানত্ব হেতু অপ্রাকৃতলক্ষণ, সর্ব্বপুরুষপরম্পরা-গত নির্দ্দোষ বেদরূপ প্রমাণের আনুগত্য ব্যতিরেকে উহাদের নির্দ্দোষত্ব সম্ভব হয় না বলিয়াই বেদকে মুখ্য প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে গৌণ প্রমাণ বলা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বেদৈকগম্য। তাঁহার তটস্থ লক্ষণও তদ্রূপই। যাহা স্বরূপের অন্তর্গত হইয়া স্বরূপকে বোধ করায়, তাহারই নাম স্বরূপলক্ষণ। আর যাহা স্বরূপের অন্তর্গত হইয়াও স্বরূপনির্দ্দেশে অক্ষম, অথচ যাহা স্বরূপের নিকটেই গমন করে, তাহাই তটস্থলক্ষণ। ব্রহ্মের সত্যত্ব, জ্ঞানরূপত্ব ও আনন্দস্বরূপত্বই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। ব্রহ্মের সত্যত্বাদি ধর্ম্ম সকল ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। উহারা ব্রহ্মের স্বরূপকেই বোধ করাইয়া স্বরূপ-লক্ষণ হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বও ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত। কিন্তু উহা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ ও স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে না, বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইলেও উহা বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা ব্রহ্মের আবির্ভাব-বিশেষ পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়, উহা ব্রহ্মের অংশভূত মায়াধীশ্বর পরমাত্মার নিকট পর্য্যন্ত গমন করিয়াই নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, এই নিমিত্তই বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। স্বরূপলক্ষণ যেরূপ এককালেই অনুমানের অবিষয়, ব্রহ্মের এই তটস্থলক্ষণ তদ্রূপ নহে। তটস্থলক্ষণ অনুমেয় এবং অনুমান-মাত্রই ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য বলিয়া প্রত্যক্ষমূলক। যাহার কখন কোথাও প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহার ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না। যাহার ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না, তাহার অনুমানও করা যায় না। সত্যত্বাদি ধর্ম্ম এই কারণেই অননুমেয়। সৃষ্ট্যাদিকার্য্য প্রত্যক্ষের বিষয়। অতএব উহার অনুমানও করা যাইতে পারে। বেদ বলিতেছেন, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সুতরাং আমরাও তাঁহাকে তৎস্বরূপই বিবেচনা করিতেছি। বেদ না বলিয়া দিলে, আমরা ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপত্ব কোন ক্রমেই অবগত হইতে পারিতাম না। কিন্তু বেদ না বলিয়া দিলেও আমরা তাঁহার সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব অনুমান করিতে পারিতাম। এইরূপে ব্রহ্মবস্তু অনুমেয়। ব্রহ্মের বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বরূপ স্বরূপাংশ অনুমান-গম্য হইলেও, ব্রহ্মবিজ্ঞানে অনুমান যথেষ্ট হইল না। কারণ, তাদৃশ

অনুমান দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপাববোধ হইল না। বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব ব্রহ্মের স্বরূপের অন্তর্গত হইলেও উহা ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, উহা তদংশভূত সৃষ্টিকর্তা মায়াধীশ্বর পরমাত্মারই স্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ উহা হইতে বহুদূরবর্ত্তী। অধিকন্তু উক্ত অনুমানও বিশুদ্ধিলাভে বেদমুখাপেক্ষি। স্বতঃসিদ্ধ বেদের অনুবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে উক্ত অনুমানও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে।

মনে করুন, আমরা এই বিশ্বসংসারে বিচিত্র কৌশল দর্শন করিয়া অনুমান করিব, ইহা অবশ্য কোন জ্ঞানবান্ শিল্পী কর্তৃক রচিত হইয়াছে। এইরূপ অনুমান আমাদিগের কার্য্যসাদৃশ্যে। কিন্তু আমাদিগের কার্য্যের সহিত বিশ্বকার্য্যের কি কোন সাদৃশ্য আছে? আমরা ঘট, পট ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করি। এই বিশ্ব কি ঘট পট বা যন্ত্রাদির ন্যায় বস্তুবিশেষ? ঘটপটাদির উৎপত্তি আমরা দেখিয়াছি। দেখিয়াছি বলিয়াই উহাদিগকে কার্য্য বলি। বিশ্বের ত উৎপত্তি দেখি নাই, তবে উহাকে কার্য্য বলি কেন? অবশ্য এ সংসারে অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের উৎপত্তি আমরা দেখি নাই, অথচ আমাদিগের কার্য্যের সহিত সাদৃশ্যে উহাদিগের উৎপত্তি ও উৎপত্তির কারণ অনুমান করিয়া থাকি। কিন্তু বিশ্বকে কি সেইরূপে বা বিশ্বকারণকে তদ্রূপে অনুমান করা সম্ভব হয়? পার্থিব শিল্পীর সাদৃশ্যে বিশ্বশিল্পীর অনুমান মূলতঃ অশুদ্ধ। জন্য ঘটপটাদির কারণ যাদৃশ, জন্য বিশ্বের কারণও যে তাদৃশই হইবে, একথা কে বলিতে পারে? সদৃশ ঘটনার বিসদৃশ কারণ ত অনেকই দেখা গিয়া থাকে। পার্থিব শিল্পীর জ্ঞানেচ্ছাদিমত্বই যখন অনুমানের অবিষয়, তখন অপার্থিব শিল্পীর জ্ঞানেচ্ছাদিমত্ব কিরূপে অনুমানের বিষয় হইবে? আমাদিগের জ্ঞানেচ্ছাদিমত্ব যেরূপ পরমেশ্বরের প্রবর্ত্তনা দ্বারা স্বতঃসিদ্ধভাবেই সিদ্ধান্তিত হয়, বিশ্বস্রষ্টার তাদৃশত্বও তদ্রূপ তদীয় প্রেরণাত্মক বেদবাক্য দ্বারাই স্বতঃসিদ্ধভাবে সিদ্ধান্তিত হইবে। তবে জন্য বিশ্বের কর্তৃত্ব অস্মদাদির সম্ভবে না, অতএব তাহার অন্য একটি কারণ আছে, এই পর্য্যন্ত অনুমান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। মানবের জ্ঞাননৈপুণ্য দ্বারা নানাবিধ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, ইহা মানবের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আমরা কোন স্থানে কোন একটি যন্ত্রাদি প্রত্যক্ষ করিয়া মনে করি যে, উহা অবশ্য কোন মানবের জ্ঞাননৈপুণ্যসমুৎপন্ন; কারণ, মনুষ্য কর্তৃক ঐরূপে যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইতে আমরা অনেক স্থানেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই

জগতের কোন অংশই কোন দিন উৎপাদিত হইতে দেখি নাই, অতএব এই জগতের জ্ঞানবান্ কর্ত্তার অনুমানও করিতে পারি না। তথাপি যদি তাদৃশ স্থলে অনুমানের প্রয়োগ করা হয়, তাহা অপসিদ্ধান্তেই পর্য্যবসিত হইবে। কেবল অনুমানবলে কৌশলের সাহায্যে কুশলীর সিদ্ধান্ত যুক্তি-বিগর্হিত। কিন্তু অপ্রাকৃত অলৌকিক জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিলে, ঐ অনুমানই—যাহা এক্ষণে কেবল সম্ভাবনামাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছিল, তাহাই—আবার কার্য্যকারক—সিদ্ধান্তোৎপাদক হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

চক্রীর চক্র।

১

শূন্যে নিরমিতা বরণীয়া পুরী ;
নিত্য যথা পিক বাজাইত তুরী,
ঋতুরাজ নিতি ছড়াত মাধুরী ;
আজ শূন্য সেই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।

২

শূন্য তরুশাখে নাই কিশলয়,
পরিমল বিনা শূন্য কুবলয় ;
শূন্য যোগযাগ, শূন্য ভোগরাগ,
শূন্য সাধকের সাধনা নিষ্কাম।

৩

শূন্য শূন্য দেশে নাই শশী তারা,
শূন্য দিকদশে শুধুই আঁধারা ;
শূন্য দেবর্ষির নয়নের তারা,
হরি হরিপ্রিয়া না হেরি গোলোকে।

৪

নয়নে ঋষির ধারার শ্রাবণ,
হৃদয় ফুটিয়া বহে প্রস্রবণ,
বাবদুক বীণা ঢেকেছে বদন,
হরিকথা আজ ভুলিয়াছে শোকে।

নারদে নীরদে যেন এক প্রাণ,
একভাবে দোঁহে কাঁদিয়া অজ্ঞান ;
একে শোকজ্বালা, অপরে চপলা,
একদৃষ্টে শূন্য হেরে হিয়া ছুটি ।

৬

একি বিড়ম্বনা, একিরে প্রমাদ,
কি পাপে ঋষিব এ ঘোর বিষাদ,
রিপু কি সাধিয়া হেন মনোবাদ
গোলোকসর্ব্বস্ব লইয়াছে লুটি ।

৭

না না সে ত কভু হইবার নয়,
সুধায় কি রটে গরলের ভয় ?
নিত্য নিরঞ্জন পূর্ণপ্রেমময় ।
সাধ্য কি রিপুর, হরিবে তাঁহারে ?

৮

আজ্ঞাবহ যাঁর অখিল সংসার,
উদয় প্রলয় ইঙ্গিতে যাঁহার ;
বিনা তাঁর দয়া হেন সাধ্য কার,
ত্রিসীমায় তাঁর প্রবেশিতে পারে ?

৯

কোটীকল্প সাধ্যসাধনার বলে
সাক্ষাৎ যাঁহার ফলে কি না ফলে ;
অসম্ভব কথা, বলে কিম্বা ছলে
পাশব প্রতিভা লভিবা তাঁহায় !

১০

প্রতিবিম্ব তথা, যেখানে মুকুর,
প্রেম যথা, তথা প্রেমের ঠাকুর ;
প্রেমিক জানে সে প্রেম কি মধুর ;
মধুর প্রেমীর মাধব সহায় ।

১১

মধুর প্রেমেতে সাধুর শরীর ;
প্রেমের জীবন বিষয়ে বধির ;
বিষয়ের সাড়া গরজি গভীর
সাধুর সমাধি ভাঙিতে না পারে ।

১২

সাধুর অগ্রণী ঠাকুর নারদ ;
আপদে কি কভু পায় তাঁর পদ ?
পাপের আধার নরকের হ্রদ
পাপীর নিমিত্ত ; ঋষির কি ধারে ?

১৩

কাঁদি কাটি ঋষি দেখিলা চাহিয়া,
জলদের খেলা গেল ফুরাইয়া,
জ্ঞানরবি দেখা দিলেন আসিয়া,
হৃদয় আকাশ ভরিল হাসিতে ।

১৪

আবেশে ঋষির মুদিল নয়ন,
প্রাণভরা আশা মাতাইল মনঃ ;
বগল বাজায়ে উঠি তপোধন
চালাইলা ঢেঁকি নাচিতে নাচিতে ।

১৫

বলিহারি মরি ! জ্ঞানের খেলায়,
হৃদয়ের ধাঁধা পরশে পলায় ।
শোকতাপ জ্বালা রোগ দুঃখ দায়
জ্ঞানের গণ্ডীতে পারেনা তিষ্টিতে ।

১৬

অজ্ঞানের আঁধি বড়ই ভীষণ,
সুপথ কুপথ হয় না ঈক্ষণ ;
কলুষ কণ্টকে করে জ্বালাতন,
জ্বালার জীবনে জ্বলে যেন চিতে ।

১৭

জ্বালার সংসারে যে জন জাগ্রত,
যাতনার বাধা বহে সে নিয়ত;
নারদের মনে নাই অতশত,
খোলা প্রাণে প্রেম খেলে মনঃ খুলি।

১৮

প্রেমের তাণ্ডব দেখিতে দেখিতে।
ঢালি দিয়া দেহ সাধের ঢেঁকিতে,
প্রেমের জীবন হরি—অন্বেষিতে
চলিলা তাপস লয়ে বীণাঝুলি।

১৯

বিকায়েছে যার প্রেমে মনঃ প্রাণ,
সে আবার বুলে এখান সেখান!
ধন্য! চক্রি! তব চক্রের সন্ধান,
ভাবে ভোর ভব ভাবেতে তোমার।

২০

ভক্তাধীন হরি তুমি প্রেমময়,
ভক্ত ঋষি তব পথ চাহি রয়;
একি লীলা মরি! খেল লীলাময়!
ভক্তলাগি প্রাণে নাহি লাগে ভার?

২১

ভক্ত ব্রজবাসী পথের কাঙ্গাল,
শক্রপুরে ছত্রী কালিয়া দুলাল!
ভক্তির ব্যাপারে এ দীক্ষা ভয়াল
লইলা কি নাথ নরকে পশিয়া?

২২

নরকতো বটে ধরার ব্যাপার,
নারকীর ভাগ্যে স্বর্গসুখ ভার;
ইথে যেই রয়, প্রমাদ তাহার;
শিখিলা কি দেব! দেখিয়া শুনিয়া?

২৩

হে চক্রি ! কি চক্রে চর্য্যা যে তোমার,
কি জানিবে জীব, চক্ষু নাই যার ?
বিশ্ব—ব্যাসকূট ঘোর অন্ধকার,
কার সাধ্য তায় দন্তস্ফুট করে !

২৪

সত্যে মিথ্যা ভাণ, পাপে পুণ্যপণা,
হিতে বিপরীত, সুখে বিড়ম্বনা ;
এ কৈতব তব, তোমারি ছলনা,
এ তত্ত্বের তথ্য তুমি জান হরে !

২৫

থাক চক্রি ! তব চক্রটী ধরিয়া,
রাখ অন্ধকারে বিশ্ব ডুবাইয়া ;
ভুলাও মানুষে চক্ষে ধূলা দিয়া,
বাড়ে যদি তায় মাহাত্ম্য তোমার !

২৬

চাহনা যা দিতে, চাইনা পাইতে,
চাহিনা নয়ন, চাহিনা চাইতে,
তুষ্ট যদি তুমি বিশ্বে আঁধারিতে,
রাখ অন্ধকূপে মুদি চারি দ্বার* !

২৭

বিষে কভু বিষ বলিবনা আর,
থাকে যদি সুধা, থাক সে তোমার ;
এই দয়া শুধু রেখো সারাৎসার !
মতি গতি রতি রয় যেন পদে ।

২৮

হৃদয়ের ভক্তি, চিত্তের বিশ্বাস ।
যাহাতে নির্ভরে প্রাণের আশ্বাস ।

---

* ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই দ্বারচতুষ্টয় রুদ্ধ হইলে সংসারকে অন্ধকূপ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

নাহি টলে, যদি ফুরায় নিশ্বাস ;
না ভুলি তোমারে সংসারের মদে ।

২৯

অটল বিশ্বাসে আপ্তসার করি ।
ভ্রমিলা দেবর্ষি গিরিবনদরী ।
একি চমৎকার আমরি ! আমরি !
গোলোকের ছবি ভূ-লোকে বিহরে ।

৩০

হায়রে ! ত্রেতায় অযোধ্যার রাম,
ত্যজি রাজ্যপাট রাজভোগদাম,
ভক্তে সন্তোষিতে স্বয়ং গুণধাম
হন অবতীর্ণ শবরের ঘরে ।

৩১

আবার সে দিন দ্বাপরের শেষে,
কেমনে বর্ণিব, কি লীলাই যে সে,
চাঁদ মুখে খুঁদ খান কানু হেসে,
বিদুর কুটিরে হায়রে ! যেমতি ।

৩২

সেইরূপ আজ নারদ দেখিল,
আকাশের চাঁদ মাটিতে খসিল,
দেবতার সুধা নরকে ক্ষরিল,
গোলোকবিহারী বণিক-বসতি ।

৩৩

নীচ কুলোদ্ভব, নীচ বৃত্তি করে,
বণিক প্রমত্ত অর্থের বিঘোরে,
দয়া মায়া তার নাহিক অন্তরে,
নিরন্তর শুধু সঞ্চয়ে নিরতি ।

৩৪

হউক সে নীচ, হউক মহান,
হৃদয়ে যাহার কমলার ধ্যান,

হাস্দিয়া তাহারে আঁখি তুলে চান,
"বাণিজ্যবশগা লক্ষ্মী" দয়াবতী।

৩৫

তাই সে গোলোক দ্যুলোক ভুলিয়া,
উরিলা কমলা সাধুগৃহে গিয়া।
সাধুর সম্পদ পড়ে উছলিয়া,
ধুলা মুঠা ধরে, সোণা মুঠা হয়।

৩৬

দিনে দিনে বাড়ে বণিকের লোভ,
মিটিয়া না মিটে আকাঙ্ক্ষার ক্ষোভ,
অনল কি মানে ইন্ধনেব স্তোভ,
সাগর, সরিৎ, মরু শুষি লয়।

৩৭

কোথা হিমাচল, কোথা কুমারিকা,
কোথা ভিক্ষাঝুলি, কোথা রাজটীকা,
কোথায় তমিস্র, কোথায় বর্ত্তিকা,
সাধুর অগম্য নাহি কোন স্থান।

৩৮

মানুষী শক্তিব সীমান্ত যেখানে,
রত্নলাগি যত্ন গিয়াছে সেখানে,
তথাপি আকাঙ্ক্ষা ছেদ নাহি মানে,
ভাবিয়া সাধুর আকুলিত প্রাণ

৩৯

দীপকাষ্ঠী দিয়া মূর্খে ভুলাইয়া,
জীবনের সাব ক্ষুধান্ন হরিযা,
দেখিয়াছে সাধু ছলনা করিয়া,
তথাপি তাহার পূরে নাই আশা!

৪০

বর্ব্বরে ভজিয়া সুরার আস্বাদে,
দেশ রুগ্ন করি বিলাস প্রমাদে,

ফাঁদপাতি হাতে ধরিয়াছে চাদে,
তবু যে তাহার গেলনা পিয়াসা !

৪১

দারুণ দুর্ভিক্ষে দেশ হাহাকার,
ধন জন মানে মায়া নাই কার ;
পাষাণ প্রাণের দেখরে আচার,
শুক্তিদিয়া সাধু লয় গজমতি !

৪২

তাতেও অর্থীর পুরে নাই আশা,
মর্ম্মে অবিতৃপ্ত গৃধিনীর বাসা ;
ঘুচিবেনা তার সন্নিপাততৃষা,
বুঝি দিলা সাধু শেষপথে মতি।

৪৩

পথের সঙ্গিনী নিষ্ঠা আব যতি,
যোগানন্দপুরে জীবে করে গতি ;
শ্রদ্ধায় যে করে তাদের আরতি,
আনন্দের নিধি মুকুন্দে সে পায়।

৪৪

নির্ব্বেদে সাধুর নিষ্টিত অন্তর,
সংযত ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিনিকর ;
প্রাণভরি পাপী ডাকে উচ্চৈঃস্বব,
"কোথা হরি ! স্থান দাও রাঙ্গাপায়"।

৪৫

মরমযাতনা, হৃদয়বেদন।
দুখী তাপিতের প্রাণের রোদন,
আর কিরে সেই কাঙ্গালের ধন
পারেন শুনিয়া নিশ্চিন্তে থাকিতে ?

৪৬

* চিন্তামণি যদি হন চিন্তাহীন
চিন্তিত তাপীর কাটে কিরে দিন ?

হরি যে আমার চির পরাধীন,
ভক্তহরে প্রাণে জলে তাঁর চিতে।

৪৭

ভক্তের রোদনে আছে কি নিস্তার,
উঠিল কাঁদিয়া মরম তাঁহার;
রহিল গোলোক, রহিল বিহার,
চলিলা চিন্ময় ভক্তের মন্দিরে।

৪৮

ধন্য পণ্যজীবি! ধন্য আজ ধরা!
ধন্য ভক্তিবল। বিশ্বাসের ভরা!
হরি যারে দেন নিজ গুণে ধরা
ধন্য তার প্রেমে, ধন্য সে প্রেমীরে।

৪৯

ধন্য মানি সাধু নয়ন মেলিল,
আকাশের শশী হাতে সে পাইল;
সুখের চাঁদনী হৃদয় যুড়িল,
দুরিত-আঁধার গেল দূর হয়ে।

৫০

চক্রীর এ চক্র নয়তো কি আর?
কোথা ধনতৃষা, কোথা কৃপা তাঁর!
কে জানে বিভুর কেমন বিচার।
কে ডুবিবে তাঁর ছলনার পয়ে?

৫১

ত্যজি অন্নজল ধন জন দারা।
যোগরত যোগী, তবু তত্ত্বহারা!
ছার দুরাশায় হয়ে সাধু সারা,
যেমন ডাকিল, লভিল তাঁহারে!

৫২

শ্রীমতি শ্রীপতি মিলিলা যুগল।
কি ছার সঙ্গতি ধন জন বল।

পরমার্থ ধন চবমে সম্বল ;
চরণযুগল বণিক নেহাবে।

৫৩

দরবিগলিত ধারা দুনয়নে,
মাটিব সংসার ভেসে গেল ক্ষণে ;
বেগে উঠে ঢেউ প্রেমের জীবনে,
কূলকেন্দ্র সাধু খুঁজিয়া না পায।

৫৪

কোথায পৃথিবী, কোথায পাথার,
কোথায হৃদয, কোথা লক্ষ্য তাব ?
ভক্তের নযনে সব একাকাব,
প্রেমেব সংসার প্রেমে ভেসে যায়।!!

৫৫

প্রেমেব ঝবণা গৃহে যার বয়,
দুখ তাপ জ্বালা আব কি সে সয় ?
শীতল সুধীব সাধুব হৃদয়,
নৈবাশ্যযন্ত্রণা লুকাইল দূবে।

৫৬

যে সংসাব ছিল নযনের বালী,
আজ সে সংসাব অমৃতেব ডালি !
ভুলিযাছে সাধু গৃহ গৃহস্থালী,
প্রাণভবি তাব প্রেমবস ঝুরে।

৫৭

প্রাণভরা হাসি হাসিযা গগন
ফুটায় নিশায তারাফুলবন।
তাব মাঝে তারাপতি সুশোভন,
সুধা-কবে তাঁর কত সুধা করে।

৫৮

* কিবা মনোহর কমল কহ্লার ;
কুহরে কুহরে পশি যবে তার,

লুঠে মধুকব মধুর ভাণ্ডাব,
মধুব মধুব মনঃ কাড়া পবে।

৫৯

অরুণ যখন রথসজ্জা করে,
কিম্বা যবে রথী নামেন সাগবে,
অথবা যখন চিকুর শিহবে,
হীরা মতি হেম ঝরে কত তায়!

৬০

বাসন্তী কুসুমে ভ্রমরাব রতি,
পদ গায পিক্ তালে দিযা যতি,
মাথামাথি কত করে তরুলতী
মলযে দোলায়ে সুললিত কায।

৬১

সহসা বণিক মেলিলা নযন।
হাব দেখি ভাবে ডুবে তাব মন;
মধুব মুরতি পুরুষবতন
কে করে পরশ শ্রীপতিচরণ!

৬২

নযন ভবিযা সাধু হেবে তাঁয়,
চিনু-চিনু মুখ চেনা নাহি যায;
ভাবে সাধু একি দ্বিধা ভাসি যায,
লহরে লহরে একই তপন?

৬৩

বাস্তবিক সেই আপস্তকঠাম,
—যিনি জলধর দুর্ব্বাদল শ্যাম,
রসাল মকুলে কিসলযদাম;
সে মূর্ত্তির তুলা হয় কি না হয়।

৬৪

যে মূর্ত্তিব তুলা ত্রিজগতে নাই,
হেন চিত্রকর আছে কোন ঠাঁই;

জৈব শক্তি কিবা দৈবশক্তি দিয়া
তুলি ধরি তার করে অনুদয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতরহস্য।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ কল্পবৃক্ষস্বরূপ, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহের মধ্যে আদ্যশ্লোকও তদ্রূপ কল্পতরুস্বরূপ। যিনি যে কোন অর্থ কামনা করিয়া ঐ আদ্য শ্লোকের নিকট উপস্থিত হইবেন, তিনি উহা হইতে সেই অর্থই প্রাপ্ত হইবেন। তাহার নিদর্শনস্বরূপ প্রায় চারিশত অর্থ সাত্বত সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। ঐ সকল অর্থের নির্দ্দিষ্ট উদ্ভাবনকর্ত্তা নাই। তবে কয়েকখানি সংগ্রহ গ্রন্থ দেখা যায়, যাহাদের হইতে ঐসকল অর্থও সংগৃহীত হইতে পারে। ঐ সকল সংগ্রহের মধ্যে তিনিখানি সংগ্রহই সুপ্রসিদ্ধ। একখানির নাম ভগবল্লীলাকল্পদ্রুম, অপর খানির নাম ব্যাখ্যাশতক, এবং তৃতীয় খানির নাম ভগবল্লীলাচিন্তামণি। ঐ তিনখানি সংগ্রহে বহুবিধ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারগণের টীকা হইতেও কতকগুলি অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে প্রায় চারিশত প্রকার অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আমরা এই প্রবন্ধে ক্রমান্বয়ে ঐ সকল অর্থই সানুবাদ প্রচার করিব। তন্মধ্যে প্রথম অর্থ যথা ;—

(বয়ং তং) পরং (পরব্রহ্মরূপং গণেশং) ধীমহি। (তং কম্ ?—) যতঃ (যস্যাঃ) আদ্যস্য (জঙ্গমাদ্যপেক্ষয়া আদ্যস্য স্থাবরস্য হিমালয়স্য সকাশাৎ) জন্ম (সা পার্ব্বতী যৎ) তেজোবারিমৃদা (তেজঃপ্রক্ষালকং বারি তেজোবারি তৈলং তস্য মৃদ্ মর্দ্দনং তেন তৈলাভ্যঞ্জনকিট্টেনেত্যর্থঃ) অাং (প্রসিদ্ধং) যথা নিরস্তকুহকং (নিরস্তং নির্গতং কুহকং বৈরূপং যত্র তৎ অতিসুন্দর নবাকারং তথা) তেনে (চকার) অনু (পশ্চাৎ) অভিজ্ঞঃ (ন বিভেতি কুতঃ অপি ইতি অভিঃ জানাতি সর্ব্বম্ ইতি জ্ঞঃ অভিঃ চ অসৌ জ্ঞঃ চ ইতি অভিজ্ঞঃ তস্মাৎ মহাদেবাৎ) ইতরতঃ (ইতরত্বং গজমুখত্বম্) অর্থাৎ (প্রাপ অতএব)

যত্র ত্রিসর্গঃ মৃষা (মিথ্যা কিন্তু দ্বিসর্গঃ নৃগজসর্গঃ অমৃষা সত্যঃ গজাননত্বাৎ) সূরয়ঃ (বিদ্বাংসঃ) যৎ (যং) হৃদা মুহুস্তি (ধ্যায়ন্তি কস্মৈ ?—) আদিকবয়ে (প্রাক্তনকবিত্বায় ? যঃ (গণেশঃ) ব্রহ্ম (সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এব কিন্তু তং গণেশম ?—) স্বেন (নিজেন) ধাম্না (স্মৃতিমাত্রতঃ বিঘ্ননাশকত্বরূপেণ প্রভাবেণ) অর্থেষু (ধর্ম্মাদিষু চতুর্ষু) সত্যং (সত্যতাপাদকম্ যঃ চ স্বৈঃ গৌরীশঙ্কর-স্কন্দাদিভিঃ নিজৈঃ অঙ্কুশাদ্যায়ুধভূষণবাহনাদিভিঃ রাজতে ইতি) স্বরাট্ ॥১॥

এই পৃথিবীতে যে সকল জঙ্গম পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদিগের আদি-ভূত হিমালয়ের কন্যা যাঁহাকে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে নিজ অঙ্গমল দ্বারা সুন্দর নরাকারে প্রকাশ করেন ; পরে যিনি শনি হইতে স্কন্ধ-বিহীন হইয়া শ্রীমন্মহাদেব হইতে গজমুখত্ব প্রাপ্ত হয়েন ; যাঁহাতে ত্রিগুণসর্গ মিথ্যা হইলেও নৃগজসর্গরূপ দ্বিসর্গ সত্য ; পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সহৃদয়ে ধ্যান করিয়া করিয়া থাকেন ; যিনি আদিকবি ; যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ; যিনি স্মরণমাত্র স্বীয় বিঘ্ননাশক প্রভাব দ্বারা ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গের সত্যত্ব সংস্থাপন করেন ; যিনি সদা নিজ ভূষণায়ুধপরিজনবর্গে সুশোভিত, সেই বিঘ্ননাশন পার্ব্বতীনন্দন গজাননকে ধ্যান করি ॥১॥

ক্রমশঃ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

অন্বয় ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ । তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তম্ (অর্জ্জুনং) মধুসূদনঃ ইদং বাক্যম্ উবাচ ॥ ১

অনুবাদ ।—সঞ্জয় বলিলেন । সেই প্রকার কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুল-নয়ন শোকাতুর অর্জ্জুনকে মধুসূদন এই কথা বলিলেন ॥ ১

তাৎপর্য্য ।—সঞ্জয় এইরূপে অর্জুনের বৈরাগ্য শ্রবণ করিয়া নিজ তনয়গণের নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভাশয়ে সমুৎসাহিত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, রাজন্ ! অর্জুনকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া তাঁহার শোকাপনোদনার্থ শ্রীমধুসূদন যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জুন ॥২

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। অর্জ্জুন, ত্বা (ত্বাং) বিষমে (স্থানে) কুতঃ অনার্য্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরম্ ইদং কশ্মলং সমুপস্থিতম্ ॥ ২

অনুবাদ।—শ্রীভগবান বলিলেন, অর্জ্জুন, তোমাতে সঙ্কটে কোথা হইতে অনার্য্যসেবিত অস্বর্গ্য অকীর্ত্তিকর এই মোহ উপস্থিত হইল ? ॥ ২

তাৎপর্য্য।—ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জুন। তোমার এই যে স্বধর্ম্মবৈমুখ্যরূপ মোহ জন্মিয়াছে, তাহা শিষ্টজনবিগর্হিত। তুমি ক্ষত্রিয়চূড়ামণি, এই যুদ্ধসময়ে তোমার উহা কোথা হইতে উপস্থিত হইল ? উহা মুমুক্ষু আর্য্যগণের পক্ষে অতীব বিগর্হিত। কারণ, তাঁহারাও চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত স্বধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ উহা স্বর্গোপ-লম্ভক ধর্ম্মেরও বিরুদ্ধ এবং ইহলোকেও যশোনাশক ॥ ২ ॥

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩

অন্বয়।—পার্থ, ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ। এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে। পরন্তপ, ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ ॥ ৩

অনুবাদ।—পার্থ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমাতে উপযুক্ত হয় না। পরন্তপ, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হও ॥ ৩

তাৎপর্য্য।—পার্থ! দেবরাজের অংশে তোমার জন্ম। ক্ষত্রবন্ধুর তুল্য এই হীনতা তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি বিশ্ববিজেতা, তোমাতে কি এই প্রকার নীচজনোচিত দুর্ব্বলতা শোভা পায়! তোমার এই অনুচিত কৃপালুতা বিবেকের পরিচয় প্রদান করিতেছে না। অতএব উপস্থিত সমরের জন্য সজ্জিত হও ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪

অন্বয়।—অর্জ্জুনঃ উবাচ। অরিসূদন, মধুসূদন, অহং কথং সংখ্যে পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি ইষুভিঃ যোৎস্যামি ॥ ৪

অনুবাদ।—শত্রুবিমর্দ্দন মধুসূদন, পূজনীয় পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণের বিরুদ্ধে আমি কিরূপে শরনিক্ষেপ সহকারে যুদ্ধ করিব ? ॥ ৪

তাৎপর্য্য।—ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন বলিলেন, মধুসূদন। ভীষ্ম ও দ্রোণ যে আমার গুরু ইঁহারা আমার পূজ্য, যাঁহাদিগকে বিবিধ উপহারে পূজা করিতে হয়, তাঁহাদিগের প্রতি শরনিক্ষেপ সহকারে কি যুদ্ধ করিতে পারা যায়! যাঁহাদিগকে পরিহাস করাও দোষ, তাঁহারা কি প্রতিপক্ষীয় রূপে গণ্য বা যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে গৃহীত হইতে পারেন! অরিসূদন! পূজ্য ব্যক্তির অপূজন যে মহাপাপ, তাহা কি আপনার অবিদিত আছে! ৪ ॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

অন্বয়।—মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা হি ইহ লোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ তু গুরূন্ হত্বা ইহ এব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয় ॥ ৫

অনুবাদ।—মহানুভাব গুরু সকলকে বিনাশ না করিয়া নিশ্চয়ই এই জগতে ভিক্ষালব্ধান্ন ভোজন করাও শুভকর, কিন্তু গুরুগণকে বধ করিয়া এই সংসারেই রুধিরদিগ্ধ অর্থকামরূপ ভোগসমূহ ভোগ করিব ? ৫

তাৎপর্য্য।—আমিত ইঁহাদিগকে কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য উৎপথগামী গুরু বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি না। ইঁহারা উভয়েই বেদাধ্যয়নাদিসম্পন্ন মহাপ্রভাবশালী। যাঁহারা কালকামাদিকে বশীভূত করিয়াছেন, উৎপথগামিত্বাদিরূপ ক্ষুদ্র দোষ কি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে ? যদিও ইঁহাদিগের অর্থকামত্ব শ্রবণ করা যায় বটে, তথাপি ইঁহারা কি আমার গুরু নহেন ? সত্য বটে, ইঁহারা অর্থকামনাতেই যুদ্ধোদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু তা বলিয়া আমি কিরূপে ইহাদিগকে সংহার করিব ? আমার যে তাহাতে ইহলোক নাই, পরলোকও নাই। আমি যদি ইহাঁদিগকে এই যুদ্ধে সংহার করি, তবে পরলোকেও নরক এবং ইহলোকেও সুখের আশা দেখি না। অতএব এতদবস্থায় আমার পক্ষে ভৈক্ষ্যও শ্রেয়স্কর ॥৫॥

ন চৈতদ্বিদ্মো কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতা প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬

অন্বয়।—নঃ কতরৎ গরীয়ঃ এতৎ চ ন বিদ্ম যৎ জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ॥ ৬

অনুবাদ।—আমাদিগের কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, ইহাও জানি না; আমরাই জয়ী হইব, অথবা তাহারাই আমাদিগকে জয় করিবে। যাহাদিগকে সংহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণই সম্মুখে অবস্থিত।

তাৎপর্য্য।—কৃষ্ণ। আমার পক্ষে ক্ষত্রিয়বিগর্হিত ভৈক্ষ্য অথবা তদুচিত যুদ্ধ, এই দুইটির কোন্‌টি শ্রেয়স্কর, আমি তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি দুর্য্যোধনাদিকে মারিয়া যে ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারি না॥ ৬॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭

অন্বয়।-কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (অহং) ত্বাং পৃচ্ছামি যৎ শ্রেয়ঃ তৎ মে নিশ্চিতং ব্রূহি অহং তে শিষ্যঃ ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি॥৭॥

অনুবাদ।—কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা মঙ্গলকর, তাহাই আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার শিষ্য তোমার শরণাগত, আমাকে উপদেশ প্রদান কর॥ ৭॥

তাৎপর্য্য।—কৃষ্ণ। আমি যে বিষম ধর্ম্মসঙ্কটে পড়িয়াছি। আমার চিত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আমার ইহলোকে রাজ্যভোগ বা পরলোকে স্বর্গভোগ উভয়ই ভাল লাগিতেছে না। আমারও সম্প্রতি ভিক্ষাজীবিত্বই শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। আমিও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া আমার মন অতীব ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। গুরো! আমাকে তোমার শরণাগত শিষ্য ভাবিয়া আমার উপস্থিত সংশয়ের ছেদ কর। আমার পক্ষে কোন্‌টি কর্ত্তব্য, কোন্‌টি অকর্ত্তব্য স্থির করিয়া দাও। তোমার কথাই আমার শিরোধার্য্য জানিবে॥৭॥

চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভীরবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ॥ ৯ ॥
দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ ॥ ১০ ॥

ব্যবস্থায়া পচাদিত্বাৎ ঙঃ ণট্ বা। হে নৃপনন্দন পফাল ক্রিয়ানিষ্পত্তৌ সমর্থো নাভূৎ ফলনিষ্পত্তৌ। ততস্তদনন্তরং স চিক্ষুরঃ কোপাদরুণলোচনঃ রক্তাক্ষঃ সন্ শূলং জগ্রাহ হস্তে কৃতবান্ ॥ ৮ ॥

চিক্ষেপেতি। ততো গ্রহণানন্তরং মহাসুরঃ তচ্ছূলং ভদ্রকাল্যাং তদ্বিষয়ে চিক্ষেপ ক্ষিপ্তবান্। কীদৃক্ অম্বরাৎ অম্বরং প্রাপ্য সপ্তম্যর্থে পঞ্চমী বা তেজোভির্জাজ্বল্যমানম্। যদ্বা অম্বরমাকাশম্ অত্তীতি অম্বরাৎ তেজোভিরম্বরং গ্রসমানমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা পিবন্নিব নভস্তলমিতিবৎ যতো জাজ্বল্যমানম্ অতিশয়েন জ্বলদিতি হেতুগর্ভবিশেষণম্। কিমিব রবিবিম্বমিব সূর্য্যমণ্ডলমিব ॥ ৯ ॥

দৃষ্ট্বেতি। দেবী চণ্ডিকা আপতৎ আগচ্ছৎ তচ্ছূলং দৃষ্ট্বা শূলং স্বশূলম্ অমুঞ্চত অমুঞ্চৎ। তেন দেবীশূলেন তচ্ছূলম্ আসুরং শূলং শতধা নীতং শতশব্দোঽসংখ্যপরঃ বহুধা খণ্ডিতমিতি যাবৎ। সোঽপি অসুরঃ শতধা নীতঃ খণ্ডখণ্ডীকৃতঃ ॥ ১০ ॥

কিন্তু নৃপনন্দন, তাহার সেই অসি দেবীবাহুস্পর্শমাত্র চূর্ণ হইয়া গেল; তদ্দর্শনে সেনাপতি চিক্ষুর ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া শূল গ্রহণ করিল ॥ ৮

সেই মহাসুর দেবী ভদ্রকালীর প্রতি এরূপ বেগে শূল নিক্ষেপ করিয়াছিল যে, ঐ শূল পতনকালে আকাশ হইতে পতিত জাজ্বল্যমান রবিবিম্বের সদৃশ দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৯

দেবীও চিক্ষুরপরিত্যক্ত সেই শূল দর্শন করিয়া এরূপ এক শূল নিক্ষেপ করিলেন যে, তদাঘাতে চিক্ষুরাসুর স্বীয় শূলের সহিত শতধা খণ্ডিত হইল ॥ ১০

হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্য চমূপতৌ ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দ্দনঃ ॥ ১১ ॥
সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্ ॥ ১২ ॥
ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥ ১৪ ॥

হতে ইতি। তস্মিন্ মহাবীর্য্যে চিক্ষুরে মহিষস্য সেনাপতৌ হতে সতি চামরনামা ত্রিদশার্দ্দনোঽসুরঃ গজারূঢ়ঃ সন্ আজগাম ॥ ১১ ॥

সোঽপীতি। অথ আগমনানন্তরং সোঽপি চামরোঽপি দেব্যাঃ সম্বন্ধে শক্তিং মুমোচ অম্বিকা দ্রুতং তাং শক্তিং হুঙ্কারেণ ক্রোধাবিষ্কৃতশব্দবিশেষেণ মন্ত্রাত্মকেনাভিহতাং কৃত্বা ভূমৌ পাতযামাস। নিষ্প্রভাং নিস্তেজসম্। ক্রোধাখ্যো হুং তনুত্রঞ্চ শস্ত্রাস্ত্রৌ বিপুসংজ্ঞক ইতি বর্ণাভিধানদর্শনাৎ হুং বিতর্কে পরিপ্রশ্নে হুং রুষোক্ত্যানুনীতিষু ইতি বিশ্বপ্রকাশদর্শনাচ্চ হুংকারেণেত্যত্র হুমিতি হ্রস্বঃ পাঠো যুক্তঃ পুস্তকেষু তু দীর্ঘো দৃশ্যতে ॥ ১২ ॥

ভগ্নামিতি। চামরো ভগ্নাং নিপতিতাং শক্তিং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ সন্ শূলং চিক্ষেপ। সা দেবী তদপি শূলং বাণৈরচ্ছিনৎ ॥ ১৩ ॥

তত ইতি। ততস্তদনন্তরং সিংহঃ সমুৎপত্য উৎপ্লুত্য গজস্য কুম্ভযোরন্তরে

মহিষাসুরসেনানী চিক্ষুর নিধন প্রাপ্ত হইলে, ত্রিদশার্দ্দন দ্বিতীয় সেনাপতি চামর গজারোহণে সমরাঙ্গণে সমুপস্থিত হইল ॥ ১১

চামর অসুর যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াই দেবীর প্রতি একটি শক্তি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু দেবীর হুঙ্কার মাত্র ঐ শক্তি নিষ্প্রভ ও ভগ্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল ॥ ১২

শক্তি বিফল হইল দেখিয়া, চামর ক্রোধভরে একটি শূল নিক্ষেপ করিল; ভগবতী বাণ দ্বারা সেই শূলও বারণ করিলেন ॥ ১৩

তখন দেবীবাহন সিংহ চামরের হস্তির কুম্ভদ্বয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইয়া সেই অমরারির সহিত ঘোরতর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৪

যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীঙ্গতৌ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥ ১৫ ॥
ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্ ॥ ১৬ ॥
উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ ॥ ১৭ ॥

মধ্যে স্থিতঃ সন্ তেন ত্রিদশারিণা অসুরেণ সহ বাহুযুদ্ধেন উচ্চৈরতিমহদ্‌যথা স্যাৎ তথা যুযুধে উচ্চৈর্যথা স্যাৎ তথা উৎপ্লুত্যেতি বা সম্বন্ধঃ ॥ ১৪ ॥

যুদ্ধ্যমানাবিতি। ততোঽনন্তরং যুধ্যমানৌ তৌ সিংহাসুরৌ তস্মাৎ নাগাৎ গজাৎ মহীং গতৌ সন্তৌ অতিদারুণৈঃ প্রহারৈর্যুযুধাতে। সন্ধিরার্ষঃ। যতোঽতিসংরব্ধৌ অতিক্রুদ্ধৌ ॥ ১৫ ॥

তত ইতি। ততোঽনন্তরং মৃগারিণা সিংহেন বেগাৎ খম্ আকাশম্ উৎপত্য নিপত্য চ করপ্রহারেণ চপেটাঘাতেন চামরস্য শিরঃ পৃথক্কৃতং ভিন্নীকৃতং ছিন্নমিতি যাবৎ ॥ ১৬ ॥

উদগ্রশ্চেতি। দেব্যা উদগ্রনামাসুরঃ রণে শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ মারিতঃ। করালনামাসুরঃ দন্তমুষ্টিতলৈঃ দন্তো বৎসদন্তাখ্যোঽস্ত্রবিশেষঃ তথাচ হরিবংশীয়বলিবাসবযুদ্ধে। ক্ষুরকৈর্বিশিখৈর্ভল্লৈর্বৎসদন্তৈঃ শিলীমুখৈঃ ইতি দন্তনির্ম্মিতৎসরুভিরিতি বিদ্যাবিনোদঃ। তলং চপেটাঘাতঃ। করালনামা অসুরঃ নিপাতিতঃ। তলং স্বরূপেঽনুর্দ্ধেঽস্ত্রী ক্লীবং জ্যাঘাতবারণে। করলে

উভয়েই বাহুযুদ্ধ করিতে করিতে মাতঙ্গপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পতিত হইয়া বলদর্পে পরস্পর দারুণ প্রহার সহকারে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল ॥ ১৫

নিমেষমধ্যেই সিংহ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শূন্যে উৎপতিত ও পুনর্ব্বার ভূমিতলে পতিত হইয়া নিদারুণ করপ্রহারে চামরের দেহ হইতে মস্তক পৃথক করিয়া ফেলিল ॥ ১৬

তদনন্তর দেবী শিলাবৃক্ষাদির আঘাতে উদগ্র নামক সেনাপতিকে এবং দন্তাঘাত, মুষ্টির আঘাত ও চপেটাঘাতে করাল নামক সেনাপতিকে নিপাতিত করিলেন ॥ ১৭

দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্ ।
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্ ॥ ১৮ ॥
উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুম্ ।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥ ১৯ ॥
বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ ।
দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ২০ ॥

কার্য্যবীজে চ পুংসি তালমহীরুহে। চপেটে চ ৎসবৌ তন্ত্রীঘাতে সব্যেন পাণিনেতি মেদিনী ॥ ১৭ ॥

দেবীতি। দেবী চণ্ডিকা উদ্ধতম উদ্ধতনামানমসুরং গদাপাতৈশ্চূর্ণযামাস। বাস্কলং বাস্কলনামানমসুরং ভিন্দিপালেন চূর্ণযামাস তাম্রনামানম্ অন্ধক-নামানঞ্চ বাণৈশ্চূর্ণয়ামাস ॥ ১৮ ॥

উগ্রাস্যমিতি। ত্রিনেত্রা দেবী উগ্রাস্যনামানম্ উগ্রবীর্য্যনামানং তথৈব তেন প্রকারেণ মহাহনুঞ্চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী পরমৈশ্বর্য্যশীলা পরমাণাং ব্রহ্মাদীনাম্ ঈশ্বরী নিয়ন্ত্রীতি বা ॥ ১৯ ॥

বিড়ালেতি। বিড়ালস্য ভীমো ভীমসেন ইতিবৎ সংজ্ঞৈকদেশঃ শিরঃ কায়াৎ অসিনা পাতয়ামাস। দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখঞ্চ উভৌ শরৈর্যমক্ষয়ং যমগৃহং নিন্যে নিনায প্রাপিতবতী সম্মুখরণহতস্য স্বর্গগামিত্বেন যমগৃহগমনাযোগ্যত্বাৎ যমক্ষযমিত্যনেন মৃত্যুরেবাভিহিতঃ ক্ষযো রোগান্তরে বেশ্মকল্পান্তাপচযেষু চেতি মেদিনী ॥ ২০ ॥

দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া গদাঘাতে উদ্ধতনামক অসুরকে যষ্টির আঘাতে বাস্কল নামক অসুরকে এবং তাম্র ও অন্ধক নামক অসুরদ্বয়কে শরাঘাতে চূর্ণ করিলেন ॥ ১৮

সেই ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী ত্রিশূলের আঘাতে উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য ও মহা-হনু নামক অসুরত্রয়কে সংহার করিলেন ॥ ১৯

তিনি খড়্গপ্রহারে বিড়াল নামক অসুরের দেহহইতে মস্তক নিপাতিত করিয়া, তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা দুর্দ্ধর ও দুর্ম্মুখ নামক অসুরদ্বয়কে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ২০

এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্ ॥ ২১ ॥
কাংশ্চিত্তুণ্ডপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্।
লাঙ্গূলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্ ॥২২॥
বেগেন কাংশ্চিদপরান্নাদেন ভ্রমণেন চ।
নিশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ২৩ ॥
নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোঽম্বিকা ॥ ২৪ ॥

এবমিতি। মহিষাসুরঃ এবমনেন প্রকারেণ স্বসৈন্যে সংক্ষীয়মাণে সতি মহিষেণ স্বরূপেণ তান্ গণান্ ত্রাসযামাস ॥ ২১ ॥

তদ্দর্শয়তি দ্বাভ্যাম্। কাংশ্চিৎ তুণ্ডপ্রহারেণ পোথাঘাতেন কাংশ্চিৎ গণান্ ভূতলে পাতয়ামাস ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অপরান্ খুরক্ষেপৈঃ খুরাঘাতৈঃ। তথাশব্দশ্চার্থঃ। অন্যান্ লাঙ্গূলতাড়িতান্ অন্যাংশ্চ শৃঙ্গাভ্যাং বিদারিতান্ দ্বিধাকৃতান্ কাংশ্চিদ্বেগেন গতিতারতম্যেন অপরান্নাদেন শব্দবিশেষেণ কাংশ্চিৎ ভ্রমণেন মণ্ডলাকারগত্যা তথা অন্যান্ নিশ্বাসপবনেন ভূতলে পাতয়ামাস ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

নিপাত্যেতি। সোঽসুরঃ মহিষঃ প্রমথানীকং প্রমথসৈন্যং নিপাত্য মহাদেব্যাঃ সিংহং হন্তুম্ অভ্যধাবত আভিমুখ্যেন অধাবত ততো হেতোরম্বিকা কোপং চক্রে ॥ ২৪ ॥

এই রূপে সৈন্যগণ নিহত হইলে, মহিষাসুর স্বযং মহিষমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভগবতীর নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিল ॥ ২১

সে কাহাকেও তুণ্ডপ্রহারে, কাহাকে পদাঘাতে, কাহাকে লাঙ্গূলাঘাতে এবং কাহাকে বা শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা বিদারিত করিতে লাগিল ॥ ২২

আবার কাহাকে বেগে, কাহাকে সিংহনাদে, কাহাকে মণ্ডলাকারভ্রমণে, এবং কাহাকেও বা নিজ নিশ্বাস বায়ু দ্বারা অভিভূত করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিল ॥২৩

সে এইরূপে দেবীর প্রমথসৈন্য সকলকে নিপাতিত করিয়া, তাঁহার

সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ২৫ ॥
বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত।
লাঙ্গূলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ২৬ ॥
ধূতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ ॥২৭॥

সোঽপীতি। সোঽপি মহাবীর্য্যঃ কোপাৎ শৃঙ্গাভ্যাম্ উচ্চান্ পর্ব্বতান্ চিক্ষেপ চ ননাদ চ চকারদ্বয়ং নৈরন্তর্য্যদ্যোতনায়। সঃ কীদৃক্ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ খুরৈঃ ক্ষুণ্ণং মহীতলং যেন ॥ ২৫ ॥

বেগেতি। মহী তস্য বেগেন শৈঘ্রোণ যদভ্রমণং মণ্ডলাকারগতিঃ তেন ক্ষুণ্ণা সংপিষ্টা সতী ব্যশীর্য্যত শীর্ণা অভূৎ। কর্ম্মকর্ত্তরি প্রযোগঃ। অব্ধিঃ সমুদ্রশ্চ তেনাসুরেণ লাঙ্গূলেনাহতঃ তাড়িতঃ সন্ সর্ব্বতঃ প্লাবযামাস জলপ্লাবিত-মকরোৎ ॥ ২৬ ॥

ধূতেতি। ঘনা মেঘাস্তস্য ধূতে কম্পিতে যে শৃঙ্গে বিষাণে তাভ্যাং ভিন্না বিদীর্ণীকৃতাঃ সন্তঃ খণ্ডখণ্ডং যযুঃ খণ্ডীকৃতত্বং প্রাপুঃ। শতশোঽচলাঃ পর্ব্বতাঃ শ্বাসানিলাস্তাঃ নিশ্বাসপবনোৎক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ নভসঃ পেতুঃ আকাশমুত্থায় ততঃ পতিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

সিংহকে বধ করিবার উদ্দেশে ধাবিত হইল। দেবী ভগবতী তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ॥২৪

মহাবীর্য্য মহিষাসুরও ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরদ্বারা মহীতল ক্ষুণ্ণ করিতে লাগিল, এবং শৃঙ্গ দ্বারা উচ্চ পর্ব্বত সকল উৎপাটন পূর্ব্বক দেবীর প্রতি নিক্ষেপ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ২৫

তাহার সবেগ ভ্রমণে পৃথিবী বিশীর্ণ হইতে লাগিল এবং লাঙ্গূলতাড়নে সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া ধরাতল প্লাবিত করিতে লাগিল ॥ ২৬

মেঘ সমূহ তাহার কম্পিত শৃঙ্গদ্বয়ের আঘাতে ইতস্তত সঞ্চালিত ও খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। এবং তাহার নিশ্বাসপবনে শত শত পর্ব্বত ঊর্দ্ধে উত্থিত ও পুনর্ব্বার ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৭

ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্ ।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ ॥ ২৮ ॥
সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্ ।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে ॥ ২৯ ॥
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকা শিরঃ ।
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥ ৩০ ॥

ইতীতি। সা চণ্ডিকা ইত্যুক্তপ্রকারেণ আপতন্তম্ আগচ্ছন্তং ক্রোধ-সমাধ্মাতং ক্রোধোদ্দীপ্তং মহাসুরং মহিষং দৃষ্ট্বা তদ্বধায তদ্বধং কর্ত্তুং কোপ-মকরোৎ ॥২৮ ॥

সেতি। সা চণ্ডিকা বৈ নিশ্চযে পাদপূরণে বা তস্য সম্বন্ধে পাশং ক্ষিপ্ত্বা তং মহাসুরং ববন্ধ। সোঽপি মহাসুরঃ মহামৃধে মহাযুদ্ধে বদ্ধঃ সন্ মাহিষং রূপং তত্যাজ ॥ ২৯ ॥

তত ইতি। অনন্তরং সদ্যস্তৎক্ষণমেব সিংহোঽভবৎ। অম্বিকা তস্য সিংহস্য শিরো যাবচ্ছিনত্তি স্মেত্যর্থঃ তাবদেব খড়্গপাণিঃ পুরুষোঽদৃশ্যত অর্থাত্তয়া। যাবত্তাবৎশব্দাভ্যাং সমকালদ্যোতনেন শিরশ্ছেদপ্রক্রম এব পুরুষোঽভূৎ। অতো ন খড়্গপাতো গম্যতে ॥ ৩০ ॥

এই প্রকারে সেই মহিষাসুরকে ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে নিকটে আসিতে দেখিয়া দেবীও তাহার বধসাধনার্থ কুপিত হইলেন । ২৮

ভগবতী পাশাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই মহান্ অসুরকে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। সেই অসুর পাশবদ্ধ হইবামাত্র মহিষরূপ ত্যাগ করিল ॥ ২৯

তদনন্তর সে সিংহরূপ ধারণ করিল। দেবী তৎক্ষণাৎ সেই সিংহের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। মায়াবী অসুরও তদবসরে সেই সিংহরূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক খড়্গধারী পুরুষমূর্ত্তিতে দর্শন দিল ॥ ৩০

তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ॥ ৩১॥
করেণ চ মহাসিংহং তঞ্চকর্ষ জগর্জ্জ চ।
কর্ষতস্তু করন্দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত॥ ৩২॥
ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৩৩॥

তত ইতি। ততোঽনন্তরমেব দেবী খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং তং পুরুষং সায়কৈর্ব্বাণৈরেবাশু শীঘ্রং চিচ্ছেদ। এবকারেণ পুরুষভবনসমকালমেব ছেদো গম্যতে। সায়কৈরবসায়কৈবিতি যমকদর্শনাৎ সায়কো দন্ত্যাদিঃ সোঽস্ত-কর্ম্মণীত্যস্ম রূপম্। ততোঽনন্তরং সোঽসুরঃ মহাগজোঽভূৎ॥ ৩১॥

করেণেতি। তং প্রসিদ্ধং মহাসিংহং করেণ শুণ্ডাদণ্ডেন চকর্ষ আকৃষ্টবান্ জগর্জ্জ শব্দং কৃতবাংশ্চ। চকারদ্বয়ং সমকালদ্যোতনায়। সিংহাকর্ষণগাটোপ-শব্দাভ্যাং গজস্য প্রাগুক্তং মহত্বং দ্যোতিতম্। দেবী কর্ষতস্তস্যাসুরস্য করং শুণ্ডং খড়্গেন নিরকৃন্তত ছিন্নবতী কৃতি ছেদনে তুদাদিঃ আত্মনেপদম্ আর্ষম্ কর্ষত ইতি শতৃন্তাৎ ষষ্ঠী॥ ৩২॥

তত ইতি। অনন্তরং মহাসুরো মহিষঃ ভূয়ঃ পুনরপি মাহিষং মহিষসম্বন্ধি বপুঃ শরীরম্ আস্থিতঃ তথৈব পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সচরাচরং স্থাবরজঙ্গমসহিতং ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ামাস ব্যাকুলীচকার। ত্রয়ো লোকা এব ত্রৈলোক্যং চতুর্ব্বর্ণাদিত্বাদ্ যণ্॥ ৩৩॥

দেবী তন্মুহূর্ত্তেই সেই খড়্গচর্ম্মধারী পুরুষকে বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন সেও প্রকাণ্ড মাতঙ্গের আকার ধারণ করিল॥ ৩১

তদনন্তর মাতঙ্গরূপী সেই অসুর নিজ শুণ্ড দ্বারা দেবীর সিংহকে আকর্ষণ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবী খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন॥ ৩২

তখন সেই অসুরও পুনর্ব্বার মহিষরূপ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ সচরাচর ত্রৈলোক্য ক্ষুভিত করিতে লাগিল॥ ৩৩

হিন্দু-সুহৃদ্।

১ম ভাগ] সন ১৩০১ ভাদ্র [১১শ খণ্ড।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

উপক্রমণিকা।

বিজ্ঞানশাস্ত্রসমূহের মধ্যে জ্যোতিষ অতি মহৎ ও অতীব প্রয়োজনীয়। আমরা এই শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা যে কেবল পৃথিবীর পরিমাণ ও তদুপরিস্থিত দেশাদির বিবরণ অবগত হই তাহা নহে; এই শাস্ত্রের অনুশীলনে যে কেবল ভূমণ্ডলের দূরদেশে বাণিজ্যাদি প্রবর্ত্তনের সুযোগ ও তদ্দ্বারা তত্তদ্দেশোৎপন্ন দ্রব্যাদির স্থানান্তরীকরণ হইতে জনসমূহের সুখভোগাদির সমাধান হয়, তাহাও নহে; কিন্তু এই শাস্ত্র হইতে সমুৎপন্ন জ্ঞান পদে পদে আমাদিগের বুদ্ধিশক্তির সম্বর্দ্ধন করিতেছে। এই শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে আমাদিগের চিরবর্দ্ধিত কুসংস্কার সকল দূরীভূত হইতেছে। অধিকন্তু এই শাস্ত্র আমাদিগের মনে পরমপিতা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব, জ্ঞানশক্তি, কৃপাশক্তি ও মহত্ত্বাদি গুণগ্রামের প্রভূত পরিচয় প্রদান করিয়া মহান্ উপকার সাধন করিতেছে।

অনেকেই মনে করেন যে, অতি দূরবর্ত্তী গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত পৃথিবীর বা তদুপরিস্থিত জীবাদির কোন সম্বন্ধ নাই; যদিও থাকে, তাহা অকিঞ্চিৎকর ও অজ্ঞেয়; কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। কারণ, পৃথিবীতে গ্রহাদির বিশেষ সম্বন্ধ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা দেখিতেছি, চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তাদির সহিত জোয়ার, ভাঁটা ও ঋতু প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এবং ঐ সকল পরিবর্ত্তন হইতে যে জীবের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাও সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শারীরিক চিহ্ন-লক্ষণাদি হইতে জীবাদির অবস্থাদি ও গ্রহনক্ষত্রাদির সংযোগ-বিশেষ এবং ধূমকেতু প্রভৃতির উদয়াদি হইতে ঝড়, বৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্র-বিপ্লবাদি বিশেষ বিশেষ ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএব এই প্রত্যক্ষ-

ফলতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধার কোন কারণই দেখা যায় না। বিশেষতঃ, উক্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের জ্যোতিশ্চক্রের শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও সমতাবিধানাদির নিয়ম বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে এবং উক্ত নিয়ম দর্শনেই তর্কশাস্ত্রের বিযোজনী রীতির প্রয়োগ দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব কৌশলাদির ও করুণাময়ত্বাদি গুণনিচয়ের অনুমানে আপনাদিগকে চরিতার্থ করিতে পারা যাইতেছে। ফলতঃ জগদীশ্বরের যে ঐশীশক্তি আমাদিগের মনকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করে, ও তাঁহার যে মহিমা আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দরসে আপ্লুত করে, তাঁহার যে মাধুর্য্যাদি সদ্গুণাবলী আমাদিগকে ঈশভক্তি, প্রদান করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে ও তাঁহার প্রতি চিরকর্ত্তব্যশৃঙ্খলে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করে, এই শাস্ত্র সেই সকলের প্রমাণের একটি প্রধান সাধন।

শাস্ত্র সত্য, বিশ্ব সত্য; সত্যসমীপে মানব মুগ্ধ ও তদীয় অত্যল্প জ্ঞান পরাভূত হয়। সত্যচিন্তায় মানবের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়। মানব স্বতঃসিদ্ধভাবে ঐ সত্যের সত্যত্ব ও প্রয়োজন যথাকথঞ্চিৎ অবগত হইলেও তিনি ঐ সত্য সম্যক্ দর্শনে সমর্থ নহেন। এই অনন্তাধারক কালাবয়ব বিশ্বসংসারই ঐ সত্যের প্রতিরূপ। এই সত্যপ্রতিরূপ বিশ্ব যে কি ভাবে আমাদিগের অন্তরমধ্যে সত্যস্বরূপে প্রতিরূঢ় হয়, তাহা আমরা কোন কালেই যথালক্ষণে বিবৃত করিতে সমর্থ নহি; কিন্তু উহার অন্তরে আবির্ভাব অপরিহার্য্য। আমরা প্রতিনিয়তই এই সত্যপ্রতীত বিশ্বকে স্বীয় অন্তরনিলয়ে অবস্থিত সন্দর্শন করি এবং অন্তশূন্যরূপে তটস্থলক্ষণ দ্বারা উহার আনন্ত্যভাব ও মহদ্রূপে স্বরূপলক্ষণ দ্বারা উহার সত্যভাব অনুভব করি। এই অনুভব অপরিহরণীয়—আমাদিগের প্রকৃতিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংমিশ্রিত। যিনি সুকঠোর নাস্তিক্যভাবে শূন্যচিন্তায় অন্তরাত্মাকে শূন্যময়রূপে নিতান্ত কলুষিত করিয়াছেন, তিনিও যদি ঘোর-অন্ধকার-সমাবৃত গভীর রজনীতে একবার অনন্ত আকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তাঁহারও ঐ শূন্য তমসাচ্ছন্ন অন্তরাত্মা আবার বিশ্বপতির সত্যজ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। এমন মানব কে আছেন, অসংখ্য-গ্রহনক্ষত্র-সমাকীর্ণ রাত্রি সন্দর্শনে যাঁহার মনোমন্দিরে অপূর্ব্ব বিস্ময়রসের আবির্ভাব—অদ্ভুত শক্তির সমাবেশ না হয়? দিনমানে বিশ্ব আমাদিগের ক্ষুদ্রতম চিত্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ভাব ধারণ করে, কিন্তু রাত্রিতে প্রকৃত আনন্ত্যভাব পুনর্ব্বার বিকাশিত—নবীভূত হইয়া

আমাদিগের মানসক্ষেত্রে সমুদিত হয়। ঐ সময়ে সৃষ্টির রহস্য উদ্ভিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে আমাদিগের অন্তরধামে প্রকাশিত হইয়া থাকে। রাত্রি আমাদিগের অপূর্ব্ব বিজ্ঞানশাস্ত্রের জননী। ঐ জ্যোতিষবিজ্ঞানই আবার আমাদিগের প্রকৃত আস্তিক্যভাবের জনক। ঐ শাস্ত্রই আমাদিগকে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্ব ও তাহার সহিত এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সম্বন্ধ অবগত করাইয়া থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্রই আমাদিগকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের ঘটনাবলী সম্মুখে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়া দেয়। ফলতঃ, জ্যোতিষশাস্ত্ররূপ সূর্য্যের প্রকাশ ভিন্ন আমাদিগের হৃদয়গুহার নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় অন্ধকার নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

জ্যোতিষশাস্ত্র বলেন, —পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যদেবই আমাদিগের নিবাসভূতা পৃথিবীর দিবারাত্রির কারণ। তাঁহার উদয় হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত সময় দিবস এবং তাঁহার অস্ত হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত কালই রাত্রির অধিকার। আলোকমাত্রই বস্তুর এক অংশ মাত্র আলোকিত করে, সুতরাং ঐ বস্তুর অপরভাগ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। তদনুসারে সূর্য্যোদয়ে এই সচল পৃথ্বীমণ্ডলের স্বসম্মুখস্থ অর্দ্ধাংশ এককালে প্রদীপ্ত হয়; ঐ কালই ঐ ভাগের দিবাভাগ, এবং তৎকালে তদ্বিপরীত অর্দ্ধাংশ রাত্রির ভীষণ অন্ধকারে সমাবৃত থাকে। ঐ অন্ধকার কোণাকৃতি। পৃথিবী নিরন্তর সূর্য্যকে স্বকীয় দেহাবর্ত্তনে পরিভ্রমণ করাতেই পৃথিবীর সকল অংশই ক্রমান্বয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা আলোকিত হইয়া যথাক্রমে দিবার পর রাত্রি ও সন্ধ্যা ভজনা করিয়া থাকে। ঐ পরিক্রমণ হইতেই আমরা আমাদিগের পৃথিবীর ও তদুপরিস্থিত জীবনিচয়ের অবস্থাদি পর্য্যালোচনা করি, এবং তাহা হইতেই আমরা অতীত চিন্তনের এবং ভবিষ্যৎ আশার বীজ বপন করি। এবং ঐ পরিক্রমণ হইতেই আমরা যাবদীয় জ্যোতিষ্কনিচয়ের অবস্থিতির নিরূপণাদি দ্বারা বিশ্বের অনন্তত্বের অভিমুখে অগ্রসর হই। আমরা ব্যোমচারী; পৃথিবীমণ্ডল আমাদিগের ব্যোমযান। আমাদিগের নিম্ন ও উপর উভয় ভাগেই অসীম আকাশমণ্ডল; আমরা শূন্যে অবস্থিত। যে সূর্য্যমণ্ডলকে আমরা প্রকাণ্ড সৌরজগতের উৎপত্তি, গতি, অবস্থিতি ও আলোকাদির কারণস্বরূপে অনুমান করি, সেই সূর্য্যও এই অসীম বিশ্বরাজ্যের মধ্যে একটি পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ঐরূপ কত শত সূর্য্য যে কত শত শত সৌরজগৎ আকর্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? অতি প্রাচীনকালে যখন মনুষ্য

পৃথিবী ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সমাবৃত ছিল, তখন আর্য্য ঋষিগণ গভীর চিন্তা-সাগরে—বিজ্ঞানগর্ভে নিমগ্ন হইয়া প্রগাঢ়জ্ঞানবলে যে সুদুস্তর জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যাহার আলোকে সমস্ত পৃথিবী এখনও সমালোকিত হইতেছে, যাহা ভারতের পূর্ব্বগৌরবের প্রধান পরিচায়ক এবং উপযুক্ত দৃষ্টান্তস্থল, তাহাই আমাদিগের এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ঐ শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, আমরা যে পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছি, সেই পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব মানব—আমরা এই বিপুল বিশ্ব-রাজ্যে সামান্য কীট হইতেও ক্ষুদ্র—বিশাল বিশ্বসম্বন্ধে সামান্য বালুকাকণা হইতেও ক্ষুদ্র। এই পৃথিবী আমাদিগকে পৃষ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক অনন্ত আকাশমার্গে আত্মতুল্য বা তদপেক্ষা শত লক্ষ গুণে বৃহৎ অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রের সহিত যথানিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নিরন্তর নিয়মিত পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। সকলেই সচল; কাহারও গতির বিরাম নাই—বিচ্ছেদ নাই। গ্রহনক্ষত্রের সংখ্যারও শেষ নাই। আমরা রিক্তচক্ষে বা অত্যুৎকৃষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে যে সকল গ্রহনক্ষত্র এই অসীম আকাশে অবলোকন করি তাহারাই যে এই বিশ্বের সর্ব্বস্ব, আর কিছুই নাই, এইরূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগই দাম্ভিক বা বাতুলের কার্য্য। কারণ, যে উপায়ে আমরা গ্রহনক্ষত্র সন্দর্শন করিতেছি, সেই উপায়ই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, গ্রহনক্ষত্র অনন্ত—বিশ্ব অনন্ত। আগ্নেয়াস্ত্র বা কামানের গোলার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৪৩৭ গজ; কিন্তু ঐ গতিও অনন্ত আকাশে অকিঞ্চিৎকরী। প্রকৃতিতে তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে দ্রুতগতি লক্ষিত হইয়া থাকে। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮০,০০০ মাইল গমন করে। এরূপ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাদিগের আলোক ঐ প্রকার গতি সত্বেও বহু বৎসরে পৃথিবীতে আগমন করে। ইহাই যথেষ্ট; আমরা যদি কল্পনার বলে আলোকরথে আরোহণ পূর্ব্বক পৃথিবী হইতে ভ্রমণার্থ আকাশমার্গে প্রয়াণ করি, তথাপি কোন কালেও যে এই অসীম আকাশের—অনন্ত বিশ্বের সীমা সন্দর্শন করিব, এরূপ আশাও করিতে পারি না।

বেদাঙ্গপ্রধান জ্যোতিষশাস্ত্র যে কেবল এইরূপে আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তার অনুমান করাইয়াই নিবৃত্ত হয়, তাহা নহে; ইহা দ্বারা আমরা প্রকৃতির প্রভূত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ঈশ্বরের মহত্ত্বও অবগত হই, এবং তদনন্তর তাঁহার অসীম শক্তির প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকি।

সুতরাং এই শাস্ত্র আমাদিগের সকলেরই অবশ্য আলোচনীয়। এই শাস্ত্র অপরাপর শাস্ত্রের ন্যায় কেবল অবসরকালে সন্তোষকর নহে।

"অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি॥

এই শাস্ত্র আমাদিগকে প্রাচীনকাল হইতে প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন ও মানবগণের অবস্থাপরিবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ফল সকল প্রদর্শন করিয়া মানবসমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে। যদিও আমরা এক্ষণে অনেক বিষয়ে ঐ শাস্ত্রের অভ্রান্ততা স্পষ্ট বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু ঐ নৈষ্ফল্য শাস্ত্রের দোষ নহে; উহা আমাদিগের জ্যোতিষ শাস্ত্রসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান ও উপযুক্ত আলোচনার অভাব বশতই জানিতে হইবে। নতুবা পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্র পাশ্চাত্য জগতে এতাদৃশ আদরণীয় হইত না। ফলতঃ, আমাদিগের জ্যোতিষশাস্ত্র সাধারণে যেরূপ বোধ করেন, উহা তাদৃশ অকিঞ্চিৎকর বা অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য নহে।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘোর বৈজ্ঞানিক কালে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে, অতি প্রাচীন সময়েও সেই সকল বা তদতিরিক্ত প্রভূত তত্ত্ব ভারতে বোধ হয়, অবিদিত ছিল না। উহার প্রমাণস্বরূপ প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌গণের গ্রন্থনিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে। অনুসন্ধানে যে পর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানতঃ বিংশতি খানি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত, পৌলস্ত্যসিদ্ধান্ত, বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত, গর্গসিদ্ধান্ত, ব্যাসসিদ্ধান্ত, পরাশরসিদ্ধান্ত, ভোজসিদ্ধান্ত, বরাহসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মগুপ্তসিদ্ধান্ত, লঘু-আর্য্যসিদ্ধান্ত, বৃহৎ-আর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি, সুন্দরসিদ্ধান্ত, তত্ত্ববিবেকসিদ্ধান্ত, সার্ব্বভৌমসিদ্ধান্ত, ও নারদসিদ্ধান্ত। এতদ্ব্যতীত পুরাণাদিতেও প্রভূত জ্যোতিষতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্বপূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মতানুসারে যে প্রণালীর নির্দোষতা ও অভ্রান্ততা সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণকার পাশ্চাত্য জ্যোতিষের অনুমোদিত সত্যস্বরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। ফলতঃ পৃথিবীর উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিমাণাদি সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিগণের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিকপ্রবরগণেরও অশ্রদ্ধেয় নহে। ভাস্করাচার্য্য স্বরচিত সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংহতিই ব্রহ্মাণ্ড। বিলোমগতিতে প্রাকৃতিক প্রলয়ের পর সূক্ষ্মতম অবস্থাক্রমে পরিণামী রজোগুণে অনুলোম গতি অনুসারে স্থূলরূপে পরিণত সূর্য্যমণ্ডল হইতে সৌরজগতের উৎপত্তি। সূর্য্য ঐ সৌর-জগতের কেন্দ্রস্বরূপ। গ্রহ ও নক্ষত্রগণ সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন ও মহাকর্ষণ শক্তিবলে স্ব স্ব কক্ষায় অবস্থিত হইয়া নিরন্তর অপেক্ষাকৃত সমীপস্থ সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীও অপরাপর গ্রহের ন্যায় বাষ্পরাশি হইতে জলাকারপরিণত ভূতকারণ মহার্ণব হইতে উত্থিত ও ক্রমে শীতলত্ব ও কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীবনিবাস হইয়াছে। পৃথিবীর পৃথক্ মূর্ত্তিমান ধারণকর্ত্তা নাই। মাধ্যাকর্ষণবশতঃ গুরুপদার্থ যে প্রকার পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়, পৃথিবীও সেইরূপ নিজ শক্তিগুণে আকৃষ্ট ও আকাশমার্গে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর সূর্য্যমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছে। বস্তুমাত্রই যে নিয়মের অধীনে গোলাকার হয়, পৃথিবীও সেই নিয়মে গোলাকার হইয়াছে। রাত্রিকালে সূর্য্যের অদর্শন ও ঋতুপরিবর্ত্তন প্রভৃতি ক্রিয়া সকল পৃথিবীর ঐ গোলত্বের ও ভ্রমণশীলত্বের প্রমাণ করিতেছে।"

প্রতি সৌরজগতে সম্ভবতঃ এক একটি সূর্য্য অবস্থিত। তদনুসারে আমাদিগের এই সৌরজগতে পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যই একমাত্র বৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ। যদি তদনুরূপ অন্য সূর্য্য ইহার নিকটে অবস্থান করিত, তাহা হইলে সেই পদার্থের আকর্ষণ দ্বারা জ্যোতিষচক্রস্থিত গ্রহগণের কক্ষা সর্ব্বদা বিচ-লিত হইত। পরিদৃশ্যমান্ সৌরজগতের চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন মহাকাশ রহিয়াছে। তৎপরে নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান। ঐ নক্ষত্র সকল এই পৃথিবী হইতে এতদূরে অবস্থিত যে, তাহাদিগের দূরত্বের পরিমাণ করাও দুঃসাধ্য। তবে আলোকের গতি প্রভৃতির পর্য্যালোচনা দ্বারা যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তারকা যাহা দক্ষিণ-জ্যোতিষ-চক্রমধ্যে অবস্থিত, তাহাও, আমাদিগের পৃথিবী সূর্য্য হইতে যত দূরে অবস্থিত, তাহার কয়েক লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত। ঐ নক্ষত্রের অনেক গুলির জ্যোতি নীল-পীতাদি নানাবর্ণে ভাসমান দৃষ্ট হয়। জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন যে, দূরত্বের বিভিন্নতাপ্রযুক্তই তাহাদিগের জ্যোতি ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।—

শ্রীমদ্ভাগবতরহস্য।

অথ শ্রীকৃষ্ণধ্যানম্ ॥

যৎ (যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বরাট্ (স্বত এব রাজমানঃ অনন্যাপেক্ষঃ) আদ্যস্য (সৃষ্ট্যাদিকারণস্য ব্রহ্মণঃ) ইতরতঃ (অন্যেষাং দেবানাম্) অর্থেষু (তৎ-প্রার্থনয়া) জন্ম (আবির্ভাবম্) অন্বয়াৎ যতঃ (যস্য) হ্রদায়ঃ (হ্রদা উরসা অয়তে গচ্ছতি ইতি হ্রদায়ঃ কালিয়ঃ সর্পঃ) আদি পূর্ব্বসিদ্ধম্ এব) যথা (যথাবৎ) ব্রহ্ম (স্তুতিরূপং বেদার্থং) তেনে কবয়ে (স্তুতিকর্ত্রে কালিয়ায়) ত্রিসর্গঃ (ত্রিভিঃ গোভিঃ গোপীভিঃ গোপৈঃ সর্গঃ সম্বন্ধঃ অস্য ইতি ত্রিসর্গঃ) জ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ কৃষ্ণঃ) বা (চ) অভি (ন ভীঃ যেন তৎ অভি তেজঃ) অরিমৃৎ (শত্রুভীতিবারকম্) আং (স্মরণে তেনে) যত্র (শ্রীকৃষ্ণে) সূরয়ঃ (বিদ্বাংসঃ নন্দাদ্যা) বিনিময়ঃ (বিগতঃ নিমিঃ নিমেষযোজকঃ যেভ্যঃ তে বিনিময়ঃ দেবাঃ বৎসাদিরূপিণঃ চ) মুহ্যন্তি (মনুষ্যদৃষ্ট্যা মোহিতা অভবন্ যঃ চ) সদানিঃ (অনিতি চেষ্টযতে ইতি আনিঃ পালকঃ সতাম্ আনিঃ সদানিঃ) স্বেন (নিজেন) অমৃধা ধাম্না (সত্যতেজসা) অস্তকুহকম্ (অস্তানাং দেবানাং কুহকং বিস্মাপকং) তং পরং (সর্ব্বাবতারাপেক্ষয়া উৎকৃষ্টতরং) ধীমহি (ধ্যায়েম) ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণধ্যান ॥

যিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ, যিনি ইন্দ্রাদিদেবগণের কার্য্যসাধনার্থ ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে মর্ত্ত্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কালিয় নাগ যাঁহার স্তুতিরূপ বেদার্থ বিস্তার করেন, যিনি গোগণের গোপগণের ও গোপীগণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি উক্ত কালিয়কে শত্রুভয়নিবারকণীয় তেজ প্রদান করেন, নন্দাদি সূরিগণ, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এবং বৎসাদিরূপী অপরাপর অমরগণ যাঁহাকে মনুষ্যদৃষ্টিতে দর্শন পূর্ব্বক মোহপ্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, যিনি সাধুগণের পালনকর্ত্তা, যিনি নিজ সত্য তেজ দ্বারা দেবতা সকলকেও বিস্মাপিত করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বাবতারাবতারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। ২

অথ প্রথমস্কন্ধদিগ্দর্শনম্।

যতঃ অস্য (বাসুদেবস্য সকাশাৎ জায়ন্তে ইতি জন্মানঃ জীবাঃ তেষাম্ আদিকারণং) জন্মাদি (ছান্দসত্বাশ্রয়ণাৎ বিসর্গলোপঃ সন্ধিশ্চ জন্মাদিঃ ব্রহ্মা

চ পুনঃ যতঃ) অস্মাৎ (অং বাসুদেবং যাতি সেবতে ইতি অঃ তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) অমু (পশ্চাৎ সবে স্বরূপে গান্ধারাদিরূপস্বরব্যঙ্গ্যে ব্রহ্মণি আটতি রমতে ইতি) স্বরাট্ (নারদঃ অভি সংসারভয়হরং ব্রহ্ম জানাতি ইতি) অভিজ্ঞঃ (প্রাপ্তাত্মতত্ত্বঃ অভূৎ) চ (পুনঃ) যতঃ (নারদাৎ ইং কামং তরতি লজ্জাতে ইতি ইতরঃ শুকঃ তং তনোতি উৎপাদয়তি ইতি) ইতরতঃ (ব্যাসঃ ব্রহ্মণঃ বেদস্য হৃৎ অভিপ্রায়ভূতং ভাগবতম্ অযত্নে জানাতি ইতি) ব্রহ্ম-হৃদয়ঃ (অভূৎ চ পুনঃ যতঃ ব্যাসাৎ তথা অয়ং বাসুদেবভক্তঃ শ্রীশুকঃ আদিকবয়ে পরীক্ষিতে অবেঃ অজ্ঞানস্য মৃদ মর্দ্দকং জ্ঞানং তেনে তেজঃ বাতি প্রাপ্নোতি ইতি তেজোবা বহ্নিঃ যৎসূঃ যদুৎপাদকঃ সঃ সূতঃ তস্য পৃথুযজ্ঞে বহ্নিকুণ্ডোদ্ভূতত্বাৎ) যথা (যথাবৎ) আদিকবয়ে (গণমুখ্যায় শৌনকায়) আং (প্রসি-দ্ধম্ অরীণাং যমাং প্রশ্নানাং মর্দয়তীতি মৃদ্ উত্তরং (তেনে যত্র) যেষু উত্তররূপেষু অর্থেষু (বিনিময়ঃ) বিদ্বাংসঃ (অপি মুহ্যন্তি) তত্র তেষু উত্তরেষু সৎসু (ত্রিসর্গঃ) (ত্রিগুণসর্গঃ) অমৃষা (দ্বিগুণসর্গঃ মৃষা ভবতি ন তু সত্ত্বসর্গঃ স্বানাং ভক্তানাম্ ইনঃ স্বামী স্বেনঃ বিষ্ণুঃ সদ্যতে প্রাপ্যতে অনয়া ইতি) স্বেন (সদ্ভক্তিঃ) তয়া নিরস্তং কুহকম্ অজ্ঞানং যেন তং ধাম্না স্বরূপেণ সত্যং তং পরং ধীমহি ॥ ৩

প্রথমস্কন্ধদিগ্দর্শনম্ ॥

জীবগণের আদিকারণ ব্রহ্মা হইতে স্বরব্রহ্মরমণকারী দেবর্ষি নারদ সংসার-ভয়হর আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, পরে ঐ নারদ হইতে শুকদেবের পিতা বেদব্যাস নিখিল বেদের তাৎপর্য্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত অধিগত হইয়া-ছিলেন, তদনন্তর তাঁহার নিকট হইতে ভক্তিতত্ত্ব বিদিত হইয়া শুকদেব উহা আবার পরীক্ষিতকে উপদেশ করিয়াছিলেন, উক্ত উপদেশ লাভ করিয়া পরীক্ষিতের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছিল, উহাই আবার পৃথুযজ্ঞে বহ্নি-কুণ্ডোদ্ভূত সূত কর্ত্তৃক শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট পণ্ডিতগণের মোহজনক প্রশ্ন-সমূহের উত্তরস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া সত্ত্বগুণের সত্যত্বস্থাপনে তাঁহাদিগের পরম উপকার সাধন করিয়াছিল। এই সমস্ত মঙ্গলের যিনি মূলকারণ, অর্থাৎ যাঁহা হইতে ব্রহ্মাও জ্ঞান লাভ করেন, ভক্তকুলের পতি, ভক্তিমাত্রলভ্য, যিনি নিজস্বরূপশক্তিরূপা ভক্তির প্রভাবে সমস্ত অজ্ঞান নাশ করিয়া সত্য-স্বরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, সেই শ্রীভগবানকে ধ্যান করি ॥ ৩

অথ ব্যাসনারদসংবাদঃ ॥

যৎ যেন বাসুদেবেন অর্থাৎ যৎকৃপয়া যঃ স্বরাট্ সর্ব্ববিৎ নারদঃ ইতরতঃ

পূর্ব্বজন্মনি শূদ্রঃ অপি যতঃ যেন শ্রীমদ্ভাগবতরূপেণ ব্রহ্মণা আদ্যস্য ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ জন্ম অর্থাৎ চ পুনঃ অনু পশ্চাৎ কবয়ে ব্যাসায় মুহি মোহে সতি আদি পূর্ব্বসিদ্ধম্ এব তৎ ব্রহ্ম বেদরূপং ভাগবতং তেনে স্ততঃ অনু অভিজ্ঞঃ সন্ ব্যাসঃ অস্তি নিকটম্ এব ঝটিতি এব তেজোবারিমৃদাম্ এতদুপলক্ষিত-দেহিনাম্ অর্থেষু তদভীষ্টাবাপ্তয়ে স্বেন অসাধারণেন ধাম্না তেজসা নিরস্তানাং নাশরহিতানাং দেবানাম্ অপি কুহকং বিস্মাপকং শ্রীভাগবতরূপং তৎ এব ব্রহ্ম তেনে চ পুনঃ যৎ যেন শ্রীভাগবতেন স্বয়ং সুব উৎপত্তেঃ অথঃ প্রবাহঃ যত্র যস্মিন্ ত্রয়ানাং ত্রিসর্গঃ চ শ্রূয়মাণানাং শোকমোহভয়ানাং সর্গঃ সম্বন্ধঃ মৃষা ভবতি কথং মৃষা যথা বিনিময়ঃ বীনাং পক্ষিণাং নিময়ঃ সঙ্গঃ মৃষা তং পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বাসুদেবং সদা হৃদা ধীমহি ॥ ৪

ব্যাসনারদসংবাদ ॥

ভগবান বাসুদেবের কৃপায় সর্ববিৎ দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বজন্মে শূদ্র থাকিয়াও তাঁহারই মূর্ত্তান্তরস্বরূপ যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাবে ব্রহ্মার পুত্রত্ব লাভ করেন এবং পরে ব্যাসদেবের মোহ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে পূর্ব্বসিদ্ধ যে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন, তদনন্তর ব্যাসদেব ভৌতিকদেহধারী জীবগণের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য স্বকীয় প্রভাবে অমরত্বপ্রাপ্ত দেবতাদিগেরও বিস্মাপক যে শ্রীমদ্ভাগবত ইহলোকে প্রচারিত করেন, যদ্দ্বারা উৎপত্তির প্রবাহস্বরূপ শোকমোহভয়ের পক্ষির সঙ্গের ন্যায় মিথ্যাত্ব সাধিত হয়, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতরূপী ভগবান বাসুদেবকে সদা হৃদয়ে ধ্যান করি ॥ ৪

অথ পরীক্ষিজ্জন্মাদিপ্রসঙ্গঃ ॥

যতঃ যস্য আদ্যস্য হরেঃ অন্বয়াৎ সম্বন্ধাৎ ইতা প্রাপ্তা রতিঃ আনন্দ-চৈতন্যাবাপ্তিলক্ষণা যেন স ইতরতঃ পরীক্ষিৎ জন্ম আয় প্রাপ অর্থেষু ধর্ম্মা-দিষু অভিজ্ঞঃ শুকঃ যৎ যস্মৈ পরীক্ষিতে ব্রহ্মহৃৎ বেদাভিপ্রায়ভূতং শ্রীভাগবতং তেনে কিম্ভূতঃ শুকঃ স্বস্মিন্ আত্মনি রাজতে ইতি স্বরাট্ আদি সনাতনং চ তৎকং সুখন্ আদিকং তস্য বয়ঃ বিস্তারঃ তস্মিন্ আদিকবয়ে মোক্ষসুখ-নিমিত্তং ত্রয়াণাং কামক্রোধলোভানাং সর্গঃ ত্যাগঃ যস্য স ত্রিসর্গঃ যুধিষ্ঠিরঃ চ অমৃষা সত্যং ধাম স্বরূপং যস্য সঃ অমৃষাধাম কৃষ্ণঃ তেন হেতুনা স্বে পদে বৈকুণ্ঠে তেজঃ নৈজং রূপং নিরস্তকুহকং ত্যক্তকল্মষং যথা স্যাৎ তথা, ন অবারি অবারি এব স্বীকারিত এব যত্র পদে মৃদাং পার্থিবাদীনাং যথা যথাবৎ বিনি-ময়ঃ ব্যত্যাসঃ ভবতি কিঞ্চ যত্র হারৌ সুরবঃ অপি সর্ব্বেশ্বরশক্তিরূপত্বাৎ

সর্ব্বজ্ঞাঃ অপি সত্যভামাদ্যা মুহ্যন্তি তং পরং শ্রীকৃষ্ণং সদা সত্যং ত্রৈকালাবাধ্যং জ্ঞানান্তরেণ বিষয়াসত্যত্বপ্রতীতির্বাধস্তদযোগ্যো বাধ্যো ন বাধ্যোঽবাধ্যস্তং বয়ং ধীমহি ॥ ৫

পরীক্ষিজ্জন্মপ্রসঙ্গ ॥

যে আদিপুরুষ বাসুদেবের সম্বন্ধ হেতু ভগবদ্ভক্তিসমন্বিত হইয়াই রাজা পরীক্ষিতের জন্ম হয়, এবং পরে যিনি ধর্ম্মাদি তত্ত্বজ্ঞ আত্মারাম শুকদেবের মুখে বেদাভিপ্রায়ভূত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, সত্যধামা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে মহারাজ পরীক্ষিত ও তদীয় পিতামহ উভয়েই কামাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তে অপার্থিব পবিত্র বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েন, শ্রীসত্যভামাদি স্বরূপশক্তি সকলও যাঁহাতে মোহ প্রাপ্ত হয়েন, সেই ত্রিকালসত্য শ্রীভগবানকে ধ্যান করি ॥ ৫

চক্রীর-চক্র ।

(৬৫)

অবাক হইয়া নেহারে বণিক,
হৃদয়ে জাগে না সেরূপের চিক,
সে নিছনীহারা স্মৃতি অরসিক,
তবু জাগো জাগো যেন সে মুখানি ।

(৬৬)

যেন কোথা কবে দেখিয়াছে তায়,
দেখেছে তাহায় কুহকী কলায়,
কালকূটে কিবা অমিয়া বিলায়,
যুবত্বে যে দিন পশুত্বে মেলানি ।

(৬৭)

নব প্রকৃতির নীতি চমৎকার,
দৈবে যদি তায় পাপ অধিকার,
দুঃখ তাপ পাপ—প্রেত প্রতিভার
পূর্ব্বস্মৃতি আর জাগে না জীবনে ।

(৬৮)

লুকায় যেমতি আঁধার আভায়,
সুতস্নেহে সতী ভুলে গর্ভদায়,
প্রেতত্বের ঠাট দেবত্বে মিলায়,
ভবিষ্য ভুলে না ভূতের যতনে।

(৬৯)

কিন্তু যদি সুখে দুঃখ দেয় হানা,
স্বর্গে গিয়া বাসা করে প্রেতদানা,—
চিত্র করে চিতে বিড়ম্বনা নানা
গতানুশোচনা পূর্ব্ব কথা তুলি।

(৭০)

অতীতের সেই অমৃত সন্ধান,
আগন্তুক দুঃখে জাগায় শ্মশান,
অপরূপ কথা, শ্রেয়োবর্ত্তমান
দেখে না ভূতের আবরণ খুলি।

(৭১)

বাল্মিকী যে দিন শপিলা শবরে,
কি নরকরাশি ছিল রত্নাকরে,
দেখিলা কি খুলি অতীতের স্তরে,
দেবত্ব গৌরবে হয়ে দিশাহারা?

(৭২)

এই যে দেহের গরিমা গুমান,
কেবা জানে তার কোথা সমাধান?
কিন্তু কয়জন লয় রে সন্ধান,
জরায় জঠরে যে মালিন্য ধারা?

(৭৩)

নিদাঘ যেমন নিঙড়ি দেখায়,
দেখায় ক'জন কি আছে তলায়?
অতীতের ছায়া পড়ে নাকো গায়,
সুখের সবিতা উঠিলে জাগি॥

(১৪)

সাধু যে এবার কিনিয়াছে দিন,
বিষয় কোথায় হ'য়েছে বিলীন,
কাম্য কামকলা জগৎ-জনীন,
তিলেক আযত্তি নাই তার লাগি।

(১৫)

যে কামে জীবের জীবত্বের বতি,
বিশ্ব যুড়ি যার অর্চ্চনা আরতি,
সপ্রতিভ সেই সাধের মূরতি
আজি পথহারা বণিকের চিতে।

(১৬)

সাধু উদাসীন অখিল সংসারে,
অখিলের নাথে শুধু সে নেহারে
মিলেছে প্রবাহ পূর্ণ পারাবারে,
আর কি সে ফিরে উষর মাটিতে?

ক্রমশঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮

অন্বয়।—ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধং রাজ্যং সুরাণাম্ আধিপত্যং চ অবাপ্য অপি যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং শোকম্ অপনুদ্যাৎ (তৎ) ন হি প্রপশ্যামি ॥৮

অনুবাদ।—পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবগণের প্রভুত্ব লাভ করিয়াও যাহা আমার ইন্দ্রিয়বর্গের অতি শোষণকর শোক অপনোদন করিবে, এমন কিছুই নিশ্চয় দেখিতেছি না ॥৮

তাৎপর্য্য।—কৃষ্ণ, তোমা ভিন্ন আমার এই উপস্থিত সংশয় দূর করে, এমন লোক ত আর কাহাকেও দেখিতেছি না। আত্মীয়জনের শোকে আমার চিত্ত আকুল করিয়া তুলিয়াছে। এই শোক যে আমার কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। সসাগরা ধরার একাধিপত্য বা স্বর্গরাজ্য লাভেও যে আমার এই শোকের বারণ হইবে, তাহা বোধ হয় না। আমি কি করি। ॥৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ
ন যোৎস্যইতি গোবিন্দমুক্ত্বাতুষ্ণীং বভূব হ ॥৯

অন্বয়।—সঞ্জয়ঃ উবাচ। পরন্তপঃ গুডাকেশঃ হৃষীকেশম্ এবম্ উক্ত্বা ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দম্ উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯

অনুবাদ।—সঞ্জয় বলিলেন। পরন্তপ গুড়াকেশ অর্জ্জুন হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, আমি যুদ্ধ করিব না, ইহা শ্রীগোবিন্দকে নিবেদন পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলেন ॥৯

তাৎপর্য্য।—সঞ্জয় বলিলেন, রাজন্! অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়োচিতস্বভাবে সমলঙ্কৃত থাকিয়াও মোহাকুলতা বশতঃ এইরূপে যুদ্ধসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। এবং আমি কখনই যুদ্ধ করিব না, শ্রীগোবিন্দকে এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন ॥৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০

অন্বয়।—উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্ (অর্জ্জুনং) হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব ইদং বচঃ উবাচ ॥১০

অনুবাদ।—ভারত, উভয় সৈন্য মধ্যে এইরূপে শোকাকুল সেই অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান যেন হাসিতে হাসিতে এই বাক্য বলিলেন ॥১০

তাৎপর্য্য।—ভরতবংশাবতংস! অর্জ্জুনের তাদৃশ ভাব অবগত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা সেই ভগবান ঈষৎ হাস্য সহকারে উভয় পক্ষীয় সৈন-

মধ্যাই তাঁহার প্রবোধের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

এই পর্য্যন্তই গীতাশাস্ত্রের উপক্রম। ইহার পরই প্রকৃত গীতোপদেশ। বিগত শ্লোকসমূহে অধিকারমাত্র আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর শিক্ষামনুষ্য যে পর্য্যন্ত না শমদমাদিসম্পন্ন হয়েন, সেই পর্য্যন্ত গুরূপসত্তি ঘটে না। শমদমাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে, গুরূপসত্তি ও তদ্বাক্যে বিশ্বাস জন্মে। যিনি এইরূপ বিশ্বাসী, তিনিই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। অধিকারী শরণাগত শিষ্যকে গুরুর অদেয় কিছুই থাকে না। বিগত সংবাদে ইহাই ব্যক্ত হইল। তদনন্তর গুরুরূপী শ্রীভগবান কর্তৃক প্রদত্ত তত্ত্বোপদেশ প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে। পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ অগতাসূন্ চ ন অনুশোচন্তি ॥১১

অনুবাদ।—ভগবান বলিলেন। তুমি শোকের অযোগ্য ব্যক্তিগণের জন্য অনুশোচনা করিতেছ এবং বিজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিত ব্যক্তি কখনই গতায়ু বা জীবিতের জন্য শোক প্রকাশ করেন না ॥১১

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোক হইতেই ভগবৎপ্রদত্ত প্রকৃত গীতোপদেশের আরম্ভ। সংসার দুঃখময়। শোক ও মোহ এবং তদুভয়ের বিবিধ অবান্তর ভেদই উক্ত দুঃখের নিদানস্বরূপ। অবিদ্যাসমুত্থ অহঙ্কারই আবার ঐ শোকের ও মোহের কারণ। প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি শ্লোক হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোক পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের সেই অহঙ্কারজন্য—অহংমমতাজন্য শোক ও মোহ প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি তজ্জন্যই স্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম-গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের অবিবেক-জন্য শোকমোহাদির নিবৃত্তি হয় না। এই নিমিত্তই ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া প্রকৃত আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

ভগবান এই গীতাশাস্ত্রে জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার পার্থক্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া তদুভয়ের সামঞ্জস্যের আশ্রয়ভূতা ভক্তির তত্ত্ব উপদেশ পূর্ব্বক তদবলম্বনেই শোকমোহাদির নিবৃত্তিতে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে পরজ্ঞানন্দ-

লাভরূপ পরম পুরুষার্থের সিদ্ধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই একাদশ শ্লোক হইতে একত্রিংশৎ শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থাংশ দ্বারা সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ এবং তদনন্তর কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিবেন। পরিশেষে তদুভয়ের সামঞ্জস্যে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া অর্জ্জুনের উপদেশচ্ছলে জীবসমূহের পরমোপকার সাধন করিবেন। সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে মোহের দ্বৈবিধ্য বশতঃ ভগবানের উপদেশও দুই প্রকার ব্যক্ত হইয়াছে। দেহের সারত্ব ও আত্মার অনিত্যত্ব এই দুই মিথ্যাজ্ঞান হইতে যে একপ্রকার জীবসাধারণ মোহ উপস্থিত হয়, তাহারই নাম সাধারণ মোহ। এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মকে অধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া যে একটি মোহের আবির্ভাব হয়, তাহাই অসাধারণ মোহ। জীবাত্মযাথাত্ম্য জ্ঞান দ্বারা সাধারণ মোহ এবং পরতত্ত্বজ্ঞান বা পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অসাধারণ মোহের উচ্ছেদ হয়। অতএব ভগবান এই গীতামধ্যে সেই দুই জ্ঞানই উপদেশ করিতেছেন। উক্ত উপদেশ যথা ;—

অর্জ্জুন !—শোক প্রকাশ তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি যে শোক করিতেছ, উহা স্থূল দেহের নিমিত্ত অথবা সূক্ষ্ম দেহের জন্য ? স্থূল দেহের জন্য আবার শোক কি ?—উহা ত বিনষ্ট হইবেই হইবে। সূক্ষ্ম দেহের জন্যও শোক করা সঙ্গত হয় না, কারণ, মুক্তির পূর্ব্বে উহা কোনরূপেই বিনষ্ট হইবে না। আবার তদুভয়দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মাও শোকাস্পদ হইতে পারে না ; যেহেতু অন্য বস্তুমাত্র যেরূপ ষড়্ভাববিকারযুক্ত, আত্মা সেরূপ নহে ; উহা নিত্য। অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির দেহ বা আত্মার জন্য শোকের সম্ভাবনা দেখা যায় না। অযোগ্য বিষয়কে শোচ্য বোধ করা অজ্ঞানের কার্য্য ভ্রমের কার্য্য। এরূপ ভ্রম সাধারণের হইতে পারে ; কিন্তু তুমি পণ্ডিত. অতএব ইহা তোমার যোগ্য নহে। আবার দেখ, অন্য শাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলবৎ হইলেও তত্ত্বশাস্ত্রের নিকট জ্ঞানশাস্ত্রের নিকট ঐ সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র অকিঞ্চিৎকর ॥১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥১২

অন্বয়।— অহং জাতু ন আসম্ এব ন তু (তথা) ত্বং ন (আসীঃ এব ন তু তথা) ইমে জনাধিপাঃ ন (আসন্ এব ন তু) চ অতঃপরং বয়ং সর্ব্বে ন ভবিষ্যামঃ (ইতি) এব ন ॥১২

অনুবাদ।—আমি কখন ছিলাম না এমন নয়, তদ্রূপ তুমি ছিলে না এমনও,

নয়, এবং এই নৃপতিগণও ছিলেন না এমন নয়। আবার উত্তরকালেও যে আমরা সকলেই হইব না এমনও নয় ॥১২

তাৎপর্য্য।—অজ্ঞানমুগ্ধ অর্জ্জুন! সর্ব্বেশ্বর ভগবান আমি যেমন নিত্য, তদ্রূপ তুমি ও এই রাজগণ প্রভৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবও নিত্য, ইহা স্থির জানিবে।

ক্রমশঃ।

আমার জীবনবৃত্ত।

দেখিলাম, অনন্ত অম্বরে বিশ্বের মধ্যকেন্দ্রে ব্রহ্মলোক বিরাজিত। বিশাল আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া কিরণমণ্ডলাকার এক বিপুল বারিধি। উহার মধ্যস্থলে সুনীল গগনের ক্রোড়ে ব্রহ্মপুরীর প্রান্তরেখা সুরঞ্জিত ভানুপরিধির ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। ব্যোমচর দেবতা সকল বিধাতার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক দূরতর পথ দিয়া প্রয়াণ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত কিরণমণ্ডলের অভ্যন্তর হইতে কোটি কোটি বিশ্বমণ্ডল বিনির্গত হইয়া উহার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া ঐ বারিধির সমীপবর্ত্তী হইলাম। দেখিলাম, অসীম পারাবার ভীম আবর্ত্তে প্রচণ্ড তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে। তদূর্দ্ধ প্রদেশে শুভ্র জলদরাজির ন্যায় সূক্ষ্মতম বাষ্পরাশি প্রবল বেগে গগনমণ্ডলে সঞ্চরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে তরঙ্গায়িত তড়িদালোকে ঐ বাষ্পরাশি নিঃশব্দে প্রচণ্ড অনল শিখার সদৃশ সমুজ্জ্বল আভা বিস্তার করিতেছে। আভাময় কেন্দ্রের অভ্যন্তরভাগ তরলতর পরমাণুনিকরে পরিব্যাপ্ত। উহার চতুর্দ্দিকে দূরতর আকাশ গাঢ়তর পরমাণুপুঞ্জে নিবিড় হইয়া রহিয়াছে। সুদূর প্রান্তদেশে যে কত শত রবিশশিগ্রহনক্ষত্র অম্বরদেশ আবৃত করিয়া প্রধাবিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মধ্যভাগে অনন্তশায়ী নারায়ণ। তাঁহার নাভিকমলে তেজঃপুঞ্জময় কমলযোনি কমলাসনে বিরাজ করিতেছেন। তদীয় চরণোপান্তে অসংখ্য প্রাণিনিকর প্রণতিনম্রশিরোধরে শোভা পাইতেছেন। আমি সেই তরঙ্গায়িত কিরণোর্ম্মি সদৃশ জীবশ্রেণী এবং বিরিঞ্চির মহদাদিক্রমে বাষ্প-বিদ্যুৎ-পরমাণুপুঞ্জাদির সহিত অসংখ্য বিশ্বের সৃষ্টিলীলা সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলাম। ক্ষণকাল পরেই সংজ্ঞালাভে ব্রহ্মা ও শ্রীমন্নারায়ণকে অভিন্নভাবে দেখিতে লাগিলাম।

আবার কখন বা দেখিতে লাগিলাম. শ্রীনারায়ণ সহস্রাননে বিরাট্‌ মূর্ত্তিতে অনন্তশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার চরণসেবা করিতেছেন। বিধাতা করযোড়ে বিনীতভাবে তাঁহার স্তব করিতেছেন। শ্রীনারায়ণও নারদাদি দেবর্ষিমণ্ডলে পরিবৃত ব্রহ্মাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন। আমি শ্রীনারায়ণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে দূর হইতেই প্রণত ও বিসংজ্ঞ অবস্থায় পতিত হইলাম। তখন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের অনুমতিক্রমে আমার নিকটে আসিয়া অনেক শুশ্রূষায় আমাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন এবং শ্রীনারায়ণের পার্শ্বে লইয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, মন। আর তুমি চঞ্চল হইও না। এক্ষণে নিজের চিরাভিলষিত আনন্দ ভোগ করিতে থাক। এই ব্রহ্মপদ অশেষ-দুঃখশোকাদি-বিবর্জ্জিত, নিখিল জগতের অর্চ্চিত, পরমসমৃদ্ধ ও পরমানন্দনিচিত। এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক নিত্য লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক সেবিত শ্রীমন্নারায়ণের দর্শন ও পূজন জনিত আনন্দ অনুভব করিয়া ব্রজভূমির জন্য শোককে বিস্মৃত হও। সেই মহাপুরুষ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রের প্রভাবেই তোমার এই বিপুল সুখ লাভ হইয়াছে।

আমি মনকে এই প্রকারে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক কিছুকাল সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলাম। প্রতিদিন ব্রহ্মার সহিত শ্রীমন্নারায়ণের অর্চ্চনা করি এবং ব্রহ্মার নিকট বিবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকি। যখন যখন ব্রহ্মার দিবসাবসানে কালরাত্রি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই ত্রিলোকীর প্রলয় ঘটে, আবার যখন তাঁহার দিবসাগম হয়, তখনই ত্রিলোকীর প্রকাশ হয়। এইরূপে কতিপয় সৃষ্টিপ্রলয় বিগত হইলে, একদা ঐরূপ রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। ত্রিলোকী তদাগমে প্রলয়ার্ণবে নিমগ্ন হইল। নারায়ণ ব্রহ্মাকে লইয়া অনন্তশয্যায় শয়ন করিলেন। জনলোকবাসী ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগের সহিত প্রলয় কৌতুক দর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রির অপগমে দিবস আগমন করিল। প্রাতঃকালে ব্রহ্মা কারণার্ণবের ফেনপুঞ্জ লইয়া কৌতুক করিতে করিতে দেখিলেন, উহা এক ভয়ঙ্কর অসুরের রূপ ধারণ করিল। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ভীত হইয়া কোথায় লুক্কায়িত হইলেন জানি না। এদিকে শ্রীমন্নারায়ণ ঐ অসুরকে সংহার করিলেন। ব্রহ্মা কিন্তু আর দৃষ্টিগোচর হইলেন না। তখন শ্রীমন্নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ঐ ব্রহ্মার পদ প্রদান করিলেন।

আমি এইরূপে শ্রীমন্নারায়ণের প্রসাদে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার—

আদেশক্রমে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এবং ভগবদ্ভক্তির পরিবর্দ্ধনার্থ বৈষ্ণব প্রজা সকলের সৃষ্টি করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণুভক্তিসমন্বিত জীবসমূহে পরিপূর্ণ হইল। সকলেই শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিসাধক যজ্ঞাদিকার্য্যে নিবিষ্ট হইতে লাগিল। মূর্ত্তিমান বেদাদি শাস্ত্র সকল, তীর্থ সকল ও ঋষি সকল কর্তৃক নিরন্তর সংস্তুত হইয়াও আমি আমার স্বাভাবিক অকিঞ্চনতা পরিত্যাগ করিলাম না। কিন্তু ব্রহ্মার ন্যায় আদি ও অন্তের চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। ক্রমে নিজের অন্তকাল ভাবিয়া ভীত হইতে লাগিলাম। তখন উক্ত ভয়ের নিবারণার্থ নিজ ইষ্টমন্ত্র জপে প্রবৃত্তি হইল। তদবধি ব্রাহ্মসুখও হৃদয় হইতে ক্রমশঃ অপসৃত হইতে লাগিল। যদিও ভগবান আমাকে নিজ পুত্রের ন্যায় পালন করেন, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মভূমির জন্য মন কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

এইরূপে কিছুদিন বিগত হইল। একদা ব্রহ্মলোকবাসী একজন মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মুক্তিতে ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষিগণ তাঁহার শ্লাঘা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদিগের তাদৃশ আচরণে বিস্মিত হইয়া মুক্তি কি, তাহার সাধনই বা কিরূপ, এবং তাহাকে এতাদৃশ প্রশংসা করিবারই বা কারণ কি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিগণ শাস্ত্রযুক্তি সহকারে কেহ বা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি কেহ বা মায়াবিনিবৃত্তি কেহ বা ভগবদ্দাসত্বরূপ স্বরূপাবাপ্তিকেই মুক্তি এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকেই যথাক্রমে ঐ মুক্তির সাধন ও তল্লাভেই পরমপুরুষার্থ নির্দ্দেশ করিলেন। আবার কেহ কেহ বলিলেন, যে কোন মুক্তিই হউক, একমাত্র ভগবন্মন্ত্র জপেই উহা সুসিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে মত সকল পরস্পর বিভিন্ন হইয়া পড়িল। পরস্পর তর্কবিতর্ক ও বাদবিসংবাদ না হইল, এরূপও নহে। ঐ সভায় বেদাদিশাস্ত্র সকলও মূর্ত্তিমান হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারাও প্রায় সকলেই কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেবল কতকগুলি ভক্তিশাস্ত্র তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঋষিগণের ও শাস্ত্রসমূহের পরস্পর বিবাদ দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া বিবাদস্থান পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। আমি তদ্দর্শনে তাঁহাদের অভিপ্রায় কথঞ্চিৎ অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সভামধ্যে পরিস্ফুটভাবে অসঙ্কোচে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিলাম। তখন তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ —

ক্রমশঃ।

ষড়্‌দর্শনের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

ষড়্‌দর্শনের আদি দর্শনই সাঙ্খ্যদর্শন। এই দর্শন মহর্ষি কপিল কর্তৃক প্রণীত। সাঙ্খ্যকর্ত্তা কপিল দুইজন। তন্মধ্যে একজন সত্যযুগে এবং অপর জন ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হয়েন। সত্যযুগের কপিল মহর্ষি কর্দম ঋষির ঔরসে মনুর কন্যা দেবহূতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভগবদবতার ও সাংখ্য দর্শনের আদিকর্ত্তা বলিয়া প্রথিত। ইনি যদিও সাংখ্যদর্শন নামে কোন বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই বটে, কিন্তু ইহাঁর প্রণীত সাংখ্য মত শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থে সুস্পষ্ট রূপেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিল মহর্ষি, যিনি সাগর রাজার বংশ ধ্বংস করেন, পূর্ব্বোক্ত সাঙ্খ্য মত গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়া সাঙ্খ্য দর্শন নামে প্রচার করেন। এই শেষোক্ত সাঙ্খ্য দর্শনখানি প্রথমোক্ত সাঙ্খ্য মতেরই সারসঙ্কলন হইলেও উহা হইতে ইহাতে কিছু কিছু বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। ঐ বিশেষ অংশ সকল আবার শ্রুতি-বিরুদ্ধ। শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ সকল সন্নিবেশিত থাকাতেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থে উক্ত সাংখ্যমতের ন্যায় সাঙ্খ্যদর্শনোক্ত সাঙ্খ্যমতের সমাদর নাই। সম্যক্ প্রকারে আত্মতত্ত্ব সমালোচিত হওয়াতে জ্ঞানাংশে সাঙ্খ্য দর্শনের উৎকর্ষ হইলেও ইহার শ্রুতিবিরুদ্ধ ঈশ্বরপ্রতিষেধাংশরূপ দোষ অপরিহার্য্য। এই নিমিত্তই পরাশরোপপুরাণে বলিয়াছেন,

> অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাঙ্খ্যযোগয়োঃ।
> ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ॥
> জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোঽংশো ন কশ্চন।
> শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥

অক্ষপাদ প্রণীত ন্যায় দর্শন, কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শন, কপিল প্রণীত সাঙ্খ্য দর্শন এবং পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ সকল শ্রুত্যেকশরণ সাধুসমাজ কর্তৃক পরিত্যাজ্য। শ্রুতিসঙ্গত, বেদার্থবিজ্ঞানরূপ জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন ও ব্যাস প্রণীত উত্তর মীমাংসাদর্শনে ঐরূপ হেয়াংশ দৃষ্ট হয় না। শেষোক্ত মহর্ষিদ্বয় শ্রুতিপারগ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রণীত দর্শনদ্বয়ও শ্রুতির অনুগত ও বিশুদ্ধ হইয়াছিল।

তবে নিরীশ্বর চার্ব্বাক দর্শনাদির ন্যায় সাঙ্খ্য দর্শন বা যোগ দর্শন মীমাংসা দর্শনের অত্যন্ত বিরোধি নহে, এরূপও প্রসিদ্ধি আছে। বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন,

> এতে ভিন্নদৃশাং দৈত্যা বিকল্পাঃ কথিতা ময়া।
> কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম॥

কতকগুলি বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়া লইয়া সাঙ্খ্যাদি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। অসুরবুদ্ধির মোহনার্থই ঐরূপ কৌশল করা হইয়াছে। অতএব সাধুগণ উহাদের হেয়াংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপাদেয় অংশই গ্রহণ করিবেন।

পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে.

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তাসমানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃ পরম্॥
কণাদেন তু সংপ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাঙ্খ্যন্তু কপিলেন বৈ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদমথার্থতঃ।
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ॥
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্॥
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে॥
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া॥
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্॥
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন, দেবি, আমি অসুরবিমোহন ও প্রলয়ের নিমিত্ত সময়ে সময়ে তামসশাস্ত্র সকল বলিয়া থাকি। শৈব ও পাশুপতাদি শাস্ত্র, সাঙ্খ্য শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র বা বৈশেষিক শাস্ত্র সকল উহারই নিদর্শন।

ঐ সকল শাস্ত্র আমারই শক্তিতে আবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ রচনা করিয়াছেন। আমিই বৃহস্পতি দ্বারা অতিগর্হিত নিরীশ্বর চার্ব্বাক দর্শন প্রচার করিয়াছি। ভগবান বিষ্ণু যেমন বুদ্ধরূপে নয়নীলপটাদি বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রচার দ্বারা অসুর-বুদ্ধির মোহন করেন, আমিও তদ্রূপ কলিতে শঙ্কররূপে বেদার্থের আবরণে সমাবৃত অবৈদিক মায়াবাদ প্রচার করিয়া জগতের নাশকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি। জৈমিনি দর্শনেও ঐরূপই কৌশল জানিবে। যদিও উহাতে বেদার্থই বিচারিত হইয়াছে, কিন্তু বেদের শীর্ষভূত শেষ অংশ অনালোচিত থাকাতে পূর্ব্বমীমাংসাও কোন কার্য্যকর হইতে পারে নাই। একমাত্র বেদান্ত দর্শনই বিশুদ্ধ মত প্রচার করিতেছে। তাহাও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত রূপ মায়াবাদে ঈদৃশ আবৃত রাখিয়াছি যে, তাহার গূঢ়ার্থের উদ্ভেদ সাধারণের দুঃসাধ্য। প্রলয়প্রক্রিয়ার সমাধানার্থই এই সকল কার্য্য জানিতে হইবে।

সাঙ্খ্যদর্শনের সাঙ্খ্য শব্দটি যোগরূঢ়। তত্ত্বসংখ্যানার্থ ইহার সাঙ্খ্য সংজ্ঞা। কেহ কেহ বলেন, যাহাতে সংখ্যা অর্থাৎ সম্যক্ বিবেকের সহিত আত্মকথন আছে, তাহারই নাম সাঙ্খ্য। এরূপ অর্থ মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে,—

সঙ্খ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাঙ্খ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

সাঙ্খ্যদর্শনে আত্মতত্ত্বকথন, প্রকৃতিবিবেক ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমাখ্যান সন্নিবেশিত থাকাতেই উহার সাঙ্খ্য নাম হইয়াছে। এই দর্শন খানি ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। ঐ ছয়টি অধ্যায়ের নাম যথাক্রমে বিষয়াধ্যায়, প্রধান-কার্য্যাধ্যায়, বৈরাগ্যাধ্যায়, আখ্যায়িকাধ্যায়, পরপক্ষনির্জ্জয়াধ্যায় ও তন্ত্রাধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে ১৬৪টি সূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭টি সূত্র, তৃতীয় অধ্যায়ে ৮৪টি সূত্র, চতুর্থ অধ্যায়ে ৩২টি সূত্র, পঞ্চম অধ্যায়ে ১২৯টি এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৭০টি সূত্র আছে। সূত্র গুলি স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত হইলেও স্পষ্টার্থ বলিয়া বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন ক্ষতি করে না।

ষড়্দর্শনের দ্বিতীয় খানির নাম যোগদর্শন। এই দর্শন মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত। যোগদর্শন খানি সাঙ্খ্যের পরবর্ত্তী ও ন্যায় দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই প্রথিত। যোগশব্দ নানার্থ। সংযোগ, মিশ্রণ, একীকরণ, বিবিধপূর্ব্বক ধারণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সম্পাদন, পরিণমন, উত্থাপন, পরিজ্ঞান, উপায়, কৌশল, শক্তি ও নিরোধ প্রভৃতি ভিন্নভিন্ন অর্থে যোগশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শেষোক্ত অর্থটি আশ্রয় করিয়াই পতঞ্জলি যোগশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এই দর্শনে

চিত্তবৃত্তির নিরোধের উপায় বিচারিত হইয়াছে, তাহারই নাম যোগদর্শন। পতঞ্জলিপ্রণীত বলিয়া ইহাকে পাতঞ্জল দর্শন বলা হয়। এই দর্শন খানি চারিভাগে বিভক্ত। ঐ এক একটি ভাগের নাম পাদ। প্রথম, সমাধি পাদ, দ্বিতীয়, সাধনপাদ, তৃতীয় বিভূতিপাদ এবং চতুর্থ কৈবল্যপাদ। ইহাতে সাকল্যে ১৯৫টি সূত্র আছে।

তৃতীয় ন্যায়দর্শন। মহর্ষি গৌতম এই দর্শনের প্রণয়নকর্ত্তা। ত্রেতা-যুগই এই দর্শনের আবির্ভাবকাল। মহর্ষি গৌতম শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। রামায়ণে লিখিত আছে, ভগবান রামচন্দ্র পিতৃ-সত্যপালনার্থ বনগমন কালে মহর্ষি গৌতমের শিষ্য জাবালির মুখে বন গমনের অযৌক্তিকত্তার কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালিং যোনিমাপ্নুয়াৎ।

যে ব্যক্তি অতঃপর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, তিনি শৃগালযোনিতে জন্মলাভ করিবেন। তর্কেরই নামান্তর ন্যায়। ঐ তর্কের প্রণালী প্রদর্শিত হওয়াতেই এই দর্শনের নাম ন্যায়দর্শন হইয়াছে। আপাততঃ ন্যায় বলিলে, স্বতন্ত্র দ্বিবিধ গ্রন্থাবলি বোধিত হইয়া থাকে। ঐ সকল গ্রন্থের এক শ্রেণীর নাম প্রাচীন ন্যায় এবং অপর শ্রেণীর নাম নব্যন্যায়। মহর্ষি গৌতমের প্রণীত সূত্র সমূহ ও তদ্‌ভাষ্যাদি কতিপয় গ্রন্থই প্রাচীন ন্যায় মধ্যে এবং উদয়নাচার্য্য বা গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত মূল এবং রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি কৃত তট্টীকাদি নব্য ন্যায় মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। প্রাচীন ন্যায়দর্শনের রচয়িতা গৌতম ঋষি, অঙ্গিরার পৌত্র, উতথ্যের পুত্র। ইহাঁর অপর নাম দীর্ঘতমাঃ এবং অক্ষপাদ। পিতৃব্য বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হওয়াতেই দীর্ঘতমাঃ নাম হয়। পরে যোগবলে স্বীয় চরণে চক্ষুঃ উন্মীলিত করাতেই অক্ষপাদ নামের আবির্ভাব। নব্য ন্যায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক গঙ্গেশোপাধ্যায়। ইনি প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই কাণ্ড-চতুষ্টয়াত্মক চিন্তামণি নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থচতুষ্টয় ন্যায় দর্শনেরই বিশেষ অনুগত বলিয়া ন্যায় শাস্ত্র নামে প্রথিত হইলেও উহা ন্যায় দর্শন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বস্তুতঃ ন্যায় দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন এত-দুভয়ের সারসঙ্কলনই নব্য ন্যায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং তৎসহাধ্যায়ী পক্ষধর মিশ্র উভয়েই চিন্তামণি নামক নব্য ন্যায়ের টীকা করেন। তন্মধ্যে পক্ষধর প্রণীত আলোক নামক টীকাটি

এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বাসুদেবের কৃত টীকা খানি পাওয়া যায় না। তৎপরে বাসুদেবের ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি ঐ চিন্তামণির দীধিতি নামে প্রসিদ্ধ একখানি টীকা করেন। এই দীধিতি টীকা কালে আলোকের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে অস্মদ্দেশে ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ীর মধ্যে উক্ত দীধিতি টীকারই বহুল প্রচলন। তদ্ভিন্ন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া নিবাসী মথুরানাথ তর্কবাগীশকৃত চিন্তামণির টীকা, নবদ্বীপ নিবাসী জগদীশ তর্কালঙ্কারকৃত ও গদাধর ভট্টাচার্য্য কৃত দীধিতির টীকাও নব্য ন্যায় বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ন্যায় শাস্ত্রের আরও অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে, সে সকলের উল্লেখ এস্থলে অপ্রয়োজন। মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শন খানি অপরাপর দর্শনের ন্যায় স্বল্পাক্ষর সূত্রে গ্রথিত। ঐ সূত্রগুলি পাঁচটি অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায় আবার দুই দুইটি আহ্নিক নামক বিভাগ বিশেষে বিভক্ত। উহাতে সর্ব্বসমেত ৫৭৯ টি সূত্র আছে।

বৈশেষিক দর্শনই চতুর্থ দর্শন। বৈশেষিক দর্শন খানি কণাদ নামক মহর্ষি বিশেষের রচিত। এই খানি ন্যায় দর্শনের পরবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়। বিশেষ নামক পদার্থ বিশেষের উল্লেখ থাকাতেই ইহার নাম বৈশেষিক দর্শন হইয়াছে। এই দর্শন দশটি অধ্যায়ে ও বিংশতিটি আহ্নিকে বিভক্ত হইয়াছে। এই দর্শনের সূত্রসংখ্যা ৩৭০।

পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন পঞ্চম। মহর্ষি জৈমিনি উল্লিখিত দর্শনের প্রণেতা। জৈমিনি মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ। বেদের পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের বিচার সম্বলিত বলিয়াই জৈমিনি প্রণীত দর্শন খানির পূর্ব্বমীমাংসা আখ্যা হইয়াছে। কেহ কেহ এই দর্শন খানিকে কেবল মীমাংসা দর্শন এবং জৈমিনি দর্শনও বলিয়া থাকেন। এই দর্শন খানিও বেদান্তের ন্যায় চারি অধ্যায়ে বিভক্ত।

সর্ব্বশেষ উত্তর মীমাংসা দর্শন। উত্তর মীমাংসা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত। বেদের অন্তভাগ বিচারিত হওয়াতেই ইহার নাম উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন হইয়াছে। এই দর্শনের অপর নাম ব্রহ্মমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র। বেদ বা পরব্রহ্ম মীমাংসিত হওয়াই ঐ দুইটি নামের কারণ। উত্তরমীমাংসা দর্শনই অস্মদ্দেশীয় দর্শন শাস্ত্রের শেষ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট দর্শন। ইহাতে সমন্বয়াধ্যায়, বিরোধপরিহারাধ্যায়, সাধনাধ্যায় ও ফলাধ্যায় নামক চারিটি অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গক শ্রুতি সকলের, দ্বিতীয়পাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গক শ্রুতি সকলের, তৃতীয়পাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গক অথচ স্পষ্ট-জীবাদিবিষয়ক শ্রুতি সকলের এবং চতুর্থপাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গক অথচ প্রধানাদিবোধক শ্রুতি সকলের ব্রহ্মে সমন্বয় করা হইয়াছে। এই প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে এগারটি অধিকরণে একত্রিশটি সূত্র, দ্বিতীয়পাদে সাতটি অধিকরণে তেত্রিশটি সূত্র তৃতীয়পাদে এগারটি অধিকরণে তেতাল্লিশটি সূত্র এবং চতুর্থপাদে আটটি অধিকরণে আটাইশটি সূত্র এইরূপে ইহাতে সর্ব্বসমেত সাঁইত্রিশটি অধিকরণে একশত পঁয়ত্রিশটি সূত্র আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে চুয়ান্নটি অধিকরণে একশত পঞ্চান্নটি সূত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে সাঁইত্রিশটি সূত্রে সপক্ষে স্মৃতিতর্কাদি-বিরোধের পরিহার, দ্বিতীয়পাদে পঁয়তাল্লিশটি সূত্রে পরপক্ষে দোষারোপ, তৃতীয়পাদে একান্নটি সূত্রে সর্ব্বেশ্বর হইতে ভূতসমূহের উৎপত্তি এবং চতুর্থপাদে বাইশটি সূত্রে ভূতবিষয়ক-শ্রুতিবিরোধের পরিহার করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে একাত্তরটি অধিকরণে একশত নব্বইটি সূত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে পাঁচটি অধিকরণে আটাশটি সূত্রে এবং দ্বিতীয় পাদে সতরটি অধিকরণে বিয়াল্লিশটি সূত্রে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনভূত প্রাপ্যেতরবিতৃষ্ণা এবং প্রাপ্যতৃষ্ণা প্রদর্শন, তৃতীয়পাদে তেত্রিশটি অধিকরণে আটষট্টিটি সূত্রে ভগবদ্গুণ-নিরূপণ, এবং চতুর্থপাদে ষোলটি অধিকরণে বায়ান্নটি সূত্রে বিদ্যার নিখিলপুরুষার্থ-হেতুত্ব বর্ণন করিতেছেন। এই অধ্যায়ে সাধনতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম সাধনাধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে তেরটি অধিকরণে উনিশটি সূত্র, দ্বিতীয় পাদে দশটি অধিকরণে একুশটি সূত্র, তৃতীয় পাদে নয়টি অধিকরণে ষোলটি সূত্র এবং চতুর্থ পাদে এগারটি অধিকরণে বাইশটি সূত্র, এইরূপে ইহাতে সর্ব্বসমেত ৭৮টি সূত্র এবং ৪৩টি অধিকরণ আছে। ঐ সকল সূত্রে জীবের সাধন ফল বিচারিত হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম ফলাধ্যায়।

এই দর্শন নানাবাদে বিভক্ত। তন্মধ্যে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদই প্রধান। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের এবং বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক। বেদান্ত দর্শনে অনেকগুলি অধিকরণ অর্থাৎ বিশেষ প্রকরণ আছে। সমগ্র বেদান্ত দর্শন ৫৫৮ সূত্রাত্মক।

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্ ।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥ ৩৪ ॥
ননর্দ্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ॥ ৩৫ ॥
সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ ।
উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥ ৩৬ ॥

ততঃ ইতি। অনন্তরং চণ্ডিকা অতিকোপশালিনী জগন্মাতা জগজ্জননী জগৎবন্ধেচ্ছেদকরণশীলা বা অতঃ সমর্য্যাদাতিক্রমপরাণাং নাশ উচিত এব সামর্থ্যাতিশযদ্যোতনায় চ বিশেষণম্। ক্রুদ্ধা সতী উত্তমম্ অলৌকিকং পানমাসবং পুনঃ পুনঃ পপৌ পিবতি স্ম। পীয়তে যৎ তৎ পানং কর্ম্মণি ল্যুট্। অরুণলোচনা আসবাস্বাদকৃতলোহিতলোচনা সতী জহাস চ কোপজনিতোঽয়ং হাসঃ। যদ্বা অাঃ কিমিদমপূর্ব্বমাশু মরিষ্যতঃ শৌর্য্যবীর্য্যাদীত্যনাস্থয়া হাসঃ ॥ ৩৪ ॥

ননর্দ্দেতি। সোঽপ্যসুরঃ বলং দেহশক্তিঃ বীর্য্যমিন্দ্রিয়শক্তিঃ মদ উৎসাহঃ তৈরুদ্ধতঃ। যদ্বা বলং সামর্থ্যং বীর্য্যমুৎসাহঃ তাভ্যাং মদো গর্ব্বঃ তেনোদ্ধতঃ উচ্ছৃঙ্খলঃ সন্ ননর্দ্দ নর্দ্দতি স্ম। চণ্ডিকাং প্রতি বিষাণাভ্যাং শৃঙ্গাভ্যাং ভূধরান্ চিক্ষেপ চ। পূর্ব্ববচ্চকারস্বযার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

সা চেতি। সা চণ্ডিকা চ তেনাসুরেণ প্রহিতান্ ক্ষিপ্তান্ ভূধরান্ শরোৎকরৈঃ চূর্ণয়ন্তী সতী আকুলাক্ষরম্ অব্যক্তাক্ষরং যথা স্যাত্তথা তং মহিষম্ উবাচ। কীদৃশী মদোদ্ধূতমুখরাগা মদেন উদ্ধূতো দূরীভূতো মুখরোগোঽধররাগো

তদ্দর্শনে জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যুত্তম সুধা পানে আরক্তলোচন হইলেন এবং বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

বলবীর্য্যমদোদ্ধত সেই মহিষাসুরও ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং শৃঙ্গ দ্বারা উচ্চ পর্ব্বত সকল উৎপাটন পূর্ব্বক দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

দেবী তন্নিক্ষিপ্ত সেই পর্ব্বত সকল শরনিকরে চূর্ণ করিয়া মদজনিত রাগে রক্তিমাননে অস্পষ্টভাবে এই কয়েকটি কথা বলিলেন ॥ ৩৬ ॥

দেব্যুবাচ ॥ ৩৭ ॥

গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্ ।

ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ॥ ৩৮ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ৩৯ ॥

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্ ।

পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥ ৪০ ॥

ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ ।

অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ ॥ ৪১ ॥

যস্যাঃ । মুখশব্দ একদেশবৃত্তিঃ তেনৌষ্ঠাধরবাগঃ ইতি গম্যতে । যদ্বা মদেনোদ্ধৃতোঽতিশয়িতো মুখরাগো মুখস্যারুণিমা যস্যাঃ ॥ ৩৬ ॥

দেব্যুবাচেতি ॥ ৩৭ ॥

গর্জ্জ ইতি । হে মূঢ় হিতাহিতবিচারপরাঙ্মুখ অহং যাবৎ যাবন্তং কালমভিব্যাপ্য মধু পিবামি তাবৎ তাবন্তং কালং গর্জ্জ গর্জ্জ ত্বরায়াং আভীক্ষ্ণ্যে বা দ্বিরুক্তিঃ । ততঃ কিমিত্যাহ । ত্বয়ি ময়া হতে ব্যাপাদিতে সতি দেবতাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ গর্জ্জিষ্যন্তি তদপি অত্রৈব অস্মিন্নেব স্থানে ন তু স্থানান্তরে তদপি আশু শীঘ্রমেব ন তু কালান্তরে ॥ ৩৮ ॥

ঋষিরুবাচেতি ॥ ৩৯ ॥

এবমিতি । সা দেবী এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য উর্দ্ধমুৎপ্লুত্য তং মহাসুরম্ আরূঢা আরূঢ়বতী পাদেন কণ্ঠে আক্রম্য নিষ্পীড্য শূলেন এনং মহাসুরম্ অতাড়য়ৎ বক্ষসীতি শেষঃ । ঋষেবচনমিদম্ ॥ ৪০ ॥

ততঃ ইতি । অনন্তরং সোঽপ্যসুরঃ তয়া পদাক্রান্তঃ সন্ ততঃ মহিষরূপাৎ

দেবী বলিলেন । মূঢ় ! আমি যাবৎ মধুপান করি, তুই তাবৎ যথেচ্ছ গর্জ্জন করিতে থাক, কিন্তু আমি যখন এই যুদ্ধে তোকে সংহার করিব, তখন দেবতারাও গর্জ্জন করিবেন ; তাহারও আর বিলম্ব নাই ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

ঋষি বলিলেন । দেবী এই কয়েকটি কথা বলিয়াই লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মহিষাসুরের উপর আরূঢ় হইয়া পাদ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিলেন, এবং শূল দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ॥ ৪২ ॥
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ ॥ ৪৩ ॥
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্ম্মহর্ষিভিঃ ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৪ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধঃ ॥

* ॥ * ॥ * ॥ * ॥

নিজমুখাৎ অর্দ্ধনিষ্ক্রান্তঃ বিনির্গতার্দ্ধকায এব দেব্যা অতিবীর্য্যেণ উগ্রতেজসা সংবৃতস্তস্থৌ বভূবেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অর্দ্ধেতি। অসৌ মহাসুরো মহিষঃ অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এব যুধ্যমানঃ যোৎস্যমানঃ বর্ত্তমানসামীপ্যে শানঃ তয়া দেব্যা মহাসিনা মহাখড়্গেন শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ॥ ৪২ ॥

ততঃ ইতি। ততঃ শিরশ্ছেদনানন্তরং তৎ সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং হাহাকৃতং সৎ ননাশ পলায়িতঞ্চ। হাহা ইতি শব্দঃ কৃতো যেন তং হাহাকৃতং বাজদন্ত্যাদিঃ। সকলাঃ সমগ্রা দেবতাগণাশ্চ পরমত্যন্তপ্রহর্ষং জগ্মুঃ প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৪৩ ॥

তুষ্টুবুরিতি। সুরা দেবাঃ দিব্যৈঃ স্বর্গীয়ৈঃ মহর্ষিভির্নারদাদিভিঃ সহ তাং

তখন দেবীপদাক্রান্ত সেই অসুর আপনার মুখ হইতে পুরুষাকারে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইল। দেবীও নিজ পরাক্রমে তখনই তাহাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১ ॥

দুরন্ত অসুর সেই অর্দ্ধবিনিষ্ক্রান্ত অবস্থাতেই দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিল। দেবী তখন খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে নিপাতিত করিলেন ॥ ৪২ ॥

তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট অসুরসৈন্য সকল হাহাকার করিয়া উঠিল। এই রূপে অসুর সকলের ক্ষয়ে দেবতা সকল পরমাহ্লাদিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

দেবীং তুষ্টবুঃ দিব্যৈরিত্যুপলক্ষণম্ অন্যৈরপি মহর্ষিভিঃ সহেতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা দিব্যৈঃ দিবি স্থিতৈঃ ভবতেৰ্বিদ্যমানসত্তার্থতাত্র যুদ্ধদর্শনার্থমাকাশস্থিতৈরিতি ভাবঃ। গন্ধর্ব্বপতযো বিশ্বাবসুপ্রভৃতযো জগুর্গীতবন্তঃ অপ্সরোগণাঃ উর্ব্বশ্যাদ্যাঃ ননৃতুঃ নৃত্যবত্যঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটিকুলোদ্ভবশ্রীগোপালচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং মহিষাসুরবধঃ ॥

* ॥ * ॥ * ॥ * ॥

দেবতা সকল মহর্ষিগণের সহিত দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব সকল গান করিতে লাগিলেন। এবং অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুর বধ নামক অধ্যায় ॥

* ॥ * ॥ * ॥ * ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে

তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।

তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা

বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ ॥ ২ ॥

অথ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিরিতি যদুক্তং তদেব বর্ণয়িতুং প্রথমং তাবদশেষসুরনিকরনিরাকরণাতিতর্জ্জিতমহিষাসুরবধকলিতানন্দসন্দোহবিবশচেতসাং ভক্ত্যতিশয়মাহ। ঋষিরুবাচেতি ॥ ১ ॥

শক্র ইতি। শক্র ইন্দ্রঃ আদির্যেষাং তে সুরগণাঃ ইন্দ্রমুখ্যা দেবসমূহাঃ তাং দেবীং বাগ্‌ভিঃ তুষ্টুবুঃ ননু প্রাক্ সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিরিত্যুক্তম্ অত্র সুরগণাঃ ইত্যেবোচ্যতে তদত্র কা সঙ্গতিঃ। উচ্যতে। ইন্দ্রাদীনামতিদুঃখদাসুরনাশেন স্বস্বাধিকারপরিপ্রাপ্ত্যাতিশয়হর্ষপরত্বাৎ প্রাধান্যেনোক্তং প্রক্রমবশাৎ ঋষীণামপি জ্ঞেয়ম্ অতএব সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিরিতি গৌণভাবেনোক্তম্। বক্ষ্যতি চ যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতা ইতি। কদা ইত্যাহ তস্মিন্ দুরাত্মনি দুষ্টস্বভাবে মহিষে সুরারিবলে অসুরসৈন্যে চ দেব্যা নিহতে সতি। কীদৃশেঽতিবীর্য্যে অতিবলবতি। উভয়োরেব বিশেষণদ্বয়ম্। কীদৃশাঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসাঃ প্রণত্যা প্রকৃষ্টনমনেন নম্রং শিরোধরাংসং যেষাং শিরোধরাঃ কন্ধরাঃ অংসা বাহুমূলানি। পুনঃ কিম্ভূতাঃ প্রহর্ষেণ প্রকৃষ্টচিত্তাহ্লাদেন যঃ পুলকোদ্গমঃ তেন চারবো রমণীয়া দেহা যেষাং তে। অত্র বাগ্‌ভিরিত্যনেন প্রণতীত্যাদিবিশেষণদ্বয়েন চ বাচিককায়িকমানসিকপ্রণামঃ সূচিতঃ তেন চ ভক্ত্যুদ্রেকঃ সূচিতঃ। অত্র শ্লোকে শ্রীমায়াকামবাগ্‌ভববীজোদ্ধারো বর্ত্ততে কিন্তু গোপ্যত্বাত্তদংশে তাৎপর্য্যাভাবাচ্চ ন ব্যাখ্যায়তে ॥ ২ ॥

ঋষি বলিলেন। এইরূপে ভগবতী মহামায়া কর্ত্তৃক সেই অতিবীর্য্য দুরাত্মা মহিষাসুর ও তদীয় সৈন্য সকল নিহত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ আনন্দে পুলকিত হইলেন। বিষাদাপগমে তাঁহাদিগের কলেবর মনোহারিণী শোভা ধারণ করিল। তাঁহারা অবনত মস্তকে দেবীকে প্রণাম করিলেন, এবং বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ২

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা ।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥ ৩ ॥

স্তুতিমাহ দেব্যা ইতি। তাং প্রসিদ্ধাম্ অম্বিকাং জগন্মাতরং বয়ং ভক্ত্যা নতাঃ স্ম আর্ষো বিসর্গলুক্ বয়মিত্যর্থঃ। পাদপূরণে বা। স্মেতি। নন্বু দেবানাং তেজোজন্যত্বেন কথং জগন্মাতৃত্বমিতি চেত্তত্রাহুঃ যযেতি। দেব্যা ইদং জগৎ প্রপঞ্চরূপম্ আততম্ উৎপাদিতং ততমিতি বা। নন্বু কার্য্যোৎপত্তৌ সাধনাবয়বসাপেক্ষঃ কর্ত্তা দৃশ্যতে তৎ কিং সাধনান্তরনপেক্ষণীয়মস্তি, নেত্যাহ আত্মশক্ত্যা স্বকীয়ানির্ব্বচনসামর্থ্যেন। নন্বু শ্রূয়তে জগদুৎপত্তৌ মহদাদীনাং বহূনাং সাধনত্বং ন তেষামপি তৎপরিণামরূপত্বেনাভেদাৎ ইত্যাহুঃ নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা, নিঃশেষদেবগণাঃ মহদাদযস্ত এব শক্তিসমূহরূপা মূর্ত্তির্যস্যাঃ। তদুক্তম্ এতচ্চতুর্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুরিতি। যদ্বা নিঃশেষদেবগণানাং মহদাদীনাং যঃ শক্তিসমূহঃ কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং স এব মূর্ত্তিঃ রূপং যস্যাঃ। যদ্বা নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহে মূর্ত্তির্যস্যাঃ। যদ্বা নিঃশেষদেবগণানাং শক্তিং সমূহতি প্রেরযতি যা। এবংভূতা মূর্ত্তির্যস্যাঃ। আর্ষঃ পুংস্ত্বভাবঃ। মূর্চ্ছধাতোস্তিভি বা রূপম্ এতেন তেঽপি তদ্রূপাস্তৎপ্রেরিতা বা কার্য্যং জনযন্তি ন পৃথগিত্যর্থঃ। অতএব সর্ব্বকারণতযা সর্ব্বারাধ্যেত্যাহুঃ। তামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাম্

তাৎপর্য্য।—দুরাত্মা মহিষাসুরের অহঙ্কারভরে ত্রিলোক পরিপীড়িত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার নিধনে ত্রৈলোক্যমধ্যে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। দেবতারাই ত্রিলোকীর প্রধান। তাঁহাদের যাহাতে আনন্দোদ্রেক হয়, তাহাতে কেহই নিরানন্দ থাকিতে পারে না। আনন্দ মুখপ্রসাদাদি দ্বারা অনুমেয়। দেবগণের অঙ্গলাবণ্য দ্বারাই ত্রিলোকীর আনন্দ পরিব্যক্ত হইল। মহিষাসুরের নিপাতে দেবগণের যে আনন্দ হইল, উহা অহঙ্কারমূলক আনন্দ নহে। কারণ, দেবতারা যদি স্বয়ং মহিষাসুরকে সংহার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের তাদৃশ আনন্দ হইতে পারিত। কিন্তু

অখিলাঃ সমগ্রাঃ দেবাশ্চ মহর্ষয়শ্চ তৈবারাধ্যাম্। উক্তবাক্তরকলমাশংসা। আহুঃ সা নোঽস্মাকং শুভানি মঙ্গলানি বিদধাতু করোতু ইদানীং শুভং কৃতবত্যেব কিন্তু কালান্তরেঽপি করিষ্যতীত্যাশংসা। যদ্বা যযা দেব্যা ইদং জগৎ আততং ব্যাপ্তম্। নমু ইদংকারাস্পদরূপেণ দৃশ্যত্বাৎ পরিচ্ছিন্নায়াঃ কথং জগদ্ব্যাপকত্বং সম্ভবতু তত্রাহ নিঃশেষেতি। সকলদেবগণানাম্ ইন্দ্রাদীনাং শক্তিসমূহায় পুনঃ পুনঃ স্বাধিকারপ্রাপ্ত্যা নিজনিজমর্য্যাদাপালনায় মূর্ত্তির্দেহো যস্যাঃ। এতেন পরোপকারায় ইচ্ছাবিলসিতমেব শরীরং ন তু পারমার্থিকম্। অতৈবোক্তম্ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতীত্যাদি। অন্যৎ সমানম্ ॥৩॥

তাহা হয় নাই। দেবতারা মহিষাসুরের শাসনে অসমর্থ হইয়া বিনীতভাবে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার কৃপারূপা মহামায়া দুরন্ত অসুরকে নিপাতিত করিলেন। সুতরাং তাহাতে দেবতাদিগের অন্তরে আত্মদৈন্যমূলক ভক্তির আবির্ভাব হইল। দেবগণ ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া ভগবৎকৃপাশক্তিরূপা মহামায়াকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥ ২

যিনি জগদাত্মশক্তি, নিখিল দেবগণের শক্তিই যাঁহার মূর্ত্তি, অথবা যাঁহার শ্রীমূর্ত্তিই নিখিল দেবগণের শক্তিকে নিয়মিত করিয়া রহিয়াছে, যিনি অখিল দেবতাগণের ও মহর্ষিবৃন্দের পূজনীয়া, যিনি এই পরিদৃশ্যমান সংসার ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই মহামায়া অম্বিকাকে আমরা ভক্তিসহকারে প্রণাম করি। তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—পরিদৃশ্যমান সংসারই জড়ময়। ইহা জড়ময় হইলেও চৈতন্যবিহীন নহে। চিৎশক্তির একান্ত অভাবে জড়জগৎ ক্ষণকালের জন্যও থাকিতে পারে না। স্ফুটভাবেই হউক, আর অস্ফুটভাবেই হউক, চিৎশক্তি সর্ব্বত্রই ওতপ্রোত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা আত্মশক্তি, আত্মার আত্মা পরমাত্মার শক্তি। ঐ আত্মশক্তির প্রেরণাতেই নিখিল জীব জীবন ধারণ করিতেছে এবং স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল জগৎই ঐ শক্তির অধীন। ঐ শক্তিই মূর্ত্তিমতী হইয়া দেবীরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সুতরাং দেবী দেবতা ও মহর্ষি সকলেরই পূজ্যা। দেবীর পূজা ব্যতিরেকে কেহই কল্যাণ লাভ করিতে পারে না।

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥ ৪ ॥

জগৎকারণত্বমুক্ত্বা অপরিচ্ছেদ্যতাং ব্রুবন্তঃ প্রার্থয়ন্তে যস্যাঃ ইতি। সা চণ্ডিকা সমস্তজগৎপরিপালনায় সমগ্রজগতাং রক্ষণায় মতিং করোতু। নন্বেবং সমস্তজগদ্রক্ষণেঽসুরাণামপি রক্ষা আসজ্জেতেতি চেত্তত্রাহুঃ অশুভেতি। অশুভভয়স্য অশুভাঃ দৈত্যাস্তেভ্যো যদ্ভয়ং তস্য নাশনায় নাশং কর্ত্তুম্। যদ্বা অশুভং পাপং ভয়হেতুত্বাৎ ভয়ম্ অসুরাঃ সমাহারৈক্যং মতিং বুদ্ধিং করোতু অতোঽসুরনাশঃ স্বত এব প্রাপ্তঃ। কাদাচিৎকভয়মাশঙ্ক্য প্রার্থনা। সা কা ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ যস্যা অতুলম্ অনন্যসাধারণং প্রভাবং মাহাত্ম্যং বলং সামর্থ্যঞ্চ বক্তুম্ এতাবদিতি নিরূপয়িতুং ভগবান্ সর্ব্ববিৎ অনন্তো বিষ্ণুরপি ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টাপি হরো জগৎসংহারকোঽপি ন অলং ন সমর্থঃ। নমু যদি সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ তর্হি কথং ন জানাতু স বেত্তি বেদ্যং ন হি তস্য বেত্তা ইতি শ্রুতেঃ, যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিত্যাদিশ্রুতেঃ। তদজ্ঞানে কথং সর্ব্বজ্ঞত্বম্ উচ্যতে ন হ্যনেন ভগবতোঽসর্ব্বজ্ঞতা প্রতিপাদ্যতে কিন্তু তৎপ্রভাববলয়োরনন্তত্বৈব প্রতিপাদ্যতে। সতি পরিচ্ছেদে তদজ্ঞানে এব দোষঃ পরিচ্ছেদাভাবে তু কুতো দোষাবসরঃ। উক্তঞ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈঃ, যো হি স্বমায়াবিভবং চ পর্য্যগাদ্‌যথা নভঃ স্বান্তমথাপরে কুতঃ ইতি, দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তব্রহ্মনারদসংবাদোক্তশ্লোকব্যাখ্যানে ন হি খপুষ্পাজ্ঞানং পুরুষস্য সার্ব্বজ্ঞ্যং হরতীতি।

তাঁহার পূজাও মুখ্যভাবে তাঁহাকে প্রণাম করা। আমরা ঐ দেবীকে প্রণাম করি। তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৩

ভগবান অনন্ত, ব্রহ্মা এবং হরও যাঁহার মাহাত্ম্য ও সামর্থ্য নিঃশেষে ব্যক্ত করিতে পারেন না, সেই দেবী চণ্ডিকা অখিল জগতের পরিপালনে এবং অশুভভয়ের নিবারণে প্রবৃত্ত থাকুন ॥ ৪

তাৎপর্য্য।—ভগবতীর মাহাত্ম্য ও সামর্থ্য অনন্ত। যাহা অনন্ত, তাহা কেহই বলিয়া শেষ করিতে পারে না। সুতরাং স্বয়ং অনন্তাদিও দেবীর

হিন্দু-সুহৃদ্।

১ম ভাগ] সন ১৩০১ আশ্বিন [১২শ খণ্ড।

বেদান্তদর্শন।

পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে কোন প্রকারে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুভব করা যায় না বলিয়াই জড়বৈজ্ঞানিকগণ তদুভয়ের অস্তিত্বনিরূপক তর্ককে যুক্তিবিগর্হিত বলিয়া থাকেন। এই কথাটি আস্তিকেরও স্বীকার্য্য। আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। ইন্দ্রিয়সমূহ জড়পদার্থ, তাহারা জড়পদার্থেরই অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু তাহারা আপনাদিগের কারণকে প্রকাশ করিতে পারে না। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;—

> পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
> স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
> কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
> দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়দ্বার সকলকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তাহারা বাহ্য বস্তুকেই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। তবে যিনি জ্ঞানী তিনি উহাদিগকে বাহ্যবস্তুর গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া অমৃতত্ব লাভেচ্ছায় অন্তরাত্মাকে দেখিয়া থাকেন। আত্মার এই অজ্ঞেয়তা নাস্তিকের বল এবং আস্তিকেরও আশ্রয়। আত্মা অজ্ঞেয়—অপ্রত্যক্ষ বলিয়াই নাস্তিক তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং আত্মা বাহ্যেন্দ্রিয়ের অবিষয় হইয়াও আত্মবেদ্য—স্বসংবেদ্য বলিয়াই আস্তিক তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার ও বিশ্বাস করেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে নাস্তিক যে সকল তর্কের অবতারণা

করেন, আস্তিক তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাই স্বীকার করেন না। কারণ ঐ তর্ক অমূলক। জড়বস্তু যে তর্কের মূল, সে তর্ক কখন আত্ম বস্তুতে পৌছিতে পারে না। প্রত্যক্ষমাত্রই মানস বলিয়া যেরূপ তত্তদ্বিষয়ের বহিঃসত্তা প্রমাণের অবিষয় হইলেও তাহাদের অন্তঃসত্তা অপরিহার্য্য, তদ্রূপ আত্মার অন্তঃসত্তাও অপরিহার্য্য। কিন্তু তদ্দ্বারা আত্মার মানসিক ভাবপরম্পরা হইতে অতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বাস্তবিক অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রকৃতির কারণ রূপে বা শিল্পীরূপে প্রকৃতির অতীত ঈশ্বর বা তৎস্বরূপ প্রমাণ করা যায় না। প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রকৃত কারণ তর্কের অগম্য। যদিও আমরা সহজজ্ঞানের সাহায্যে এই জগৎকার্য্যের একজন রচয়িতার অস্তিত্ব অনুভব করি বটে, কিন্তু তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে তাহা প্রমাণ করা নিতান্ত অসম্ভব। সহজ জ্ঞানই আত্মজ্ঞানের মূল। সহজ জ্ঞানই বেদ অর্থাৎ বেদের রূপান্তরই সহজ জ্ঞান। অতএব বেদশাস্ত্রই আত্মার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

উক্ত সহজ জ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল। উহা যে কেবল আত্মজ্ঞানেরই সাহায্য করে, তাহা নহে। সহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে না। নাস্তিকগণ সহজ জ্ঞান স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া উহা স্বীকার করিতে হয়। ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন সত্ত্বে কর্ত্তার অপরিবর্ত্তনশীলতাই নাস্তিকগণকে দেহাতিরিক্ত আত্মা এবং প্রকৃতির অতীত পুরুষ স্বীকার করিতে বাধ্য করে। নাস্তিকগণ এইরূপ আত্মাকে অজ্ঞেয় বলিবেন, বলুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ আস্তিকেরা আত্মাকে জ্ঞেয় বলিয়াও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদেগের আত্মা বা পরমাত্মা স্বসংবেদ্য পদার্থ। উহা চিরকালই ইন্দ্রিয় দ্বারা অজ্ঞেয়।

জীবাত্মা যেরূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অবেদ্য হইয়াও সহজ জ্ঞানের বেদ্য, পরমাত্মাও তদ্রূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় হইয়াও বেদের বেদ্য। অনুকূল তর্ক দ্বারা তাঁহার ঐ বেদবেদ্যত্ব প্রমাণও করা যায়। ইচ্ছা, জ্ঞান, নীতি ও ভক্তি হইতে যেরূপ দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্ব নিরূপিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির অতীত পরমাত্মার অস্তিত্বও নির্ণীত হইয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনে তাহাই করা হইয়াছে। প্রসঙ্গাধীন অন্যান্য বিষয় বিচারিত হইলেও ব্রহ্মতত্ত্বর বেদবেদ্যত্ব—বৈদিকগম্যত্ব নিরূপণ করাই বেদান্তদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তদবলম্বনে বৈদান্তিক

সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর মতভেদ সুলক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে উক্ত মতভেদের কারণ কি তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বৈদান্তিক মতে, কেবল বৈদান্তিক মতে কেন, সমস্ত দার্শনিকের মতেই প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি, এই চারিটিই অর্থতত্ত্বের নিদানস্বরূপ। জ্ঞাতা বা প্রমাতা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধির অনন্তর উপলব্ধ অর্থকে স্বীকার বা ত্যাগ করিয়া থাকেন। যাহা অনুকূল তাহাই স্বীকার্য্য, এবং যাহা প্রতিকূল তাহাই ত্যাজ্য। বস্তুমাত্রই পরিবর্ত্তনশীল। ঐ পরিবর্ত্তনশীলতাই উক্ত ত্যাগের বা গ্রহণের হেতু। যে বস্তু যে অবস্থায় অনুকূল হয়, তাহাই আবার তদবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রতিকূল হইয়া থাকে। সংস্কারদোষে—বুদ্ধির দোষে—ইন্দ্রিয়ের দোষে কখন কখন অনুকূলও প্রতিকূল এবং প্রতিকূলও অনুকূল বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপ প্রতীতির নাম মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান বিবেকবিশোধ্য। বিবেকের সাহায্যেই মিথ্যাজ্ঞান শোধিত হইয়া থাকে। ঐ বিবেক জীবের স্বাভাবিক। বিবেক স্বাভাবিক হইলেও কর্ম্মদোষে সর্ব্বাবস্থায় উহার স্ফূর্ত্তি থাকে না। সুতরাং ঐ বিবেকের উদ্রেকের নিমিত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের আবশ্যকতা। তন্নিমিত্তই নিখিল দর্শন শাস্ত্রের বিশেষতঃ বেদান্তের প্রবৃত্তি। বেদান্তের এই পর্য্যন্ত মত সর্ব্ববাদিসম্মত। অতঃপর পরস্পর বিরোধ লক্ষিত হইয়া থাকে। বিবেকোদ্ভাবনের কারণ সম্বন্ধেই বৈদান্তিকগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, ঐ বিবেক শাস্ত্রানুশীলনে স্বতঃই আবির্ভূত হইয়া থাকে। আবার কেহ বলেন, বিবেকের উদ্ভাবনে জীবের স্বাতন্ত্র্য নিজের সামর্থ্য নাই। শ্রীভগবানের কৃপা বা তদ্ভক্তের কৃপা ব্যতিরেকে বিবেক উদ্ভাবিত হইতে পারে না। এই দুই মতেও আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর ভেদ আছে। ফলতঃ ঐ ভেদ হইতেই একই বেদান্তে বিভিন্ন মতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রধান দুই সম্প্রদায়ের নাম অদ্বৈত সম্প্রদায় ও দ্বৈত সম্প্রদায়। উপবর্ষ ঋষি ও বৌধায়ন ঋষিই উক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের প্রধান আচার্য্য। বেদান্তমত ও বেদান্ত সম্প্রদায় অতীব প্রাচীন হইলেও উপবর্ষাদির সুদূর পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও ইঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন গ্রন্থ প্রচারিত না থাকাতে ইঁহাদিগকেই প্রধান আচার্য্য বলা যায়। সম্প্রতি ইঁহাদিগের গ্রন্থও অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বৈদান্তিক আচার্য্য অদ্বৈতে শঙ্করস্বামী এবং দ্বৈতে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আবার

চারিসম্প্রদায়ে বিভক্ত। রামানুজাচার্য্য প্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায়, নিম্বাদিত্য প্রবর্ত্তিত চতুঃসনসম্প্রদায়, মধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মসম্প্রদায় এবং বিষ্ণুস্বামি প্রবর্ত্তিত রুদ্রসম্প্রদায়। শেষোক্ত চারিসম্প্রদায় প্রায় একরূপ হইলেও ইহা-দিগের মধ্যেও যৎসামান্য মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বৈষ্ণব-দিগের মধ্যে পরে আরও একটি সম্প্রদায় গঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা-প্রভু স্বয়ংই উক্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শ্রীগৌরাঙ্গ তৎসম্বন্ধে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার মতে শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তসূত্রসমূহের ভাষ্য। অপরাপর ভাষ্য সকলের মধ্যে সন্নিবেশিত মতের যাহা যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত তাহাই প্রকৃত বৈদান্তিক মত এবং যাহা যাহা উহার অননুগত তাহাই অবৈদান্তিক সিদ্ধান্ত। সূত্রকর্ত্তা বেদব্যাসের স্বরচিত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতেই যে বেদান্তসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি-মাত্রের অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ই বিশুদ্ধ বৈদা-ন্তিক সম্প্রদায়, ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

উপক্রমণিকা।

অনন্ত আকাশ বক্ষে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। প্রত্যেক নক্ষত্র অপরাপর নক্ষত্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং ঐ সকল নক্ষত্র আমা-দিগের সূর্য্যমণ্ডলের সদৃশ বা তদপেক্ষা বৃহৎ ও নিজকিরণে সমুজ্জ্বল। উহাদের অনেকে পৃথক্ পৃথক্ জগন্মণ্ডলের অধিনায়ক স্বরূপ। উহারা কেহই অনন্ত শূন্যে অনিয়মে ভ্রমণ করে না। প্রত্যেকেই এক নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও এইরূপ গ্রহমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া, অবস্থান-পূর্ব্বক অনন্ত শক্তিমান্ জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহারা সকলেই মণ্ডলাকার ও ভ্রমণশীল। উহাদিগের বর্ণ, পরিমাণ ও দূরত্বাদির ন্যায় আকারও অতীব বিস্ময়াবহ। কোনটি ঈষৎ দীর্ঘাকার, কোনটি

গোলাকার, কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি অল্প উজ্জ্বল, কোন কোনটি কালবিশেষে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট হয়, কোনটি বা যমলভাবে দৃষ্ট হয়। নক্ষত্রগণের এই সকল আশ্চর্য্য ভাব পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মানবকে হতজ্ঞান হইতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্র সকল প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত; সাময়িক নক্ষত্র, অন্তর্হিত নক্ষত্র ও যমল নক্ষত্র। যে সকল নক্ষত্রের জ্যোতিঃ কোন সময়ে উজ্জ্বল, কোন সময়ে অত্যন্ত নিষ্প্রভ এবং যাহাদিগকে কখন বা অদৃশ্য হইতে দেখা যায়, তাহাদিগকে সাময়িক নক্ষত্র বলে। যে সকল নক্ষত্র প্রথমতঃ অতিশয় দীপ্তি সহকারে উদিত হইয়া ক্রমশঃ তেজের হ্রাসতার সহিত নভোমণ্ডলে অদৃশ্য হয়, তাহাদিগকে অন্তর্হিত নক্ষত্র বলে। ঐ সকল নক্ষত্র মন্দগতিতে বহুদূর পর্য্যন্ত স্বকীয় কক্ষোপরি পরিভ্রমণ করাতেই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে; এবং যে সকল নক্ষত্র আপাততঃ একটি নক্ষত্রের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে স্পষ্ট বোধ হয় যেন দুইটি নক্ষত্র সংস্থিত রহিয়াছে, সেই সকল নক্ষত্রকে যমল নক্ষত্র বলে। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার নক্ষত্র আছে, তাহাদিগকে সচল নক্ষত্র বলে।

পরিষ্কার রজনীতে গগনমণ্ডলের এক দিক্ হইতে অপর দিক্ পর্য্যন্ত শুভ্র বর্ণের ন্যায় যে আলোকময় নক্ষত্রশ্রেণী প্রকাশ পায়, তাহার নাম ছায়াপথ বা আকাশ-গঙ্গা। উহাকে রিক্ত চক্ষে শ্বেতবর্ণ বিস্তৃত মেঘাকার পদার্থ রূপে দর্শন হয়; কিন্তু বাস্তবিক উহা মেঘ নহে, এক বিপুল নক্ষত্রপুঞ্জ। উহাতে অন্যূন ১৮, ০০, ০০০ নক্ষত্র আছে। ঐ সকল নক্ষত্রকে যেরূপ পরস্পর সন্নিহিত দেখা যায়, উহারা সেরূপ নহে। আমাদিগের সূর্য্য, নিকটবর্ত্তী কোন এক নক্ষত্র হইতে যেরূপ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন, ঐ সকল নক্ষত্রও পরস্পর সেইরূপ দূরে অবস্থিত।

গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় ধূমকেতু নামে অপর কতকগুলি পদার্থ নিরন্তর আকাশ-পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ধূমকেতুগণ সৌরজগতের বাষ্পীয় অবশেষ মাত্র। উহারাও জ্যোতিশ্চক্রের অন্তর্ভূত। উহারাও গ্রহগণের ন্যায় বর্ত্তুলাকার ও অস্বচ্ছ পদার্থ; কিন্তু সামান্যতঃ উহাদিগের দীপ্তিময় পুচ্ছ বহুদূর পর্য্যন্ত গগনমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া থাকে। উহাদিগের কক্ষার সীমা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; কারণ, উহাদিগকে কখন কখন বুধগ্রহ অপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, এবং কখন বা জ্যোতিশ্চক্রের সুদূর প্রান্তবর্ত্তী গ্রহগণের কক্ষাকেও উত্তীর্ণ হইতে দেখা যায়। কতকগুলি

ধূমকেতু সকলও ক্ষিপ্রগতিতে স্ব স্ব কক্ষায় সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে। ঐ সকল ধূমকেতু যখন সূর্য্যের পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ নিশাবসানে সূর্য্যের পূর্ব্ব দিকে দৃষ্ট হয়, তখন উহাদিগের পুচ্ছ অতিশয় বিস্তীর্ণ দেখা যায় এবং সূর্য্যমণ্ডল ও ধূমকেতুর মধ্যস্থলে পৃথিবীর সমাবেশ হইলে, উহাদিগের পুচ্ছ বিলুপ্তপ্রায় বোধ হয়।

সূর্য্যাভিমুখে প্রকাশ হওয়াতেই উহারা স্বতঃ দীপ্তিমান নহে, এইরূপ অনুমান করা হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন,—ঐ সকল ধূমকেতু পরিভ্রমণ কালে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের সমধিক নিকটবর্ত্তী হইয়া, সূর্য্যমণ্ডলেই বিলুপ্তদেহ হইবে। এইরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হয় না; কারণ, এই মত প্রলয় প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গত। আমাদিগের সূর্য্য আমাদিগের অবস্থান ভূমি এই পৃথিবীর সহিত ও পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্র-পুঞ্জের সহিত আকাশমার্গে অবস্থান করিতেছে; এবং উহাও ঐরূপ একটি নক্ষত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি আকাশস্থ নক্ষত্র পুঞ্জ পৃথিবীর ন্যায় মানবের আবাসস্থান হয় এবং তত্রত্য লোক সকল যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা আমাদিগের এই পৃথিবীর বা অপর গ্রহ নক্ষত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ করেন, তবে, তাঁহারা আমাদিগের এই মতের সত্যত্ব অনুভব করিতে পারেন। বস্তুতঃ, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এই অনুমান আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিতান্ত কল্পনার সামগ্রী নহে। এই বিপুল বিশ্বরাজ্যে কি না সম্ভব হইতে পারে?

উজ্জ্বল নক্ষত্রময় পরিষ্কার রজনীতে যদি একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে এককালে অসংখ্য নানাবিধ নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদিগের মস্তকোপরিস্থ নভোমণ্ডল গোলাকার প্রতীত হয়। যদিও আমরা ঐ পরিদৃশ্যমান্ আকাশের পরিমাণাদি বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি না বটে, কিন্তু আমাদিগের মস্তকের উপরিভাগ দৃশ্যমণ্ডলের সীমা হইতে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী দেখা যায়, এবং ঐ মণ্ডল অর্দ্ধগোলক অপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হয়। দৃশ্যমণ্ডলকে ঐ প্রকার অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী বোধ হইবার কারণ এই যে, মস্তকোপরি কোন বস্তু না থাকাতে, তাহার দূরত্বের পরিমাণ হয় না; এ দিকে, দৃশ্যমণ্ডল মধ্যস্থ বৃক্ষাদি বস্তু সকলের আলোক দিগ্ব্যাপী বায়ু রাশি দ্বারা সঙ্কুচিত হওয়াতে, ঐ সকল বস্তুর দূরত্বাদির তারতম্যানুসারে মণ্ডলের দূরত্বের পরিমাণ কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে।

ক্ষণকাল ঐ প্রকার দর্শন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হয়। কতকগুলি নক্ষত্র পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে থাকে, এবং অপর কতকগুলি পশ্চিম দিকে দৃশ্যমণ্ডলের বহির্ভাগে অস্তগমন করিতে থাকে। কিন্তু ঐ সকল নক্ষত্রের পরস্পর দূরত্বাদির চিরসমতা সন্দর্শনে ইহাও অনুমিত হইয়া থাকে যে, কেবল কয়েকটি নক্ষত্রই ভ্রমণ করিতেছে না, সমস্ত নাক্ষত্রিক জগতই সুনিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে, যাহাদিগের পরিভ্রমণ জন্য স্থান পরিবর্ত্তন অনুমিত হয় না, তাহারাই ধ্রুব নক্ষত্র এবং যাহাদিগের ঐরূপ পরিভ্রমণে স্থানচ্যুতি লক্ষিত হয়, তাহারাই সচল নক্ষত্র বা গ্রহ। ফলতঃ এইরূপ এককালে অসংখ্য নক্ষত্র ও তাহাদিগের গতি বিধি সকল সন্দর্শন করিয়া কোন্ ব্যক্তি না বিমোহিত হয়েন! একটি হইতে অপরটিকে পৃথক্ রূপে স্থির করিয়া স্মৃতিপটে চিত্রিত করা দুরূহ বোধেই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সকল নক্ষত্রের মধ্যে কতকগুলি শ্রেণীবিভাগপূর্ব্বক তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়াছেন, এবং তত্তৎপুঞ্জস্থ বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র সকলের আকার প্রকারাদি পরিদর্শন করতঃ তাহাদিগেরও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করিয়া থাকেন। তদনুসারে আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ নাক্ষত্রিক জগৎকে প্রধানতঃ ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা, উত্তর নক্ষত্র চক্র, রাশিচক্র ও দক্ষিণ নক্ষত্র চক্র।

নাক্ষত্রিক জগৎ।—পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত হইয়া আমরা রিক্ত-চক্ষুতে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদিগের সংখ্যা ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র। তন্মধ্যে, অত্যুজ্জ্বল বা প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র ১৮টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র ৫৫টি; তৃতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র ১৭০টি; চতুর্থ শ্রেণীর ৫০০টি; পঞ্চম শ্রেণীর ৮০০টি; ষষ্ঠ শ্রেণীর ২,০০০টি এবং অবশিষ্ট অন্যান্য শ্রেণীর তন্মধ্যে অধিকাংশই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ সকল নক্ষত্র সপ্তম হইতে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত শ্রেণীভুক্ত। প্রথম শ্রেণীর অষ্টাদশ নক্ষত্রের মধ্যে ১৩টি বিষুবরেখার উত্তরে এবং পাঁচটি বিষুব রেখার দক্ষিণে অবস্থিত। যাহারা উত্তরে অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে যে গুলি ধ্রুব নক্ষত্রের সন্নিহিত, তাহাদিগের লইয়াই উত্তর জ্যোতিশ্চক্র, এবং যাহারা দক্ষিণ ধ্রুব নক্ষত্রের সন্নিহিত, তাহাদের লইয়াই দক্ষিণ জ্যোতিশ্চক্র উক্ত হয়; এবং কয়েকটি মধ্য জ্যোতিশ্চক্র বা রাশিচক্রের অন্তর্গত।

উত্তর জ্যোতিশ্চক্র ৩৫ টি নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টি। সপ্তর্ষিমণ্ডল, উত্তর কুক্কুর

নক্ষত্র ও ইন্দ্রাদি অপর কয়েকটি দেবতা উহারই অন্তর্গত। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে উহাদিগকে গ্রেট্ বিয়ার বা উর্‌সা মেজর, নর্থপোল ষ্টার, উর্‌সা মাইনর ও বুটিস্ প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

দক্ষিণ জ্যোতিশ্চক্র ৪৬টি নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টি। ইহাতে দক্ষিণ ধ্রুব ও যমাদি কয়েকটি দেবতা আছেন। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে উহাদিগকেই সাউথ পোলষ্টার, ওরাইয়ন্, কেনিস্ মাইনর, প্রোসিয়ন্ ও গোমেনিয় প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

রাশিচক্র। আকাশস্থ নাক্ষত্রিক চক্র বিশেষের নাম রাশিচক্র। উহা ১৪ অংশ প্রশস্ত। সময়ে সময়ে উহা দ্বিগুণ পরিমাণে দৃষ্ট হয় বলিয়া, কেহ কেহ উহাকে প্রকৃত পক্ষে ১৮ অংশ প্রশস্ত বলিয়া বলিয়া থাকেন। সূর্য্যের পথ ঠিক উহার মধ্যস্থল দিয়া গমন করিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর উভয় মেরুর সমদূরে পূর্ব্বপশ্চিমে পরিধির ন্যায় বিষুবরেখা নামক যেমন একটি রেখা কল্পনা করেন, ঐ রেখার ঠিক উপরে আকাশমণ্ডলেও তদনুরূপ একটি রেখা কল্পনা করেন। ঐ রেখাও আকাশবৃত্তের মেরুদ্বয় হইতে সমদূরবর্ত্তী। গ্রহমার্গ ঐ রেখাকে দুই স্থানে ছেদন করিয়া থাকে। ঐ গ্রহমার্গ পূর্ব্বোক্ত নভোমণ্ডলস্থ বিষুবরেখাকে ছেদন করাতে যে কোণ উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ ২৩ অংশ ৭ কলা ২৩ বিকলা। আমরা বৎসরের কোন সময়ে সূর্য্যকে উত্তর দিকে ও কোন সময়ে দক্ষিণদিকে গমন করিতে দেখি। কিন্তু উহা সূর্য্যের গতিবশতঃ নহে। সচল বস্তুর উপর আরোহণ করিয়া, যেরূপ ঐ বস্তুকে অচল ও পার্শ্বস্থ বস্তুকে সচল বলিয়া প্রতীতি হয়, তদ্রূপ আমরা সচল পৃথিবীর উপর অবস্থিত হইয়া, সূর্য্যের গতি অনুভব করিয়া থাকে। বস্তুতঃ পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর পরিভ্রমণ করিতে করিতে, যখন উহার মেরুপ্রদেশ-সন্নিহিত প্রান্তদ্বয় সূর্য্যাভিমুখে কিঞ্চিৎ উন্নত হয়, তৎকালে পৃথিবীর উত্তরাংশ সূর্য্যের ঠিক সম্মুখে পড়ে। এই সময়কে আমরা উত্তরায়ণ বলি। অনন্তর যখন পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত প্রদেশে ঐরূপে সূর্য্যভিমুখে উন্নত হয়, সেই সময়ে উহার দক্ষিণাংশ সূর্য্যের ঠিক সম্মুখে পড়ে এবং তাহাকেই আমরা দক্ষিণায়ণ বলিয়া থাকি। প্রতি বৎসর সূর্য্যকে এইরূপে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের সময় যতদূর উত্তর বা দক্ষিণে যাইতে দেখা যায়, ঐ সীমাকে চিহ্নিত করিবার নিমিত্ত জ্যোতির্ব্বিদেরা ভূগোলে উপরিভাগে দুইটি রেখা কল্পনা করিয়া থাকেন। ঐ রেখাদ্বয়ের নাম

যথাক্রমে উত্তর অয়নান্ত রেখা বা উত্তর ক্রান্তিরেখা এবং দক্ষিণ অয়নান্ত রেখা বা দক্ষিণ ক্রান্তিরেখা। ঐ রেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানের পরিমাণও পূর্ব্বোক্ত কোণ-পরিমাণের তুল্য। ঐ রেখাদ্বয়ের মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ থাকে, সেই অংশের ঠিক সম্মুখে গগণমণ্ডলে মেষাদিক্রমে দ্বাদশরাশি অবস্থিত আছে। ঐ কারণেই গগনমণ্ডলের ঐ অংশের নাম রাশিচক্র। ঐ রাশিচক্রের যে দুই অংশ আকাশস্থ নিরক্ষবৃত্তদ্বারা ছিন্ন হইয়াছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে বাসন্তিক বা উত্তর অয়নান্ত বিন্দু এবং শারদ বা দক্ষিণ অয়নান্ত বিন্দু বলে। পূর্ব্বোক্ত ক্রান্তিরেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম অয়নমণ্ডল। ঐ মণ্ডলের ঠিক সম্মুখে উত্তর দক্ষিণে গগনমণ্ডলের কিয়দ্দুর ব্যাপিয়া যে একটি কল্পিত রেখা ঐ ভূকক্ষাকে পরিবেষ্টন করে, তাহারই নাম রাশিচক্র। ঐ রাশিচক্র এবং অয়নমণ্ডল উভয়েই দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। উহাদের প্রত্যেক ভাগকে রাশি কহে। প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ, প্রতি অংশে ৬০ কলা এবং প্রতি কলাতে ৬০ বিকলা ইত্যাদি ভাগ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

আমার জীবনবৃত্ত।

ভক্তিশাস্ত্র সকল বলিতে লাগিলেন, গোপকুমার, আমরা যে বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, উহা নিধি অপেক্ষা সুগোপ্য হইলেও তুমি যখন ভগবৎ-কৃপায় ব্রহ্মাধিকার লাভ করিয়াছ, তখন উহা তোমার নিকট গোপনীয় নহে। বিশেষতঃ আমরা তোমার সদ্গুণসমূহে এতই প্রীত হইয়াছি যে, না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমরা ভগবদভক্তিতৎপর। আমরা অযোগ্য বিবেচনায় মোক্ষনিরূপণে প্রবৃত্ত হই না। তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে কখন কখন উহার তত্ত্বনিরূপণেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। হেয় বস্তুরও হেয়ত্বের অনবগতি পর্য্যন্ত ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে না। মোক্ষ ভক্তির নিকট হেয়। ঐ হেয়ত্ব অবগত করিবার নিমিত্তই আমরা সময়ে সময়ে মোক্ষনিরূপণে প্রবৃত্ত হই। মোক্ষ প্রকৃতপক্ষে হেয় হইলেও শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে যে উহার গুণকীর্ত্তন দেখা যায়, তাহা ভক্তির প্রাধান্য বুঝাইবার জন্যই জানিতে হইবে। বিষয়সুখ হইতে মোক্ষসুখের উৎকর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক উহা হইতেও ভক্তিসুখ উৎকৃষ্ট, এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিতেই তত্তৎশাস্ত্রের প্রবৃত্তি। মোক্ষে যে সুখ স্বীকৃত হয়, তাহাও মুমুক্ষুমতানুসারেই জানিতে হইবে, ভক্তিশাস্ত্রমতানুসারে

নহে। কারণ, তত্ত্ববিচার করিলে, মোক্ষে সুখস্পর্শ লক্ষিত হয় না। মোক্ষে সুখের সম্বন্ধমাত্রও থাকিতে পারে না। রোগমুক্ত ব্যক্তির সেই আরোগ্যাবস্থায় রোগজন্য দুঃখের অভাবই যেরূপ সুখস্বরূপে কল্পিত হয়, মোক্ষেও তদ্রূপই কল্পিত সুখ জানিতে হইবে। মুমুক্ষু ব্যক্তির সম্বন্ধে সুষুপ্তিসুখই মোক্ষসুখের নিদর্শনস্বরূপে দৃষ্টান্তিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সুষুপ্তিকালে সুখের অভাবই দেখা যায়। সুষুপ্তি সময়ে সুপ্ত ব্যক্তি দুঃখাভাব ভিন্ন অপর কিছুই অনুভব করেন না। পরে নিদ্রাভঙ্গে, জাগ্রদ্দশায় অনুভূত মনোরথ সমূহের এবং স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত অভিলষিত বিষয় সমূহের অদর্শন জন্য দুঃখাভাবরূপ অবস্থাবিশেষকেই সুখরূপে কল্পনা করিয়া, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এই প্রকার বোধ করা যায়। ফলতঃ তদবস্থায় কোনরূপ সুখবোধই ছিল না। সুষুপ্তিকালে দুঃখাভাবের প্রতীতি নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তৎকালে কোনরূপ অনুভব না থাকিলে নিদ্রাভঙ্গের পরে সুখস্মৃতি আসিত না। যদিও তৎকালে বিষয়ের অসদ্ভাব থাকে, কিন্তু বিষয়বাসনার বিলোপ হয় না। ঐ বাসনাই তৎকালে অনুভবের হেতু হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থাতেই যখন বিষয়াস্তিত্বের বিশেষ নিয়ম অবধারণ করা যায় না, তখন সুষুপ্তির ত কথাই নাই। সত্য বটে, জাগ্রদবস্থার জ্ঞানমাত্রই—কি দর্শনজ্ঞান, কি শ্রবণজ্ঞান, সকল জ্ঞানই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর স্থানব্যাপকতা ও কালব্যাপকতার সহিত উভয়ের শক্তি প্রকাশ সম্বন্ধে অবস্থার ঐক্য অপেক্ষা করে, কিন্তু তাই বলিয়া তদ্বিষয়ে কোন একটি সাধারণ নিয়ম কল্পনা করা যায় না—জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়ের অবস্থান সম্বন্ধের সীমা বা পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায় না। একটি জীবের জ্ঞানপ্রক্রিয়ার সহিত অপর একটি জীবের জ্ঞানপ্রক্রিয়ার সাম্য দৃষ্ট হয় না। কোন জীবের জ্ঞান অতীব স্থূল বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ কোন জীবের জ্ঞান তদ্রূপ নহে। উহার জ্ঞানের বিষয় এতই সূক্ষ্ম যে আমাদের ধারণার অগম্য। পিপীলিকা যেরূপ আলোকে দর্শন করে, সেরূপ আলোকে আমরা অন্ধতম। আবার একই মানবজাতির মধ্যে ঐরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। স্বপ্নের সম্বন্ধে আরও কিছু অধিক বলা যাইতে পারে। তদবস্থায় আধার ও কালের অপেক্ষাই নাই। অত্যল্প কালে ও অত্যল্প স্থানে বহুস্থান-কালসাধ্য কার্য্য সকল ঘটিতে দেখা যায়। স্বপ্নে ইচ্ছামাত্রই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সুতরাং সুষুপ্তির ত কথাই নাই। তৎকালে ইচ্ছা পর্য্যন্তও দৃষ্ট হয় না। জ্ঞাতার একটি অনুভব সম্পূর্ণ হইতে যে সময়

লাগে, তাহার মধ্যেই শত শত জ্ঞানকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। বস্তুতঃ এই নিমিত্তই সুষুপ্তিসময়ের বিষয়ের প্রতীতি ত দূরের কথা আত্মপ্রতীতি পর্য্যন্ত ধারণার মধ্যে আইসে না। সুষুপ্তির ন্যায় মোক্ষাবস্থাও নিরনুভব। তদবস্থায় সকলই শূন্যময় হইয়া যায়। তৎকালে আত্মার জ্ঞানবল অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রথম প্রকাশ বল অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি ও দ্বিতীয় প্রকাশ ক্রিয়াশক্তি এতদুভয়ের কোনটিরই অস্তিত্ব প্রতীত হয় না। তবে তখন জন্ম-মরণাদি-সংসারদুঃখের অভাবই সুখস্বরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। মুমুক্ষু ব্যক্তি তদভাববাসনাতেই চিত্তসংযম করেন, উহার ফলও তাদৃশই সম্পন্ন হয়। বস্তুতঃ মোক্ষে কোন সুখই নাই। এরূপ হইলেও যে অনেকে মোক্ষের প্রশংসা করেন, সে কেবল তাঁহাদিগের মোক্ষবিষয়ক অনভিজ্ঞতার ফল। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, সংসারের বন্ধন ও তাহা হইতে মোক্ষ উভয়ই অজ্ঞানাত্মক। জ্ঞানীর সম্বন্ধে উভয়ের কোনটিই প্রার্থনীয় হইতে পারে না। মুমুক্ষুর সম্বন্ধে মোক্ষের সাধনও অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সম্বন্ধে মোক্ষ অনায়াসলভ্য। তিনি জানেন, শ্রীভগবানের নামের আভাসই মোক্ষ প্রদান করিতে সমর্থ। মোক্ষে যে কোন সুখ নাই, তাহা মোক্ষবাদী-দিগের নিজ বাক্য দ্বারাই দেখান যাইতে পারে। মোক্ষবাদীদিগের কেহ বলেন, "অশেষদুঃখধ্বংসই মোক্ষ"। আবার কেহ বলেন, "মায়াকৃত অন্যথারূপের ত্যাগই আত্মস্বরূপে অবস্থিতি বা মুক্তি; উহাই ব্রহ্মানুভব।" প্রথম পক্ষে স্পষ্টই সুখাভাব প্রতীত হয়। দ্বিতীয় পক্ষে সুখস্বরূপ ব্রহ্মানু-ভবকে সুখরূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু বিচারে ঐ মত অকিং-ঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভব বা তদনুভবে সুখ তত্ত্বজ্ঞের স্বীকার্য্য হইতে পারে না। তাদৃশ ব্রহ্মের অনুভব সুখ নহে। সুখ পর-ব্রহ্মের অনুভবে—জ্ঞানেই হইয়া থাকে। ব্রহ্ম নির্গুণ। পরব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও সগুণ। তিনি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব প্রভৃতি বিরোধ সকল যে আনন্দসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তিনিই পরব্রহ্ম। তাঁহাতে ভক্তিকারী জীবই প্রকৃত সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

জীব সকল সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ পরব্রহ্মের অংশ। রবি ও রবিকিরণে অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গে এবং সমুদ্র ও তরঙ্গে যেরূপ ভেদ, জীব ও পরব্রহ্মে সেই-রূপ ভেদ। জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও পরব্রহ্মের অনাদিসিদ্ধা চিদ্বিলাসস্বরূপিণী মহাযোগাখ্যা শক্তি দ্বারা ঐ ভেদ সিদ্ধ হইয়া

থাকে। এই নিমিত্তই পণ্ডিত সকল জীবব্রহ্মের অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। ভক্তিবাসনাসদ্ভাবে মুক্ত জীবেরও ব্রহ্ম হইতে ভেদ অভেদ-বাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, মুক্ত জীবও স্বেচ্ছানুসারে বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের ভজনা করেন। এখানে মুক্ত-জীবপদে জীবন্মুক্ত পুরুষ বোধিত হইতে পারেন না। কারণ জীবন্মুক্তের দেহ বিদ্যমানই থাকে। জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময় হইলেও ভগবন্মায়ায় পরতত্ত্বের বিস্মৃতি হেতু তাঁহার সংসার ঘটে। মুক্তিতে স্বতত্ত্বজ্ঞানোদয়ে উক্ত মায়ার অপগমে ঐ সংসারের বিনিবৃত্তি হয়। এবং তৎকালে সচ্চিদানন্দ-ঘন পরব্রহ্মের লীলারসাস্বাদনজন্য সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। জীবমাত্রের সাধনানুরূপ ফল অবশ্যম্ভাবী। তবে সাধনতারতম্যে উক্ত ফলেরও তারতম্য হয়। স্বর্গাদিফল হইতে মোক্ষফল উৎকৃষ্ট এবং ভক্তিফল মোক্ষ হইতেও উৎকৃষ্ট। শ্রীভগবানের চরণসেবার ফল যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শ্রীভগবানই তাহার প্রমাণ। নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তায় তদীয় গুণ সকলের স্ফূর্ত্তির অভাব ঘটে। কিন্তু লীলাময় পরমেশ্বরের উপাসনায় তদীয় গুণ সকল সম্যক্ স্ফুরিত হয়। অতএব তাদৃশী উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন। সাধন যদি উৎকৃষ্ট হইল, তাহার ফলও উৎকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি! উপা-সনাবাক্যে অর্থবাদ কল্পনা অত্যন্ত অযুক্ত। উপাসনায় অর্থবাদ অপরাধের মধ্যেই গণ্য। যিনি ভগবদুপাসনাতে অর্থবাদ কল্পনা করেন, তিনি নিজের সৌভাগ্যের নাশক নাস্তিকতা আনয়ন করেন। এই পথ সাধুজনবিগর্হিত; ইহা একান্ত পরিত্যজ্য। শ্রীভগবানে ভক্তিই সাধুত্বের জননী। ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তিলভ্য ভগবচ্চরণই উহার ফল।

যিনি কর্ম্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের অপেক্ষা করেন, তাঁহার ভক্তি সিদ্ধ হয় না। যিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপামাত্রাপেক্ষী তাঁহারই ভক্তি সিদ্ধ হয়। ভগবদ্ভক্তের কৃপা দ্বারাই ঐ ভক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। কর্ম্মাদির অপেক্ষা থাকিলে যে, ঐ ভক্তি সিদ্ধ হয় না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। নানাব্যা-পারাত্মক কর্ম্ম সকল ভক্তিকে বিক্ষিপ্ত—সঙ্কোলিত করে; বৈরাগ্য বা সর্ব্বা-পেক্ষাশূন্যত্ব ভক্তিবিষয়ক রাগপর্য্যন্তকেও শুষ্ক করিয়া ফেলে; এবং অদ্বয়াত্মতত্ত্বজ্ঞান সাধকের নিস্তীর্ণতাবুদ্ধি জন্মাইয়া উহার ক্ষীণতা সম্পাদন করে। অতএব একমাত্র ভগবদ্ভজনরূপ কর্ম্ম এবং ভগবৎসেবা-তিরিক্ত-বিষয়-বৈরাগ্য এবং ভজনীয়ত্বানুসন্ধানরূপ জ্ঞান ভিন্ন অপর

সকল কর্ম্মাদি ভক্তীচ্ছুর একান্ত বর্জ্জনীয় হইতেছে। বনী হউন, আশ্রমী হউন, আর অনুষ্ঠানপরায়ণই হউন, শ্রীভগবানের আরাধনাকেই সকল কর্ম্মের লক্ষ্য বলিয়া স্থির রাখিবেন, সকল কর্ম্মই তাঁহার আরাধনাতে পর্য্যবসিত করিবেন; কারণ, ভগবদারাধনা হইতে ভিন্ন অন্য কোন পন্থাই শ্রীভগবানের প্রীতিকর নহে। যে কর্ম্ম ভক্তির অনুসরণ করে না, সে কর্ম্মই ব্যর্থ জানিতে হইবে। যে সকল কর্ম্মের লক্ষ্য শ্রীভগবান নহেন, সে সকল কর্ম্ম ভগবদ্বিস্মৃতিফলক ; তাদৃশ কর্ম্ম কখনই আচরণীয় নহে। যে কর্ম্মে সতত শ্রীভগবানকে স্মরণ করা যায় তাহাই সাধুকর্ম্ম। ঈদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সকলই অনুষ্ঠিত হয় এবং তদননুষ্ঠানে সকলই অননুষ্ঠিত রহিয়া যায়। বৈরাগ্যাদির সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। ভগবৎসেবায় বৈরাগ্য বা ভগবৎশক্তিরাহিত্য জ্ঞান প্রশংসনীয় নহে। যে বৈরাগ্য ভগবৎসেবাসক্তির জনক এবং যে জ্ঞান ভগবদ্ভজনে রতিকারক তাহাই আশ্রয়ণীয়। ভগবদ্ভজনে কি কর্ম্ম, কি বৈরাগ্য, কি জ্ঞান, সকলই শুদ্ধি লাভ করে। বিষয়ান্তরে উহারা অশুদ্ধই থাকে। এই নিমিত্তই আত্মারাম মুক্তপুরুষ সকলও সচ্চিদানন্দ দেহ ধারণ পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। অহঙ্কারত্যাগ হইলেই আত্মারামতা লাভ হইতে পারে, এ কথা সত্য ; কিন্তু ঐ অহঙ্কারত্যাগ সুকর নহে। ভক্তের অহঙ্কারত্যাগ বড়ই সহজ। যিনি আত্মাকে শ্রীভগবানে অর্পণ করিলেন, তাঁহার আবার অহঙ্কার কোথায়? শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য যে কোন কর্ম্মই করা যাইবে, অহঙ্কার তাহার মূলে থাকিবেই থাকিবে। কারণ, তিনি জানেন, সকলই তিনি করিতেছেন। পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্ত জানেন, তিনি কেহই নন ; সকলই শ্রীভগবান করাইতেছেন, তিনি কেবল নিমিত্তমাত্র। এইরূপে ভক্তও নিরহঙ্কার এবং তজ্জন্য আত্মারাম হয়েন বটে, কিন্তু তাঁহার উক্ত আত্মারামতাই ভক্তির চরম ফল নহে। ভক্তির চরমফল পরম ভগবৎপ্রীতি। নিরহঙ্কারিতা বা আত্মারামতা উহার অবান্তর ফল—আনুসঙ্গিক ফলমাত্র।

ভক্তিরূপ সাধনের একটি মহাগুণ আছে। ভক্তি ভিন্ন সকল সাধনই বৃত্তি সকলকে সংহার করে। ভক্তি কিন্তু তাহা করে না। উহা বৃত্তি সকলকে বিশুদ্ধ ও অন্তর্ম্মুখ করিয়া তাহাদিগের প্রসারতাই সম্পাদন করে। ভক্তের মনোবৃত্তি সকল অন্যের ন্যায় বিনষ্ট না হইয়া শ্রীভগবানে গমন পূর্ব্বক সম্যক্ বিশুদ্ধি লাভের সহিত সম্যক স্ফুরিত হইয়া থাকে। সমাধিতে ব

মুক্তিতে বৃত্তিসমূহের অভাব বশতঃ মনের বিস্তৃতি থাকে না। তদবস্থায় অন্তরাত্মা শূন্যতুল্য ধারণ করেন। কিন্তু ভক্তিতে সেরূপ হয় না। ভক্তের চিত্ত শ্রীভগবানের শক্তিসকলের বিবিধ বৈচিত্রী দর্শনে স্ফটিকাচলে সূর্য্যকিরণের ন্যায় নানারাগে সুরঞ্জিত হইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। অতএব ভক্তির উৎকর্ষ অবিরোধী। তবে যাহারা ভক্তিমাহাত্ম্য-জ্ঞানানধিকারী তাঁহাদের হৃদয়ে উহা স্ফুরিত হয় না বলিয়াই অনেকে ঐ বিষয়ে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। যিনি যত কেন তর্ক করুন না, ভক্তির অতর্ক্য মহিমা কখনই তর্কের বিষয় হইবে না।"

তদনন্তর ভক্তিশাস্ত্র সকল গোপকুমারকে সম্বোধন পুরঃসর পরবর্ত্তী কয়েকটি কথা বলিয়া আপনাদিগের বাক্যের উপসংহার করিলেন। "সৌম্য! তুমি ভগবদ্ভক্ত। শাস্ত্র সকলের শুষ্ক তর্ক বা যুক্তি তোমার প্রীতিকর হইতেছে না জানিয়াই আমরা তোমার নিকট শাস্ত্রের এই গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিলাম। তুমি অনন্যমনে তোমার সেই নিজ ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে থাক। উহার প্রভাবেই তুমি অষ্টাবরণবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে। এবং ঐ স্থানেই নির্ব্বাণমুক্তির ও পরম-মুক্তির ভেদ ও ভক্তির মাহাত্ম্য অবগত হইবে।"

অতঃপর আমি সভাভঙ্গ করিয়া নির্জ্জনে ক্ষণকাল ঐ বিষয় চিন্তা করিয়া অভীষ্ট মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইলাম। অল্পকালমধ্যেই করুণাময় ভগবান আমার হৃদয়ক্ষেত্রে উদিত হইয়া আমাকে আদেশ করিলেন, "গোপকুমার! তুমি এই ব্রহ্মলোক হইতেই ব্রহ্মার সহিত যথাকালে মুক্তিধামে গমন করিতে পার। কিন্তু তুমি সেই কালবিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছ না, আমি তাহা বুঝিয়াছি। কালবিলম্ব যদি নিতান্ত অসহ্য হইয়া থাকে, যদি সত্বর আমাতে সঙ্গত হইতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে তোমার সেই জন্মভূমি মথুরামণ্ডলেই গমন কর। তথায় কিছুদিন অবস্থান ও যথাবিধি আমার অর্চ্চন পূর্ব্বক সত্বরেই আমার সহিত সঙ্গত হও। আমি ভগবানের সেই কৃপাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মনোগতিতে এই শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং তদবধি এই স্থানেই অবস্থান করি-তেছি।"

ক্রমশঃ

যোগশাস্ত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যোগশব্দ নানার্থক। যোগ অনেকার্থক হইলেও আত্মমনঃসংযোগ সকল অর্থেরই অন্তর্নিহিত আছে। জীবমাত্রই, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, উক্ত আত্মমনঃসংযোগরূপ যোগের নিয়ত অনুষ্ঠান করিতেছেন। জীবের এমন কোন ক্রিয়াই নাই, যাহা যোগ ব্যতিরেকে সাধিত হইতেছে। তবে যোগবিজ্ঞানানভিজ্ঞ ব্যক্তি সকল ঐ তত্ত্ব জানেন না বলিয়াই, তাঁহারা প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠান করিয়াও উহা বুঝিতে পারেন না, আর যোগবিজ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তি সকল ঐ তত্ত্ব জানেন বলিয়াই তাঁহারা তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। যদিও এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, জীবমাত্রই যোগানুষ্ঠানপর এবং ঐ যোগের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কি ঐহিক কি পারত্রিক কোন কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না, তথাপি যোগের কর্ত্তব্যতা—অনুষ্ঠেয়ত্ব সম্বন্ধে মতভেদের কারণ কেবল তদ্বিষয়িণী ফলাকাঙ্ক্ষা। পরমার্থমার্গে—ভক্তিমার্গে যোগজ সিদ্ধির কামনাই হেয় যোগানুষ্ঠান হেয় নহে; পরন্তু অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া কখনই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। উপাসনামার্গে সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, উপাসনার প্রতি পরমেশ্বরের প্রতি চিত্তৈকাগ্রতার ব্যাঘাত জন্মে বলিয়াই ভক্তিযোগানুষ্ঠানপর ব্যক্তি সকল কর্ম্মযোগ বা জ্ঞান-যোগ নিকৃষ্ট ও হেয় বলিয়াছেন। তাঁহারাও বলেন, এবং বস্তুতঃ কথাও তাহাই যে, ভক্তিযোগে সকল সিদ্ধিই আপনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং ভক্তকে কোন সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করিতে হয় না। শ্রীমদ্ভগবতে বলিয়াছেন,—

> ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
> রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
> প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
> স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।
> ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
> ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
> ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
> ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

ভগবানের শরণাগত ব্যক্তির ভোজনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তির ন্যায় ভগবদ্ভজনেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাকে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভের জন্য পৃথক্‌ভাবে বৈরাগ্যাদির অভ্যাস করিতে হয় না। একমাত্র ভজনই সকল সাধন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে সিদ্ধিকামীরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রকৃত উপাসনা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের কেবল যোগাঙ্গের দিকেই দৃষ্টি থাকে বলিয়া ঈশ্বরপ্রণিধানের ব্যাঘাত ঘটে। প্রাকৃতিক বস্তুতে প্রণিধান করিলে, যদি বিশেষ বিশেষ সিদ্ধি লাভ হয়, তবে প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবানে প্রণিধান করিলে, এমন কি সিদ্ধি থাকিতে পারে, যাহা তাঁহার অলব্ধ থাকিবে? বিশেষতঃ ঈশ্বর-প্রণিধানই জীবের মুখ্য, যিনি তাহা বুঝিতে না পারিয়াছেন, তিনি অন্য বিষয়ে প্রণিধানের জন্য যত্নবান হয়েন। আর যিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনই অন্যবিষয়ে প্রণিধান করিতে ইচ্ছাও করেন না। তবে আত্মসাক্ষাৎকার লাভের সম্বন্ধে যাহা সাধন, যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা অবশ্যই আশ্রয়ণীয়। আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন ভক্তি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও বৈরাগ্য উহার দ্বারভূত। উহার অন্য সাধন নাই, সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকারে জ্ঞানাদি-ব্যাপারবিশিষ্ট ভজনই একমাত্র আশ্রয়ণীয় সাধন। ভগবৎশ্রবণাদি ভক্তির উদয়ে জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে এবং উহারা সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইয়াই আত্মসাক্ষাৎকাররূপ পুরুষার্থ উৎপাদন করে। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানকর্ম্মাদি আর পৃথক্ যোগাঙ্গ বা পৃথক্ সাধন বলিয়াই স্বীকৃত হয় না, উহারা ভক্তিরই অঙ্গরূপে অভিহিত হইয়া থাকে।

যোগশাস্ত্রে যোগ চতুর্বিধ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে; যথা,—

"মন্ত্রযোগো লয়শ্চৈব রাজযোগো হঠস্তথা।
যোগশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তো যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

তত্ত্বদর্শী যোগিগণ যোগকে মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ ও হঠযোগ, এই প্রকার ভাগচতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু যোগ বস্তুতঃ একমাত্র। বিশেষ বিশেষ ফলের জনকত্ব অনুসারে সাধনভেদে এইরূপ ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ফলতঃ যেখানে ফলকামনা আছে, সেখানে অধিকারীর ভেদ এবং সাধন ও সংজ্ঞার ভেদ অপরিহার্য্য। কিন্তু যেখানে ঐ যোগ কেবল ঈশ্বরপ্রণিধানার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তথায় ফলৈক্য নিবন্ধন সাধনের ভেদও আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই নিমিত্তই উপাসনামার্গে ঐ

চতুর্বিধ যোগ একই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে। ঐ সংজ্ঞারই নাম রাজযোগ বা ভক্তিযোগ। যথা,—

"হঠো লয়ো মান্ত্রিকরাজসংজ্ঞিতৌ।
চতুর্বিধং যোগমবালিশা বিদুঃ॥
ত্রয়োঽপি যাঙ্গোপগতা ভবন্ত্যত-
স্তদর্থমেবেহ যতেত কোবিদঃ॥"

অজ্ঞব্যক্তি সকলই যোগকে হঠাদি চারি ভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যোগ একই। উহার নাম রাজযোগ। অন্যান্য যোগ উহারই অন্তর্গত।

"রাজত্বাৎ সর্ব্বযোগানাং রাজযোগ ইতি স্মৃতঃ।
রাজন্তং দীপ্যমানং তং পরমাত্মানমব্যয়ম্॥
প্রাপয়ৎ দেহিনং যস্তু রাজযোগঃ স কীর্ত্তিতঃ॥"

ঐ রাজযোগই পরমাত্মসাক্ষাৎকারের সাধক। এই নিমিত্তই উহা সর্ব্ব-যোগের শ্রেষ্ঠ বলিয়াই রাজযোগনামে অভিহিত হয়। উহা ভক্তিযোগ হইতে অভিন্ন। ঐ ভক্তিযোগ চতুঃষষ্ঠ্যঙ্গ। ঐ বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত হইবে। সম্প্রতি যোগশাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ বিবৃত হইতেছে।

চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। নিরোধ শব্দের অর্থ সংযম; অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি সকল নিয়ত যে সকল বিষয়ে আসক্ত হইতেছে, তাহাদিগকে সাধনবলে ঐসকল বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিষয়ান্তরে সংযত বা নিবিষ্ট করণের নামই চিত্তবৃত্তির নিরোধ। ইতস্ততঃ প্রসারিত সূর্য্যরশ্মি সকল যেরূপ সূর্য্যকান্তমণি সংযোগে একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া অন্তর্নিহিত দাহিকা-শক্তির প্রকাশ করে, বিবিধ বিষয়ে প্রসৃত জৈবশক্তিও তদ্রূপ ঐ নিরোধ দ্বারা কেন্দ্রীভূত—পুঞ্জীকৃত হইয়া আত্মশক্তি প্রকাশ করে।

"যথার্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তো হুতাশনম্।
আবিষ্করোতি নৈকঃ সন্ দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনাম্॥"

ফলতঃ চিত্তবৃত্তির নিরোধ ব্যতিরেকে আত্মশক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করে না; সুতরাং যিনি চিত্তের নিরোধ সংসাধনে পরাঙ্মুখ, আত্মশক্তির স্ফুরণের অভাবে তাঁহার জীবনই বৃথা হয়। ঐ নিরোধ দ্বিবিধ;—প্রথম, বিভূতি লাভের নিমিত্ত কোন একটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া তাহারই বারংবার চিন্তা দ্বারা চিত্তের বিষয়ান্তর হইতে বিনিবর্ত্তন, এবং দ্বিতীয়, মুক্তি লাভের নিমিত্ত ধ্যেয়

বস্তুতে সংস্থাপিত চিত্তের তন্মাত্রের নিয়ত ধ্যান দ্বারা বিষয়সুখ হইতে বিনিবর্ত্তন। যোগাঙ্গ সকল অনুষ্ঠান করিতে করিতে অণিমাদি যে সকল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহাদেরই নাম বিভূতি। বিভূতি প্রধানতঃ অষ্টবিধ যথা,—

"অণিমা মহিমা চৈব লঘিমা প্রাপ্তিরীশিতা।
প্রাকাম্যঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥"

অতি সূক্ষ্মতার নাম অণিমা, অতি বৃহত্ত্বের নাম মহিমা, অতি লঘুত্বের নাম লঘিমা, অতি ব্যাপিত্বের নাম প্রাপ্তি, সৃষ্টিশক্তির নাম ঈশিতা, অপ্রতিহত ইচ্ছার নাম প্রাকাম্য, নিয়মনশক্তির নাম বশিত্ব, সঙ্কল্পসিদ্ধির নাম কামাবসায়িতা। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রান্তরে আরও অনেকানেক সিদ্ধির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ গুলি ইহাদেরই অন্তর্গত বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

যে যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে এই সকল সিদ্ধি লাভ হয়, উহা সর্ব্বশুদ্ধ আটটি; যথা,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। প্রমাণ, যথা,—

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে।"

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

উক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের যম ও নিয়ম পরম্পরা সম্বন্ধে জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা সমাধির সাধক এবং অবশিষ্ট কয়েকটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাধির সাধক।

যম দশবিধ; যথা,—

"অহিংসনং সত্যমচৌর্য্যমার্জ্জবং
ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমুপস্থনিগ্রহঃ।
মিতাশনং দীনজনানুকম্পনং
যমা দশৈতে মুনিবর্য্যসম্মতাঃ॥"

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, মিতাহার ও দীনজনানুকম্পা এই দশটির নাম যম।

তন্মধ্যে কায়মনোবাক্যে কোন সময়ে কাহারও ক্লেশ উৎপাদন না করার নাম অহিংসা। যথা,—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসাত্বেন যোগিভিঃ॥"

সর্ব্বভূতের হিতসাধন যথার্থ ব্যবহারের নামই সত্য। যথা,—

"সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং নাযথার্থাভিভাবণম্।"

সত্যের উপকারিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ নাই মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,

"সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব।
ন পাবনতমং কিঞ্চিৎ সত্যাদধ্যগমং ক্বচিৎ॥"

সত্যই স্বর্গের সোপান; সত্যই সংসারসাগর পারের নৌকা; সত্য হইতে পবিত্র আর কিছুই নাই। অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"অশ্বমেধসহস্রাণি সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রেভ্যঃ সত্যমেব বিশিষ্যতে॥"

সত্য, শত অশ্বমেধ হইতেও গুরুতর বস্তু। অথর্ব্ববেদান্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।"

সত্যের জয় সকল কালেই, মিথ্যার কখনই জয় হয় না। সত্যই মুক্তির পথ। উহারই অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।"

সত্যরূপ তপস্যাই আত্মলাভের উপায়।

মন দ্বারা বাক্য দ্বারা বা কার্য্য দ্বারা পরদ্রব্যে নিস্পৃহার নামই অস্তেয়।

"কর্ম্মণা মনসা বাচা পরদ্রব্যেষু নিস্পৃহা।
অস্তেয়মিতি সংপ্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

বিহিত বিষয়ের সিদ্ধি ও অবিহিত বিষয়ের অসিদ্ধিতে অভিমানাভাব এবং বিহিত বিষয়ের অসিদ্ধি ও অবিহিত বিষয়ের সিদ্ধিতে খেদশূন্যতারূপ সমতার নামই আর্জব। যথা,—

"বিহিতেষু তদন্যেষু মনোবাক্‌কায়কর্ম্মণাম্।
প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা একরূপত্বমার্জবম্॥"

প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয়ের সমতার নামই ক্ষমা। যথা,—

"প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্ব্বেষু সমত্বং যচ্ছরীরিণাম্।
ক্ষমা সৈবেতি বিদ্বদ্ভির্গদিতা বেদবাদিভিঃ॥"

এই ক্ষমাও একটি প্রধান সদ্‌গুণ। সুভাষিতরত্নভাণ্ডার নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"ক্ষমাশস্ত্রং করে যস্য দুর্জ্জনঃ কিং করিষ্যতি।
অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ স্বয়মেবোপশাম্যতি॥"

ক্ষমা জীবের আত্মরক্ষার একটি প্রধান শস্ত্র। ঐ শস্ত্র যাঁহার করায়ত্ত, কোন দুর্জ্জনই তাঁহার কোনরূপ অপকার সাধন করিতে পারে না। শত্রু সকল অপকার সাধন করিতে গিয়া তৃণশূন্য ভূমিতে পতিত অগ্নির ন্যায়, আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়।

"ক্ষমাহিংসা ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ক্ষমা দয়া ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা ধৈর্য্যমুদাহৃতম্॥
ক্ষমাবান্ প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং ক্ষমাবান্ প্রাপ্নুয়াদ্যশঃ।
ক্ষমাবান্ প্রাপ্নুয়ান্মোক্ষং ক্ষমাবাংস্তীর্থমুচ্যতে॥"

ক্ষমাবান্ ব্যক্তি অহিংসাদি সর্ব্ব সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া নিজ সঙ্গ দ্বারা জগৎকে পবিত্র করেন এবং নিজেও অনায়াসেই মুক্তি লাভ করেন।

"ক্ষোভে সত্যপ্যচলনং সঙ্কল্পাদ্ধৈর্য্যমুচ্যতে।"

ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও ব্যবসায় হইতে অচলনের নামই ধৈর্য্য। ইহাও একটি প্রধান সদ্গুণ। যাঁহার এই গুণ আছে, তাঁহার চিত্ত সহজে বিকৃত হয় না এবং তাঁহার সকল সঙ্কল্পই সিদ্ধ হয়। যথা ;—

"ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধম্
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদু চৈবেক্ষুকাণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণম
ন প্রাণান্তে প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে সজ্জনানাম॥"
"আরভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি॥"

চন্দন যেরূপ পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণেও নিজ সৌগন্ধ্য পরিত্যাগ করে না, ইক্ষু-কাণ্ড যেরূপ খণ্ড খণ্ড হইলেও স্বীয় স্বাদুতা পরিত্যাগ করে না, সুবর্ণ যেরূপ বারংবার দগ্ধ হইলেও নিজের সৌবর্ণ পরিত্যাগ করে না, ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিও তদ্রূপ পুনঃ পুনঃ ক্ষোভাভিভবেও নিজের প্রকৃতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃতিকে ভজনা করেন না। অধিকন্তু ফলোদয় পর্য্যন্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ না করাতে তাঁহার কোন সঙ্কল্পই বিফল হয় না।

ক্ষমা ও ধৈর্য্য সহোচর। ক্ষমাশীল ধীর ব্যক্তি ক্রোধকে প্রধান অপকারক জানিয়া সামান্য অপরাধীর প্রতি ক্রোধের পরিবর্ত্তে ক্রোধের প্রতিই ক্রোধ প্রকাশ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"অপকারিণি কোপশ্চেৎ কোপে কোপঃ কথং ন তে।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রসহ্য পরিপন্থিনি॥"

ক্রোধ মানবের একটি প্রধান শত্রু; উহা তাঁহাকে সকল প্রকার লাভ হইতেই বঞ্চিত করে। কিন্তু ক্ষমাশীল ধীর ব্যক্তি উহাকেও জয় করেন। অতএব এই ক্ষমা ও ধৈর্য্যই মানবের মোক্ষপথ প্রয়াণের প্রধান সঙ্গী জানিতে হইবে।

শৌচ দ্বিবিধ;—বাহ্য ও আন্তর। যথা,—

"শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরং॥"

মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা যে শৌচ, তাহার নাম বাহ্য শৌচ, এবং চিত্তশুদ্ধির নাম আভ্যন্তর শৌচ।

শ্রীমদ্ভাগবতরহস্য।

যদ্বা,

মুদ্গাং বৃদ্ধানাং মহাভারতসংজ্ঞকানামন্তি নিকটে অর্থাৎ তদন্তে যতঃ স্যাৎ বাসুদেবাৎ হেতোঃ পুনর্ভগবতাধৃত ইত্যুক্তের্যস্য পরীক্ষিতঃ জন্ম সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী মুদ্যতে অনেন ইতি মুৎ্ শামঃ তস্মিন্ মুহি সতি স্বহ বৈচিত্র্যে ততঃ করণে ক্বিপ্। তেজস্তেজস্বিনামহম্ ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ তেজো বিষ্ণুঃ তন্ময়ং বাঃ তেজোবাঃ তস্মিন্ শ্রীগঙ্গাতটে অবাৎ অগমৎ অনু পশ্চাৎ ব্রহ্মণি স্বৎ স্বময়ং যস্য স ব্রহ্মস্বৎ শুকঃ আয়ে ইতরতঃ ইতরে সুরষঃ বিপ্রাঃ অত্র্যাদয়ঃ অমুঃ অগমন্। কিং কর্ত্তুম্। যৎ যস্মৈ পরীক্ষিতে আদিকবয়ে আদি-

কবিং বর্ণয়িতুম্। কিঞ্চ যত্র যস্মিন্ পরীক্ষিতি অবিনি রক্ষকে সতি ত্রয়াণাং কাম-ক্রোধলোধলোভানাং সর্গঃ সৃষ্টিঃ যস্মিন্ ত্রিসর্গঃ কলিঃ মৃষা আসীৎ কিঞ্চ পুনঃ যঃ অর্থেষু অভিজ্ঞঃ সন্ নিরস্তঃ কুহকঃ কপটঃ যত্র তং তথা কৃতযুগম্ এব তেনে কেন স্বেন ধাম্না তেজসা। কিম্ভূতঃ কলিঃ মীনাতি ধর্ম্মম্ ইতি মষঃ ॥ ৬ ॥ ইতি প্রথমস্কন্ধার্থদিগ্‌দর্শনম্ ॥

অথবা,

মহারাজ পরীক্ষিৎ যাঁহার কৃপায় জননী গর্ভমধ্যে রক্ষিত ও এই সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইয়া নিজ সুশাসনে রাজ্যমধ্যে ধর্ম্মনাশক কলির প্রভাব প্রবেশ করিতে দেন নাই, অথচ কাপট্যশূন্য সত্যেরই প্রতিষ্ঠাস্থাপন করিয়াছিলেন এবং অন্তে মোহ বশতঃ বিপ্রশাপে সন্তপ্ত ও উপদেশদানার্থ সমাগত ভগবন্নিরতচিত্ত শুকদেবের অনুগ্রহে বিদিতাত্মতত্ত্ব ও অভিজ্ঞ হইয়া গঙ্গাতটে পণ্ডিতসমাজমধ্যে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়েন, সেই ভগবান বাসুদেবকে ধ্যান করি ॥ ৬ ॥ ইহাই প্রথম স্কন্ধ তাৎপর্য্য।

অথ দ্বিতীয়স্কন্ধার্থদিগ্‌দর্শনমাহ।

যত আৎ বাসুদেবাৎ যস্য জন্ম স ব্রহ্মা যদ্বা যত আৎ দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানামিত্যুক্তেঃ বাসুদেবরূপাৎ দ্বৈপায়নাৎ যস্য জন্ম স শুকঃ চ কবয়ে নারদায় পরীক্ষিতে চ আদি সর্ব্বকারণম্ ব্রহ্মহৃৎ বিরাড়্‌রূপং যথা যথাবৎ তেনে প্রকাশিতবান্ যত্র বিরাজি ত্রিসর্গঃ ত্রিলোকসর্গঃ ইতরতঃ চতুর্দ্দশলোকসর্গঃ চ অমৃষা সত্যঃ যদ্বা ইতরতঃ সূক্ষ্মরূপং ব্রহ্ম স্থূলরূপং চ যত্র বিরাড়্‌রূপে ব্রহ্মণি ভগবতি মৃষা এব কিম্ভূতঃ ত্রিসর্গঃ তেজোবারিমৃদাং বিনির্ম্মাঃ কার্য্যরূপঃ যৎ রূপং সূরয়ঃ যোগিনঃ মুহ্যন্তি ধ্যায়ন্তি স্বদা জ্ঞানেন বিচারণেন ইতি যাবৎ ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ মুহিরত্র ধ্যানে। চ পুনঃ যেন ধাম্না তেজোরূপেণ হরিণা স্বেন রাজতে কঞ্জোপরি ইতি স্বরাট্‌ ব্রহ্মা সত্যং বৈকুণ্ঠলোকম্ আযে প্রাপিতঃ। অনু তদনন্তরং জঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ হরেঃ স ব্রহ্মা অভি সর্ব্বসংসারভীতিহরং শ্রীভাগবতম্ অয়াৎ প্রাপ। কিম্ভূতেন দদাতি স্বানাম্ অভিলষিতম্ ইতি দাঃ তেন দা অতো লোপঃ অত্বাদারেণ। কিম্ভূতঃ স্বরাট্ স্বস্য ইনঃ স্বামী স্বেনঃ হরিঃ তং সীদতি গচ্ছতি ইতি স্বেনসদ্। ক সৎসু অর্থেষু বিশ্বসৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তম্। কিম্ভূতম্ অভিকঃ অর্থঃ ভাগবতম্ আ নিরস্তঃ কুহকঃ মোহঃ যেন তৎ তথা। তং পরং ব্রহ্মণঃ অপি উপাস্যং বাসুদেবং ধীমহি ॥ ৭ ॥

অনন্তর দ্বিতীয়স্কন্ধার্থ সংক্ষেপ।

ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব শুকদেবকে, শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে যে বিরাট্ পুরুষের রূপ উপদেশ করেন, যাঁহা হইতে এই সমস্ত লোক উৎপন্ন হয়, এই স্থূলসূক্ষ্মাত্মক জগৎ যাঁহাতে অকিঞ্চিৎকর, যোগিগণও যে পুরুষের ধ্যান করিয়া থাকেন, যাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ হইতেই ব্রহ্মা ভক্তাভীষ্টদ সংসারভয়বারণ শ্রীভাগবত ও বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন, ব্রহ্মারও উপাস্য সেই বিরাট্রূপী ভগবানকে ধ্যান করি ॥ ৭ ॥

অথ তৃতীয়স্কন্ধার্থদিগ্ দর্শনম্।
তত্রাদৌ বিদুরোদ্ধবাদিপ্রসঙ্গমাহ।

যত আদ্যস্য পরস্য অন্বয়াৎ যদুবংশাৎ যতঃ যস্য উদ্ধবস্য জন্ম তথাচ তেন উদ্ধবেন সাকং ব্রহ্মহ্রদ পরানুরাগী মৈত্রেয়ঃ তদা বিনা পক্ষিণা গরুড়েন নীয়তে ইতি বিনিঃ বিষ্ণুঃ তম্ অসদৎ ইতি সদ্ প্রাপ্তবান্ যৎ যদা অরিমৃদা সর্ব্বশক্রনাশকেন শ্রীরেণ আদি নৈজং তেজঃ আযে প্রাপি। স্বৈঃ আয়ুধৈঃ রাজতে ইতি স্বরাট্ যঃ জ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরঃ কবয়ে মৈত্রেয়ায় ইতরতঃ ইতরস্মৈ উদ্ধবায় অর্থেষু বিদুরোপদেশনিমিত্তম্ অভি শ্রীনিবর্ত্তকম্ আ নিরস্তং কুহকং সংসৃতিলক্ষণং যত্র তজ্ জ্ঞানং যথা ত্রিসর্গো মৃষা স্যাৎ তথা তেনে। যত্র জ্ঞানে ভাগবতলক্ষণে সূরয়ঃ বিদ্বাং সঃ অমুহ্যন্তি ন মুহ্যন্তি। কিন্তুতঃ জ্ঞঃ অরঃ শুভাবহঃ। স্বেন ধাম্না তেজস্য সত্যম্ অলৌকিকনিজপ্রভাবেন সর্ব্বদৈকরসং তং পরং বাসুদেবং ধীমহি ॥ ৮ ॥

অনন্তর তৃতীয়স্কন্ধার্থ সংক্ষেপ।
প্রথমতঃ বিদুরোদ্ধবাদি প্রসঙ্গ।

মৈত্রেয় ঋষি যদুবংশীয় উদ্ধবের সহিত যাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, যিনি পরানুরাগী মৈত্রেয়কে ও উদ্ধবকে বিদুরোপদেশার্থ সংসারভীতিনিবারণ, পণ্ডিতবর্গের মোহনাশক ভাগবতলক্ষণ আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেন, এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বভয়বারণ নিজ তেজ প্রদান করেন, অলৌকিক স্বীয় প্রভাবে সর্ব্বদা একরস সেই পরমেশ্বর বাসুদেবকে ধ্যান করি ॥ ৮ ॥

অথ বিদুরোপদেশাদিপ্রসঙ্গং হিরণ্যাক্ষবধঞ্চাহ।

যতঃ পরস্য অন্বয়াৎ গঙ্গারূপহরেঃ সম্বন্ধাৎ ইতরতঃ বিরক্তঃ অপি অভিজ্ঞঃ মৈত্রেয়ঃ আদিং শ্রীকৃষ্ণং কৌতি স্তৌতি ইতি কবিঃ বিদুরঃ তস্মৈ যথা যথাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানং তেনে। চ পুনঃ স্বানাং ভক্তানাম্ ইনঃ স্বেনঃ হরিঃ স শীঘ্রতি তিষ্ঠতি ইতি স্বেনসদ্ তেনে ধাম্না বৈকুণ্ঠেন সহ জন্মনা আদ্যস্য হিরণ্যাক্ষস্য বারি প্রলয়জলে মৃদাং মর্দ্দনং তেনে প্রকাশিতবান্ অর্থেষু কৃষ্ণাবতারং

মুদাযাং সত্যাম্ অজঃ ব্রহ্মা তে প্রসিদ্ধাঃ সুবযঃ দেবাঃ মুহ্যন্তি আনন্দবিবশাঃ প্রশশংসুঃ যৎ যয়া মুদযা ত্রযাণাং ধর্ম্মব্যাসাদীনাং সর্গঃ সন্ততিঃ অর্থাৎ বিদুরঃ হৃদা চেতসা স্বম্ আত্মানং রাজয়তি দ্যোতয়তি ইতি স্বরাট্ সন্তোষম্ আয়ে প্রাপিতঃ। কিন্তূতঃ ত্রিসর্গঃ ন মৃষ্যতি যুধিষ্ঠিরৈশ্বর্য্যম্ ইতি অমৃট্ দুর্য্যোধনঃ তেন বিনিময়ঃ ব্যত্যস্তঃ অসৎকৃতঃ। নিরস্তং কুহকং সর্ব্বপাপনাশকং তং পরং সত্যং সতাং গম্যং ধীমহি ॥ ৯ ॥

অনন্তর বিদুরোপদেশাদিপ্রসঙ্গ ও হিরণ্যাক্ষ বধ ॥

যাঁহার সম্বন্ধ হেতু মৈত্রেয ঋষি বিদুরকে ব্রহ্ম জ্ঞান উপদেশ করিতে সমর্থ হইযাছিলেন, যিনি এই ধরিত্রীর উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হইয়া প্রলযজলে হিরণ্যাক্ষনামক দুরন্ত অসুরের সংহার করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের আনন্দের কারণ হইযাছিলেন, যাঁহার তত্ত্বলীলা শ্রবণে দুষ্ট দুর্য্যোধন কর্তৃক অসৎকৃত বিদুর অন্তরে সন্তোষলাভ করিযাছিলেন, সেই সর্ব্ব পাপ প্রশমণকারী সাধুজনসেব্য শ্রীভগবানকে ধ্যান করি ॥ ৯ ॥

অথ মনুচরিতমাহ।

যতঃ যস্য মনোঃ স্বাযম্ভুবস্য আদ্যস্য ব্রহ্মণঃ জন্ম ততঃ ত্রিসর্গঃ তিসৃণামাকূত্যাদীনাং সর্গঃ সৃষ্টিঃ ইতবান্ দেবমনুষ্যাদীন্ তেনে অনু পশ্চাৎ স মনুঃ আদিকবয়ে ভৃগ্বাদিভ্যঃ অর্থেষু বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মেষু অভিজ্ঞঃ ব্রহ্মণঃ বেদস্য হৃৎ তাৎপর্য্যং যথা যথাবৎ তেনে। যত্র যেষু অর্থেষু সুবযঃ অপি মুহ্যন্তি যান্ বক্তুং ন উৎসহন্তে। কিঞ্চ অং বাসুদেবং যাতি ভজতি ইতি অযঃ স এব অযঃ তস্মিন্ আযে বাসুদেবভক্তে তেজোবারিমৃদাং রজঃসত্ত্বতমসাং বিনিমযঃ ব্যত্যাসরূপঃ জাগ্রদাদিত্রয়ম্ আধ্যাত্মিকাদিত্রযং চ মৃষা স স্বরাট্ মনুঃ দাঃ অত্যুদারঃ স্বেন ধাম্না দেহেন সহ নিরস্তকু ত্যক্তভূমণ্ডলং যথা স্যাৎ তথা হ স্ফুটং যৎ যং সত্যং কং সুখরূপং হরিম্ অযাৎ তং পরং ধীমহি ॥ ১০ ॥

অনন্তর মনু চরিত।

স্বাযম্ভুব মনু আকূতি প্রভৃতি কন্যাত্রয় উৎপাদন, আদিকবি ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদিবিষয়ক বেদতাৎপর্য্য উপদেশ পূর্ব্বক জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের মিথ্যাত্বসম্পাদীনী ত্রাপত্রযোন্মূলনকারিণী ভগবদ্ভক্তি দ্বারা পরিশুদ্ধি লাভে এই পৃথিবী ত্যাগানন্তর যে আনন্দময় ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হইযাছিলেন, আমরা তাঁহাকেই ধ্যান করি ॥ ১০ ॥

ক্রমশঃ

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥৫॥

স্নে কার্য্যে যথা—যঃ সমাযাযাঃ বিভবং বিস্তারং স্বয়মপি পর্য্যগাৎ পরিশব্দো-হপি নিষেধে এতাবান্ ইতি ন জ্ঞাতবান্ ইত্যর্থঃ। অপরে কুতো জানীয়ুঃ। যথা যত আকাশং সান্তং স্বস্যান্তং ন পর্য্যেতীতি। তথা শ্রুতিরপি যোহস্যাধ্যক্ষঃ পরমব্যোম ন সোহঙ্গ বেদ যদি বা বেদেতি। অর্থস্তু অস্যা মায়ায়া যোহধ্যক্ষঃ পরমব্যোম পরমব্যোমপদেন মহাবৈকুণ্ঠ উচ্যতে মহাকাশঞ্চ পরমব্যোমবর্ত্তী ছান্দসো বিভক্তিলুক অঙ্গ হে সোহপি অর্থাৎ ইমাং মায়াং বেদ এতাবত্বেন বেত্তি যদি বেতি আপাততঃ সংশয়ে যদি বা ন বেদ ন বেত্তি বেত্তি ন বেত্তি বেত্যর্থঃ এবার্থে বা নৈব বেদীত্যর্থঃ অনন্তস্য মায়ায়া অপ্যানন্ত্যাৎ। অতএব নারদীয়ে, যথা হরিবিরিঞ্চিগঙ্গাপী তস্য শক্তিস্তথানঘেতি অলমতিপ্রপঞ্চেন ॥ ৪ ॥

সম্পদ্বিপদ্রূপতয়া সুখদুঃখহেতুত্বং বদন্তঃ প্রার্থয়ন্তে যেতি। সুকৃতিনাং পুণ্যশালিনাং ভবনেষু গৃহেষু যা শ্রীঃ সম্পৎ স্বয়মাত্মনা স্বরূপেণ সম্পদ্রূপেতি যাবৎ। যদ্বা স্বয়ং তেষাং তৎপ্রার্থনামন্তরেণাপি তদ্গৃহেষু সম্পদ্ভবতি। তথাচ স্মৃতিঃ ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যত ইতি তথা স্বয়মপি ইত্যর্থঃ

মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। দেবীর মাহাত্ম্য অনন্ত বলিয়াই উঁহার অবর্ণনে অনন্তাদির সার্ব্বজ্ঞ্যাদির হানি হইতেছে না। অনন্ত প্রভৃতি যাঁহার মাহাত্ম্য সম্যক্ কীর্ত্তনে অক্ষম, আমরা যে তাহা নিঃশেষে কীর্ত্তন করিতে পারিব না, তাহা বলা বাহুল্য। তবে দেবী নিজ গুণে দুরন্ত অসুরগণের বিনাশসাধনে নিরত থাকিয়া আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৪ ॥

যিনি পুণ্যবন্ত ব্যক্তিদিগের ভবনে স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা, যিনি পাপাত্মা লোক সকলের গৃহে অলক্ষ্মীরূপা এবং যিনি নির্ম্মলবুদ্ধি লোকদিগের হৃদয়ে বুদ্ধি-স্বরূপা, যিনি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি সমূহের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্বরূপা ও সৎকুলজাত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে লজ্জাস্বরূপা, সেই দেবীকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি! আপনি এই বিশ্ব প্রতিপালন করুন ॥ ৫ ॥

পাপাত্মনাং কলুষশালিনাং ভবনেষু অলক্ষ্মীঃ বিপৎ তেষামস্থুদিনমিতি সম্পদমিচ্ছতামপি বিপত্তবতীতি স্বয়মিত্যস্যার্থঃ। তদুক্তম্ অচিন্তিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্। সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যত ইতি। তথা কৃতধিয়াং নির্ম্মলবুদ্ধীনাং হৃদয়েষু অন্তঃকরণেষু যা বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা। নম্ন বুদ্ধেরপ্যন্তঃকরণাভিন্নত্বাদনমুগতমেতৎ তথাচ মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকমিতি। সত্যম্। নির্দ্ধারণে সপ্তমী। তদয়মর্থঃ। কৃতধিয়াং হৃদয়েষু অন্তঃকরণচতুষ্টয়মধ্যেষু ত্বং বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা তস্যা মুক্তিহেতুত্বাৎ। তদুক্তং গীতাসু। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনামিতি। বুদ্ধির্ব্বুদ্ধিমতামহমিত্যেকাদশোক্তবৎ। যদ্বা হৃদয়েষু হৃদয়াকাশেষু বক্তব্যচ্ছেদভেদাৎ বহুত্বং হৃদয়াকাশস্য বুদ্ধ্যাদেরধিকরণত্বাৎ। তদুক্তং কাপিলেয়ে। অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়াম্মন উত্থিতম্। মনস্তস্মাচ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধির্ব্বুদ্ধের্গিরাং পতিরিতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ বুদ্ধ্যাদিষু হৃদয়মেবাধিষ্ঠানমিতি। তথা সতাং বেদমার্গানুসারিণাং শ্রদ্ধা বেদার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ। এতেন বৈদিককর্ম্মফলদাত্রী ত্বমেবেত্যুক্তম্। শ্রদ্ধয়ৈব কর্ম্মফলসম্পত্তেঃ। তথাচ স্মৃতিঃ। অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেদিতি। তথা কুলজনপ্রভবস্য সৎকুলজাতস্য লজ্জা অকার্য্যবৈমুখ্যহেতুঃ। অনেন সৎকর্ম্মপ্রবৃত্তিদ্বারা স্থিতিনির্ব্বাহিকা ত্বমেব ইত্যুক্তম্। অত্র শ্র্যাদ্যাঃ সম্পদাদ্যধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাশ্চ কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাম্ ইত্যাদি গীতাসু বুদ্ধির্লজ্জা বপুস্তথেত্যাদের্মৎস্যপুরাণে চ দর্শনাৎ। তাম্ উক্তলক্ষণাং ত্বাং নতাঃ স্ম হে দেবি বিশ্বং জগৎ পরিপালয় পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা। মহিষাসুরেণ চিরপবিভূতানাম্ অতিতাপানুভবাদস্যদা ভাবিভয়স্য ঝটিতি নিবারণায় যদ্বা বক্তৃভেদাদ্বা ভেদঃ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—সম্পদ ও বিপদরূপে দেবীই সকলের সুখ ও দুঃখের হেতু, এইটি বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। দেবি! তুমি পুণ্যশালী লোকদিগের গৃহে সম্পদরূপে অবস্থান করিয়া তাহাদিগের সুখদাত্রী হও এবং তুমিই কলুষশালী ব্যক্তিগণের গৃহে বিপদরূপে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদের দুঃখের হেতু হও। তুমিই বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকলের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। তুমি তাহাদিগের হৃদয়াকাশে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে সতত অবস্থান কর। তুমিই বেদমার্গানুসারী সাধু সকলের বৈদিককর্ম্মফলদাত্রী শ্রদ্ধারূপা।

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু ॥ ৬ ॥

বচনাগোচরতামাহুঃ কিং বর্ণয়ামেতি। হে দেবি সর্ব্বপ্রকাশিকে তব এতদ্রূপং কিং বর্ণয়াম বর্ণয়িতুং শক্নুম নৈবেত্যর্থঃ শক্তের্লোট্। ননু যদ্যক্তং তৎ কিমিতি বর্ণয়িতুং ন শক্যতে ইতি চেত্তত্রাহুঃ সর্ব্বেষু অসুরদেবগণাদিকেষু অচিন্ত্যং কৈরপি চিন্তয়িতুং বুদ্ধিবিষয়ীকর্ত্তুং শক্যং বুদ্ধিমনসোরগোচরত্বে কথং বর্ণনীয়মিত্যর্থঃ। এতেন দৃশ্যমানমপি ন পরিচ্ছেদবিষয়মিতি ভাবঃ। আদিনা ব্রহ্মর্য্যাদীনাং গ্রহণম্। কিঞ্চ তবাতিশয়িতং বীর্য্যং সামর্থ্যং কিং বর্ণয়াম পূর্ব্ববদর্থঃ। কীদৃক্ যতোঽসুরক্ষয়কারি অবিদ্যমানা ঈষদ্বা সুরা দেবা যেভ্যঃ অসুরাঃ অভাবে ঈষদর্থে বা নঞ্ তেষামপি ক্ষয়করণশীলং নিঃশেষসুরনিকরনিবাসপরাসুরক্ষয়কারিত্বাদচিন্ত্যমেব অতএব ভূরি অতিপ্রচুরম্। কিঞ্চ অন্যানি আহবেষু যুদ্ধেষু তব যানি চরিতানি চেষ্টিতানি তান্যপি কিং বর্ণয়াম পূর্ব্ববৎ। কিন্তু তানি অতি অতিশয়িতানি। যদ্বা সর্ব্বেষু অসুরদেবগণাদিকেষু সর্ব্বানন্দাদৃতা যানি চরিতানি সর্ব্বেষু সর্ব্বানতি অতিক্রম্যেতি বা দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী সুপাং সুলিতি ব্যবস্থয়া ॥৬॥

আপনিই সদ্বংশীয় ব্যক্তিদিগের অকার্য্যবৈমুখ্যহেতু লজ্জাস্বরূপিণী। আপনাকে আমরা পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। আপনি এই বিশ্ব সংসার পরিপালন করুন ॥ ৫

দেবি! তোমার এই অচিন্ত্য রূপ বা অসুরসংহারক অতুল প্রভাবের বিষয় আমরা কি বর্ণনা করিব? তোমার এই যুদ্ধচরিত্র দেবতা এবং অসুরাদিরও বুদ্ধি-মনের অগোচর ॥ ৬

* তাৎপর্য্য।—দেবি! তুমি এই মহিষাসুরসংগ্রামে যে অচিন্ত্য প্রভাব প্রকাশ করিয়াছ, তাহা অলৌকিক। আমরা স্বর্গাদিলোকবাসী, আমরা তোমার ঐ প্রভাব কি বুঝিব বা কি বর্ণনা করিব! তোমার [illegible] আমাদিগের বুদ্ধিরই বিষয় নহে, তখন উহা বর্ণনার বিষয় হইবে কিরূপে [illegible]

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥৭॥

পুনরপি সর্ব্বকারণতামাহুঃ হেতুরিতি। ত্বম্ আদ্যা পরমা প্রকৃতিঃ আদিরেব আদ্যা ন তু আদৌ ভবা অজামেকামিত্যাদিশ্রুত্যা উৎপত্তিনিষেধাৎ। অত্র হেতুঃ সমস্তজগতাম্ অখিলব্রহ্মাণ্ডানাং হেতুঃ কারণং সমস্তেত্যুক্তং প্রকৃত্যাবরণস্য সর্ব্বত্রৈক্যাৎ নন্বু গুণপরিমাণরূপং জগৎ কুতস্তত্র প্রকৃতের্হেতুত্বমিতি চেত্তত্রাহুঃ ত্রিগুণাপি ত্রয়ো গুণা যস্যাঃ অপি হেতৌ যতস্ত্বং ত্রিগুণা। তথাচ শ্রুতিঃ। অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং প্রজাং জনয়ন্তীং স ঐক্ষত ইত্যাদয়ঃ। স্মৃতিশ্চ সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবা ইতি। নন্বু হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীদিতি তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি শ্রুতিভ্যাং গুণময্যা স্বশক্ত্যাস্য সৃষ্টিস্থিত্যপ্যয়ান্ বিভো। ধৎসে যদা স্বদৃগ্‌ভূমন্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাভিধানিতি শিবস্তৌ। স্মৃত্যা চ পুরুষাণামেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং জগৎকর্ত্তৃত্বং শ্রূয়তে কুতঃ প্রকৃতেরিতি চেত্তত্রাহুঃ হরিহরাদিভিরপ্যপারা ইতি আদিব্রহ্মা বহুবচনেনান্যেষাং সনকাদীনামপি গ্রহণম্। যদ্বা ব্রহ্মণোঽপারা চেৎ সুতরাং তজ্জন্যানামন্যেষামপারা এতৈরনধিগতস্বরূপা তেষামেব তদ্গুণদ্বারেণৈব সৃষ্টিহেতুত্বাৎ ত্বমেব জগৎকর্ত্রীত্যর্থঃ। যদ্বা নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীৎ পুরুষ ইত্যাদিস্মৃত্যা স ঐক্ষত ইত্যাদিশ্রুত্যা চ পুরুষো নিমিত্তমাত্রং ব্যাপারস্তু প্রকৃতেরেব সমবায়িত্বাদিতি ব্যাখ্যাতমেব। অনধিগতমাহাত্ম্যতা তু ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতত্বাৎ অজোঽনুবদ্ধঃ সগুণৈরজায়া ইতি অত্রাপি

তুমি সমস্ত জগতের হেতুভূতা আদ্যা প্রকৃতি। তুমি জগৎকর্ত্তা হরিহরাদিরও অগম্যা। তুমি সকলের আশ্রয়রূপা। নিখিল জগৎ তোমারই অংশভূত। তুমি নির্বিকারা ও পরমা। তুমি ত্রিগুণাত্মিকা হইয়াও দোষস্পর্শপরিশূন্যা ॥ ৭

তাৎপর্য্য।—তুমিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, অতএব তুমিই আদ্যা প্রকৃতি। এই জগৎ তোমারই গুণত্রয়ের পরিণাম। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদি

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমিত্যাত্মক্তত্বাচ্চ সগুণপক্ষে হরিহরযোরপ্যেবং বিষ্ণোস্তু প্রাগপি ব্যাখ্যাতম্ অতএব ভগবতা শঙ্করেণাপ্যুক্তম্ অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপীত্যাদি। ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বস্তু শ্রুত্যা যদুচ্যতে তৎ সনকাদ্যর্বাচীনসৃষ্টৌ। ননু ভবতু কারণত্বং গুণসম্বন্ধে তজ্জন্যরাগাদিসম্বন্ধো দুষ্পরিহর এবেতি চেত্তত্রাহুঃ অপীতি অপীত্যাশ্চর্য্যে। এবমপি দোষৈর্ন জাতু রাগাদিভির্ন বিষয়াক্রিয়সে আশ্চর্য্যমেতৎ। এতেন চিৎপ্রাকৃতত্বমুক্তম্। যদ্বা অত্র হেতুরাদ্যেতি সর্ব্বকারণরূপা। তথাহি প্রকৃতের্গুণাস্ততো রাগাদয়ঃ কারণগুণা এব কার্য্যে বর্ত্তন্তে ন তু কার্য্যগুণাঃ কারণে ইতি ভাবঃ। ননু নিরাধারা সৃষ্টিঃ কথং ভবতু সতি বা আধারান্তরে সর্ব্বকারণতাব্যাঘাতঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহুঃ সর্ব্বাশ্রয়েতি। সর্ব্বৈরাশ্রীয়তেঽসৌ সর্ব্বাশ্রয়া সর্ব্বাধারেত্যর্থঃ। তৎ কুত ইত্যাহুঃ জগদিত্যাদি। ইদমখিলং জগৎ তবেত্যুক্তম্ অংশভূতং তবাবয়বস্বরূপং ন হ্যংশধারণেঽংশী আধারান্তরসাপেক্ষো ভবতি অখিলশব্দোপাদানাৎ সমস্তব্রহ্মাণ্ডানাং ত্বদংশভূতত্বমেবেতি সূচিতম্। মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহমিতি গীতাসূক্তেঃ গর্ভং চিদংশম্। নম্বেবমপি পরিণামাদিবিকারাপত্তৌ জন্মনাশাবপি আসজ্জেতামিতি চেত্তত্রাহুঃ অব্যাহতাঃ অবিকারা বচনাগোচরা বা যো হি বিকারী ভবতি স বচনবিষয়ো ভবতি ভবতু তথাত্বাভাবান্ন বিকারপ্রসঙ্গঃ। তৎ কুতঃ পরমা পরমীশ্বরং মাতি জ্ঞাবভাবেন বধ্নাতি পরমা যস্তু ঈশ্বরমপি বশীকরোষি অতস্ত্বমেব সর্ব্বজগৎকারণং সর্ব্বেশ্বরী নির্ব্বিকারা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। অত্র ত্রিগুণাত্বেন সন্ধিনীত্বমুক্তম্ অব্যাকৃতত্বেন সংবিচ্ছক্তিত্বমুক্তং পরমাত্বেন হ্লাদিনীশক্তিত্বমুক্তম্ তত্র সন্ধিনী ক্রিয়াশক্তিঃ সংবিচ্চিচ্ছক্তিঃ হ্লাদিনী আনন্দশক্তিরিতি ত্র্যবয়বা প্রকৃতিঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে, হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতা বেতি অলং প্রপঞ্চেন ॥৭॥

দেবতাও তোমারই গুণে গুণবান হইয়া এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। অতএব তাঁহারাও তোমার গুণের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। তুমি নিখিল জগতের আশ্রয়। সমস্ত জগৎ তোমারই অংশভূত। তুমি নির্ব্বিকারা প্রাকৃতিক বিকার তোমাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। তুমি হরিহরাদি ঈশ্বরগণেরও নিয়ন্ত্রী অর্থাৎ নিয়মনশক্তি, যেহেতু তুমিই সর্ব্বেশ্বরী। তুমি পরব্রহ্মের পরা শক্তি। তুমিই ত্রিগুণাত্মিকা পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তি। তুমি

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥ ৮ ॥

এবং সর্ব্বকারণতামুক্ত্বা দেবপিতৃযজ্ঞসাধনত্বেন জগদ্‌যাত্রানিষ্পাদক-তামাহঃ যস্যাঃ ইতি বৈ নিশ্চয়ে। অসি ত্বং স্বাহা দেবহবির্দ্দানমন্ত্রঃ কীদৃশী সকলেষু মখেষু অগ্নিষ্টোমাদিষু যস্যাঃ স্বাহা ইত্যস্যাঃ সমুদীরণেন সম্যক্ উচ্চারণেন সমস্তসুরতা দেববৃন্দং তৃপ্তিং প্রযাতি আর্ক্তিস্ত্যপ্রত্যয়ঃ স্বরূপমাত্রং বা ভাব ইতি ভাবলক্ষণমাদায় ভাবে তাপ্রত্যয়ো বা। অত্র স্বাহোদীরণেনাকু-ক্তিদানং লক্ষ্যতে তৎকরণকহবির্দ্দানেনৈব তৃপ্ত্যুপপত্তেঃ। তথাচ স্মৃতিঃ। স্বাহান্তা হোমকর্ম্মণীতি স্বাহাবসানে জুহুযাদিতি চ। অনেন দেবতৃপ্তিদ্বারা বৃষ্ট্যুৎপত্ত্যা বার্ত্তাপ্রবর্ত্তকত্বং জগজ্জননঞ্চ। তদুক্তং গীতাসু সহ যজ্ঞৈঃ প্রজাঃ। সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুগিতি। দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু ব ইতি চ। ত্বং স্বধা চ পিতৃহবির্দ্দানমন্ত্রঃ। কীদৃশী পিতৃগণস্য তৃপ্তিহেতুঃ। অনেন উত্তরোত্তরসৃষ্টিধারাপ্রবর্ত্তকত্বমুক্তম্। অতঃ কারণাৎ জনৈর্দ্দেবপিতৃযজ্ঞকারিভিঃ ত্বম্ উচ্চার্য্যসে দেবপিতৃযজ্ঞেষিতি শেষঃ। এতেন কর্ম্মকাণ্ডসাধারণত্বমুক্তং তেন ত্রিবর্গদাতৃত্বমুক্তম্ ॥৮॥

অবিকারিত্ববশত জ্ঞানশক্তি। এবং তুমিই পরমা হ্লাদিনী শক্তি। অতএব তুমি সর্ব্বাত্মিকা। ৭

সমস্ত যজ্ঞেই যে মন্ত্রের সম্যক্ উচ্চারণ দ্বারা দেবতাগণ তৃপ্তি লাভ করেন, সেই "স্বাহা" মন্ত্র তুমিই। আবার পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু "স্বধা" মন্ত্রও তুমিই। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি সকল কর্ত্তৃক তুমি উচ্চারিত হইয়া থাক। ৮

তাৎপর্য্য।—তুমি দেবযজ্ঞের ও পিতৃযজ্ঞের সাধন হইয়া জগদ্‌যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাক। কারণ, যজ্ঞে দেবতাবৃন্দের তৃপ্তিসাধক "স্বাহা" মন্ত্র এবং পিতৃগণের তৃপ্তিসাধক "স্বধা" মন্ত্র তুমিই। তোমার উচ্চারণ দ্বারা দেবযজ্ঞ বা পিতৃযজ্ঞ সাধিত হইলে দেবতাগণ ও পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করেন। তাঁহার ফলেই বৃষ্টি দ্বারা বার্ত্তাপ্রবৃত্তি এবং উত্তরোত্তর সৃষ্টিধারায় প্রবৃত্তি হইয়া

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যাস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ ৯ ॥

কেবলং কর্ম্মকাণ্ডসাধনদ্বারা প্রবৃত্তিহেতুঃ কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডসাধনতয়া মুক্তিহেতুরপি ত্বমেবেত্যাহঃ যা মুক্তিরিতি। হে দেবি ত্বং সা প্রসিদ্ধপ্রভাবা বিদ্যাসি ত্বং কীদৃশী বিদ্যা বা কীদৃশী ভগবতী নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যশালিনী। যদ্বা ভগবৎপ্রাপ্তিসাধনভূতা কীদৃশী পরমা পরং ব্রহ্ম মীয়তে সর্ব্বত্র দৃশ্যতেহনয়া পরমা সর্ব্বমিদং ব্রহ্মৈব ইত্যনুভবরূপা। তদুক্তং গীতাসু। বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভ ইতি। নারদীয়ে চ। সর্ব্বৈকভাবনা বুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে ইতি। বিদ্যাঙ্গানি ভিদাবাধ ইত্যেকাদশে চ। যদ্বা উপনিষদ্রূপা তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি শ্রুতেঃ। যদ্ব বিদ্যা পঞ্চপর্ব্বরূপা পূর্ব্বোক্তা কীদৃশী মুক্তিহেতুঃ মুক্তেনির্ব্বাণস্য কারণং বন্ধোহস্যাবিদ্যয়ানাদেৰ্বিদ্যয়া চ তথেতর ইত্যুক্তেঃ সা বিদ্যা পরমা মুক্তেৰ্হেতুভূতা সনাতনীত্যুক্তেঃ যয়া মর্ত্ত্যো হরিং বিশেদিত্যুক্তেশ্চ। পুনঃ কীদৃশী অবিচিন্ত্যেতি। অবিচিন্ত্যম্ অনধ্যবসেয়ং দুরনুষ্ঠেয়ং মহাব্রতং বৃহদ্-ব্রহ্মচর্য্যাদ্যনিকেতবাসাদিরূপং যস্যাঃ আস্তাং তদাচরণবার্ত্তা করিষ্যামীত্যধ্যবসায়োহপি ভয়দত্বাদশক্য ইতি ভাবঃ। নন্বেবং নির্বিষয়তাস্তু নেত্যাহঃ মুনিভির্মননশীলৈরভ্যস্যসে নিদিধ্যাস্যসে সাধ্যসে ইতি বা। কিম্ ঐহিকামুষ্মিক-ভোগবিশেষায় নহি নহীত্যাহঃ। মোক্ষার্থিভিঃ মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষিভিঃ মুমুক্ষুভি-রিত্যর্থঃ। যদ্বা মোক্ষ এব অর্থো ধনং তদ্বিদ্যতে যেষাং তৈঃ মুক্তৌ দায়ভাগ-ভিরিতি সিদ্ধপ্রায়জ্ঞানৈঃ। যোগ্যতামাহঃ অস্তসমস্তদোষৈঃ নির্গতরাগাদিভিঃ অতএব সুনিয়তানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তত্ত্বং ব্রহ্মৈব সারং ন্যায্যং তে চ তে তে চেতি তৈঃ। যদ্বা তত্ত্বং ব্রহ্মৈব সারঃ স্থিরম্ অবিচলং যেষাং সংসিদ্ধাপরোক্ষজ্ঞানা ইতি যাবৎ। সারো বলে স্থিরাংশে চ ন্যায্যে ক্লীবং বরে ত্রিম্বিতি মেদিনী। ৯।

থাকে। এইরূপে কর্ম্মকাণ্ড সাধন দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তুমিই জীব সকলকে ত্রিবর্গ প্রদান করিয়া থাক। ৮।

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥ ১০

জ্ঞানস্বরূপতামুক্ত্বা জ্ঞানসাধনশাস্ত্রস্বরূপতামাহঃ শব্দাত্মিকেতি। ত্বং শব্দাত্মিকা শব্দস্বরূপা শব্দোঽত্র স্ফুপ্‌তিঙন্তস্বরূপঃ অতএব সুবিমলানাং নির্ম্মলজ্ঞানহেতূনাম্ ঋচাং যজুষাঞ্চ নিধানম্ আধারভূতম্ ঋগাদীনাং শব্দময়ত্বাৎ। সাম্নাং সামবেদানাঞ্চ নিধানম্ আবিষ্টলিঙ্গত্বাৎ ক্লীবত্বম্। কীদৃশাম্ উদ্গীতরম্যপদপাঠবতাম্ উদ্গীতমুচ্চৈর্গানম্ উদাত্তস্বরঃ স্বরিতানুদাত্তয়োরুপলক্ষণমেতৎ তেন রম্যো মনোহরঃ পদানাং যঃ পাঠস্তদ্বতাম্ প্রশংসায়াং মতুঃ। ঋক্‌সামযজুষাং লক্ষণান্যাহ জৈমিনিঃ। তেষামৃক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থিতিরিতি। গীতিষু সামাখ্যেতি গীয়মানেষু মন্ত্রেষু সামসংজ্ঞেত্যর্থঃ। শেষে যজুঃশব্দ ইতি শেষে ঋক্‌সামভিন্নে গানপদাদিব্যবচ্ছেদরহিতে মন্ত্রজাতে ইত্যর্থঃ। প্রসঙ্গাদুক্তমেতৎ। ত্বং ত্রয়ী চ ঋগযজুঃসামানি চ। কীদৃশী দেবী দ্যোতনশীলা সকলার্থপ্রকাশনপরা। পুনঃ কীদৃশী ভগবতী অর্থতঃ স্বরূপতশ্চাবিচ্ছেদ্যা। তদুক্তম্ একাদশে। অনন্তপারাং বৃহতীমিতি। ভোগসাধনতামাহঃ ভবভাবনায় জগৎপালনায় ত্বং বার্ত্তা কৃষ্যাদিচতুষ্টয়রূপা কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাঃ কুশীদং

হে দেবি! সেই ভগবৎপ্রাপ্তিসাধনভূতা পরমা বিদ্যাও তুমিই। তুমি মুক্তির হেতুভূতা ও অবিচিন্ত্যমহাব্রতা বলিযা, অস্তসমস্তদোষ, বিজিতেন্দ্রিয় ও আত্মতত্ত্বসার মোক্ষার্থী মুনিগণ তোমারই অভ্যাস অর্থাৎ বারংবার আলোচনা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ভগবতি! তুমি যে কেবল কর্ম্ম-কাণ্ডসাধন দ্বারা প্রবৃত্তির হেতু হও, তাহা নহে; জ্ঞানকাণ্ড সাধন দ্বারা মুক্তির হেতুও তুমিই। দেবি! তুমিই নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যশালিনী মোক্ষবিদ্যা। তোমার অনুগ্রহেই পরব্রহ্মের তত্ত্ব বিদিত হওয়া যায়। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মুনিগণ তোমাকেই অচিন্ত্য মোক্ষসাধন স্বরূপ জানিয়া তোমারই আশ্রয়ে রাগদ্বেষাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। তুমিই তাহাদিগের মুক্তির কারণ হইয়া পরমপদ প্রদান করিয়া থাক ॥ ৯ ॥

ভুলিতে প্রাণের ব্যথা পান করে হলাহল।
যদি তুমি মুখ পানে চাহিতে বারেক ফিরে,
তা' হ'লে এমন ধারা হেথা হোথা ঘুরে ঘুরে
ফিরিতে হ'ত না মোর, মিটিত প্রাণের তৃষা,
ফুটিয়া উঠিত প্রাণে নব রাগে নব ঊষা।
মুখ খানি হেরি তব, কল্পনার মাঝ খানে,
স্বর্গের নন্দন-সুখ জাগিয়া উঠিত প্রাণে।
পাষাণ হৃদয় তব বারেক না দেখ চেয়ে,
জেনো তুমি শেষ কথা, বৃথা এ পিপাসা ল'য়ে,
আসি নাই কাছে তব; মিটিবে বাসনা মোর,
তোমারেই হেরি আমি করিব জীবন ভোর।
দূরে থাকি, কাছে থাকি যেথা সাধ সেথা যাই,
তোমার আমার কাছে আর কোনো বাধা নাই।
সাধ হয় ফিরে চেও, না হয় যেও গো চলে,
ধূলি হ'তে ধূলি সম এ তুচ্ছ হৃদয় দলে।
কিছুতে গো মিটিবে না এ অনন্ত তৃষা মোর,
তোমারি সৌন্দর্য্য-ছায় জীবন করিব ভোর।
এসেছিনু সাধ ল'য়ে অনন্ত পিপাসা বুকে,
চলিনু ফিরিয়া পুন না জানি গো কোন্ মুখে।
স্বরগে নরকে কিম্বা যখন যেখানে যাই,
তোমার আমার মাঝে আর কোন বাধা নাই।
যেথা তব সাধ যায়, যাও তুমি সেইখানে,
আমার আঁখির দিঠি চেয়ে র'বে তোমা পানে।
এ অনন্ত সংসারেতে আঁখি তব ধ্রুবতারা,
তোমারি মুখেতে চেয়ে জীবন করিব সারা।
যাই তবে বিদায়ের দুটি কথা বলে আজ,
ভুলিব প্রাণের জ্বালা মিশিব সংসার মাঝ।
স্বরগে নরকে কিম্বা যখন যেখানে যাই,—
তোমার আমার মাঝে আর কোনো বাধা নাই।

শ্রী সরোজকুমারী দেবী।

চারি দিকে জেগে তার
যেন ঘুম ভাঙ্গা ছবি।
তটিনী উজানে বয়
ঈষৎ সমীরে দুলে,
শ্যামল গাছের ছায়া
হৃদয়ে ঘুমায় ভুলে।
তাই হেরি কত সাধ
যেতো হায় মনে মোর,
এখনো শিহরে প্রাণ
এখনো রয়েছে ঘোর।
স্বপ্নময়ী কল্পনায়
দেখিতাম কত সবি,
যাহা কিছু দেখিতাম,
মধুর মধুর ছবি।
এ ক্ষুদ্র পিপাসা হ'তে
বাড়িল অনন্ত তৃষা,
আঁধার পরাণ মাঝে
বাসনা হারায় দিশা।
অনন্ত বাসনা হ্রদে
অন্ধ আঁখি মোহবশে,
ভাসিনু তটিনী প্রায়
কত কি চরণে দলে।
ছিলাম শান্তির মাঝে
আজ আসিলাম কোথা।
চরণে কণ্টক ফুটে,
হৃদয়ে বাজিছে ব্যথা।
ছিনু সংসারের দূরে,
সংসার কাহারে বলে—
আজো তাহা জানি নাই,
এখনো রয়েছি ভুলে।
কেন তুমি দূর হ'তে
চেয়েছিলে মোর পানে,
স্নেহ-দৃষ্টি-বারি-ধারে
কেন গো ভুলা'লে প্রাণে?
কি যে মোহময় ওই
তব দুটি আঁখি-তারা—
কবিতার কল্পনার,
আমি যে আপনা-হারা।
দূরে ছিনু, ভাল ছিনু;
কেন আসিলাম কাছে?
কারে কি বলিতে হয়,
জানি না সংসার মাঝে।
দূত হ'তে পূজিতাম
সেই মোর ছিল ভাল,
তা' হ'লে হ'ত না হায়!
দগ্ধ হৃদি চিরকাল।
কে জানে পাষাণে গড়া
তোমার মূরতি খানি,
তা' হ'লে কি প্রেম, প্রাণ
দিতাম চরণে আনি?
ভুলিব প্রাণের জ্বালা
মিশিব সংসার মাঝ,
বিদায়ের দুটি কথা
বলিতে এলাম আজ।
শোন আর নাই শোন
সাধ হয় যাও দূর,
সংসার স্বপন নহে,
নহে ইহা সুরপুর।
হেথা জ্বলে জীব জ্বালা